সূত্রপিটকে

সংযুক্ত-নিকায়

(পঞ্চম খণ্ড)

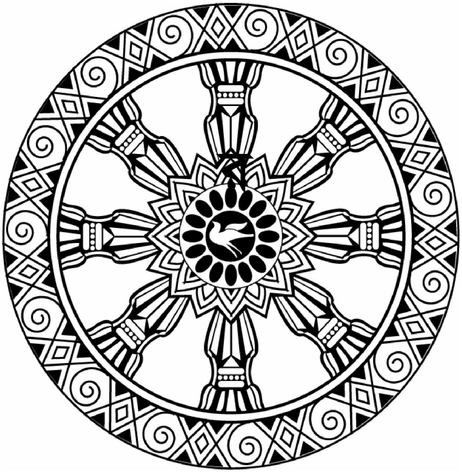

অনুবাদকবৃন্দঃ
বঙ্গীস ভিক্ষু,
অজিত ভিক্ষু,
প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু

Sutta pitake
Samyutta Nikaya- Mahavagga

Translated by
Ven. Bangis Bhikkhu.
Ven. Ajit Bhikkhu.
Ven. Pragyadarshi Bhikkhu.

প্রকাশনায় ঃ- **সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দা।**
সহযোগীতায়ঃ- **সম্বোধি ভিক্ষু, রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।**
প্রকাশকাল ঃ- **৮ই জানুয়ারী, ২০১১ইং, ২৫৫৪ বুদ্ধাব্দ। (শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শুভ জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত)**

গ্রন্থসত্ত্ব ঃ- গ্রন্থকার কর্তৃক সংরক্ষিত।

Sutta pitake Samyutta Nikaya- Mahavagga Translated into Bengali by **Ven. Bangis Bhikkhu. Ven. Ajit Bhikkhu. Ven. Pragyadarshi Bhikkhu,** Rajbana Vihar, Rangamati, Bangladesh. First Editionঃ 8th January, 2554 B.E., 1417 Bangla, 2011A.D..

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রন্থকারের উৎসর্গ

আমাদের পরমারাধ্য পারমার্থিক গুরু, উপাধ্যায়, সর্বজন পূজ্য মহান আর্যপুরুষ, শ্রাবক বুদ্ধ পরম শ্রদ্ধেয় সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) ও শিক্ষা গুরু, বহু গ্রন্থ প্রণেতা
পণ্ডিত প্রবর শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির মহোদয় এবং শিক্ষাগুরু
জ্ঞানপ্রিয় স্থবির মহোদয়ের শ্রী করকমলে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং
কৃতজ্ঞতা পূজাস্বরূপ এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করছি।
এহেন পূণ্যবিমণ্ডিত কুশল কর্মের প্রভাবে সমস্ত
জীব-জগত শান্তি সলিলে অবগাহন করে
মোদিত হোক, আমাদের সকলের
নির্বাণ সন্দর্শন হোক, জগতের
সকল প্রাণী সুখী হোক।

প্রণত ঃ

অনুবাদকবৃন্দ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আশীষ বাণী

লোভ-দ্বেষ মোহরূপ মানব মনের যাবতীয় কালিমা অপসৃত করে জীবনের পূর্ণতা সাধনের লক্ষ্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সদ্ধর্ম অনুশীলন। লোভ-দ্বেষ-মোহ থাকলে প্রকৃত সত্য অধিগত হওয়া যায় না। তাই চারি আর্যসত্য উপলব্ধির জন্য সদ্ধর্ম অনুশীলনের পাশাপাশি ধর্ম গ্রন্থাদি পঠন-পাঠন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে আমার শিষ্যত্রয় বঙ্গীশ ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষুর সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলা ভাষায় পূর্ণাঙ্গ অনুদিত হলো সংযুক্ত নিকায়ের সর্বশেষ বর্গ 'মহাবর্গ'। জীবন দুঃখের চির অবসানের নিমিত্ত বহুবিধ উপদেশ সংবলিত প্রতিপাদ্য গ্রন্থটি আশাকরি শ্রদ্ধাবান ভিক্ষু-শ্রমণ, উপাসক-উপাসিকাদের ধর্মবোধ জাগ্রতকরণে সহায়ক হবে।

বুদ্ধ বচন ঋদ্ধ ত্রিপিটক সম্পূর্ণ বাংলায় অনুবাদ, প্রকাশনা, ও প্রচারের জন্য বিশাল প্রকাশনা ফান্ড এবং তার যথাযথ ব্যবহার প্রয়োজন। সমগ্র ত্রিপিটক, অত্থকথা, টীকা-অনুটীকা সমেত বহু ধর্ম গ্রন্থই বাংলায় অননুদিত থেকে গেছে এখন পর্যন্ত। সদ্ধর্ম আচরণের পূর্বশর্ত ধর্ম গ্রন্থাদির পঠন। কেননা ধর্ম বোধনের ক্ষেত্রে ত্রিপিটক চর্চা অপরিসীম। এরই প্রেক্ষিতে আমার জনাকয়েক শিষ্যবৃন্দ আমার নির্দেশনায় ত্রিপিটকের বঙ্গানুবাদ কর্ম শুরু করেছে এবং ইতোমধ্যে প্রকাশনাও হয়েছে। প্রতিপাদ্য গ্রন্থটিও একই ধারাবাহিকতার ফসল। আশা করব, এরূপ পুণ্যময় সদ্ধর্ম প্রচারমূলক ধর্ম গ্রন্থাদি অনুবাদে অনাগতে আগ্রহীরা অগ্রসর হবেন। জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

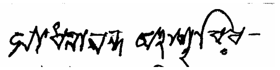

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আশীষ বাণী

বৌদ্ধশাস্ত্র ত্রিপিটকের অন্যতম পিটক সূত্রপিটকের অন্তর্গত তৃতীয় নিকায় হচ্ছে সংযুক্ত নিকায়। এটি পাঁচ বর্গে বিভক্ত, যথা– সগাথক বর্গ, নিদান বর্গ, খন্ধবর্গ, ষড়ায়তন বর্গ ও মহাবর্গ। এই গ্রন্থ নৈতিক মনস্তত্ত্ব, দর্শন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কীয় সূত্রের সমবায়ে রচিত। শীল, আচার-অনুষ্ঠান, আদর্শ জীবন-যাপন ও চরিত্র-গঠনের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সংযুক্ত নিকায়ভুক্ত সূত্রাদি গদ্য ও পদ্যে রচিত। এদের কাব্যিক মূল্য অনন্যসাধারণ।

বুদ্ধের উপদেশ পাঠে দেখা যায়– একটি মাত্র ভাষণ শ্রবণ করে শ্রোতাদের মধ্যে অনেকে ধর্মজ্ঞান লাভ করেছেন, অনেকে জীবনুন্মুক্ত করেছেন আর অনেকের জীবন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়েছে। গত ২৫৫৪ বুদ্ধবর্ষ ব্যাপী বিশ্বের কত মানুষ এর দ্বারা আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই। এর সর্বজনীন উপদেশাবলী আজও মানুষের হৃদয় পরিতৃপ্ত করবে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সংযুক্ত নিকায়ের এই অংশে বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি সমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দৃষ্ট হয়। মহাবর্গ সংযুক্তে বারটি সংযুক্ত রয়েছে। যথা– ***(১) মার্গ সংযুক্তঃ-*** এতে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে। ***(২) বোধ্যঙ্গ সংযুক্তঃ-*** এতে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্ম-বিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ***(৩) স্মৃত্যুপ্রস্থান সংযুক্তঃ-*** এতে কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। ***(৪) ইন্দ্রিয় সংযুক্তঃ-*** এতে শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, বীর্য ইন্দ্রিয়, সমাধি ইন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে ব্যাখ্যা রয়েছে। ***(৫) সম্যক প্রধান সংযুক্তঃ-*** উৎপন্ন পাপসমূহের বিনাশ করার প্রচেষ্টা, অনুৎপন্ন পাপের অনুৎপাদন প্রচেষ্টা, উৎপন্ন কুশল কর্মের পরিবর্ধনের প্রচেষ্টা এবং অনুৎপন্ন কুশলকর্ম উৎপাদনের প্রচেষ্টা। ***(৬) বল সংযুক্তঃ-*** শ্রদ্ধাবল, বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা রয়েছে। ***(৭) ঋদ্ধিপাদ সংযুক্তঃ-*** ছন্দঋদ্ধি, বীর্যঋদ্ধি, চিত্তঋদ্ধি এবং মীমাংসাঋদ্ধি কথা রয়েছে। ***(৮) অনুরুদ্ধ সংযুক্তঃ-*** অনুরুদ্ধ স্থবিরের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। রূপ, বেদনা, চিত্ত, চৈতসিক সাধনায় স্থবির অনুরুদ্ধের সমকক্ষ কেহ ছিলেন না। এইরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে। ***(৯) ধ্যান সংযুক্তঃ-*** এতে ধ্যান-সাধনার ভিতর দিয়ে চিত্ত সাধারণ পর্যায় অতিক্রম করে নিষ্কাম নির্মল ধ্যানচিত্তে রূপান্তরিত হয় এরূপ ব্যাখ্যা আছে। ***(১০) আনাপাণ সংযুক্তঃ-*** 'আন' হচ্ছে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নাসিকা দ্বারা গৃহীত বায়ু এবং 'অপাণ' হচ্ছে নিঃশ্বাস বায়ু। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে মন নিবদ্ধ করে ধ্যান করার পদ্ধতির ব্যাখ্যা রয়েছে। ***(১১) স্রোতাপত্তি সংযুক্তঃ-*** এতে বলা হয়েছে যে, আর্যশ্রাবকেরা বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল হন। তাঁর জীবনের বিনিময়ে হলেও কখনও ত্রিরত্নের শরণ ত্যাগ করেন না। এরূপ ব্যাখ্যা রয়েছে। ***(১২) সত্য সংযুক্তঃ-*** এতে দুঃখ সত্য, সমুদয় সত্য, নিরোধ সত্য ও মার্গ সত্য বিষয়ে ব্যাখ্যা রয়েছে।

তথাগত বুদ্ধের ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি উপদেশের সমষ্টিই হলো মহাবর্গ। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার অনুশীলনের মাধ্যমে দুঃখ মুক্তির পথ নির্দেশনা রয়েছে এই মহাবর্গে।

গ্রন্থ অনুবাদ করা কত যে কষ্টসাধ্য ও সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার তা যাঁরা এরূপ গ্রন্থাদি অনুবাদ করেছেন একমাত্র তাঁরাই বুঝতে পারবেন। এই গ্রন্থটি প্রণয়নের মাধ্যমে বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু, যে পাণ্ডিত্য দেখিয়েছে এবং পরিশ্রম স্বীকার করেছে তার জন্য তারা সত্যিই সাধুবাদের যোগ্য। সাধারণ পাঠকেরা এই গ্রন্থটি পাঠে বিশেষ উপকৃত হবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৌদ্ধদের মতে যাঁরা ধর্মীয়গ্রন্থ প্রচার করে তাঁদের পুণ্যের শেষ নেই, সেজন্য অনুবাদক ত্রয় এই মহামূল্যবান গ্রন্থটি যৌথভাবে অনুবাদ করে বহু পুণ্য অর্জন করেছে।

পরিশেষে আমি আশা করি, সংযুক্ত নিকায়ের এই 'মহাবর্গ' গ্রন্থটি সকলের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত হবে।

"সকল প্রাণী সুখী হোক"

জ্ঞান প্রিয় ভিক্ষু
রাজ বন বিহার, রাঙ্গামাটি।
তাং- ২৮-১০-২০১০ ইং।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিবেদন

বৌদ্ধ সাহিত্য ও পবিত্র ত্রিপিটকের ভাষার নাম 'পালি'। ত্রিপিটক শিক্ষা ও গবেষণার জন্য এই পবিত্র পালি ভাষা শিক্ষা ও প্রয়োজনীয়তার কথা পূজ্য বনভন্তে এক সময় প্রায় দেশনায় বলতেন। আর সেই উৎসাহ ব্যঞ্জক দেশনা শ্রবণ করেই মূলতঃ আমাদের পালি ভাষা শিক্ষার সদিচ্ছা জন্মায়। ভারত-বাংলা-উপমহাদেশ তথা সারা বিশ্বে বৌদ্ধ ধর্ম পুনঃ জাগরনের একান্ত ইচ্ছা পূজ্য ভন্তের দেশনায় প্রকাশ পায়। বৌদ্ধ ধর্ম পুনঃ জাগরন করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন ত্রিপিটক অধ্যয়ন করে তদনুরূপ আচরণের পাশাপাশি পালি ভাষা শিক্ষা করা। আর এ লক্ষ্যেইতো রাজবন বিহারে প্রতিষ্ঠা পেতে যাচ্ছে পালি কলেজ। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের রাজবন বিহারে অদ্যাবধি এরূপ শিক্ষার প্রচলন না থাকলেও সেই শিক্ষার কিছুটা হলেও অভাব পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছিলেন শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় ভন্তে। শ্রামণ ও উপাসক-উপাসিকাদের ত্রিপিটকের তথা বৌদ্ধ ধর্মের বিভিন্ন ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষাদানের পাশাপাশি পালি ভাষা শিক্ষাটাও শুরু করে দিয়েছিলেন ২০০৪ সালে। যদ্দরুণ তদ্‌কালীন শ্রামণদের পালি ভাষা শিক্ষার সুপ্ত সদিচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল। তিনি পালি ভাষা শিক্ষা দেয়ার প্রথা স্থগিত করলেও এখনো পর্যন্ত শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন ভাবনা ও ত্রিপিটকের মূল বিষয়। তাঁর এমন সুমহান উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। কেননা বহু শ্রামণ ও উপাসক-উপাসিকাগণ প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্মের সারসংক্ষেপ বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর শিক্ষাদানের মাধ্যমে যা আগে কখনো সুযোগ হয়নি। আর আমাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। সেই পালি ভাষা শিক্ষার প্রথম হতে প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষুর (তখন শ্রামণ) সুযোগ হলেও আমাদের দু'জনের সুযোগ হয় ২০০৫ সালের শুরুতে। আমাদেরকে তিনি উৎসাহ-উদ্দীপনা সহকারে পালি ভাষা শিক্ষার ১ম খন্ড দুইবার, ২য় খন্ডের সন্ধি-সমাস পর্যন্ত, আখ্যাত প্রকরণের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অংশ ও ধর্মপদ গাথার অনুবাদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অনুবাদের বিবিধ কলা-কৌশল, বাক্য গঠন ও শব্দ চয়ন শিক্ষা দেয়ার পর সংযুক্ত নিকায়ের সর্বশেষ খন্ড এই 'মহাবর্গ' বইটি ১৮ই নভেম্বর (শনিবার) ২০০৬ সালে আমাদের হাতে তুলে দেন এই বলে– 'যাও এই বইটি তোমরা অধ্যয়ন করো, আর ছাপানোর মতো উপযুক্ত হলে বই আকারে প্রকাশ করব'। তখন আমরা মূলতঃ অধ্যয়নের লক্ষ্যেই বইটি গ্রহণ করেছিলাম। অধ্যয়নের লক্ষ্যে বইটি গ্রহণ করলেও দু'টি বিষয় মাথায় ছিলো। একটি বিষয় হচ্ছে, 'গুরুর সুবাক্য অলঙ্ঘনীয়'। অপরটি হলো, 'পূর্বেকার অনুবাদকগণের অভিমত পড়লেই দেখা যায় প্রায় জনের অনুবাদ কিছু অংশ করার পর বিবিধ কারণে বন্ধ হয়ে গেলেও দীর্ঘ দশ, বিশ, ত্রিশ এবংকি চলিশ বৎসর পরে হলেও তা পুস্তকাকারে প্রকাশ পেয়েছে। আর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমরাতো এখনো নবীন। অধ্যয়ন করলে অবশ্যই দীর্ঘকাল পরে হলেও বই আকারে রূপ দিতে পারব'। এই দু'টি বিষয় মাথায় রেখে বইটি গ্রহণ করার পর কতেকাংশ অধ্যয়ন করে স্থগিত করি। পালি ভাষায় আরও উত্তমরূপে বুৎপত্তি লাভের জন্য বনভন্তের অনুমতিক্রমে আমাদের আরেক শিক্ষাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ ভন্তের কাছে গমন করা ছিল অনুবাদ স্থগিতের মুখ্য কারণ। তাঁর কাছে আমরা নতুনভাবে প্রথম খন্ডের অনুশীলনী 'তের' হতে যথাক্রমে দ্বিতীয় খন্ড ও তৃতীয় খন্ডের গ্রুপ এগার পর্যন্ত শিক্ষা করি। আর শাসনদরদী ভদন্ত গুরুদেবও পালি ভাষা প্রচার ও প্রসারার্থে শত ব্যস্ততার মধ্যেও অকুণ্ঠচিত্তে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁর মহামূল্যবান সময় ব্যয় করে গহিরা আর রাংকূট বনাশ্রমে। তাঁর এমন গুণ ও উপকারীতা স্মরণ করে ভন্তের প্রতি জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা চিত্তে সশ্রদ্ধা ও বন্দনা। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় ভন্তের কাছ থেকে পালি ভাষা শিক্ষা না পেলে হয়তো বা আর পালি শিক্ষা করা আমাদের হতো না। তজ্জন্য জ্ঞানপ্রিয় ভন্তেকেও জানাচ্ছি সশ্রদ্ধা বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা। উল্লেখ্য যে, শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে ২০০৬ সালের বর্ষাবাসে রাজবন বিহারে পালি শিক্ষা দিলেও তখনকার শ্রামণদের প্রথম হতে শিক্ষার সুযোগ হয়নি আসন সীমিত থাকার কারণে। যদিওবা বর্ষাবাসের প্রায় শেষান্তে কিছু আসন খালি হলে দু-তিন জন শ্রামণ শিক্ষা করে। আমরা গুরুদ্বয়ের প্রতি আবারও সশ্রদ্ধা ও বিনম্র চিত্তে কৃতজ্ঞতা আর বন্দনা জানাচ্ছি ***'আচার্য মুষ্ঠি'*** না রেখে শিক্ষা দেয়ার জন্য। এই গুরুদ্বয় আমাদের আরো উপকৃত করেছেন ভূমিকা ও অভিমত লিখে দিয়ে।

আমাদের কাছে অনুবাদ কার্য বামন হয়ে চন্দ্র স্পর্শ করার চেষ্টার ন্যায় একান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার হলেও 'একেবারে না থাকার চেয়ে অল্প কিছু থাকাই ভাল' এই কথা চিন্তা করে পালি শিক্ষা করে আসার পর পরই পূর্বেকার অধ্যয়নের অংশ বিশেষ ঠিক করে নতুনভাবে অনুবাদ কর্মে ব্রতী হই। বামন হয়ে চন্দ্র স্পর্শ করার চেষ্টার ন্যায় একান্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার বলছি একারণে, অনুবাদ কর্ম হচ্ছে পণ্ডিত ও ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাজ। আমাদের মতো অনভিজ্ঞদের এসব কার্যে মানায় না। আমাদের অনুবাদ কর্ম ২০১০-এর বর্ষাবাসের আগে সমাপ্ত হলেও কম্পোজ, সেটিং ও প্রকাশকের অভাবে ছাপাতে একটু দেরী হলো। আমরা তিনজনের অনুবাদ সামঞ্জস্যতা ঠিক রেখেই অনুবাদ করেছি। পাঠকগণের বুঝার সুবিধার্থে সহজ-সরল বাক্য গঠন ও শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে যেমন প্রত্যক অনুবাদকগণের প্রচেষ্টা থাকে, তেমনি আমাদের ক্ষেত্রেও চেষ্টার কমতি ছিল না। যথাসাধ্য সহজ-সরল বাক্য গঠন ও শব্দ চয়ন করেছি। আর যেসব দুর্বোধ্য শব্দে অন্য কোন সুবোধ্য শব্দ ব্যবহার করলে বাক্য ও শব্দের গাম্ভীর্যতা নষ্ট হয়, সেসব শব্দ অক্ষুন্ন রেখে বন্ধনির মধ্যে সেসব শব্দের সুবোধ্য শব্দ ব্যবহার করেছি। পাঠেচ্ছুকদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুবিধার জন্য প্রত্যেক সূত্রের ক্রমিক নম্বর অপরিবর্তিত রাখার পাশাপাশি গুটি কয়েক প্যারা বাদে অন্য সব প্যারাতে ক্রমিক নম্বর সংযোগ করেছি। আর পাঠকগণের বুঝতে অসুবিধা না হওয়ার জন্য একেক জনের বাক্য এন্টার দিয়ে নিচে নামিয়ে দিয়েছি। ***F.L.wood word*** মহাশয় কর্তৃক মহাবর্গটির ইংরেজি তর্জমা ***The Book of the kindred sayings-*** বইটি হতে যথেষ্ঠ সহায়তা নিয়েছি অত্র বঙ্গানুবাদ কার্যে। এবং এছাড়াও অন্যান্য বেশ কিছু পিটকীয় অনূদিত গ্রন্থাদি হতে বিশেষতঃ পাদটীকা সংযোজনের ক্ষেত্রে সহায়তা গ্রহণ করেছি এবং গ্রন্থাদির নামোল্লেখ করেছি। তজ্জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

সুদক্ষ ও সুশিক্ষিত কম্পোজিটর আর্যলংকার ভিক্ষু কিছু অংশ আর রাহুল বংশ ভিক্ষু শেষান্তের কিছু অংশ কম্পোজ করে দিয়ে আমাদের উপকৃত করেছে। তজ্জন্য তাদেরকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। আর বাদবাকী অংশ আমরা নিজেরাই কম্পোজ করেছি। সেটিং, সূচি প্রণয়নে শ্রদ্ধাভাজন সম্বোধি ভন্তে ও কতেকাংশ কম্পোজে বন্ধুবর আবুসো ভাবনাসিদ্ধি ভিক্ষুর ভূমিকা অনন্য। ভন্তেদ্বয়ের সহযোগীতা সত্যিই আমাদের করেছে কৃতজ্ঞ।

ধর্মদান সকল দানের চেয়ে মহত্তর। আর এই সদ্ধর্ম গ্রন্থ প্রকাশে যারা আর্থিক শ্রদ্ধাদান দিয়ে অশেষ পুণ্যের ভাগী হয়েছেন তাদের নামের তালিকা গ্রন্থ শেষে সন্নিবিষ্ট করেছি। শ্রদ্ধাদান সংগ্রহে শ্রীমৎ অর্থদর্শী ভন্তের ভূমিকা অনন্য। তিনি শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকাদের মাধ্যমে প্রকাশনা তহবিল গঠনে যথেষ্ঠ ভূমিকা রেখেছেন। শ্রদ্ধাদান সংগ্রহে **ভদন্ত মহিন্দ ভিক্ষু, শীলদর্শী ভিক্ষু, দীপংকর ভিক্ষু,** মিঃ অনিল বাবু, **মিসেস্ কনক লতা খীসা, মিসেস্ খুন্তলা খীসা প্রভৃতি ভন্তে ও উপাসক-উপাসিকাদের ভূমিকা অনন্য। তাদের সকলের নিরোগ ও সুদীর্ঘ ধর্মময় জীবন কামনা করি।**

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক”

৮ই জানুয়ারী, ২০১১ইং,
২৫২৪ বুদ্ধাব্দ, ১৪১৭ বাংলা।

নিবেদনে
অনুবাদকবৃন্দ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাক কথন

সুত্তপিটকের পঞ্চনিকায় গ্রন্থের মধ্যে 'সংযুক্ত নিকায়' এর স্থান তৃতীয়। 'মহাবর্গ' নামক অধ্যায়টি সংযুক্ত নিকায় এর ৫টি বর্গের সর্বশেষ অধ্যায়। স্নেহভাজন আয়ুষ্মান বঙ্গীস, অজিত, প্রজ্ঞাদর্শী প্রমূখ আমার শিক্ষার্থী ত্রয় দ্বারা পর্যায় ক্রমিকভাবে বর্তমানে সংযুক্ত নিকায়ের এই অন্তিম অধ্যায়টির অনুবাদ সমাপ্ত হলো দেখে পরম সন্তুষ্টি লাভ হলো।

সংযুক্ত নিকায়ের এই মহাবর্গ অধ্যায়টিতে প্রথম সাতটি বিষয় বুদ্ধের দার্শনিক তত্ত্বসমূহের মধ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন 'অবিদ্যা সূত্রে' বলা হয়েছে– 'হে ভিক্ষুগণ! অবিদ্যা তথা বিষয় সমূহে অযথার্থ ধারণা বা অজ্ঞানতাই হচ্ছে সর্বপ্রকার অন্যায় অকুশল ধর্মের উৎস এবং এই অবিদ্যা পাপ অকুশল বিষয়সমূহ সম্পাদনে সব সময়ে নেতৃত্ব প্রদান করে। অপরদিকে পাপে নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা এ দুই বিষয় অবিদ্যার অনুগামী হয়ে যাবতীয় অন্যায় কর্ম সম্পাদনে ইন্ধন যোগায়।

এর পরবর্তী 'উপড্ঢ সূত্রে' বলা হচ্ছে, এই অবিদ্যার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে, প্রয়োজন ব্রহ্মচর্য তথা শীলগুণ সম্পন্ন সংযত জীবন যাপন এবং যথার্থ কল্যাণমিত্রের সান্নিধ্যে অবস্থান করা। এখানে যথার্থ কল্যাণমিত্রের পরিচয় দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে– তিনিই হবেন যথার্থ কল্যাণমিত্র, যিনি সঙ্গীকে সর্বদা 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' পথে জীবন গঠনে উৎসাহিত, অনুপ্রাণিত করবেন।

এই সংক্ষিপ্ত সূত্রে আরো দিক নির্দেশনা প্রদত্ত হয়েছে, সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গময় জীবন গঠনের পরিবেশটা কেমন হওয়া উচিত। যেমন বলা হয়েছে, এমন মহনীয় দুঃখমুক্তি প্রদায়ী জীবন গঠনে প্রথমে প্রয়োজন নির্জনতা, জাগতিক ভোগ-স্পৃহায় বিরাগতা, দেহ ও মনে উৎপন্ন প্রতিটি বিষয় বা প্রতিক্রিয়াতে নিরোধ ধর্মীতাকে প্রত্যক্ষ করা, এবং এই নিরোধের পরিণাম ফল দর্শন করার মাধ্যমে যথার্থদর্শী তথা সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে অবস্থান করা। এভাবে সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে অবস্থান করতে না পারলে, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গময় জীবন গঠনে প্রয়াসী ব্যক্তির অবশিষ্ট সাতটি বিষয় সেই সম্যক সংকল্প হয়ে যাবে মিথ্যা সংকল্পে পর্যবসিত; সম্যক বাক্য হয়ে যাবে মিথ্যা বাক্যে পর্যবসিত; সম্যক কর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে যাবে মিথ্যা কর্মে পর্যবসিত; সম্যক জীবিকা হয়ে যাবে মিথ্যা জীবিকায় পর্যবসিত; সম্যক প্রচেষ্টা হয়ে যাবে মিথ্যা প্রচেষ্টায় পর্যবসিত; সম্যক স্মৃতি হয়ে যাবে মিথ্যা স্মৃতিতে পর্যবসিত এবং সম্যক সমাধি হয়ে পড়বে মিথ্যা সমাধি।

'অবিদ্যা সূত্র' এবং 'উপড্ঢ সূত্র' দ্বয় সর্ব সাকুল্যে ৪০-৪৫টি লাইনের পরিধিতে সমাপ্ত। অথচ আলোচিত বিষয়সমূহ বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্ব তথা জীবন দুঃখের চির অবসানের দিক নির্দেশনায় কতো গুরুত্বপূর্ণ তা সেই মার্গ অনুশীলনে আগ্রহী ব্যক্তিই অনুধাবনে সক্ষম হবেন।

বিশাল সংযুক্ত নিকায়ের 'মহাবর্গ' খন্ডটির মধ্যে প্রায় সকল সূত্রের ধরণ এবং বৈশিষ্ট এমনই। তবে এতে 'শৈক্ষ্য সূত্র, প্রথম উৎপাদ সূত্র, দ্বিতীয় উৎপাদ সূত্র, প্রথম পরিশুদ্ধ সূত্র, দ্বিতীয় পরিশুদ্ধ সূত্র, এজাতীয় বেশ কিছু সূত্র আছে যেগুলো প্রশ্নোত্তর জাতীয় এবং একটি প্রশ্নের উত্তর একটি মাত্র বাক্যেই যেন সমাপ্ত। সংযুক্ত নিকায়ে এজাতীয় সংগ্রহ গুলো দেখলে বলতে ইচ্ছা জাগে– এভাবে সূত্রের সংখ্যা বা নামাকরণ সংখ্যা না বাড়িয়ে সবগুলোকে বিবিধ প্রশ্নোত্তর আকারে উপস্থাপিত করলে কোন কোন পাঠকের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির অবকাশ থাকতো না। যেমন মহাবর্গের প্রথম ১০টি সূত্রের বিষয় গুলোকে একত্রে বলা যেতে পারে "আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ"। এমন কি পরবর্তী বিহার বর্গের ১০টি সূত্র, মিথ্যা বর্গের ১০টি সূত্র, প্রতিপত্তি বর্গের ১০টি সূত্র, অন্যতির্থীয় পেয়্যাল বর্গের ৮টি সূত্র, সূর্য পেয়্যাল বর্গের ৭টি সূত্র, একধর্ম পেয়্যাল বর্গের ৭টি সূত্র, দ্বিতীয় একধর্ম পেয়্যাল বর্গের ৭টি সূত্র, গঙ্গাপেয়্যাল বর্গের ৬টি সূত্র এমনি করে সমগ্র 'মার্গ সংযুক্ত' অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয় ঘুরে ফিরে সেই 'আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ' সংশ্লিষ্টই বলা চলে। সূত্রগুলো নামাকরণ যদিও কথিত সূত্রের ভাবার্থ প্রকাশক হয়ে থাকে; কিন্তু বর্গসমূহের নামাকরণ কোন অবস্থাতেই সেই বর্গের অন্তর্ভূক্ত সূত্রসমূহের বিষয়বস্তুর সামগ্রিক পরিচয় বহন করে না। দেখা যায় বর্গের নামাকরণ প্রায় ক্ষেত্রে উক্ত অধ্যায়ের শুধুমাত্র প্রথম সূত্রটির নামাকরণের উপর ভিত্তি করেই সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। যেমন– 'অবিদ্যা বর্গ' এই নামাকরণটি সেই বর্গের অন্তর্গত ১০টি সূত্রের মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম সূত্র 'অবিদ্যা সূত্র'-টির নামাকরণকে ভিত্তি করেই নামাংকৃত হলো। ফলে সংযুক্ত নিকায়ের মহাবর্গের 'মার্গ সংযুক্ত' যেভাবে তৎ অন্তর্গত সমুদয় সূত্রের আলোচ্য বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে, অথবা 'অবিদ্যা সূত্র' এই নামাকরণটি সেই সূত্রের বিষয় বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে 'বর্গের' নামাকরণ সেভাবে প্রতিনিধিত্ব করে না। তাই মহাবর্গে সূত্র সমূহের শ্রেণী বিন্যাসে 'বর্গ' নামক শ্রেণী বিন্যাসটি বর্জন করে শুধুমাত্র 'সংযুক্ত' এবং 'সূত্র' এই দুইটি শ্রেণী বিভক্তি রাখাই যথাযথ হতো।

সংযুক্ত নিকায় ভূক্ত 'মহাবর্গ' গ্রন্থটির শ্রেণী বিন্যাসের উপর উপরোক্ত আলোচনার সূত্রধরে বিচার করলে এই গ্রন্থটিতে আলোচ্য বিষয় সমূহ হচ্ছে– আর্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, স্মৃতিপ্রস্থান, ইন্দ্রিয়, সম্যক প্রধান, বল, আনাপান, স্রোতাপত্তি, ঋদ্ধিপাদ, চারি আর্যসত্য ইত্যাদি। বারোটি পর্বে বিভক্ত এই আলোচ্য বিষয় সমূহকে পর্যায় ক্রমিক এভাবেও উপস্থাপন করা যায়– (১) চারি আর্য সত্য, (২) আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, (৩) সপ্ত বোধ্যঙ্গ, (৪) পঞ্চ ইন্দ্রিয়, (৫) পঞ্চবল, (৬) চারি ঋদ্ধিপাদ, (৭) চারি সম্যক প্রধান, (৮) চারি স্মৃতিপ্রস্থান, (৯) আনাপান, (১০) স্রোতাপত্তি মার্গ-ফল এবং (১১) নির্বাণ। এক কথায় সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মই হচ্ছে অত্র মহাবর্গ গ্রন্থের মূল আলোচ্য বিষয়।

গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সমূহ কোথাও সংক্ষিপ্ত, কোথাও বিস্তৃত আলোচনায় উপস্থাপিত হয়েছে। খুব সম্ভব ৯৫টি সূত্রের সমষ্টি এই গ্রন্থ। এক্ষেত্রে কোন কোন সূত্র মোটেই উল্লেখ করা হয়নি, কেবল মাত্র সংখ্যা দ্বারা সংকেত দেয়া হয়েছে যে, এ সূত্রগুলোর অস্তিত্ব অন্যত্র আছে। এভাবেই তৈরি হয়েছে সংযুক্ত নিকায়ের সর্বশেষ গ্রন্থ এই মহাবর্গটি।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি– এগ্রন্থে বিধৃত আলোচ্য বিষয়সমূহ দ্বারা বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের কোন্ গুরুত্বপূর্ণ দিকটি উপস্থাপিত হয়েছে। জীবন দুঃখের চির অবসানে আগ্রহী ব্যক্তির জীবনে বুদ্ধ উপদিষ্ট যেই জীবন প্রণালী আয়ত্ব করা প্রয়োজন সেই অত্যাবশ্যকীয় বিষয় ও দিক নির্দেশনা প্রদানে মহাবর্গ গ্রন্থটির ভূমিকা অনন্য, অসাধারণ। তাই এগ্রন্থটি সাধক, গবেষক উভয়ের কাছে সমানভাবে সমাদৃত হওয়ার দাবীদার বললে, অতিশয়োক্তি হবে বলে মনে হয় না।

আমি ব্যক্তিগত ভাবে এগ্রন্থের বহুল প্রচার ও আলোচনা-গবেষণা কামনা করি। সাথে সাথে নবীন অনুবাদকগণের সকল দুর্বলতার প্রতি মৈত্রীময় ক্ষমা এবং মুদিতা ভাব একান্তভাবে কাম্য বলে মনে করি। পাঠক ও গবেষকগণের এই উদারতা এই তরুণ অনুবাদকদের ভবিষ্যত কর্মোদ্যম ও জ্ঞানস্পৃহাকে আরো বর্ধিত করুক, এবং সুবিশাল ত্রিপিটক সাহিত্য জগতের বিপুল সৌন্দর্য তাদের জ্ঞান সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার পরশে বাংলা ভাষার সাহিত্য ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করুক ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা।

এক্ষেত্রে আমি সবিশেষ সুখী যে, এদেশের মাটিতে বুদ্ধের শাসন সদ্ধর্মের দীর্ঘ স্থায়িত্ব দানে অমর অবদানের অধিকারী সর্বজন শ্রদ্ধেয় মহাসাধক পরম আর্যপুরুষ ভদন্ত সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভান্তে)- এর প্রেরণায় এবং আমার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যে কয়জন তরুণ ভিক্ষু জন্মভূমির মাটিতে বসে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন ভাষা এই পালিটি শিক্ষা করলো, আজ আমার এবং তাদের হাতে ক্রমান্বয়ে বিনয় পিটকের অবশিষ্ট তিনটি গ্রন্থ পারাজিকা, পাচিত্তিয়, পরিবার পাঠো সহ সূত্রপিটকের অঙ্গুত্তর নিকায় এবং সংযুক্ত নিকায়ের বেশ কয়েকটি খণ্ডের বাংলা অনুবাদ কর্ম সম্পাদিত হলো। আমার এবং পূজ্য বনভান্তের ঐকান্তিক ইচ্ছায় বঙ্গীস ভিক্ষু, অজিত ভিক্ষু ও প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষুত্রয় বর্তমানে যৌথ অনুবাদ কর্মে হাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দিয়েছেন। আমি তাদের এই বুদ্ধবচন অনুবাদ কর্মে আরো ব্যাপকভাবে পারস্পরিক সহযোগীতা এবং সহমর্মিতা কামনা করি। 'সুখো সঙ্ঘস্স সামগ্গী, সমগ্গানং তপো সুখো'– প্রিয় অন্তেবাসীগণ তথাগত বুদ্ধের উচ্চারিত এই সাঙ্ঘিক প্রয়াসের সুখ এবং সাফল্যের উজ্জলতায় ভরে উঠুক! অনাগতের প্রজন্মরা বুদ্ধবাণীকে মাতৃভাষায় অনুবাদে তাদের দ্বারা আরো ব্যাপক ভাবে অনুপ্রাণিত হোক এই কামনা করি।

আমাদের প্রত্যাশা থাকবে পরবর্তী সংস্করণে বর্তমানের অনুবাদ এবং মুদ্রণ জনিত ত্রুটি বিচ্যুতি গুলো অপসারিত হবে, এবং ভাব, ভাষা, শব্দ বিন্যাস ও বাক্যগঠন আরো বেশী বেশী প্রাঞ্জল ও পরিমার্জিত হয়ে উঠবে।

পরিশেষে অনুবাদগণকে জানাই অকৃত্রিম মৈত্রীময় আশীর্বাদ; তাদের বুদ্ধবাণী ও বুদ্ধশাসন সেবায় এই প্রচুর শ্রমলব্ধ অমূল্য অবদানের জন্যে। আমি আন্তরিক ভাবে তাদের নিরোগ, নিরাতঙ্ক, প্রজ্ঞাবিমণ্ডিত দীর্ঘায়ু কামনা করি।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম্।

২৫৫৪ বর্ষের শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা,
০৬ জুলাই ২০১০খৃষ্টাব্দ।

প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
অধ্যক্ষ, রাংকূট মহাতীর্থ
রামু, কক্সবাজার।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভূমিকা

যুগে যুগে এই ধরাধামে কতশত সাধু-সন্তের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়েছে তা গণনাতীত। স্মরণাতীত কাল হতে মানব মনে অদৃশ্য অতিপ্রাকৃত কোন ঐশী শক্তির লীলাখেলা নিয়ে শত জল্পনা হয়ে আসছে, আর এ' হতেই সৃষ্টি সৃষ্টার, বিধান সৃষ্টিকারী মহা শক্তিধর কোন বিধাতার এবং পাশাপাশি তাদের আরাধনা ও মনতুষ্টির হাজারো প্রণালী। কখনো বা যূপ কাষ্ঠে আনীত নিরীহ প্রাণীদের বলি দানের দ্বারা, কখনো তন্ময় চিত্তে তাকে (কোন অলৌকিক শক্তিধরকে!!) স্মরণের দ্বারা হয়েছে মনতুষ্টির বিধান রচিত। বিনিময়ে পেয়েছে কি সমাজ? হ্যাঁ পেয়েছে বৈকি! ভ্রান্ত ধর্মের খোলসে নিরীহ আমজনতা আষ্টেপৃষ্টে ভূপাতিত হয়ে আছে সাম্রাজ্যবাদীদের করাল গ্রাসে। বর্ণবাদের চমৎকার প্রথা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছে বৈষম্যবাদ। ধর্মের দোহাই দিয়ে চলছে স্বেচ্ছাচারীতা ও অত্যাচার, নিপীড়ন। এমনতরো এক যুগ সন্ধিক্ষণে ধরাতলে আবির্ভাব ঘটে মহামানব জ্ঞানীপূজ্য গৌতম বুদ্ধের। শুধুমাত্র মানব প্রেমের শিক্ষা তিনি দিয়ে যাননি, শিখিয়েছেন বিশ্ব মৈত্রী। যে মৈত্রী, যে প্রেম, যেরূপ স্নেহ **'মা'** তার নিজ সন্তানের প্রতি পোষণ করে থাকে, সেরূপ মহামৈত্রীর শিক্ষা তিনি করেছিলেন প্রচার। সত্যানুসন্ধীদের সত্য পর্যেষণার জন্য প্রচার করেছেন- **'চারি আর্যসত্যের'**। সত্য, সুন্দর জীবনাচরণের দ্বারা যাবতীয় সকল দুঃখের বিনাশ সাধনের পন্থা শিখিয়েছিলেন। কেউ কেউ বুদ্ধের শিক্ষাকে দর্শন বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু, দর্শনতো দার্শনিকদের সম্পত্তি। যারা ধী-শক্তিতে বিশ্লেষণ করেন দর্শন তত্ত্বের। কিন্তু আড়াই সহস্রাধিক বৎসরেরও পূর্বে মানবপুত্র গৌতম বুদ্ধের উদাত্ত আহ্বানে সহজেই অনুমিত হয়, এই শিক্ষা "এহিপস্সিকো" বা এসে দেখার যোগ্য, আচরণীয় এবং আচরণকারী মাত্রেই প্রাপ্তব্য অর্থাৎ সকলের জন্যই এর দ্বার উন্মুক্ত। শুধুমাত্র **'এহিপস্সিকো'** বলে থেমে থাকেন নি তিনি, এগিয়েছেন সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর ব্যাপী জনপদ হতে জনপদে, অমিয় ধর্মসুধা বিতরণ করে করে। সেই ৪৫ বৎসর ব্যাপী প্রচারিত বুদ্ধবচনের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ কার্য সর্বশেষ ১৯৫৪ সালে মায়ানমারে অনুষ্ঠিত হয় দীর্ঘ তিন বছর মেয়াদে। বর্তমানে তা বাংলা হরফ সহ বিভিন্ন দেশের অক্ষরে রূপান্তর পূর্বক ইন্টারনেটে প্রচার করা হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তথাগত গৌতম বুদ্ধের তিরোভাবের পর আড়াই হাজার বছরের মধ্যে সর্বশুদ্ধ ছয় বার মহা সম্মেলন হয়েছে থেরোবাদী প্রক্রিয়ায়। আর সেই সুবাদে ব্যাখা গ্রন্থ, বিবিধ টীকা গ্রন্থাদি সহ মূল ত্রিপিটক এখন স্বয়ং সম্পূর্ণ। বর্তমান গ্রন্থটিও মূল ত্রিপিটকের 'ধর্ম্ম সংগহো' অর্থাৎ সূত্রপিটকের পঞ্চ নিকায় ভূক্ত সংযুক্ত নিকায়ের ৫ম বা শেষ খন্ড। ত্রিপিটকের অন্যান্য গ্রন্থাদি নিয়ে এখানে আলোচনার অবকাশ নেই কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে। আমরা এখন সংযুক্ত নিকায়ের ৫ম খন্ডের প্রাসঙ্গিক আলোচনায় মনোযোগী হব।

'ধম্ম-বিনযো' এই দুই ভাগে বিভক্ত বুদ্ধ বচন **'ধম্ম'** বিভাগকে উত্তরকালে সূত্র ও অভিধর্ম এই দুই পর্যায়ে বিভক্ত করা হয় এবং 'বিনয়' অখন্ড বৈশিষ্ট্যতা নিয়ে আজও দেদীপ্যমান। সূত্র পিটককে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথাক্রমে- ১) দীঘ নিকাযো, ২) মজ্ঝিম নিকাযো, ৩) সংযুক্ত নিকাযো, ৪) অঙ্গুত্তর নিকাযো ও ৫) খুদ্দক নিকাযো। এই পাচঁ নিকায় আবার বিভিন্ন উপবিভাগে বিভক্ত। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি সূত্র পিটকের সংযুত্ত বা সংযুক্ত নিকায়ের ৫ম খন্ড। ***The Book of the kindred sayings*** নামে এর ইংরেজী তর্জমা হয়েছিল ***F.L.wood word*** মহাশয় কর্তৃক এবং এর প্রকাশনা হয় ১৯৩০ সালে। সংযুক্ত নিকায়ের পাঁচটি খন্ড বা বর্গ হলো- (১) সগাথা বর্গ (২) নিদান বর্গ (৩) খন্ধ বর্গ (৪) সলায়তন বর্গ এবং (৫) মহাবর্গ। সংযুক্ত নিকায়ের সূত্র গণনায় সাত হাজার সাতশত বাষট্টি-টি সূত্র পরিলক্ষিত হয়। সর্বমোট আট লক্ষ অক্ষরে সূত্রাদি গ্রথিত এর অত্থকথার নাম সারত্থদীপনী। সুখের বিষয়, এমনতরো জীবন গঠনমূলক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক উপদেশাবলী সমৃদ্ধ সংযুক্ত নিকায় এই অনুবাদের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেতে যাচ্ছে বাংলা ভাষা সাহিত্যে। কেননা, ইতো পূর্বে অন্যান্য চারটি বর্গের বা খন্ডের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ নিষ্পন্ন হয়েছিল মহাবর্গটি বাদে। মহাবর্গের অন্তর্ভূক্ত বারটি সংযুক্তের মধ্যে প্রথম তিনটি সংযুক্ত ইতোপূর্বে অনুদিত হলেও এখন পূর্ণাঙ্গ মহাবর্গের অনুবাদ কার্যের মাধ্যমে সংযুক্ত নিকায়টি বাংলা ভাষায় পূর্ণতা পেল।

সংযুক্ত নিকায় ভুক্ত মহাবর্গটি সর্বসাকুল্যে ১২টি সংযুক্তে (বা অধ্যায়ে) বিভক্ত। আকার আকৃতির দিক হতে অন্যান্য বর্গের চেয়ে বৃহৎ বিধায় এর নামাকরণ হয়েছে **'মহাবর্গ'**। এর ১২টি অধ্যায় সমূহ হচ্ছে- (১) মার্গ সংযুক্ত, (২) বোধ্যঙ্গ সংযুক্ত, (৩) স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্ত, (৪) ইন্দ্রিয় সংযুক্ত, (৫) সম্যক প্রধান সংযুক্ত, (৬) বল সংযুক্ত, (৭) ঋদ্ধিপাদ সংযুক্ত, (৮) অনুরুদ্ধ সংযুক্ত, (৯) ধ্যান সংযুক্ত, (১০) আনাপান সংযুক্ত, (১১) স্রোতাপত্তি সংযুক্ত ও (১২) সত্য সংযুক্ত।

মার্গ সংযুক্তঃ- মার্গ সংযুক্তের মধ্যে অবিদ্যা বর্গ, বিহার বর্গ, মিথ্যা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিষয় বর্গ, প্রতিপত্তি বর্গ, অন্যতীর্থিয়, বলকরণীয় বর্গ, এষণা বর্গ, ওঘ বর্গাদি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। মার্গ সংযুক্তে মোট **১৬টি** উপবিভাগ বা বর্গের আলোচ্য বিষয় আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আর তাই এর নামকরণও করা হয়েছে মার্গ সংযুক্ত নামে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথাক্রমে- সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। বিবিধ যৌক্তিক উপমাযোগে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ চর্চার প্রণালী, অভিবৃদ্ধি এবং তার সুফল সম্বন্ধে বিশদ আলোকপাত হয়েছে এই ১৬টি বর্গে। বর্গ বিভাগে তবে কিছুটা সমস্যা লক্ষিত হয়। যেমন প্রথম তিনটি বর্গের ক্রমিক সংখ্যা রক্ষার পর তা আর সঠিকভাবে গোছানো হয়নি। সম্ভবতঃ ষষ্ঠ সংগীতিতে এরূপ ক্রমবিন্যাস গৃহীত হয়েছে। তবে যাই হোক না কেন, বিমুক্তি অন্বেষী যে কোন পাঠকের হৃদয় সত্য রসে সিক্ত করতে তথা যথাযথ মার্গ বা উপায় সম্বন্ধে মৌলিক ধারণা দিতে এই ১৬টি বর্গের আলোচ্য বিষয়ই যথেষ্ট। যেমন, শুরুতে বলা হয়েছে- ***"ভিক্ষুগণ! অবিদ্যা যাবতীয় অকুশল কর্ম সম্পাদনের জন্য মূখ্য ভূমিকা রাখে, আর পাপে নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা তার পশ্চাৎগামী সঙ্গী হয়। এরূপ অবিদ্যায় নিমজ্জিত জন মিথ্যা দৃষ্টিতে আবদ্ধ হয়, মিথ্যা দৃষ্টির দরুন তার চিন্তা-চেতনাও মিথ্যা হয়ে যায়......."***- এই আলোচনায় দেখা যায় অবিদ্যা তথা সত্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ঘটলে একজনের দৃষ্টি বা মতবাদ ভ্রান্ত হয় এভাবে তার চিন্তা-চেতনা, কার্য প্রণালী, জীবন-জীবিকা নির্বাহ সহ প্রভৃতিও মিথ্যায় বা ভুলে পর্যবসিত হয়। তার বিপরীত ঘটে বিদ্যা বা যথাযথ জ্ঞানের উপস্থিতিতে। আর যথাযথ জ্ঞান হচ্ছে চারি আর্যসত্য জ্ঞান। আরেক পর্যায়ে দেখা যায়, তথাগত কল্যাণমিত্রের সুফল সম্পর্কে বলতে গিয়ে পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্যের ঘোষণা করেন। কল্যাণমিত্রের ভজনা যে কতই মহনীয় তা এই বুদ্ধবাক্যেই প্রতীত হয়। একজন কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সমুদয় গুণাবলীই থাকে বিরাজমান, আর তাই সেরূপ সৎসঙ্গে জীবনের পূর্ণতা সাধিত হয়, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপন সিদ্ধ হয়। **বোজ্ঝঙ্গ বা বোধ্যঙ্গ সংযুক্ত** মোট ১৮টি উপবিভাগ বা বর্গ নিয়ে গঠিত। তন্মধ্যে পর্বত বর্গ, গ্লান বর্গ, উদায়ী বর্গ, নীবরণ বর্গ, চক্রবর্তী বর্গ, কথপোকথন বর্গ, আনাপান বর্গ, নিরোধ বর্গ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য বর্গাদির নামকরণ মার্গ সংযুক্তের শেষোক্ত বর্গাদির সাথে প্রায় একই, যেমন- গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ, অপ্রমাদ বর্গ, বলকরণীয় বর্গ, এষণা বর্গ, ওঘ বর্গ প্রভৃতি। প্রত্যেকটি বর্গের নামকরণ হয়েছে বর্গভূক্ত সূত্রাদির মূল আলোচ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে। আর সমগ্র বর্গাদির প্রতিপাদ্য বিষয়কে নির্ভর করে সংযুক্তের নাম নির্দিষ্ট হয়েছে। তাই বোধ্যঙ্গ সংযুক্তের আলোচ্য বিষয় সপ্ত বোধ্যঙ্গেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু, বস্তুনিষ্ঠ বহু উপাদেয় উপমায় ভরপুর বোধ্যঙ্গ সংযুক্তটি। যেমন, পর্বত বর্গের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হিমালয় সূত্র, কায় সূত্র, শীল সূত্র সহ দশটি সূত্রই সপ্ত বোধ্যঙ্গ কেন্দ্রিক অথচ বিষয়-বৈচিত্র্য ও তার উপস্থাপনায় প্রত্যেকটি স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। সেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ বা বোধিজ্ঞান লাভের অঙ্গ যথাক্রমে- স্মৃতি বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় বোধ্যঙ্গ, বীর্য বোধ্যঙ্গ, প্রীতি বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি বোধ্যঙ্গ, সমাধি বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা বোধ্যঙ্গ।

স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্তঃ- স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্ত, তথাগত সম্যকসম্বুদ্ধের ধর্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করার তথা আর্যমার্গ লাভ করার এক অতুলনীয় পন্থা হচ্ছে স্মৃতি সাধন বা স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা প্রণালী। তথাগত বুদ্ধের মুখে অমোঘ বাণী উচ্চারিত হয়েছিল দৃপ্ত কণ্ঠে, **"হে ভিক্ষুগণ! সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ লাভের জন্য এই একটি মাত্রই পথ, যথা-'চারি স্মৃতিপ্রস্থান'।"** সেই চারিপ্রকার স্মৃতিপ্রস্থানের বিশদ বিবরণ দীর্ঘ নিকায়ের 'সতিপট্‌ঠান সুত্তং' বা স্মৃতিপ্রস্থান সূত্রে, লিপিবদ্ধ হয়েছে। আর বর্তমান আলোচ্য সংযুক্তটি হচ্ছে সেই স্মৃতিপ্রস্থানের সংক্ষিপ্ত অথচ তত্ত্বীয় নির্যাসপূর্ণ উপদেশাবলীর অনন্য সংগ্রহ। সর্বসাকুল্যে দশটি উপবিভাগ বা বর্গে বিন্যস্ত স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্তের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে চারপ্রকার স্মৃতিপ্রস্থান। সেই দশটি বর্গ হচ্ছে, যথাক্রমে- আম্রপালি বর্গ, নালন্দা বর্গ, শীলস্থিতি বর্গ, অশ্রুত বর্গ, অমৃত বর্গ, গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ, অপ্রমাদ বর্গ, বলকরণীয় বর্গ, এষণা বর্গ ও ওঘ বর্গ। কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন এবং ধর্মানুদর্শন এই চার প্রকার অনুদর্শন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ স্মৃতিপ্রস্থান দেশিত। কায় বিষয়ে যথাযথ দর্শন, বেদনা, চিত্ত এবং ধর্ম (বস্তু বা স্বভাব) বিষয়েও অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম মূলক যথাযথ দর্শন হতে একজন যোগী লাভ করে আর্যসত্য জ্ঞান। বর্তমানে, বিদর্শন ধ্যান সাধনা প্রশিক্ষণের নামে জনাকয়েক সাধক প্রবর 'স্মৃতিপ্রস্থান দুঃখ মুক্তির অন্তরায়' শীর্ষক এক প্রচারপত্র বিলি করেছে। স্বতঃই মনে প্রশ্ন জাগে আদৌ সেসব বিদর্শন সাধক বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে কতটুকু ওয়াকিবহাল! অনুরোধ রইল, নিজের অক্ষমতা, অজ্ঞতার দরুন আপামর বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীকে বিভ্রান্ত না করে আরও ধর্ম অধ্যয়ন, আচরণ ও প্রতিপালন করুন। তারপর গুরুগিরিতে নামুন। দু'এক মাসের বিদর্শন কোর্স করে এখন অনেকেই বিদর্শন সাধক!!! চমৎকার। ধর্মের পরিহানী কাদের দ্বারা কিরূপে হচ্ছে তা সুধী মন্ডলীর বিবেচ্য। আশাকরি, আলোচ্য সংযুক্তটি নাম সর্বস্ব সাধকদের চোখ খুলে দিবে, জ্ঞান এনে দিবে।

ইন্দ্রিয় সংযুক্তঃ- ইন্দ্রিয় সংযুক্ত দশটি বর্গ তথা বিশ্লেষণে ১৭টি বর্গে বিভক্ত। ইন্দ্রিয় সংযুক্তভূক্ত বর্গাদি হলো, শুদ্ধি বর্গ, মৃদুতর বর্গ, ষড় ইন্দ্রিয়, সুখিন্দ্রিয়, জরা, সুকরখত, বোধিপক্ষীয়, গঙ্গাপেয়্যাল এবং ওঘ বর্গ। শুদ্ধি বর্গ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মৃদুতর বর্গের আলোচ্য বিষয় পঞ্চ ইন্দ্রিয়, যথা– শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়, বীর্য ইন্দ্রিয়, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, সমাধি ইন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয়। ষড় ইন্দ্রিয় বর্গে আলোচিত হয়েছে পূর্বোক্ত পঞ্চ ইন্দ্রিয়; ত্রিবিধ অপর ইন্দ্রিয় যথা– স্ত্রী, পুরুষ ও জীবিত ইন্দ্রিয়; আর অপর ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়; যথা– অজ্ঞাত-জ্ঞাত ইন্দ্রিয়, পরিজ্ঞান ইন্দ্রিয় ও জ্ঞাত ইন্দ্রিয়; এবং ষড় ইন্দ্রিয় যথা– চক্ষু-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিহ্বা-কায় ও মন ইন্দ্রিয়। এই বিষয়াদি নির্ভর বিবিধ উপমাযোগে ধ্যান, সমাধি, সমাপত্তি (ধ্যান সমতা প্রাপ্তি বিধায় সমাপত্তি), আর্যসত্য প্রভৃতি বিশ্লেষিত হয়েছে আলোচ্য বর্গাদিতে। এভাবে প্রতিটি বর্গ বিষয় বৈচিত্র্যময়।

সম্যকপ্রধান সংযুক্তঃ- সম্যকপ্রধান সংযুক্তে পাঁচটি উপবিভাগ রয়েছে। গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ, অপ্রমাদ বর্গ, বলকরণীয় বর্গ, এষণা বর্গ ও ওঘ বর্গ হচ্ছে আলোচ্য সংযুক্তভূক্ত বর্গসমষ্টি। গঙ্গাপেয়্যাল বর্গে পূর্ব দিকাদি দ্বাদশ সূত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। পরের অপ্রমাদ বর্গও গঙ্গাপেয়্যাল বর্গের মতোন। বলকরণীয় বর্গেও আলোচিত হয়েছে বারটি সূত্র। সেই সূত্রাদিও পূর্বের বর্গদ্বয়ের ন্যায় জ্ঞাতব্য। এষণা বা অন্বেষণ বর্গে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে দশটি সূত্র। ওঘ বর্গও দশটি সূত্রে গ্রথিত। ওঘ বর্গে ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়, কামগুণ, নীবরণ প্রভৃতি বিষয়ক আলোচনা দৃষ্ট হয়।

বল সংযুক্তঃ- বল সংযুক্তে মোট ছয়টি তথা বিশ্লেষণে ১০টি বর্গ বা উপবিভাগ নিয়ে গঠিত বল বা ক্ষমতা বলতে এখানে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা প্রভৃতি ভাবনা বিষয়ক ক্ষমতার কথা বুঝানো হয়েছে। ভাবনায় ক্রমিক উন্নতির জন্য এসব বলের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

ঋদ্ধিপাদ সংযুক্তঃ- ঋদ্ধিপাদ সংযুক্তে আটটি বর্গ প্রথিত হয়েছে। এতে চার প্রকার ঋদ্ধিপাদ সর্বতোভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। সূত্রোক্ত উপদেশাবলী আকার-আয়তনের দিকে বৃহৎ না হলেও তথ্য এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তার উপযোগীতা সত্যিই অনন্য। যেমন বলা হয়েছে 'চার প্রকার ঋদ্ধিপাদ ভাবিত, বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণ লাভের জন্য সহায়ক হয়'। সেই চার প্রকার যথাক্রমে– ছন্দ, বীর্য, চিত্ত ও মীমাংসা ঋদ্ধিপাদ। একজন অরহত যদি ইচ্ছা করেন তবে এই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে কল্পকাল পর্যন্ত আয়ুষ্কাল বর্ধন করে অবস্থান করতে পারেন। ঋদ্ধিপাদ বা অলৌকিক শক্তি প্রয়োগেও এই চারি ঋদ্ধিপাদের ভূমিকা অনন্য। ঋদ্ধিপাদ সংযুক্তের আলোচ্য বর্গ সমূহ হচ্ছে- চাপাল বর্গ, প্রসাদ কম্পন বর্গ, অয়োগুল বা লৌহগোলক বর্গ, গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ, অপ্রমাদ বর্গ, এষণা বর্গ বলকরণীয় বর্গ এবং ওঘ বর্গ।

অনুরুদ্ধ সংযুক্তঃ- অনুরুদ্ধ সংযুক্ত মাত্র দু'টি বর্গ যথা- নির্জনগত বর্গ ও দ্বিতীয় বর্গে সাজানো হয়েছে। প্রতিপাদ্য বর্গদ্বয়ের সংশ্লিষ্ট সকল সূত্রই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুরুদ্ধ স্থবির ভাষিত। তবে স্মর্তব্য যে যাবতীয় সূত্রাদির কর্তা তথাগত বুদ্ধই। শুধুমাত্র বুদ্ধ বচনকে কেন্দ্র করে পুনঃ গবেষণা, বিশ্লেষণ হয়েছে শ্রাবকদের দ্বারা। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ স্থবির ছিলেন দিব্যচক্ষু লাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। ব্রহ্মচর্য জীবনে সতীর্থদের সাথে তার যেই ধর্ম সংশ্লিষ্ট আলাপ-অলোচনা ও অনুশাসন তা এই সংযুক্তে লিপিবদ্ধ হয়েছে। তাই সংযুক্তিটির নামকরণ হয়েছে অনুরুদ্ধ সংযুক্ত নামে।

ধ্যান সংযুক্তঃ- ধ্যান সংযুক্তে দেখা যায় মাত্র দু'টি বর্গ যথা, গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ ও ওঘ বর্গ আলোচিত হয়েছে। গঙ্গাপেয়্যাল বর্গের বারটি সূত্রে ধ্যান সম্পর্কিত উপদেশাবলী সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ওঘ বর্গেও তদনুরূপ। বর্গদ্বয়ে চারপ্রকার ধ্যানস্তর লাভের প্রণালী হয়েছে প্রদর্শিত। ওঘ বর্গের সূত্র সংখ্যা দশটি।

আনাপান সংযুক্তঃ- আনাপান সংযুক্ত দু'টি উপবিভাগে গঠিত। যথা– একধর্ম বর্গ ও দ্বিতীয় বর্গ। আনাপান বলতে শ্বাস-প্রশ্বাসকে বুঝায়। শ্বাস-প্রশ্বাসকে ভিত্তি করে চিত্তের একাগ্রতা সাধন পূর্বক অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম ভেদী যথাযথ জ্ঞান লাভের পথ প্রদর্শিত হয়েছে আলোচ্য সংযুক্তে। আনাপান ভাবনার সুফল যে কত বেশী তা এই সংযুক্তটির অধ্যয়নে পরিস্ফুট হবে অনায়াসে। জ্ঞাতব্য যে, এই সাধন প্রণালীই হচ্ছে সকল সম্যকসম্বুদ্ধের আচরিত। বর্তমানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিচার-বিশ্লেষণেও প্রমাণিত হয়েছে যে মানব মনে ভাবনার উপযোগীতা কতই যে অপরিসীম। আবেগ নিয়ন্ত্রণে ভাবনা অতুলনীয়, মনের ভারসাম্য রক্ষায় এ এক চমৎকার টনিক সদৃশ। তাই সদর্থের জন্য সচেতন ব্যক্তি মাত্রই ভাবনা অনুশীলনে আগ্রহান্বিত হওয়া কর্তব্য।

স্রোতাপত্তি সংযুক্তঃ- স্রোতাপত্তি সংযুক্তে সাতটি বর্গ আলোচিত হয়েছে। যথা– বেলুদ্বার বর্গ, রাজ উদ্যান বর্গ, সরণানি বর্গ, পুণ্য প্রবাহ বর্গ, সগাথা পুণ্য প্রবাহ বর্গ, সপ্রাজ্ঞ বর্গ এবং মহাপ্রজ্ঞা বর্গ। বর্গ সমষ্টির আলোচ্য বিষয় স্রোতাপত্তি মার্গ ও ফল লাভ। স্রোতাপত্তি ফলের সাথে চারটি মহাদ্বীপের তুলনা করতে গিয়ে তথাগত বুদ্ধ বলেন– 'স্রোতাপত্তি এতই মহনীয় যে, চতুর্দ্বীপ অর্জন তার ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না'। স্রোতাপত্তি লাভের প্রণালী, সুফল সহ এর প্রকার ভেদও সন্নিবেশিত হয়েছে প্রতিপাদ্য সংযুক্তে। স্রোতাপত্তি ফল লাভে একজনের জন্ম দুঃখ সীমাবদ্ধ হয়। আর্যস্রোতে পতিত বিধায় একে স্রোতাপন্ন বলে।

সত্যসংযুক্তঃ- সত্যসংযুক্ত তথা মহাবর্গের সর্বশেষ সংযুক্তে সর্বমোট এগারটি বর্গ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যথা– সমাধি বর্গ, ধর্মচক্র প্রবর্তন বর্গ, কোটিগ্রাম বর্গ, সীসপাবন বর্গ, প্রপাত বর্গ, অভিসময় বর্গ, প্রথম আমকধঞ্ঞ পেয়্যাল বর্গ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বিতীয় আমকধঞ্ঞ পেয়্যাল বর্গ, তৃতীয় আমকধঞ্ঞ পেয়্যাল বর্গ, চতুর্থ আমকধঞ্ঞ পেয্যাল বর্গ, পঞ্চগতি পেয়্যাল বর্গ। সমাধি বর্গের আলোচ্য বিষয় ধ্যান। এতে মোট দশটি সূত্র সন্নিবেশিত হয়েছে যথা, সমাধি সূত্র, নির্জনতা ধ্যান সূত্র, দুই কুলপুত্র সূত্র, দুই শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র, বিতর্ক সূত্র, চিন্তা সূত্র, ঝগড়াটে সূত্র, ও তিরচ্ছান কথা সূত্র। ধর্মচক্র প্রবর্তন বর্গেও দশটি সূত্র যথাক্রমে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র, তথাগত সূত্র, স্কন্ধ সূত্র, আয়তন সূত্র, দ্বে ধারণ সূত্র, অবিদ্যা সূত্র, বিদ্যা সূত্র ব্যাখ্যা সূত্র, সত্য সূত্র হয়েছে আলোচিত। তথাগতের সম্যক সম্বোধি লাভের পর বারাণসীর ঋষিপতনে মৃগদায়ে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। সূত্রের আলোচ্য উপদেশাবলীর মধ্যে মধ্যম প্রতিপদা এক অনন্য সংযোজন। হীন গ্রাম্য ও সাধারণজন সেবিত অনার্য ও অনর্থকর কাম্যবস্তুতে অনুরক্ত হওয়া আর দ্বিতীয়তঃ অনার্য অনর্থকর আত্মক্লেশ-জনিত দুঃখ বরণ। এই দুই অন্ত ত্যাগ করে তথাগত মধ্যমপথ স্বয়ং আচরণ পূর্বক বিমুক্তি অধিগত হয়েছেন। বিমুক্তি লাভে তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন এই দুই অন্ত পরিহার পূর্বক মধ্যম পন্থার অনুশীলন। তথাগত মধ্যম পন্থার কথা বলতে গিয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গক্রম বর্ণনা করেন, যথা- সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, ও সম্যক সমাধি। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগে দুঃখ, ইপ্সিত বস্তুর অলাভজনিত দুঃখ ও সংক্ষেপে বলতে গেলে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধরূপ দুঃখকেই বলে দুঃখ আর্যসত্য। ভব হতে ভবান্তরে পুনঃপুন উৎপাদিকা তৃষ্ণা যা আনন্দ ও লোভের সহিত আগমন করে এবং সেই সেই ভবে অভিনন্দনকারিনী– ইহাকে বলা হয় দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য। তা ত্রিবিধ– কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা। সেই তৃষ্ণার নিঃশেষে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিরাগ, নিক্ষেপ, মুক্তি ও অনালয়কে বলে দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য। আর সেই দুঃখ নিরোধের উপায় হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা- সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, ও সম্যক সমাধি। বর্গোক্ত অন্যান্য সূত্রাদির আলোচ্য বিষয় চারি আর্যসত্য। বিভিন্ন পর্যায়ে চারি আর্যসত্যের বিশ্লেষণের কারণেই সম্ভবত বর্গের নামকরণ হয়েছে সত্য বর্গ। দুই বজ্জী সূত্র, সম্যকসম্বুদ্ধ সূত্র অর্হৎ সূত্র, আস্রবক্ষয় সূত্র, মিত্র সূত্র, সত্য সূত্র, লোকসূত্র, পরিজ্ঞেয় ও গবম্পতি সূত্র নিয়ে সাজানো হয়েছে কোটিগ্রাম বর্গ। গবম্পতি সূত্র ব্যতীত অন্যান্য নয়টি সূত্রই স্বয়ং তথাগত বর্ণিত। গবম্পতি সূত্রে শুধুমাত্র আয়ুষ্মান গবম্পতি স্থবির তথাগতের উপদেশের পুনরুক্তি করেন ধর্মালোচনার প্রেক্ষিতে। **সীসপাবন বর্গে সর্বসাকুল্যে দশটি সূত্র অন্তর্ভূক্ত হয়েছে, যথা-** সীসপা সূত্র, বাবলা সূত্র, দন্ড সূত্র, বস্ত্র সূত্র, শতবর্ষ সূত্র, প্রাণী সূত্র, দ্বে সূর্য সূত্র ও ইন্দ্রখীল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সূত্র, তার্কিক সূত্র। বিভিন্ন উপমা যোগে তথাগতকে শিষ্যমণ্ডলীদের চারি আর্যসত্যের উপদেশ দিতে দেখা যায় আলোচ্য বর্গে। চিন্তা সূত্র, প্রপাত সূত্র, পরিলাহ সূত্র, কূটাগার সূত্র, কেশ সূত্র, অন্ধকার সূত্র, দ্বে জোয়াল সূত্র ও দ্বে সিনেরু সূত্রে **প্রপাতবর্গ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। এভাবে বিভিন্ন বিষয়ের সমাবেশে গ্রন্থটি পেয়েছে অনন্যতা। নিজস্ব সাতন্ত্র্য গুণে বিমন্ডিত ধর্মরসে পূর্ণ প্রতিপাদ্য গ্রন্থটি আশাকরি অনুসন্দিৎসু জনের ধর্ম জিজ্ঞাসা পূরণে সহায়ক হবে।**

সংযুক্ত নিকায়ের সংখ্যাগত দিকে অন্যান্য পাঁচটি খন্ড বা বর্গের চেয়ে সর্ব বৃহৎদাকার সংগ্রহ এই মহাবর্গটির সূত্র সংখ্যা অনেক বেশী। গ্রন্থ পরিচিতিতে এতুটুকু পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে। আশাকরি সুহৃদ পাঠক ও অনুসন্ধিৎসু জনের আলোচ্য গ্রন্থের সংক্ষিপ্ততম পরিচিত এই গ্রন্থ পরিচিতিতে মিলবে। পরমারাধ্য গুরুবর শ্রাবক বুদ্ধ বনভন্তের বিগত বছর আমাকে সূত্র পিটকের, খুদ্দক নিকায়ের 'মহানিদ্দেশ' ও 'চুলনিদ্দেশ' গ্রন্থ দু'টি অনুবাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু, পূর্ব সঙ্কল্পিত অন্যান্য বইয়ের অর্ধ সমাপ্ত অবস্থার দরুন তা সম্ভবপর আজও হয়ে উঠেনি। অত্র গ্রন্থটির অনুবাদ নিস্পন্ন হওয়ায় আশা রাখি এবার তা বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম হব।

বুদ্ধ বচন ঋদ্ধ এই গ্রন্থটির অনুবাদ কর্ম মূলতঃ শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় স্থবির ভন্তে মহোদয়ের ঐকান্তিক উৎসাহ উদ্দীপনারই ফসল বলতে হয়। শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় ভন্তের নিকট আমার প্রাথমিক পালি ভাষা শিক্ষার হাতে খঁড়ি হয় ২০০৪ সালে। আর আমার সতীর্থ, প্রতিপাদ্য গ্রন্থে অপর দুই অনুবাদক বঙ্গীস ও অজিত ভন্তেগণেরও প্রাথমিক পালি শিক্ষাচার্য ছিলেন শ্রদ্ধাভাজন জ্ঞানপ্রিয় ভন্তে। সতীর্থ বঙ্গীস ভন্তে ও অজিত ভন্তেদ্বয় ২০০৬ সালে জ্ঞানপ্রিয় ভন্তের নিকট পালি শিক্ষার এক পর্যায়ে সংযুক্ত নিকায়ের, ৫ম খন্ডটি পরীক্ষামূলক অনুবাদ কর্মে প্রবৃত হন শিক্ষাচার্য জ্ঞানপ্রিয় ভন্তেরই নির্দেশনায়। পরবর্তীতে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো ভন্তের নিকট উচ্চতর পালি ভাষা শিক্ষার দরুন তা অসমাপ্ত রয়ে যায়। সেই পূর্ব আরাধ্য অসমাপ্ত বইটির পূর্ণতা দানে আমিও সামিল হই গুরুবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা পূজা প্রদানের তথা সদ্ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। আনত মস্তকে আমাদের শিক্ষাচার্য শ্রদ্ধাভাজন জ্ঞানপ্রিয় ভন্তের শ্রীপাদপদ্মে বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রাণপুরুষ আমাদের গুরুবর শ্রদ্ধেয় শ্রাবক বুদ্ধ 'বনভন্তের' (সাধনানন্দ মহাস্থবির) ঐকান্তিক ইচ্ছার দরুন আজ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। ভন্তের সার্বক্ষণিক উৎসাহ বাক্য নিস্প্রাণ হৃদয়ে এনে দেয় অনাবিল সঞ্জীবনী সুধা। সদ্ধর্ম রক্ষায় 'ভন্তের' অপরিসীম অবদান সর্বজন বিদিত। সশ্রদ্ধা বন্দনা ও কৃতজ্ঞতা পূজা রইল শ্রাবক বুদ্ধ শ্রদ্ধেয় 'সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের' প্রতি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সকৃতজ্ঞ বন্দনা জানাই শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভন্তে এবং শ্রদ্ধেয় জ্ঞানপ্রিয় ভন্তের প্রতি। অনস্বীকার্য, শিক্ষাচার্যদের পথ প্রদর্শন ব্যতীত এরূপ দূরুহ কার্য অসম্ভবপর।

গ্রন্থটি প্রণয়নে যারা কায়-বাক্য-মনে সহায়তা দান করে সোৎসাহ যুগিয়েছেন, এবং প্রকাশনার বদান্য দায়িত্ব নিয়ে সদ্ধর্ম কান্ডারী হয়েছেন; তাদের সকলের প্রতি অফুরন্ত মৈত্রী ও শুভেচ্ছা রইল। শ্রদ্ধেয় 'বনভন্তের' একান্ত সেবক শ্রদ্ধেয় আনন্দমিত্র ভন্তের প্রতি রইল আমাদের সশ্রদ্ধ বন্দনা। বিবিধ সময়ে সার্বিক সহযোগীতা দিয়ে ভন্তে আমাদের করেছেন কৃতার্থ।

'ধর্ম দান সকল দান হতে শ্রেষ্ঠ'। শ্রেষ্ঠ দানে শ্রেষ্ঠ ফল। শ্রেষ্ঠ বা সর্বোচ্চ সুফলই নির্বাণ গমনকে করে ত্বরান্বিত। আর এই পুণ্য প্রার্থনা 'এই ধর্মদানে আমাদের সকলের দুঃখ মুক্তি হোক' 'নির্বাণ লাভ হোক'।

"ভবতু সব্ব মঙ্গলম্"

সাধু........সাধু........সাধু।

২৫৩৪ বুদ্ধাব্দ, ২০১১ খৃষ্টাব্দ
তাং ৮ই জানুয়ারী,

শ্রীমৎ প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু
কাটাছড়ি বন বিহার, রাঙ্গামাটি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

“সেই ভগবান অরহত সম্যকসম্বুদ্ধকে নমস্কার”

সূত্রপিটকে

সংযুক্ত-নিকায়

(পঞ্চম খণ্ড)

মহাবর্গ

১। মার্গ সংযুক্ত

১. অবিদ্যা বর্গ

(১) অবিদ্যা সূত্র

১.১। আমি এরূপ শুনেছি– একসময় ভগবান শ্রাবস্তীর[১] জেতবনে[২] অনাথপিন্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ‘হে ভিক্ষুগণ!’ বলে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন। ‘হ্যাঁ ভন্তে!’ বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন :

২। “হে ভিক্ষুগণ! অকুশলধর্মসমূহ সম্পাদনের জন্য অবিদ্যাই অগ্রগামী, যা পাপের প্রতি নির্লজ্জতা ও নির্ভয়তা জন্মায়। ভিক্ষুগণ! অবিদ্যায় নিমজ্জিত মূর্খ ব্যক্তির মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়; মিথ্যাদৃষ্টি পোষণকারীর মিথ্যা সংকল্প উৎপন্ন হয়,

---

[১]। ভারতের কোশল রাজ্যের রাজধানী ছিল এই শ্রাবস্তী নগরী। বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভারতের ছয়টি মহানগরীর মধ্যে শ্রাবস্তী ছিল অন্যতম। সুত্তনিপাত অথকথায় উল্লেখ আছে, তথাগত এই শ্রাবস্তীতে ২৫ বর্ষা উদ্‌যাপন করেন। তন্মধ্যে ১৯ বর্ষা জেতবন আরামে এবং ৬ বর্ষা পূর্বারাম বিহারে। বিস্তারিত দেখুন পাদটীকা, অঙ্গুত্তর নিকায় ৬ষ্ঠ নিপাত, ১ম পৃঃ, প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু।

[২]। অনাথপিন্ডিক নামক প্রসিদ্ধ ধনকুবের সুদত্ত ৫৪ কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে জেত নামক রাজকুমার হতে উদ্যান ক্রয় করে সেখানে সুরম্য বিহার নির্মাণ পূর্বক বুদ্ধকে দান করেছিলেন। রাজকুমার জেতের উদ্যানে নির্মিত বিধায় তা জেতবন আরাম নামে খ্যাত হয়। মধ্যম নিকায় অথকথা মতে, এই জেতবন আরামটি শ্রাবস্তীর দক্ষিণ দিকস্থ ছিল।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মিথ্যা সংকল্পকারী মিথ্যা বাক্য বলে থাকে, মিথ্যাবাক্য ভাষী মিথ্যা কর্ম সম্পাদন করে, মিথ্যাকর্মী মিথ্যা জীবিকা নির্বাহ করে, মিথ্যা জীবিকা নির্বাহকারী মিথ্যা ব্যায়াম বা প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়, মিথ্যা ব্যায়াম বা প্রচেষ্টাকারীর মিথ্যা বা ভ্রান্ত স্মৃতি উৎপন্ন হয় এবং মিথ্যা বা ভ্রান্ত স্মৃতি মিথ্যা সমাধি উৎপন্ন করে।

৩। ভিক্ষুগণ! কুশল ধর্মসমূহ সম্পাদনের জন্য বিদ্যাই অগ্রগামী, যা পাপের প্রতি লজ্জাবোধ ও ভয় জন্মায়। ভিক্ষুগণ! বিদ্বান, বিদ্যাগত এবং পন্ডিত ব্যক্তির সম্যকদৃষ্টি উৎপন্ন হয়, সম্যকদৃষ্টি পোষণকারীর সম্যক সংকল্প উৎপন্ন হয়, সম্যক সংকল্পকারী সম্যক বাক্য বলে থাকে, সম্যক বাক্য ভাষী সম্যক কর্ম সম্পাদন করে, সম্যক কর্মকারী সম্যকভাবে জীবিকা নির্বাহ করে, সম্যক জীবিকা নির্বাহকারীর সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টা উৎপন্ন হয়, সম্যক ব্যায়াম বা প্রচেষ্টাকারীর সম্যক স্মৃতি উৎপন্ন হয় এবং সম্যক স্মৃতি সম্যক সমাধি উৎপন্ন করে।" প্রথম সূত্র।

(২) অর্দ্ধ সূত্র[১]

২.১। আমি এরূপ শুনেছি– একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যের[২] 'নগরক'[৩] নামক শাক্যদের এক নিগমে (গ্রামে) অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ[৪] ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন– "ভন্তে! কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতা হচ্ছে ব্রহ্মচর্যের অর্ধেক।"

---

[১]। সংযুক্ত নিকায় ১ম খন্ডের কোশল-সংযুক্তেও সূত্রোক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায় কোশলরাজ প্রসেনজিত ও তথাগতকে। তুলনীয়- Kindred saying, 1st part, 112-3 n.

[২]। শাক্য শব্দটি একটি গোত্র বিশেষের নাম। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ তার অন্তিম জন্মে এই শাক্যকুলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। শাক্যদের আদি পুরুষের নাম রাজা ওক্কাকা। শাক্যদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে দেখুন- দীর্ঘ নিকায়, শীলস্কন্ধ বর্গ, অম্বট্ঠ সূত্র; অনুবাদকঃ শ্রী ধর্মরত্ন মহাস্থবির।

[৩]। আমাদের পালি পাঠে দেয়া আছে 'নগরক'। শ্রীলংকান পাঠে 'নাগরক' এবং শ্যাম (থাইল্যান্ড) পাঠে 'সক্কর' উক্ত হয়েছে।

[৪]। শুদ্ধোদনের ভ্রাতা অমিতোদন হচ্ছেন আয়ুষ্মান আনন্দের পিতা আর মহানাম ও অনুরুদ্ধ স্থবির সম্ভবত তার সৎভাই (249p.vol.1, dic of pali proper names)। ভগবান বুদ্ধের বহুশ্রুত, স্মৃতিমান শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে আনন্দ স্থবিরই শ্রেষ্ঠ বলে বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয়েছেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। "এমন নহে আনন্দ! এমন নহে। হে আনন্দ! বরঞ্চ কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতাই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্য। আনন্দ! কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা এবং কল্যাণ সম্পর্ককারী ভিক্ষুর নিকট ইহাই প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত এবং বহুলীকৃত করবে।

৩। হে আনন্দ! কিরূপে ভিক্ষু কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা এবং কল্যাণ সম্পর্ককারী হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? আনন্দ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। হে আনন্দ! এরূপেই ভিক্ষু কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা এবং কল্যাণ সম্পর্ককারী হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৪। হে আনন্দ! তোমার জানা উচিত যে– কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতা এভাবেই পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্যের কারণ হয়। আনন্দ! আমার ন্যায় কল্যাণ মিত্রের সংস্রবে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্ম হতে পরিমুক্ত হয়, জরাশীল সত্ত্বগণ জরাধর্ম হতে মুক্ত হয়, মরণধর্মী সত্ত্বগণ মরণ হতে মুক্ত হয়, এবং শোক পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হয়। আনন্দ! তোমার জানা উচিত যে– কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতা এভাবেই পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্যের কারণ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) শারিপুত্র[১] সূত্র

৩.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন– "ভন্তে! কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতাই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্য।"

২। "সাধু, শারিপুত্র! সাধু। হে শারিপুত্র! কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতাই হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্য। শারিপুত্র! কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা এবং কল্যাণ সম্পর্ককারী ভিক্ষুর নিকট ইহাই প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত এবং বহুলীকৃত করবে। শারিপুত্র! কিরূপে ভিক্ষু কল্যাণমিত্রতা,

---

[১]। গৌতম বুদ্ধের প্রধান অগ্রশ্রাবক। ইনি ধর্ম সেনাপতি নামেও সুখ্যাত। ভিক্ষুপূর্বাবস্থায় ইনি উপতিষ্য নামে পরিচিত ছিলেন (মধ্যম নিকায়, ১ম খন্ড)। থেরগাথা, ৪৫৯ পৃষ্ঠায় বিস্তারিত দেখুন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কল্যাণসহায়তা এবং কল্যাণ সম্পর্ককারী হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

৩। শারিপুত্র! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী হয়ে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। শারিপুত্র! এরূপেই ভিক্ষু কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা এবং কল্যাণ সম্পর্ককারী হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৪। হে শারিপুত্র! তোমার জানা উচিত যে– কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতা এভাবেই পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্যের কারণ হয়। শারিপুত্র! আমার ন্যায় কল্যাণমিত্রের সংস্রবে জন্মশীল সত্ত্বগণ জন্ম হতে পরিমুক্ত হয়, জরাশীল সত্ত্বগণ জরাধর্ম হতে মুক্ত হয়, মরণধর্মী সত্ত্বগণ মরণ হতে মুক্ত হয়, এবং শোক পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-উপায়াসধর্মী সত্ত্বগণ সেই শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হয়। শারিপুত্র! তোমার জানা উচিত যে– কল্যাণমিত্রতা, কল্যাণসহায়তা ও কল্যাণসম্পর্কতা এভাবেই পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচর্যের কারণ হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) জাণুশ্রোণি ব্রাহ্মণ সূত্র

৪.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্বাস পরিধান পূর্বক পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ জাণুশ্রোণি ব্রাহ্মণকে[১] সমস্ত শ্বেত বর্ণের বড় আচ্ছাদনযুক্ত রথে চড়ে শ্রাবস্তী হতে প্রত্যাগমন করতে দেখলেন। তার শ্বেত অলংকারে সাজযুক্ত ঘোড়াও শ্বেত, শ্বেত রথ, অনুচরও শ্বেত বর্ণিল, শ্বেত লাগাম, শ্বেত অঙ্কুশ, শ্বেত ছত্র, শ্বেত পাগড়ি, শ্বেত বস্ত্র, পাদুকাও শ্বেত বর্ণের এবং শ্বেত চামরের বীজনী দ্বারা তাকে ব্যজন করা হচ্ছে। জনতারা তা দেখে এরূপ বলতে লাগল– "হে বন্ধু! ইহা সত্যিই ব্রহ্মযান, বন্ধু!! সত্যিই তা ব্রহ্মযানের সদৃশ।"

২। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থে বিচরণ করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহের পর প্রত্যাগমন করে ভোজন করার পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান

---

[১]। চঙ্কী, তারুক্ষ, পোক্ষরসাতি, তোদেয়্য প্রভৃতির সম পর্যায়ভুক্ত সুবিশাল মহাশাল শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন এই জাণুশ্রোণি (সুত্ত নিপাত, ১১৫পৃ.)। ধর্মপদ অত্থকথা ৩৯৯ পৃ. মতে, জানুশ্রোণি ব্রাহ্মণের স্থায়ী আবাস ছিল শ্রাবস্তীতে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আনন্দ ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন–

৩। "ভন্তে! আমি পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্বাস পরিধান পূর্বক পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষার্থে প্রবেশ করেছিলাম। ভন্তে! আমি জাণুশ্রোণি ব্রাহ্মণকে সমস্ত শ্বেত বর্ণের বড় আচ্ছাদনযুক্ত রথে চড়ে শ্রাবস্তী হতে প্রত্যাগমন করতে দেখলাম। তার শ্বেত অলংকারে সাজযুক্ত ঘোড়াও শ্বেত, শ্বেত রথ, অনুচরও শ্বেত বর্ণিল, শ্বেত লাগাম, শ্বেত অঙ্কুশ, শ্বেত ছত্র, শ্বেত পাগড়ি, শ্বেত বস্ত্র, পাদুকাও শ্বেত বর্ণের এবং শ্বেত চামরের বীজনী দ্বারা তাকে ব্যজন করা হচ্ছিল। জনতারা তা দেখে এরূপ বলতে লাগল– 'হে বন্ধু! ইহা সত্যিই ব্রহ্মযান, বন্ধু! সত্যিই তা ব্রহ্মযানের সদৃশ।' ভন্তে! এই ধর্ম বিনয়ে কি ব্রহ্মযান প্রজ্ঞাপ্ত করা সম্ভব?"

৪। "হ্যাঁ সম্ভব, আনন্দ!" বলে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন– "আনন্দ, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ইহাই অধিবচন, যথা– ইহা 'ব্রহ্মযান' ইহা 'ধর্মযান[১]' ও ইহা 'শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম বিজয়।'

৫। আনন্দ! সম্যকদৃষ্টি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তৎদরুন রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পরিত্যাগ হয়। একইভাবে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তৎদ্দরুণ রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পরিত্যাগ হয়।

৬। আনন্দ! এই পর্যায়ে তোমাদের জানা উচিত যে, এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের ইহাই অধিবচন, যথা– ইহা 'ব্রহ্মযান' ইহা 'ধর্মযান' ও ইহা 'শ্রেষ্ঠ সংগ্রাম বিজয়।' ভগবান এরূপ বললেন। সুগত ইহা বলার পর অতঃপর শাস্তা আবার এরূপ বললেন–

"যোয়ালের ন্যায় যুক্ত যার শ্রদ্ধা প্রজ্ঞাদ্বয়,
লজ্জা হচ্ছে ঈষ তার, মন যোয়ালে বদ্ধ রয়;
স্মৃতি হল সারথি আর রথ হচ্ছে শীল ভূষণ,
ধ্যান হল তার অক্ষদন্ড ও চক্ররূপী বীর্য উদ্দীপন।
উপেক্ষা, সমাধি সদা সঙ্গী তার অনীহা আভরণ,
অব্যাপাদ, অবিহিংসা, বিবেক যে তার অস্ত্র অনুক্ষণ;
তিতিক্ষা বা ধৈর্য হল তার বর্ম আস্তরণ,
যোগক্ষেমে হয় আবর্তিত সে সদা আমরণ।
এবম্বিধ আত্মজাত, অনুত্তর ব্রহ্মযানে চড়ে,

[১]। তুলনীয়, সংযুক্ত নিকায়, ১ম খন্ড, ৩৩; ৪র্থ খন্ড, ২৯১ প্রভৃতি।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধীরগণ লোক হতে বের হয়ে সর্বত্র জয় করে।” চতুর্থ সূত্র।

(৫) কি উদ্দেশ্যে[১] সূত্র

৫.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। “ভন্তে! এক্ষেত্রে আমাদেরকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন– ‘বন্ধু! কি উদ্দেশ্যে শ্রমণ গৌতমের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?’ ভন্তে! এরূপ প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত হয়ে আমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপ ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করি– ‘বন্ধু! দুঃখ পরিজ্ঞাত বা উপলব্ধির জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।’ ভন্তে! এরূপ প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত হয়ে আমরা যা বর্ণনা করেছি তাতে কি ভগবানের কথিত উপদেশের যথার্থ প্রকাশ হয়েছে, নাকি ভগবানকে অভূতপূর্ব বাক্যে দোষারোপ করলাম, না ধর্মানুধর্ম ব্যাখ্যা করলাম? নাকি কোন সতীর্থের বাক্য কলহরূপে নিন্দা অর্জন করলাম?”

৩। “হে ভিক্ষুগণ! সত্যিই তোমরা এরূপ প্রশ্নে জিজ্ঞাসিত হয়ে যা বর্ণনা করেছ তা আমার কথিত উপদেশের যথার্থই প্রকাশ করেছ, আমকে অভূতপূর্ব বাক্যে দোষারোপ না করে ধর্মানুধর্ম[২] ব্যাখ্যা করেছ, কোন সতীর্থের বাক্য কলহরূপ নিন্দা অর্জন করনি। দুঃখ পরিজ্ঞাত বা উপলব্ধির জন্যই আমার নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়[৩]।

৪। ভিক্ষুগণ! যদি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদেরকে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– ‘বন্ধু! এই দুঃখ পরিজ্ঞাত বা উপলব্ধির জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা আছে কি?’ ভিক্ষুগণ! তোমরা এরূপে জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয়

---

[১]। মূল পাঠে ‘কিমত্থ’ দেয়া আছে। উদ্দান কিমত্থিযো। অঙ্গুত্তর নিকায়েও ‘কিমত্থিযো সুত্তং’ দেয়া হয়েছে।

[২]। যে ভিক্ষু সমস্ত সংস্থাপিত শিক্ষাপদ-জিন-বেলা-ভূমি-জিন মর্যাদা ও জিন-কালসূত্র (শাসন) অনুমাত্রও অতিক্রম করে না, তাঁকে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন বলে বলা হয়। এবং যে ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল ও দশশীল পালন করে, মাসে আটবার উপোসথ করে, দান দিয়ে থাকে, গন্ধ মাল্য পূজা করে, মাতা-পিতা ও ধার্মিক শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগের সেবা করে, তাকেই ধর্মানুধর্মে প্রতিপন্ন বলে আখ্যা দেয়া যেতে পারে।- সারসংগ্রহ ১ম খন্ড, পৃঃ ২১।

[৩]। সংযুক্ত নিকায়, ৪র্থ খন্ড, ২৭, ৮৭; দীর্ঘ নিকায়, ১ম খন্ড, ১৯২; মিলিন্দ প্রশ্ন, ৪৯, ১০১ প্রভৃতিতে এই অংশটির পুনরাবৃত্তি দেখা যায়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিব্রাজকদেরকে এভাবে ব্যাখ্যা করবে– 'হ্যাঁ বন্ধু! এই দুঃখ পরিজ্ঞাত বা উপলব্ধির জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে।'

৫। ভিক্ষুগণ! এই দুঃখ পরিজ্ঞাত বা উপলব্ধির জন্য মার্গ ও প্রতিপদা কত প্রকার? ইহা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এই দুঃখ পরিজ্ঞাত বা উপলব্ধির জন্য ইহাই মার্গ, ইহাই প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ! তেমরা এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এভাবেই ব্যাখ্যা করবে।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) প্রথম জনৈক ভিক্ষু সূত্র

৬.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন– "ভন্তে! এই যে 'ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্য' বলা হয়। আসলে ব্রহ্মচর্য কিরূপ এবং কিরূপে ব্রহ্মচর্য পর্যাবসান হয় (বা পরিপূর্ণতা লাভ হয়)?"

২। "হে ভিক্ষু! ব্রহ্মচর্য হচ্ছে এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষু! যখন রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষয় হয় তখনই ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসন হয় (বা পরিপূর্ণতা লাভ হয়)।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) দ্বিতীয় জনৈক ভিক্ষু সূত্র

৭.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভন্তে! এই যে 'রাগবিনয় (বা রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয়' বলা হয়ে থাকে। এই 'রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয়ের' অধিবচন কি?"

৩। "হে ভিক্ষু! নির্বাণ ধাতু বা উপাদানই হচ্ছে রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয়ের অধিবচন, এবং তা দ্বারাই আস্রবসমূহ ক্ষয় হয় এরূপ বলা হয়ে থাকে।"

৪। এরূপ উক্ত হলে সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন– "ভন্তে! এই যে 'অমৃত, অমৃত' বলা হয়। এই অমৃত কিরূপ এবং অমৃতগামী মার্গই বা কত প্রকার?"

৫। "হে ভিক্ষু! রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় বা ক্ষয়কেই অমৃত বলা হয়। আর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই হচ্ছে অমৃতগামী মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।" সপ্তম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৮) বিভঙ্গ সূত্র

৮.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ[১] দেশনা এবং বিশ্লেষণ করব। তা তোমরা উত্তমরূপে মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর; আমি ভাষণ করছি। "হ্যাঁ ভন্তে!" বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

ভিক্ষুগণ! সম্যকদৃষ্টি কাকে বলে? দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান ও দুঃখ নিরোধের উপায় বা প্রতিপদায় জ্ঞানকে সম্যকদৃষ্টি বলা হয়।

ভিক্ষুগণ! সম্যক সম্যক সংকল্প কাকে বলে? নৈষ্ক্রম্য সংকল্প, অব্যাপাদ সংকল্প ও অবিহিংসা সংকল্পকে সম্যক সংকল্প বলা হয়।

ভিক্ষুগণ! সম্যক বাক্য কাকে বলে? মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য ও সম্প্রলাপ বাক্য হতে বিরত হওয়াকে সম্যক বাক্য বলা হয়।

ভিক্ষুগণ! সম্যক কর্ম কাকে বলে? প্রাণী হত্যা, চুরি ও মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকাকেই সম্যক কর্ম বলা হয়।

ভিক্ষুগণ! সম্যক জীবিকা কাকে বলে? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক মিথ্যা জীবিকা পরিত্যাগ করত সম্যক জীবিকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করেন; ইহাকেই সম্যক জীবিকা বলা হয়।

ভিক্ষুগণ! সম্যক প্রচেষ্টা কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশল বিষয় অনুৎপাদনের জন্য প্রচেষ্টা করে; উৎপন্ন পাপ ও অকুশল বিষয় পরিত্যাগের জন্য চেষ্টা চালায়; অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদনের জন্য ও উৎপন্ন কুশলের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্দ্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে, প্রচেষ্টা করে, বীর্য প্রয়োগ করে এবং চিত্তকে তাতে নিয়োজিত করে ও সাগ্রহে চেষ্টা করে। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই সম্যক ব্যায়াম বলা হয়।

---

[১]। তথাগত ভগবান সম্যকসম্বুদ্ধ পরম শান্তিপদ নির্বাণ গমনের জন্য ও চরম মুক্তি লাভের জন্য যে ঋজুপথ আবিষ্কার করেছেন তাহাই আর্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ নামে অভিহিত হয়। ভগবান কর্তৃক এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ সর্বত্রই দেশিত হয়েছে। আর মার্গ সম্বন্ধে বলা হয়েছে– 'কিলেসে মারেন্তা নিব্বানং গচ্ছন্তি এতেনাতি মগ্গো'– অর্থাৎ এই ধর্ম দ্বারা আত্মদৃষ্টি মূলক সমস্ত ক্লেশ বিনাশ করতে করতে (নরক) দুঃখ ও বর্ত্তদুঃখ নিরোধ পূর্বক নির্বাণ গমণ করে বলেই এর নাম মার্গ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! সম্যক স্মৃতি কাকে বলে[১]? এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। একইভাবে সে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ইহাকে সম্যক স্মৃতি বলা হয়।

ভিক্ষুগণ! সম্যক সমাধি কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামনা ও অকুশল বিষয় সমূহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিতর্ক, বিচার ও নির্জনতা জনিত প্রীতি সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত হওয়ার দরুন আভ্যন্তরীন সম্প্রসাদ ও চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত, বিতর্ক বিচারহীন এবং সমাধি জনিত প্রীতি সুখ সমন্বিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন হওয়ায় সে উপেক্ষাশীল বা সুখ-দুঃখে-সমভাবাপন্ন হয়ে অবস্থান করে। সে স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে দৈহিক সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষাশীল স্মৃতিমান সুখ বিহারী' বলে অভিহিত করে, সেই তৃতীয় ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। [২]সে সুখ-দুঃখের প্রহাণে এবং পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য-দৌর্মনস্যের অস্তগমন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই বলা হয় সম্যক সমাধি।" অষ্টম সূত্র।

(৯) শূক সূত্র

৯.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! যদি অপরিণত (মিচ্ছাপণিহিতং) শষ্যশূক বা যবশূক হাত অথবা পায়ের দ্বারা দলিত করা হয়, তবে সেই হাত বা পা ক্ষত হবে কিংবা তা হতে রক্ত নিঃসৃত হবে, তা অসম্ভব। তার কারণ কি? সেই শূকের অপরিণত হওয়ার দরুন। এরূপেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু মিথ্যা প্রতিপন্ন দৃষ্টির দ্বারা, মিথ্যা প্রতিপন্ন মার্গ ভাবনার দ্বারা অবিদ্যাকে ছেদন করবে, বিদ্যা (জ্ঞান) উৎপন্ন করবে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ বা উপলদ্ধি করবে– তা অসম্ভব। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুর দৃষ্টি মিথ্যায় প্রতিপন্ন বিধায়।

২। ভিক্ষুগণ! যেমন– পরিণত শষ্যশূক বা যবশূক যদি হাত অথবা পায়ের দ্বারা দলিত করা হয়, তবে সেই হাত বা পা ক্ষত হবে কিংবা তা হতে রক্ত নিঃসৃত হবে, তা সম্ভব। তার কারণ কি? শষ্যশূকের পরিণত হওয়ার দরুন। এরূপেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু সম্যক প্রণিহিত দৃষ্টির দ্বারা, সম্যক প্রণিহিত মার্গ

---

[১]। তুলনীয়, সংযুত্ত নিকায়, ৪র্থ খন্ড, ১৬০।

[২]। এই অংশটির সাথে উপনিষদের মিল রয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভাবনার দ্বারা অবিদ্যাকে ছেদন করবে, বিদ্যা (জ্ঞান) উৎপন্ন করবে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করবে– তা সম্ভব। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুর দৃষ্টি সম্যক প্রণিহিত বিধায়।

৩। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু সম্যক প্রণিহিত দৃষ্টির দ্বারা, সম্যক প্রণিহিত মার্গ ভাবনার দ্বারা অবিদ্যাকে ছেদন করে, বিদ্যা উৎপন্ন করে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করে থাকে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু সম্যক প্রণিহিত দৃষ্টির দ্বারা, সম্যক প্রণিহিত মার্গ ভাবনার দ্বারা অবিদ্যাকে ছেদন করে, বিদ্যা উৎপন্ন করে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করে থাকে।" নবম সূত্র।

(১০) নন্দিয় সূত্র

১০.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর নন্দিয় পরিব্রাজক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে কুশলাকুশল বিনিময় করলেন। কুশলাকুশল বিনিময়ের পর প্রীতিপূর্ণ আলাপান্তে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট নন্দিয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "হে মাননীয় গৌতম! কয়টি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণে নিয়ে যায়, নির্বাণপরায়ণ হয় ও নির্বাণেই তা পরিসমাপ্ত হয়?

৩। "হে নন্দিয়! এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণে নিয়ে যায়, নির্বাণপরায়ণ হয় ও নির্বাণেই তা পরিসমাপ্ত হয়। সেই অষ্টবিধ কি কি? যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। নন্দিয়! এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণে নিয়ে যায়, নির্বাণপরায়ণ হয় ও নির্বাণেই তা পরিসমাপ্ত হয়।"

৪। এরূপ উক্ত হলে নন্দিয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপ বললেন– "মাননীয় গৌতম! কি আশ্চর্য! কি অদ্ভুত! মাননীয় গৌতম! যেমন, কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্দ্ধমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেয় এবং অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়; ঠিক সেরূপেই মাননীয় গৌতমের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। এখন হতে আমি মাননীয় গৌতমের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্ম এবং ভিক্ষু সংঘের শরণও গ্রহণ করছি। হে প্রভূ গৌতম! আজ হতে আমাকে আপনার আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।" দশম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবিদ্যা বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

অবিদ্যা, অর্দ্ধ, শারিপুত্র আর ব্রাহ্মণ সূত্র;
কি অর্থে, দুই ভিক্ষু, বিভঙ্গ, শূক ও নন্দিয় সূত্র উক্ত॥

২. বিহার বর্গ

(১) প্রথম বিহার সূত্র

১১.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি অর্দ্ধমাস একাকী নির্জনে থাকতে ইচ্ছা পোষণ করছি। সে সময় আমার জন্য পিন্ডপাত আনয়নকারী একজন ব্যতীত অন্য কারও আমার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হবে না।" "তাই হোক ভন্তে!" বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মত হয়ে পিন্ডপাত সরবরাহকারী একজন ব্যতীত অন্য কেউ তখন ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন না।

২। অতঃপর ভগবান সেই অর্দ্ধমাস সমাপনে নির্জনতা জনিত ধ্যান হতে উঠে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন– "হে ভিক্ষুগণ! সম্বোধি লাভের পর প্রথমাবস্থায় আমি যেরূপে অবস্থান করেছিলাম, সেরূপেই এই ক'দিন অবস্থান করেছি। আমি এরূপ প্রকৃষ্টভাবে জ্ঞাত হয়েছি যে– মিথ্যা দৃষ্টির প্রত্যয় (কারণ) আমার বেদয়িত বা উপলব্ধ এবং সম্যকদৃষ্টির প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয় আমার বেদয়িত এবং সম্যক বাক্যের প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা কর্মের প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক কর্মের প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয় আমার বেদয়িত এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয় আমার বেদয়িত এবং সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ ও মিথ্যা সমাধির প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক সমাধির প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ। ছন্দ বা ইচ্ছার প্রত্যয়, বিতর্কের প্রত্যয়, সংজ্ঞার প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; এবং ছন্দ, বিতর্ক ও সংজ্ঞা নির্মূল না হলে তৎ প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ হয়; আর যদি ছন্দ, বিতর্ক ও সংজ্ঞা নির্মূল হয় তবে সে কারণও আমার উপলব্ধ। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা আছে, সেই বিষয় প্রাপ্তির প্রত্যয় বা কারণও আমার উপলব্ধ।" প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় বিহার সূত্র

৯.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তিন মাস একাকী নির্জনে থাকতে ইচ্ছা পোষণ করছি। সে সময় আমার জন্য পিন্ডপাত আনয়নকারী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

একজন ব্যতীত অন্য কারও আমার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হবে না।” “তাই হোক ভন্তে!” বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মত হয়ে পিন্ডপাত সরবরাহকারী একজন ব্যতীত অন্য কেউ তখন ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন না।

২। অতঃপর ভগবান সেই তিন মাস সমাপনে নির্জনতা জনিত ধ্যান হতে উঠে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন– “ভিক্ষুগণ! সম্বোধি লাভের পর প্রথমাবস্থায় আমি যেরূপে অবস্থান করেছিলাম, সেরূপেই এই ক’দিন অবস্থান করেছি। আমি এরূপ প্রকৃষ্টভাবে জ্ঞাত হয়েছি যে– মিথ্যা দৃষ্টির প্রত্যয় (কারণ) আমার বেদয়িত বা উপলব্ধ এবং সম্যকদৃষ্টির প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা সংকল্পের প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক সংকল্পের প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা বাক্যের প্রত্যয় আমার বেদয়িত এবং সম্যক বাক্যের প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা কর্মের প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক কর্মের প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা জীবিকার প্রত্যয় আমার বেদয়িত এবং সম্যক জীবিকার প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা প্রচেষ্টার প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক প্রচেষ্টার প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; মিথ্যা স্মৃতির প্রত্যয় আমার বেদয়িত এবং সম্যক স্মৃতির প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ ও মিথ্যা সমাধির প্রত্যয় আমার বেদয়িত আর সম্যক সমাধির প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ। ছন্দ বা ইচ্ছার প্রত্যয়, বিতর্কের প্রত্যয়, সংজ্ঞার প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ; এবং ছন্দ, বিতর্ক ও সংজ্ঞা নির্মূল না হলে তৎ প্রত্যয়ও আমার উপলব্ধ হয়; আর যদি ছন্দ, বিতর্ক ও সংজ্ঞা নির্মূল হয় তবে সে কারণও আমার উপলব্ধ। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা আছে, সেই বিষয় প্রাপ্তির প্রত্যয় বা কারণও আমার উপলব্ধ।” দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) শৈক্ষ্য সূত্র

১৩.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন– “ভন্তে! এই যে ‘শৈক্ষ্য, শৈক্ষ্য’ বলা হয়। কিরূপে শৈক্ষ্য হওয়া যায়?

৩। “হে ভিক্ষু! এক্ষেত্রে ভিক্ষু শৈক্ষ্য বা শিক্ষণীয় সম্যকদৃষ্টি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। একইভাবে ভিক্ষু শিক্ষণীয় সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি দ্বারা সমৃদ্ধ হয়। ভিক্ষু! এরূপেই শৈক্ষ্য হওয়া যায়।” তৃতীয় সূত্র।

(৪) প্রথম উৎপত্তি সূত্র

১৪.১। শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ! এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আবির্ভাব ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই অষ্টবিধ কি কি? যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) দ্বিতীয় উৎপত্তি সূত্র

১৫.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা সুগতবিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই অষ্টবিধ কি কি? যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা সুগতবিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) প্রথম পরিশুদ্ধ সূত্র

১৬.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! পরিশুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও উপক্লেশহীন এই অষ্টবিধ ধর্ম অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, যা তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই অষ্টবিধ কি কি? যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! পরিশুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও উপক্লেশহীন এই অষ্টবিধ ধর্ম অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, যা তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) দ্বিতীয় পরিশুদ্ধ সূত্র

১৭.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! পরিশুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও উপক্লেশহীন এই অষ্টবিধ ধর্ম অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, যা সুগতবিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই অষ্টবিধ কি কি? যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! পরিশুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও উপক্লেশহীন এই অষ্টবিধ ধর্ম অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, যা সুগতবিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" সপ্তম সূত্র।

(৮) প্রথম কুক্কুটারাম সূত্র

১৮.১। আমি এরূপ শুনেছি– এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ ও আয়ুষ্মান ভদ্র পাটলি পুত্রের কুক্কুটারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান ভদ্র (একদিন) সন্ধ্যা সময়ে নির্জনতা জনিত ধ্যান হতে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আয়ুষ্মান আনন্দের সহিত কুশল বিনিময় করলেন। কুশলাকুশল ও প্রীতিপূর্ণ আলাপান্তে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্র আনন্দকে এরূপ বললেন–

২। "আবুসো আনন্দ! এই যে 'অব্রহ্মচর্য, অব্রহ্মচর্য' বলা হয়। সেই অব্রহ্মচর্য কত প্রকার? "সাধু, আবুসো ভদ্র! সাধু। আবুসো ভদ্র! আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণপূর্ণ, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ও কল্যাণপ্রদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনি এরূপ জিজ্ঞাসা করেছেন যে– 'আবুসো, আনন্দ! এই যে 'অব্রহ্মচর্য, অব্রহ্মচর্য' বলা হয়। সেই অব্রহ্মচর্য কত প্রকার?'" "হ্যাঁ আবুসো! আমি এরূপই জিজ্ঞাসা করেছি।"

৩। "হে আবুসো! এই আট প্রকার মিথ্যা মার্গই হচ্ছে অব্রহ্মচর্য। যথা– মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি।" অষ্টম সূত্র।

(৯) দ্বিতীয় কুক্কুটারাম সূত্র

১৯.১। পাটলিপুত্র[১] নিদান। "আবুসো, আনন্দ! এই যে 'ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্য' বলা হয়। সেই ব্রহ্মচর্য কত প্রকার এবং ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসানই বা কিরূপ?" "সাধু, আবুসো ভদ্র! সাধু। আবুসো ভদ্র! আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণপূর্ণ, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ও কল্যাণপ্রদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনি এরূপ জিজ্ঞাসা করেছেন যে– 'আবুসো, আনন্দ! এই যে 'ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্য' বলা হয়। সেই ব্রহ্মচর্য কত প্রকার এবং সেই ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসানই বা কিরূপ?'" "হ্যাঁ আবুসো! আমি এরূপই জিজ্ঞাসা করেছি।"

২। "হে আবুসো! এই আট প্রকার সম্যক মার্গই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। আর আবুসো! রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়ই হচ্ছে ব্রহ্মচর্যের প্রকৃত পর্যাবসান।" নবম সূত্র।

---

[১]। 'পাটলিপুত্র' প্রাচীন মগধরাজ্যের নাম ছিল। ইহার বর্তমান নাম 'পাটনা'। এই পাটনা উত্তর ভারতীয় বিহার প্রদেশের বর্তমান রাজধানী।– পালি-বাংলা অভিধান, ২য় খন্ড, পৃঃ ১০৭৪, শান্তরক্ষিত মহাস্থবির। পূর্বে এই পাটলিপুত্রের নাম ছিল 'পাটলিগ্রাম'। ভগবান অজাতশত্রুর দুই অমাত্য সুনীধ ও বর্ষকারের আবসথে ভোজন করতঃ মহাভিক্ষু সংঘের সহিত জলপূর্ণ গঙ্গানদী তরী বিনা উত্তীর্ণ হয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে ছিলেন যে, এই পাটলিগ্রাম 'পাটলিপুত্র' নামে খ্যাতি লাভ করবে। বাণিজ্য ও সভ্যতা বিষয়ে শ্রেষ্ট নগর হবে, কিন্তু জল, অগ্নি ও অন্তর্বিবাদ এই ত্রিবিধ উপদ্রব থাকবে।- দ্রষ্টব্য, মহাপরিনির্বাণ সুত্র, পৃঃ ২৩৬-২৩৭।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১০) তৃতীয় কুক্কুটারাম সূত্র

২০.১। পাটলিপুত্র নিদান। "হে আবুসো, আনন্দ! এই যে 'ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্য' বলা হয়। সেই ব্রহ্মচর্য কত প্রকার, ব্রহ্মচারী কাকে বলে এবং ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসানই বা কিরূপ?" "সাধু, আবুসো ভদ্র! সাধু। আবুসো ভদ্র! আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণপূর্ণ, প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন ও কল্যাণপ্রদ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন। আপনি এরূপ জিজ্ঞাসা করেছেন যে– 'আবুসো, আনন্দ! এই যে 'ব্রহ্মচর্য, ব্রহ্মচর্য' বলা হয়। সেই ব্রহ্মচর্য কত প্রকার, ব্রহ্মচারী কাকে বলে এবং ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসানই বা কিরূপ?" "হ্যাঁ আবুসো! আমি এরূপই জিজ্ঞাসা করেছি।"

২। "হে আবুসো! এই আট প্রকার সম্যক মার্গই হচ্ছে ব্রহ্মচর্য। যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে সমন্নাগত ব্যক্তিকেই ব্রহ্মচারী বলা হয়। আর আবুসো! রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়ই হচ্ছে ব্রহ্মচর্যের প্রকৃত পর্যাবসান।" দশম সূত্র।

(এই বর্গে শেষোক্ত তিনটি সূত্রের নিদান একই)

বিহার বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

দুই বিহার, শৈক্ষ্য আর অপর উৎপত্তি সূত্র দ্বয়;
কথিত, দুই পরিশুদ্ধ ও কুক্কুটারাম সূত্র ত্রয়॥

৩. মিথ্যা বিষয় (ভ্রান্ত ধারণা) বর্গ

(১) মিথ্যা সম্পর্কিত সূত্র

২১.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে মিথ্যা ও সত্য বিষয় সম্পর্কিত দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! সেই মিথ্যা বিষয় কি কি? তা হচ্ছে যথা– মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি। এগুলিকেই বলা হয় মিথ্যা বিষয়। আর ভিক্ষুগণ! সত্য বিষয় কি কি? তা হচ্ছে যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! এগুলিকেই সত্য বিষয় বলা হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) অকুশলধর্ম সূত্র

২২.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে কুশলাকুশল বিষয়ক ধর্ম দেশনা করব। তা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! সেই অকুশলমূলক ধর্মসমূহ কি কি? তা হচ্ছে যথা– মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি। এগুলিকেই বলা হয় অকুশলধর্ম। আর ভিক্ষুগণ! কুশলমূলক ধর্মসমূহ কি কি? তা হচেছ যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! এগুলিকেই কুশলধর্ম বলা হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) প্রথম প্রতিপদা সূত্র

২৩.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপদা ও সম্যক প্রতিপদা সম্পর্কিত দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! সেই মিথ্যা প্রতিপদাসমূহ কি কি? তা হচ্ছে যথা– মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি। এগুলোকে বলা হয় মিথ্যা প্রতিপদা। আর ভিক্ষুগণ! সম্যক প্রতিপদাসমূহ কি কি? তা হচ্ছে যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! এগুলোকেই সম্যক প্রতিপদা বলা হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) দ্বিতীয় প্রতিপদা সূত্র

২৪.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি গৃহী ও প্রব্রজিতগণের মিথ্যা প্রতিপদা প্রশংসা করি না। মিথ্যায় প্রতিপন্ন গৃহী এবং প্রব্রজিত ব্যক্তি মিথ্যায় প্রতিপন্ন হওয়ার কারণে কুশল ধর্ম আচরণে সমর্থ হয় না।

২। "ভিক্ষুগণ! সেই মিথ্যা প্রতিপদাসমূহ কি কি? যথা– মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি। এগুলোকে বলা হয় মিথ্যা প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ! আমি গৃহী ও প্রব্রজিতগণের মিথ্যা প্রতিপদা প্রশংসা করি না। মিথ্যায় প্রতিপন্ন গৃহী এবং প্রব্রজিত ব্যক্তি মিথ্যায় প্রতিপন্ন হওয়ার কারণে কুশল ধর্ম আচরণে সমর্থ হয় না।

৩। ভিক্ষুগণ! আমি গৃহী ও প্রব্রজিতগণের সম্যক প্রতিপদা (সম্যক অনুশীলন) প্রশংসা করি। সম্যকভাবে প্রতিপন্ন গৃহী এবং প্রব্রজিত ব্যক্তি সম্যক পথে প্রতিপন্ন হওয়ার কারণে কুশল ধর্ম আচরণে সমর্থ হয়। সেই সম্যক প্রতিপদাসমূহ কি কি? যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এগুলোকে বলা হয় সম্যক প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ! আমি গৃহী এবং প্রব্রজিতগণের সম্যক প্রতিপদাকেই প্রশংসা করি। সম্যকভাবে প্রতিপন্ন গৃহী এবং প্রব্রজিত ব্যক্তি সম্যক পথে প্রতিপন্ন হওয়ার কারণে কুশল ধর্ম আচরণে সমর্থ হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) প্রথম অসৎপুরুষ সূত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২৫.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে অসৎপুরুষ ও সৎপুরুষ সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! অসৎপুরুষ কাকে বলে? এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। একইভাবে সে মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন হয়। একেই অসৎপুরুষ বলা হয়।

২। ভিক্ষুগণ! সৎপুরুষ কাকে বলে? এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। একইভাবে সে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! একেই সৎপুরুষ বলা হয়।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) দ্বিতীয় অসৎপুরুষ সূত্র

২৬.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে অসৎপুরুষ ও অসৎপুরুষ হতে অসৎপুরুষতর এবং সৎপুরুষ ও সৎপুরুষ হতে সৎপুরুষতর প্রসঙ্গে দেশনা করব। তা তোমরা শোন। ভিক্ষুগণ! অসৎপুরুষ কাকে বলে? এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। একইভাবে সে মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! একেই অসৎপুরুষ বলা হয়।

২। ভিক্ষুগণ! অসৎপুরুষের চেয়ে অসৎপুরুষতর কাকে বলে? এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। একইভাবে সে মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা জ্ঞানী ও মিথ্যা বিমুক্তিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! একেই অসৎরূপুরুষের চেয়ে অসৎপুরুষতর বলা হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! সৎপুরুষ কাকে বলে? এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। একইভাবে সে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি সম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! একেই সৎপুরুষ বলা হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! সৎপুরুষের চেয়ে সৎপুরুষতর কাকে বলে? এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। একইভাবে সে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞানী ও সম্যক বিমুক্তি সম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! একেই সৎপুরুষের চেয়ে সৎপুরুষতর বলা হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) কুম্ভ সূত্র

২৭.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন– পাত্র রাখার বেড় বা চৌকি হীন কুম্ভ (কলসী) সহজে উল্টে পড়ে, কিন্তু বেড় বা চৌকিতে সেই কুম্ভ রাখলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তা সহজে উল্টে পড়ে না; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! অসমর্থ বা সাহায্যহীন চিত্ত সহজেই বিপর্যস্ত হয়; কিন্তু সাহায্য পেলে চিত্ত সহজে বিপর্যস্ত হয় না।

২। ভিক্ষুগণ! চিত্তের সাহায্য বা ঠেস কি? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে চিত্তের সাহায্য বা ঠেস। ভিক্ষুগণ! যেমন– পাত্র রাখার বেড় বা চৌকি হীন কুম্ভ সহজে উল্টে পড়ে, কিন্তু বেড় বা চৌকিতে সেই কুম্ভ রাখলে তা সহজে উল্টে পড়ে না; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! অসমর্থ বা সাহায্যহীন চিত্ত সহজেই বিপর্যস্ত হয়; কিন্তু সাহায্য পেলে চিত্ত সহজে বিপর্যস্ত হয় না।" সপ্তম সূত্র।

(৮) সমাধি সূত্র

২৮.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে হেতুসম্বন্ধীয় ও সঙ্গতিপূর্ণ আর্য সম্যক সমাধি সম্বন্ধে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! সেই হেতুসম্বন্ধীয় ও সঙ্গতিপূর্ণ আর্য সম্যক সমাধি কি? তা হচ্ছে যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা ও সম্যক স্মৃতি। ভিক্ষুগণ! এই সপ্তাঙ্গের সাথে যা চিত্তের একাগ্রতা ও সঙ্গতিপূর্ণ তাকেই বলা হয় হেতুসম্বন্ধীয় ও সঙ্গতিপূর্ণ আর্য সম্যক সমাধি।" অষ্টম সূত্র।

(৯) বেদনা সূত্র

২৯.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার বেদনা রয়েছে। সেই ত্রিবিধ বেদনা কি কি? যথা–সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও অদুঃখ-অসুখ (উপেক্ষা) বেদনা। এগুলিই হচ্ছে ত্রিবিধ বেদনা। ভিক্ষুগণ! এই তিন প্রকার বেদনা উপলব্ধি করার জন্য আর্য অষ্টঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ বেদনা উপলব্ধির জন্য আর্য অষ্টঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" নবম সূত্র।

(১০) উত্তিয় সূত্র

৩০.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান উত্তিয় ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উত্তিয় ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন–

২। "ভন্তে! নির্জনে একাকী ধ্যান সাধনায় নিমগ্ন থাকার সময় আমার মনে এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হয়েছিল যে– 'ভগবান কর্তৃক পঞ্চ কামগুণ উক্ত হয়েছে। ভগবান কর্তৃক সেই পঞ্চ কামগুণ কিরূপে উক্ত হয়েছে?'"

৩। "সাধু, উত্তিয়! সাধু। হে উত্তিয়! মৎ কর্তৃক এই পঞ্চবিধ কামগুণ উক্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়েছে। সেই পঞ্চ কি কি? যথা– ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী চক্ষু বিজ্ঞেয় রূপ আছে; একইভাবে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী শ্রোত্র বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা বিজ্ঞেয় রস এবং কায় বিজ্ঞেয় স্পর্শ বিদ্যমান। উত্তিয়! এই পঞ্চ কামগুণই মৎ কর্তৃক উক্ত হয়েছে।

৪। উত্তিয়! এই পঞ্চ কামগুণ সমূহ প্রহাণের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গি মার্গ কি কি? যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। উত্তিয়! এই পঞ্চ কামগুণসমূহ প্রহাণের জন্য এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই অনুশীলন করা উচিত।" দশম সূত্র।

মিথ্যা বিষয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

মিথ্যা, অকুশলধর্ম আর প্রতিপদা দ্বয় সূত্র;
দ্বে অসৎপুরুষ, কুম্ভ, সমাধি, বেদনা সহ উত্তিয় হল উক্ত॥

৪. প্রতিপত্তি বর্গ

(১) প্রথম প্রতিপত্তি সূত্র

৩১.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপত্তি ও সম্যক প্রতিপত্তি সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! মিথ্যা প্রতিপত্তি কি কি? যথা– মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধি। এগুলোকে বলা হয় মিথ্যা প্রতিপত্তি।

২। ভিক্ষুগণ! সম্যক প্রতিপত্তি কি কি? যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! এগুলোকেই বলা হয় সম্যক প্রতিপত্তি।" প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় প্রতিপত্তি সূত্র

৩২.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন ও সম্যক প্রতিপন্ন সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! মিথ্যা প্রতিপন্ন কি কি? এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি মিথ্যা দৃষ্টিসম্পন্ন হয়। একইভাবে সে মিথ্যা সংকল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি ও মিথ্যা সমাধিসম্পন্ন হয়। একেই বলা হয় মিথ্যা প্রতিপন্ন।

২। ভিক্ষুগণ! সম্যক প্রতিপন্ন কি কি? এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হয়। একইভাবে সে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধিসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! একেই বলা হয় সম্যক প্রতিপন্ন।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) বিরুদ্ধ সূত্র

৩৩.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যাদের উপেক্ষিত, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ লাভ করা অসম্ভব। আর ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যাদের আরব্ধ বা ভাবিত হয়েছে, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ লাভ করা সম্ভব হয়। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যাদের উপেক্ষিত, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ লাভ করা অসম্ভব। আর ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যাদের আরব্ধ বা ভাবিত হয়েছে, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ লাভ করা সম্ভব হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) পারঙ্গম সূত্র।

৩৪.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণ তীরে গমনের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই অষ্টবিধ কি কি? যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! এই অষ্টবিধ ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণ তীরে গমনের জন্য সংবর্তিত হয়।"

ভগবান এরূপ বললেন। অতঃপর সুগত এরূপ বলার পর শাস্তা আবার এই গাথা বললেন–

"অল্পমাত্র মানবগণ হয়েছে পারগত,
অন্যসবে এই তীরেতে শুধুই হচ্ছে ধাবিত;
ধর্মাচারী, ধর্মাস্মরী যারা এই জগতে অপার,
তারাই হবে পার মৃত্যুধীন দুস্তর পারাপার।
পাপ ত্যাগে পূণ্য কর হে পন্ডিত অনুক্ষণ,
বিবেক শুণ্য গৃহ ত্যাজ হয়ে প্রাণপণ;
কাম-বাসনা পরিত্যাগে হয়ে আকিঞ্চন,
ইচ্ছুক হয় তথায় সে হতে অভিরমন।
চিত্ত মাঝে যতবিধ ক্লেশমল বিরাজিত,
নিজেকে বিশুদ্ধ করে তা হতে পন্ডিত সতত।
সম্বোধি অঙ্গে যাদের চিত্ত সুভাবিত,
আসক্তি ত্যাগে অনাসক্তিতে যারা সদা রত;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেরূপ ক্ষীণাস্রব আর জ্যোতিষ্মানগণ,
ইহ জগত হতে পরিনিবৃত হন।” চতুর্থ সূত্র।

(৫) প্রথম শ্রামণ্য সূত্র

৩৫.১। শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে শ্রামণ্য ও শ্রামণ্য ফলাদি সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! শ্রামণ্য কাকে বলে? তা হচ্ছে হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় শ্রামণ্য। ভিক্ষুগণ! শ্রামণ্য ফলাদি কাকে বলে? তা হচ্ছে যথা– স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল ও অরহত্ত্বফল। ভিক্ষুগণ! এগুলোকে বলা হয় শ্রামণ্যফল।” পঞ্চম সূত্র।

(৬) দ্বিতীয় শ্রামণ্য সূত্র

৩৬.১। শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে শ্রামণ্য ও শ্রামণ্য অর্থ সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! শ্রামণ্য কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় শ্রামণ্য। ভিক্ষুগণ! শ্রামণ্যার্থ কাকে বলে? তা হচ্ছে যথা– রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়। এগুলোকে বলা হয় শ্রামণ্যার্থ।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) প্রথম ব্রাহ্মণ্য সূত্র

৩৭.১। শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণ্য ফলাদি সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! ব্রাহ্মণ্য কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ্য। ভিক্ষুগণ! ব্রাহ্মণ্য ফলাদি কাকে বলে? তা হচ্ছে যথা– স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল ও অরহত্ত্বফল। ইহাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ্য ফল।” সপ্তম সূত্র।

(৮) দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ্য সূত্র

৩৮.১। শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণের অর্থ সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! ব্রাহ্মণ্য কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ্য। ভিক্ষুগণ! ব্রাহ্মণ্যার্থ কাকে বলে? তা হচ্ছে যথা– রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়। ইহাকে বলা হয় ব্রাহ্মণ্যার্থ।” অষ্টম সূত্র।

(৯) প্রথম ব্রহ্মচর্য সূত্র

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩৯.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে ব্রহ্মচর্য ও ব্রহ্মচর্যের ফলাদি সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমারা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! ব্রহ্মচর্য কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ব্রাহ্মচর্য। ভিক্ষুগণ! ব্রহ্মচর্যের ফলাদি কাকে বলে? তা হচ্ছে যথা– স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল ও অরহত্ত্বফল। এগুলোকে বলা হয় ব্রহ্মচর্যের ফল।" নবম সূত্র।

(১০) দ্বিতীয় ব্রহ্মচর্য সূত্র

৪০.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে ব্রহ্মচর্য ও ব্রহ্মচর্যের অর্থ সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! ব্রহ্মচর্য কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ব্রহ্মচর্য। ভিক্ষুগণ! ব্রহ্মচর্যের অর্থ কাকে বলে? তা হচ্ছে যথা– রাগক্ষয়, দ্বেষক্ষয় ও মোহক্ষয়। ইহাকে বলা হয় ব্রহ্মচর্যার্থ।" দশম সূত্র।

প্রতিপত্তি বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

প্রতিপত্তি, প্রতিপন্ন, বিরুদ্ধ আর পারঙ্গম,
কথিত দ্বয় শ্রামণ্য, ব্রাহ্মণ্য অপর দ্বয়;
ব্রহ্মচর্য সূত্র দ্বয় যোগে বর্গ হল সমাপ্ত॥

৫. অন্যতীর্থিয় পেয্যাল (পুনরাবৃত্তি) বর্গ

(১) রাগ-বিরাগ সূত্র

৪১.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদেরকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। 'হে বন্ধুগণ! রাগের বা আসক্তির প্রতি বিরাগভাব উৎপাদনের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।'

ভিক্ষুগণ! পুনঃরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদেরকে এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! রাগ বা আসক্তির প্রতি বিরাগভাব উৎপাদনের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি? ভিক্ষুগণ! তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রদান করবে। 'হ্যাঁ বন্ধুগণ! রাগকে বিরাগের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে। ভিক্ষুগণ! রাগ বা আসক্তির প্রতি বিরাগভাব উৎপাদনের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে রাগ বা আসক্তির প্রতি বিরাগভাব উৎপাদনের জন্য জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে উত্তর প্রদান করবে।" প্রথম সূত্র।

(২) সংযোজন প্রহাণ সূত্র

৪২.১। "হে ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদেরকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে– 'হে বন্ধুগণ! সংযোজন প্রহাণের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।'

২। ভিক্ষুগণ! পুনঃরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদেরকে এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! সংযোজন প্রহাণের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি? ভিক্ষুগণ! তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। 'হ্যাঁ বন্ধুগণ! সংযোজন প্রহাণের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে। ভিক্ষুগণ! সংযোজন প্রহাণের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে সংযোজন প্রহাণের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে উত্তর প্রদান করবে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) অনুশয় মূলোৎপাটন সূত্র

৪৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদেরকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। 'হে বন্ধুগণ! অনুশয়ের মূলোৎপাটনের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।'

২। ভিক্ষুগণ! পুনঃরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদেরকে এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! অনুশয়ের মূলোৎপাটনের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি? ভিক্ষুগণ! তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। 'হ্যাঁ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বন্ধুগণ! অনুশয়ের মূলোৎপাটনের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে। ভিক্ষুগণ! অনুশয় মূলোৎপাটনের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে অনুশয়ের মূলোৎপাটনের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে উত্তর প্রদান করবে।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) দীর্ঘপথ সূত্র

৪৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদেরকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে– 'হে বন্ধুগণ! সংসার পরিভ্রমনরূপ দীর্ঘপথ পরিজ্ঞাতের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।'

২। ভিক্ষুগণ! পুনঃরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদেরকে এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! সংসার পরিভ্রমনরূপ দীর্ঘপথ পরিজ্ঞাতের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি?' ভিক্ষুগণ! তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। 'হ্যাঁ বন্ধুগণ! সংসার পরিভ্রমনরূপ দীর্ঘপথ পরিজ্ঞাতের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা' আছে। ভিক্ষুগণ! সংসার পরিভ্রমনরূপ দীর্ঘপথ পরিজ্ঞাতের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে সংসার পরিভ্রমনরূপ দীর্ঘপথ পরিজ্ঞাতের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে উত্তর প্রদান করবে।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) আস্রব ক্ষয় সূত্র

৪৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদেরকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে– 'হে বন্ধুগণ! আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।'

২। ভিক্ষুগণ! পুনঃরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদেরকে এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি?' ভিক্ষুগণ! তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। 'হ্যাঁ বন্ধুগণ! আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে।' ভিক্ষুগণ! আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে উত্তর প্রদান করবে।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সূত্র

৪৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদেরকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। 'হে বন্ধুগণ! বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।'

২। ভিক্ষুগণ! পুনঃরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদেরকে এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি? ভিক্ষুগণ! তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। 'হ্যাঁ বন্ধুগণ! বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে। ভিক্ষুগণ! বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে বিদ্যা-বিমুক্তিফল সাক্ষাতের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে উত্তর প্রদান করবে।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) জ্ঞান দর্শন সূত্র

৪৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদেরকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?' ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। 'হে বন্ধুগণ! জ্ঞান দর্শনের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।'

২। ভিক্ষুগণ! পুনঃরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদেরকে এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! জ্ঞান দর্শনের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি? ভিক্ষুগণ! তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। ‘হ্যাঁ বন্ধুগণ! জ্ঞান দর্শনের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে। ভিক্ষুগণ! জ্ঞান দর্শনের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে জ্ঞান দর্শনের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে উত্তর প্রদান করবে।” সপ্তম সূত্র।

(৮) অনুপাদা পরিনির্বাণ সূত্র

৪৮.১। শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ! যদি তোমাদেরকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– ‘বন্ধুগণ! শ্রমণ গৌতমের নিকট কি জন্য ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?’ ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। ‘হে বন্ধুগণ! অনুপাদা পরিনির্বাণ লাভের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।’

২। ভিক্ষুগণ! পুনঃরায় যদি সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদেরকে এরূপে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে– ‘বন্ধুগণ! অনুপাদা পরিনির্বাণ লাভের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা বা উপায় আছে কি? ভিক্ষুগণ! তোমরা এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে ব্যাখ্যা বা উত্তর প্রদান করবে। ‘হ্যাঁ বন্ধুগণ! অনুপাদা পরিনির্বাণ লাভের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা আছে।’ ভিক্ষুগণ! অনুপাদা পরিনির্বাণ লাভের জন্য কোন মার্গ ও প্রতিপদা রয়েছে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাই হচ্ছে অনুপাদা পরিনির্বাণ লাভের জন্য মার্গ ও প্রতিপদা। ভিক্ষুগণ! এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপে উত্তর প্রদান করবে।” অষ্টম সূত্র।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

বিরাগ, সংযোজন, অনুশয়, দীর্ঘপথ পরিজ্ঞাত ও আস্রব ক্ষয়;
বিদ্যা-বিমুক্তি সূত্র, জ্ঞান আর অনুপাদা সূত্রে বর্গ উক্ত হয়॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. সূর্যপেয্যাল বর্গ

(১) কল্যাণমিত্র সূত্র

৪৯.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত হচ্ছে– 'কল্যাণমিত্রতা'। ভিক্ষুগণ! কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই কল্যাণমিত্র ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

(২) শীলসম্পদ সূত্র

৫০.১। "হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত হচ্ছে– 'শীলসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! শীলসম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই শীলসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) ছন্দ[১] বা ইচ্ছা সম্পদ সূত্র

৫১.১। "হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত হচ্ছে– 'ছন্দসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! ছন্দসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

---

[১]। 'ছন্দ' বলতে এক্ষেত্রে কুশল কর্ম করার ইচ্ছাকে বুঝানো হয়েছে।– অর্থকথা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। ভিক্ষুগণ! ছন্দসম্পদ সম্পন্ন (বা ইচ্ছাসম্পদে সমৃদ্ধ) ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ছন্দসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” তৃতীয় সূত্র।

(৪) আত্মসম্পদ[১] সূত্র

৫২.১। “হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত। তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত হচ্ছে– ‘আত্মসম্পদ’। ভিক্ষুগণ! আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! আত্মসম্পদ সম্পন্ন (বা আত্মসম্পদে সমৃদ্ধ) ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” চতুর্থ সূত্র।

(৫) দৃষ্টি সম্পদ[১] সূত্র

৫৩.১। “হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত। তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত হচ্ছে– ‘দৃষ্টিসম্পদ’। ভিক্ষুগণ! দৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! দৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য,

---

[১]। ‘আত্মসম্পদ বা অত্তসম্পদা’ বলতে চিত্তের পূর্ণতাকে বুঝানো হয়েছে।– অর্থকথা।

[১]। ‘দৃষ্টিসম্পদ’ দৃষ্টিসম্পদ বলতে জ্ঞান সম্পত্তি।– অর্থকথা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই দৃষ্টিসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” পঞ্চম সূত্র।

(৬) অপ্রমাদসম্পদ সূত্র

৫৪.১। “হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত হচ্ছে– ‘অপ্রমাদসম্পদ’। ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অপ্রমত্ত ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ সূত্র

৫৫.১। “হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত হচ্ছে– ‘সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ’। ভিক্ষুগণ! সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” সপ্তম সূত্র।

(১) কল্যাণমিত্র সূত্র

৫৬.১। “হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত। তদ্রুপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত হচ্ছে– ‘কল্যাণমিত্রতা’। ভিক্ষুগণ! কল্যাণমিত্রসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। ভিক্ষুগণ! কল্যাণমিত্রসম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই কল্যাণমিত্রসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

(২) শীলসম্পদ সূত্র

৫৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত। তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত হচ্ছে– 'শীলসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! শীলসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! শীলসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই শীলসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) ছন্দ বা ইচ্ছা সম্পদ সূত্র

৫৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত। তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত হচ্ছে– 'ছন্দসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! ছন্দ বা ইচ্ছাসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! ছন্দসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ছন্দসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) আত্মসম্পদ সূত্র

৫৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিমিত্ত। তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত হচ্ছে– 'আত্মসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) দৃষ্টি সম্পদ সূত্র

৬০.১। "হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত। তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত হচ্ছে– 'দৃষ্টিসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) অপ্রমাদসম্পদ সূত্র

৬১.১। "হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত। তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপাদনের জন্য পূর্বাভাস ও পূর্ব নিমিত্ত হচ্ছে– 'অপ্রমত্ত'। ভিক্ষুগণ! অপ্রমাদসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অপ্রমত্ত সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বহুলীকৃত করে।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ সূত্র

৬২.১। “সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ! সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” সপ্তম সূত্র।

সূর্যপেয়্যালবর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

কল্যাণমিত্র, শীল, ছন্দ আর আত্মসম্পদ সূত্র;
দৃষ্টি, অপ্রমাদ ও সপ্তমে সম্প্রজ্ঞানযুক্ত হয় উক্ত॥

৭. এক ধর্ম পেয্যাল (পুনরাবৃত্তি) বর্গ

(১) কল্যাণমিত্র সূত্র

৬৩.১। শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন (বা বৃদ্ধির) জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কি? তা হচ্ছে– ‘কল্যাণ মিত্রতা’। ভিক্ষুগণ! কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই কল্যাণমিত্র ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” প্রথম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) শীলসম্পদ সূত্র

৬৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন (বা বৃদ্ধির) জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কি? তা হচ্ছে– 'শীলসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। শীলসম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব (জীবিকা), সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই শীলসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) ছন্দ বা ইচ্ছাসম্পদ সূত্র

৬৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন (বা বৃদ্ধির) জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কি? তা হচ্ছে– 'ছন্দসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! ছন্দসম্পদ সম্পন্ন (বা ছন্দসম্পদে সমৃদ্ধ) ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। ছন্দসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ছন্দসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) আত্মসম্পদ সূত্র

৬৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন (বা বৃদ্ধির) জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কি? তা হচ্ছে– 'আত্মসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! আত্মসম্পদ সম্পন্ন (বা আত্মসম্পদে সমৃদ্ধ) ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) দৃষ্টিসম্পদ সূত্র

৬৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন (বা বৃদ্ধির) জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কি? তা হচ্ছে– 'দৃষ্টিসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন (বা দৃষ্টিসম্পদে সমৃদ্ধ) ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) অপ্রমাদসম্পদ সূত্র

৬৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন (বা বৃদ্ধির) জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কি? তা হচ্ছে– 'অপ্রমাদসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! অপ্রমাদসম্পদ সম্পন্ন (বা অপ্রমাদসম্পদে সমৃদ্ধ) ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। অপ্রমাদসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অপ্রমাদসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ সূত্র

৬৯.১। "সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ! সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" সপ্তম সূত্র।

(১) কল্যাণমিত্র সূত্র

৭০.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন (বা বৃদ্ধির) জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কি? তা হচ্ছে– 'কল্যাণ মিত্রতা'। ভিক্ষুগণ! কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই কল্যাণমিত্র ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

(২) শীলসম্পদ সূত্র

৭১.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন বা বৃদ্ধির জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কি? তা হচ্ছে– 'শীলসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! শীলসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। শীলসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই শীলসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) ছন্দ বা ইচ্ছাসম্পদ সূত্র

৭২.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন বা বৃদ্ধির জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কি? তা হচ্ছে– 'ছন্দসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! ছন্দ বা ইচ্ছাসম্পদসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। ছন্দসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ছন্দসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) আত্মসম্পদ সূত্র

৭৩.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন বা বৃদ্ধির জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কি? তা হচ্ছে– 'আত্মসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) দৃষ্টিসম্পদ সূত্র

৭৪.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন বা বৃদ্ধির জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কি? তা হচ্ছে– 'দৃষ্টিসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) অপ্রমাদসম্পদ সূত্র

৭৫.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বৃদ্ধির জন্য একধর্ম বহুপকারী হয়। সেই একধর্ম কি? তা হচ্ছে– 'অপ্রমাদসম্পদ'। ভিক্ষুগণ! অপ্রমাদসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে। অপ্রমাদসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অপ্রমাদসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ সূত্র

৭৬.১। "সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ! সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" সপ্তম সূত্র।

একধর্ম পেয্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

কল্যাণমিত্র, শীল, ছন্দ আর আত্মসম্পদ সূত্র;
দৃষ্টি, অপ্রমাদ এবং সপ্তমে জ্ঞানযুক্ত হয় কথিত॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. দ্বিতীয় একধর্ম পেয্যাল বর্গ

(১) কল্যাণমিত্র সূত্র

৭৭.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আমি 'কল্যাণমিত্রতা' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক স্মৃতি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই কল্যাণমিত্র ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

(২) শীলসম্পদ সূত্র

৭৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি 'শীলসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! শীলসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! শীলসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক স্মৃতি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই শীলসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) ছন্দ বা ইচ্ছাসম্পদ সূত্র

৭৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি 'ছন্দসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! ছন্দসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! ছন্দসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক স্মৃতি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ছন্দসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) আত্মসম্পদ সূত্র

৮০.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি 'আত্মসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক স্মৃতি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) দৃষ্টিসম্পদ সূত্র

৮১.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি 'দৃষ্টিসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক স্মৃতি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) অপ্রমাদসম্পদ সূত্র

৮২.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি 'অপ্রমাদসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! অপ্রমাদসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! অপ্রমাদসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক স্মৃতি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অপ্রমাদসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ সূত্র

৮৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ! সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" সপ্তম সূত্র।

(১) কল্যাণমিত্র সূত্র

৮৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি 'কল্যাণমিত্রতা' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই কল্যাণমিত্র ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) শীলসম্পদ সূত্র

৮৫.১। “হে ভিক্ষুগণ! আমি ‘শীলসম্পদ’ ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! শীলসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! শীলসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই শীলসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) ছন্দ বা ইচ্ছাসম্পদ সূত্র

৮৬.১। “হে ভিক্ষুগণ! আমি ‘ছন্দসম্পদ’ ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! ছন্দসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! ছন্দসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ছন্দসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” তৃতীয় সূত্র।

(৪) আত্মসম্পদ সূত্র

৮৭.১। “হে ভিক্ষুগণ! আমি ‘আত্মসম্পদ’ ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আত্মসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) দৃষ্টিসম্পদ সূত্র

৮৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি 'দৃষ্টিসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই দৃষ্টিসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) অপ্রমাদসম্পদ সূত্র

৮৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি 'অপ্রমাদসম্পদ' ছাড়া অন্য একটি ধর্মও দেখছি না, যা দ্বারা অনুৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবনায় পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! অপ্রমাদসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত হয় যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! অপ্রমাদসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অপ্রমাদসম্পদ সম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ সূত্র

৯০.১। "হে ভিক্ষুগণ! সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পদ বিদ্যমান। ভিক্ষুগণ! সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই সম্প্রজ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” সপ্তম সূত্র।

দ্বিতীয় একধর্ম পেয্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং–সূত্রসূচী

কল্যাণমিত্র, শীল, ছন্দ আর আত্মসম্পদ সূত্র;
দৃষ্টি, অপ্রমাদ এবং সপ্তমে জ্ঞানযুক্ত হয় কথিত॥

১. গঙ্গাপেয্যাল বর্গ

(১) প্রথম পূর্বনিম্ন সূত্র

৯১.১। শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকেই বয়ে চলে এবং পূর্বদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।” প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র চতুর্থ

৯২.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যমুনা নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) তৃতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র

৯৩.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, অচিরবতী নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। তৃতীয় সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) চতুর্থ পূর্বনিম্ন সূত্র

৯৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, সরভূ নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। চতুর্থ সূত্র।

(৫) পঞ্চম পূর্বনিম্ন সূত্র

৯৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, মহীনদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। পঞ্চম সূত্র।

(৬) ষষ্ঠ পূর্বনিম্ন সূত্র

৯৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে কোন মহানদী যথা– গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকেই বয়ে চলে এবং পূর্বদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(১) প্রথম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

৯৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, গঙ্গানদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, সমুদ্রদিকেই বয়ে চলে এবং সমুদ্রদিকে ক্রমোন্নত; ভিক্ষুগণ! ঠিক তদ্রূপভাবে ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

৯৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যমুনা নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) তৃতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

৯৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, অচিরবতী নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। তৃতীয় সূত্র।

(৪) চতুর্থ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১০০.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, সরভূ নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। চতুর্থ সূত্র।

(৫) পঞ্চম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১০১.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, মহীনদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। পঞ্চম সূত্র।

(৬) ষষ্ঠ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১০২.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে কোন মহানদী যথা– গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। ষষ্ঠ সূত্র।

গঙ্গাপেয্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে,
এতে ছয় দুগুণে দ্বাদশ হয় তা দ্বারা বর্গ বলা হয়;
গঙ্গাপেয়্যালী, পূর্বনিম্ন আবৃত্তিমার্গী[১], বিবেক নিশ্রিত, দ্বাদশ হল উক্ত॥

---

[১]। অধ্যায়, পরিচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদরূপে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. দ্বিতীয় গঙ্গাপেয্যাল বর্গ

(১) প্রথম পূর্বনিম্ন সূত্র

১০৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকেই বয়ে চলে এবং পূর্বদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র

১০৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যমুনা নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) তৃতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র

১০৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, অচিরবতী নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। তৃতীয় সূত্র।

(৪) চতুর্থ পূর্বনিম্ন সূত্র

১০৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, সরভূ নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। চতুর্থ সূত্র।

(৫) পঞ্চম পূর্বনিম্ন সূত্র

১০৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, মহীনদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। পঞ্চম সূত্র।

(৬) ষষ্ঠ পূর্বনিম্ন সূত্র

১০৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে কোন মহানদী যথা– গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। ষষ্ঠ সূত্র।

(১) প্রথম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১০৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, গঙ্গানদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, সমুদ্রদিকেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বয়ে চলে এবং সমুদ্রদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১১০.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যমুনা নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) তৃতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১১১.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, অচিরবতী নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। তৃতীয় সূত্র।

(৪) চতুর্থ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১১২.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, সরভূ নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। চতুর্থ সূত্র।

(৫) পঞ্চম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১১৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, মহীনদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। পঞ্চম সূত্র।

(৬) ষষ্ঠ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১১৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে কোন মহানদী যথা– গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। ষষ্ঠ সূত্র।

(রাগবিনয় দ্বাদশ ও দ্বিতীয় সমুদ্রনিম্ন)

(১) প্রথম পূর্বনিম্ন সূত্র

১১৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকেই বয়ে চলে এবং পূর্বদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।” প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র

১১৬.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যমুনা নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) তৃতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র

১১৭.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, অচিরবতী নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। তৃতীয় সূত্র।

(৪) চতুর্থ পূর্বনিম্ন সূত্র

১১৮.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, সরভূ নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। চতুর্থ সূত্র।

(৫) পঞ্চম পূর্বনিম্ন সূত্র

১১৯.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, মহীনদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। পঞ্চম সূত্র।

(৬) ষষ্ঠ পূর্বনিম্ন সূত্র

১২০.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে কোন মহানদী যথা– গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। ষষ্ঠ সূত্র।

(১) প্রথম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১২১.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, গঙ্গানদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, সমুদ্রদিকেই বয়ে চলে এবং সমুদ্রদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।” প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১২২.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যমুনা নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) তৃতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১২৩.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, অচিরবতী নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। তৃতীয় সূত্র।

(৪) চতুর্থ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১২৪.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, সরভূ নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ... চতুর্থ সূত্র।

(৫) পঞ্চম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১২৫.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, মহীনদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। পঞ্চম সূত্র।

(৬) ষষ্ঠ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১২৬.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে কোন মহানদী যথা– গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। ষষ্ঠ সূত্র।

(অমৃতোগধ দ্বাদশ তৃতীয়)

(১) প্রথম পূর্বনিম্ন সূত্র

১২৭.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকেই বয়ে চলে এবং পূর্বদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র

১২৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যমুনা নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) তৃতীয় পূর্বনিম্ন সূত্র

১২৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, অচিরবতী নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। তৃতীয় সূত্র।

(৪) চতুর্থ পূর্বনিম্ন সূত্র

১৩০.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, সরভূ নদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ... । চতুর্থ সূত্র।

(৫) পঞ্চম পূর্বনিম্ন সূত্র

১৩১.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, মহীনদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। পঞ্চম সূত্র।

(৬) ষষ্ঠ পূর্বনিম্ন সূত্র

১৩২.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে কোন মহানদী যথা– গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ পূর্বদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। ষষ্ঠ সূত্র।

(১) প্রথম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১৩৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, গঙ্গানদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, সমুদ্রদিকেই বয়ে চলে এবং সমুদ্রদিকে ক্রমোন্নত; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" প্রথম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) দ্বিতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১৩৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যমুনা নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) তৃতীয় সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১৩৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, অচিরবতী নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। তৃতীয় সূত্র।

(৪) চতুর্থ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১৩৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, সরভূ নদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। চতুর্থ সূত্র।

(৫) পঞ্চম সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১৩৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, মহীনদী সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। পঞ্চম সূত্র।

(৬) ষষ্ঠ সমুদ্রনিম্ন সূত্র

১৩৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে কোন মহানদী যথা– গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই সমস্ত মহানদীসমূহ সমুদ্রদিকে প্রবাহিত, ... পূর্বোক্ত সূত্রের ন্যায় ... ...। ষষ্ঠ সূত্র।

(গঙ্গাপেয়্যালী)

দ্বিতীয় গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে,
এতে ছয় দুগুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়;
নির্বাণনিম্ন দ্বাদশ ও চতুর্থী ষষ্ঠ নবম॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. অপ্রমাদ পেয্যাল (পুনরাবৃত্তি) বর্গ

(১) তথাগত সূত্র

১৩৯.১। শ্রবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন পদহীন, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, পঞ্চপদী, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, অথবা না সংজ্ঞী-না অসংজ্ঞী সহ যে সমস্ত প্রাণী আছে, তাদের মধ্যে তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! যে সমস্ত কুশল ধর্ম আছে তৎ সমস্ত অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদযুক্ত। সেই ধর্ম সমূহের মধ্যে অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

২। ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অপ্রমত্ত ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৩। ভিক্ষুগণ! যেমন পদহীন, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, পঞ্চপদী, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, অথবা না সংজ্ঞী-না অসংজ্ঞী সহ যে সমস্ত প্রাণী আছে, তাদের মধ্যে তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ রূপে আখ্যায়িত করা হয়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! যে সমস্ত কুশল ধর্ম আছে তৎ সমস্ত অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদযুক্ত। সেই ধর্ম সমূহের মধ্যে অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

৪। ভিক্ষুগণ! কিরূপে অপ্রমত্ত ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অপ্রমত্ত ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৫। ভিক্ষুগণ! যেমন পদহীন, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, পঞ্চপদী, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, অথবা না সংজ্ঞী-না অসংজ্ঞী সহ যে সমস্ত প্রাণী আছে, তাদের মধ্যে তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ঠিক তদ্রুপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুগণ! যে সমস্ত কুশল ধর্ম আছে তৎ সমস্ত অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদযুক্ত। সেই ধর্ম সমূহের মধ্যে অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

৬। ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অপ্রমত্ত ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৭। ভিক্ষুগণ! যেমন পদহীন, দ্বিপদী, চতুষ্পদী, পঞ্চপদী, রূপী, অরূপী, সংজ্ঞী, অসংজ্ঞী, অথবা না সংজ্ঞী-না অসংজ্ঞী সহ যে সমস্ত প্রাণী আছে, তাদের মধ্যে তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ! যে সমস্ত কুশল ধর্ম আছে তৎ সমস্ত অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদযুক্ত। সেই ধর্ম সমূহের মধ্যে অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

৮। ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অপ্রমত্ত ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।” প্রথম সূত্র।

(২) পদ সূত্র

১৪০.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন– জঙ্গলের (বা ভূমিতে) যে সমস্ত প্রাণীর পদচিহ্ন আছে, সেই সমস্ত প্রাণীর পদচিহ্ন হস্তীপদের মধ্যে সংকুলান হয়। তাদের মধ্যে বৃহৎদাকারের কারণে হস্তীপদকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ঠিক তদ্রূপ ভিক্ষুগণ! যে সকল কুশল ধর্ম আছে সে সমস্ত অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদযুক্ত; সেই কুশল ধর্ম সমূহের মধ্যে অপ্রমাদকে শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত করা হয়। ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– সে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত ভিক্ষু কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অপ্রমত্ত ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) কূটাদি সূত্র পঞ্চক[১]

১৪১.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, চূড়াযুক্ত কুঠিরের (বা কূটাগারের) যে সকল বক্র, কড়ি (বা বরগা) ও কাঁধ (স্কন্ধ) থাকে, সে সমস্ত বক্র, কড়ি এবং কাঁধ চূড়াগামী, চূড়া হতে নিম্নাভিমূখী এবং চূড়ায় মিলিত হয়; সে সমস্ত কড়ি-কাষ্ঠ হতে চূড়াই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! যে সকল কুশল ধর্ম আছে ... ... পূর্ব সূত্রের ন্যায় ... ...।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) মূলগন্ধ সূত্র

১৪২.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে সকল বৃক্ষমূল বা শেকড়ের সুগন্ধি হতে কালো চন্দন কাষ্ঠ মূলের সুগন্ধিই উত্তম বলে বিবেচিত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! যে সকল কুশল ধর্ম আছে ... ... পূর্ব সূত্রের ন্যায় ... ...।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) সারগন্ধ সূত্র

১৪৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে সকল বৃক্ষের সার অংশের গন্ধ হতে রক্তচন্দন বৃক্ষের সার অংশই উত্তম বলে বিবেচিত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! যে সকল কুশল ধর্ম আছে ... ... পূর্ব সূত্রের ন্যায় ... ...।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) বসি্সক সূত্র

১৪৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে কোন পুষ্পগন্ধ হতে বসি্সক[২] পুষ্পগন্ধই শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! যে সকল কুশল ধর্ম আছে ... ... পূর্ব সূত্রের ন্যায় ... ...।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) রাজা সূত্র

১৪৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, অল্পশক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র রাজাগণ প্রতাপশালী

---

[১]। এই সূত্রাদির প্রদত্ত উপমাদির সাথে অঙ্গুত্তর নিকায়, দশক নিপাত, নাথ বর্গ, অপ্রমাদ সূত্রের সাথে হুবহু মিল রয়েছে। দ্রষ্টব্য অঙ্গুত্তর নিকায়, দশক-একাদশ নিপাত; অনুবাদক: প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু।

[২]। বড় জাতীয় মল্লিকা বা মালতী ফুলের পুষ্পিত গাছ (সর্বাপেক্ষা সুগন্ধজাতীয় ফুল)।–পালি-বাংলা অভিধান (২য় খন্ড), শান্তরক্ষিত মহাস্থবির, পৃঃ ১৪২৭।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাজচক্রবর্তী রাজাকে মান্য করেন ও তাঁর অনুবর্তী হন। সেই ক্ষুদ্র রাজাদের চেয়ে চক্রবর্তী রাজাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হন। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! যে সকল কুশল ধর্ম আছে ... ... পূর্ব সূত্রের ন্যায় ... ... ।" সপ্তম সূত্র।

(৮) চন্দ্রিমাদি সূত্র

১৪৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, সমস্ত তারকারাজির প্রভা চন্দ্রপ্রভার ষোলকলার (ভাগ) এক কলাও হয় না। সে সমস্ত তারকাপ্রভা হতে চন্দ্রপ্রভাই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! যে সকল কুশল ধর্ম আছে... ... পূর্ব সূত্রের ন্যায় ... ... ।" অষ্টম সূত্র।

(৯) সূর্য সূত্র

১৪৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, শরৎকালে মেঘমুক্ত আকাশে উদীয়মান সূর্য যেরূপে সমস্ত অন্ধকার বিদূরিত করে সর্বত্র আলোয় উদ্ভাসিত করে, চতুর্দিকে বিকীর্ণ করে আলোক এবং দীপ্তিমান হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! যে সকল কুশল ধর্ম আছে ... ... পূর্ব সূত্রের ন্যায় ... ... ।" নবম সূত্র।

(১০) বস্ত্র সূত্র

১৪৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, সুতায় প্রস্তুতকৃত যে কোন বস্ত্রসমূহ হতে কাশি রাজ্যের বস্ত্র শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! যে সকল কুশল ধর্ম আছে ... ... পূর্ব সূত্রের ন্যায় ... ... ।" দশম সূত্র।

(তথাগত সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য)

অপ্রমাদ পেয্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার ও বস্‌সিক সূত্র;
রাজা, চন্দ্র, সূর্য এবং বস্ত্রে দশম পদ উক্ত॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. বলকরণীয় (শক্তি প্রয়োগ) বর্গ

(১) বল (শক্তি) সূত্র

১৪৯.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে সকল কর্ম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়, সে সমস্ত কর্ম পৃথিবীকে আশ্রয় করে এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সম্পাদন করা হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।"

৩। ভিক্ষুগণ! যেমন, যে সকল কর্ম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়, সে সমস্ত কর্ম পৃথিবীকে আশ্রয় করে এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সম্পাদন করা হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৪। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত বা অনুশীলন করে থাকে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৫। ভিক্ষুগণ! যেমন, যে সকল কর্ম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়, সে সমস্ত কর্ম পৃথিবীকে আশ্রয় করে এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সম্পাদন করা হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৬। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৭। ভিক্ষুগণ! যেমন, যে সকল কর্ম শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়, সে সমস্ত কর্ম পৃথিবীকে আশ্রয় করে এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সম্পাদন করা হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্টিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৮। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

(২) বীজ সূত্র

১৫০.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে কোন প্রকারের বীজ বা যে কোন উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হয়, বেড়ে উঠে এবং পূর্ণ উদ্ভিদরূপে পরিণত হয়, সে সমস্ত বীজ পৃথিবীকে নিশ্রয় করে এবং পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অঙ্কুরিত হয়, বেড়ে উঠে এবং পূর্ণ উদ্ভিদরূপে পরিণত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও শীলকে নিশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে।

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি এবং পরিপূর্তা লাভ করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ... ... (পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু শীলকে আশ্রয় করে এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি এবং পরিপূর্ণতা লাভ করে।” দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) নাগ (সর্প) সূত্র

১৫১.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন পর্বতরাজ হিমালয়কে আশ্রয় করে নাগগণ (সর্প) কায় বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। তারা তথায় কায় বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয় করে ক্ষুদ্র জলাশয় পাড় হয়। ক্ষুদ্র জলাশয় পাড় হয়ে বড় জলাশয় পাড় হয়। বড় জলাশয় পাড় হয়ে ছোট নদী পাড় হয়। ছোট নদী পাড় হয়ে মহানদী পাড় হয়। মহানদী পাড় হয়ে মহাসমুদ্র-সাগর পাড় হয়। তারা তথায় কায়ের বিশালতা ও বৈপুল্যতা লাভ করে। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও শীলকে নিশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে মহত্ব ও বৈপুল্যতা লাভ করে।

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে মহত্ব ও বৈপুল্যতা লাভ করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ... ... (পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে মহত্ব ও বৈপুল্যতা লাভ করে।” তৃতীয় সূত্র।

(৪) বৃক্ষ সূত্র

১৫২.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন পূর্বদিকে নমিত, পূর্বদিকে হেলে পড়া এবং পূর্বদিকে ক্রমোন্নত বৃক্ষ মূলছিন্ন হলে কোন দিকে পতিত হবে?” “ভন্তে! বৃক্ষটি যে দিকে নমিত, যে দিকে হেলে পড়েছে এবং যেদিকে ক্রমোন্নত মূলছিন্ন হলে সে দিকেই পতিত হবে।” “ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে। ... ... (পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) কুম্ভ (কলসি) সূত্র

১৫৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন জলপূর্ণ কলসি উল্টা হলে কলসিস্থিত জল নির্গত হয়, আর সেই জল শোষণ করে না; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করত পাপ এবং অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে, আর তা পুনরায় গ্রহণ করে না।

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করত পাপ এবং অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে, আর তা পুনরায় গ্রহণ করে না? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ... ... (পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করত পাপ এবং অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে, আর তা পুনরায় গ্রহণ করে না।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) শূক সূত্র

১৫৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন– পরিণত শষ্যশূক বা যবশূক যদি হাত অথবা পায়ের দ্বারা দলিত করা হয়, তবে সেই হাত বা পা ক্ষত হবে কিংবা তা হতে রক্ত নিঃসৃত হবে, তা সম্ভব। তার কারণ কি? শষ্যশূকের পরিণত হওয়ার দরুন। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও সম্যক প্রণিহিত দৃষ্টির দ্বারা, সম্যক প্রণিহিত মার্গ ভাবনার দ্বারা অবিদ্যাকে ছেদন করবে, বিদ্যা (জ্ঞান) উৎপন্ন করবে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করবে– তা সম্ভব। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুর দৃষ্টি সম্যক প্রণিহিত বিধায়।

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু সম্যক প্রণিহিত দৃষ্টির দ্বারা, সম্যক প্রণিহিত মার্গ ভাবনার দ্বারা অবিদ্যাকে ছেদন করে, বিদ্যা উৎপন্ন করে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করে থাকে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ... ... (পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু সম্যক প্রণিহিত দৃষ্টির দ্বারা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্যক প্রণিহিত মার্গ ভাবনার দ্বারা অবিদ্যাকে ছেদন করে, বিদ্যা উৎপন্ন করে এবং নির্বাণ সাক্ষাৎ করে থাকে।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) আকাশ সূত্র

১৫৫.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, আকাশে বহু প্রকারে বাতাস প্রবাহিত হয়, যথা– পূর্ব ও পশ্চিম দিকে বাতাস প্রবাহিত হয়, উত্তর আর দক্ষিণ দিকেও বাতাস প্রবাহিত হয়, ধূলিপূর্ণ ও ধূলিহীন বাতাস প্রবাহিত হয়, শীতল আর উষ্ণ বাতাসও প্রবাহিত হয় এবং অল্প ও প্রচন্ড বাতাসও প্রবাহিত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকারী ভিক্ষুর চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা পরিপূর্ণ হয়, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবনাও পরিপূর্ণ হয়।

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকারী ভিক্ষুর চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা পরিপূর্ণ হয়, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবনাও পরিপূর্ণ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ... ... (পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকারী ভিক্ষুর চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা পরিপূর্ণ হয়, চারি সম্যক প্রধান, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবনাও পরিপূর্ণ হয়।” সপ্তম সূত্র।

(৮) প্রথম মেঘ সূত্র

১৫৬.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, গ্রীষ্মের শেষ মাসে উৎপন্ন ধূলি-ময়লারাশি শীঘ্রই অসময়ে উৎপন্ন ঘনমেঘ মূহুর্তে অপসৃত করে এবং পরিস্কার করে; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষগণ! ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ শীঘ্রই অপসৃত এবং মুক্ত করে।

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশল ধর্মসমূহ শীঘ্রই অপসৃত এবং মুক্ত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ... ... (পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশল ধর্মসমূহ শীঘ্রই অপসৃত এবং মুক্ত করে।” অষ্টম সূত্র।

(৯) দ্বিতীয় মেঘ সূত্র

১৫৭.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, আকাশে ঘনমেঘ সৃষ্টি হলে অন্তরায় সদৃশ মহাবাতাস এসে তা শীঘ্রই অপসৃত এবং পরিস্কার করে; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহের অন্তরায় সদৃশ হয়ে তা অপসৃত এবং মুক্ত করে।

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহের অন্তরায় সদৃশ হয়ে তা অপসৃত এবং মুক্ত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ... ... (পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহের অন্তরায় সদৃশ হয়ে তা অপসৃত এবং মুক্ত করে।” নবম সূত্র।

(১০) নৌকা সূত্র

১৫৮.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, সমুদ্রে নৌকার মধ্যে বেত (রশি) দ্বারা বন্ধন কৃত তক্তাসমূহ যদি ছয় মাস পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে রেখে হেমন্তকালে ভূমিতে টেনে তোলা হয়, তবে বর্ষাকালে বায়ু, তাপ ও বৃষ্টি বর্ষণের দ্বারা সেই বন্ধনসমূহ সহজেই ঢিলে হয় এবং পচে যায়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকারী ভিক্ষুর সংযোজনসমূহ সহজেই নির্মূল হয় এবং পচেঁ যায়।

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকারী ভিক্ষুর সংযোজন সমূহ সহজেই নির্মূল হয় এবং পচেঁ যায়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ... ... (পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃতকারী ভিক্ষুর সংযোজন সমূহ সহজেই নির্মূল হয় এবং পচেঁ যায়।” দশম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১১) আগন্তুক সূত্র

১৫৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, কোন এক অতিথিশালায় পূর্বদিক হতে আগন্তুকেরা এসে অবস্থান করে, এবং পশ্চিম দিক, উত্তর দিক ও দক্ষিণ দিক হতেও আগন্তুকেরা এসে অবস্থান করে। সেখানে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শুদ্রও এসে অবস্থান করে; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে জানা উচিত, সেই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করে। যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা প্রহাণ করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে, যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা লাভ (উপলব্ধি) করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ লাভ (উপলব্ধি) করে। এবং যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা অনুশীলন করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ অনুশীলন করে।

২। ভিক্ষুগণ! কোন ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে জানা উচিত? পঞ্চুপাদানস্কন্ধই হচ্ছে তার উত্তর। সেই পঞ্চ কি কি? তা হচ্ছে যথা—রূপুপাদানস্কন্ধ, বেদনা উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদানস্কন্ধ, সংস্কারুপাদানস্কন্ধ ও বিজ্ঞানুপাদানস্কন্ধ। ভিক্ষুগণ! এই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে জানা উচিত।

ভিক্ষুগণ! কোন ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা প্রহাণ করা উচিত? অবিদ্যা এবং ভব তৃষ্ণা, এই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা প্রহাণ করা উচিত।

ভিক্ষুগণ! কোন ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধি করা উচিত? বিদ্যা এবং বিমুক্তি, এই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা উপলব্ধি করা উচিত?

ভিক্ষুগণ! কোন ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা অনুশীলন করা উচিত? শমথ এবং বিদর্শন, এই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা অনুশীলন করা উচিত।

৩। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে জানা উচিত, সেই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করে; যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা প্রহাণ করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে; যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা লাভ (উপলব্ধি) করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ লাভ (উপলব্ধি) করে; এবং যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা অনুশীলন করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ অনুশীলন করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে জানা উচিত, সেই ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা সম্যকরূপে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপলব্ধি করে। যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা প্রহাণ করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ পরিত্যাগ করে, যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা লাভ (উপলব্ধি) করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ লাভ (উপলব্ধি) করে। এবং যে ধর্মসমূহ অভিজ্ঞার দ্বারা অনুশীলন করা উচিত, সেই ধর্মসমূহ অনুশীলন করে।" একাদশ সূত্র।

(১২) নদী সূত্র

১৬০.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, গঙ্গানদী পূর্বদিকে নিম্নাভিমুখী, পূর্বদিকে প্রবাহিত ও পূর্বদিকেই ক্রমাবনত। অতঃপর বহুসংখ্যক লোক শাবল ও কোদাল নিয়ে এই ভেবে আগমন করতে পারে– 'আমরা এই গঙ্গানদীকে পশ্চিম দিকে নিম্নাভিমূখী, পশ্চিম দিকে প্রবাহমান ও পশ্চিম দিকে ক্রমাবনত করব।' ভিক্ষুগণ! তোমরা তা কি মনে কর, সেই বহুসংখ্যক লোক কি গঙ্গানদীকে পশ্চিম দিকে নিম্নাভিমূখী, পশ্চিম দিকে প্রবাহমান ও পশ্চিম দিকে ক্রমাগানত করতে পারবে?" "না ভন্তে!"। "তা কি কারণে?" "ভন্তে! গঙ্গানদী পূর্বদিকে নিম্নাভিমুখী, পূর্বদিকে প্রবাহিত ও পূর্বদিকেই ক্রমাবনত। সেই গঙ্গানদীকে পশ্চিম দিকে নিম্নাভিমূখী, পশ্চিম দিকে প্রবাহমান ও পশ্চিম দিকে ক্রবানত করা সহজতর নয়। শুধুমাত্র সেই বহুসংখ্যক জনতা পরিশ্রান্ত ও কষ্টের ভাগী হবে।"

২। "ভিক্ষুগণ! ঠিক এরূপেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত ভিক্ষুকে রাজা, রাজমন্ত্রী, মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি, সগোত্র ও ভোগ সম্পত্তি দ্বারা প্রলোভন দেখিয়ে আহ্বান করতে পারে– 'ওহে, আসুন, কেন সেই গৌরিক বস্ত্র পরিত্যাগ করছেন না? কেন মুন্ডিত মস্তকে ভিক্ষাচরণ করছেন? গৃহী জীবনে ফিরে আসুন, ভোগ সম্পত্তি ভোগ করে পূণ্যকর্ম সম্পাদন করুন।'

৩। ভিক্ষুগণ! সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত ভিক্ষু শিক্ষা প্রত্যাখান করে গৃহী জীবনে ফিরে যাবে; তা অসম্ভব, তার কারণ কি? কারণ ভিক্ষুগণ! যেই ভিক্ষুর চিত্ত দীর্ঘ রাত্রি বিবেকে (নির্জনতায়) নিম্নাভিমূখী, বিবেকে প্রবাহমান ও বিবেকেই ক্রমাবনত, সেই ভিক্ষু গৃহী জীবনে ফিরে যাবে, তা অসম্ভব।

৪। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ... ... (পূর্বের বল সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" **(বলকরণীয়ের ন্যায় বিস্তারিতব্য)**। দ্বাদশ সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলকরণীয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কুম্ভ ও শূক সূত্র;
আকাশ, মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগন্তুক ও নদী সূত্র উক্ত॥

৭. এষণা (অন্বেষণ) বর্গ

(১) এষণা (অন্বেষণ) সূত্র

১৬১.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

২। ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৩। ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৪। ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা অভিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৫। হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৬। ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৭। ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা—কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৮। ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা—কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৯। ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা—কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিক্ষয়ের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

১০। ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা—কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়),

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিক্ষয়ের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

১১। ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা—কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিক্ষয়ের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

১২। ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা—কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিক্ষয়ের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

১৩। ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা—কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা প্রহাণের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৪। ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা প্রহাণের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

১৫। ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা প্রহাণের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

১৬। ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা পরিজ্ঞাত হওয়ার জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে বা অনুশীলন করে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণা প্রহাণের জন্য আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” প্রথম সূত্র।

(২) অহংকার সূত্র

১৬২.১। “হে ভিক্ষুগণ! এই তিন প্রকার অহংকার বিদ্যমান। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– ‘আমি সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমি সবার সমান এবং আমি সবার চেয়ে হীন (বা ছোট)।’ ইহাই হচ্ছে তিন প্রকার অহংকার। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ অহংকার অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ অহংকার অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) আস্রব সূত্র

১৬৩.১। “হে ভিক্ষুগণ! এই তিন প্রকার আস্রব বিদ্যমান। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– কামাস্রব, ভবাস্রব ও অবিদ্যাস্রব। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ আস্রব। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ আস্রব অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ আস্রব অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” তৃতীয় সূত্র।

(৪) ভব সূত্র

১৬৪.১। “হে ভিক্ষুগণ! এই তিন প্রকার ভব বিদ্যমান। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– কামভব, রূপভব ও অরূপভব। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ ভব। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ ভব অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ ভব অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” চতুর্থ সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) দুঃখতা সূত্র

১৬৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই তিন প্রকার দুঃখতা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– দুঃখ দুঃখতা, সংস্কার দুঃখতা ও বিপরিণাম দুঃখতা; ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ দুঃখতা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ দুঃখতা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ দুঃখতা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) খিল বা দৃঢ়তা সূত্র

১৬৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার খিল (দৃঢ়তা) আছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– রাগ খিল (দৃঢ়তা), দ্বেষ খিল ও মোহ খিল। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ খিল। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ খিল অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ খিল অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) মল সূত্র

১৬৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই তিন প্রকার মল বিদ্যমান। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– রাগ মল, দ্বেষ মল ও মোহ মল। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ মল। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ মল অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ...

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ মল অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

(৮) দুঃখ বা যন্ত্রনা সূত্র

১৬৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার দুঃখ (যন্ত্রনা) রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– রাগ দুঃখ, দ্বেষ দুঃখ ও মোহ দুঃখ। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ দুঃখ। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ দুঃখ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। .... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ....। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ দুঃখ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

(৯) বেদনা সূত্র

১৬৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার বেদনা আছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ বেদনা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ বেদনা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ বেদনা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" নবম সূত্র।

(১০) তৃষ্ণা সূত্র

১৭০.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই তিন প্রকার তৃষ্ণা বিদ্যমান। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ তৃষ্ণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ তৃষ্ণা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। .... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ....। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ তৃষ্ণা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" দশম সূত্র।

(১১) আকুল প্রার্থনা সূত্র

১৭১.১। "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার আকুল প্রার্থনা রয়েছে। সেই তিন প্রকার কি কি? যথা– কাম আকুল প্রার্থনা, ভব আকুল প্রার্থনা ও বিভব আকুল প্রার্থনা। ইহাই হচ্ছে ত্রিবিধ আকুল প্রার্থনা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ আকুল প্রার্থনা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ আকুল প্রার্থনা অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" একাদশ সূত্র।

এষণা বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

আকাঙ্খা, অহংকার, আস্রব, ভব, দুঃখতা ও খিল;
মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা সহ অকুল প্রার্থনা সূত্র॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮. ওঘ (স্রোত) বর্গ

(১) ওঘ (স্রোত) সূত্র

১৭২.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! এই চারি প্রকার ওঘ (স্রোত) রয়েছে। সেই চারি প্রকার কি কি? যথা– কাম ওঘ, ভব ওঘ, দৃষ্টি ওঘ ও অবিদ্যা ওঘ। ইহাই হচ্ছে চারিবিধ ওঘ। ভিক্ষুগণ! এই চারিবিধ ওঘ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই চারিবিধ ওঘ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

(২) যোগ সূত্র

১৭৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই চারি প্রকার যোগ রয়েছে। সেই চারি প্রকার কি কি? যথা– কাম যোগ, ভব যোগ, দৃষ্টি যোগ ও অবিদ্যা যোগ। ইহাই হচ্ছে চারিবিধ যোগ। ভিক্ষুগণ! এই চারিবিধ যোগ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই চারিবিধ যোগ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) উপাদান সূত্র

১৭৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই চারি প্রকার উপাদান রয়েছে। সেই চারি প্রকার কি কি? যথা– কাম উপাদান, দৃষ্টি উপাদান শীলব্রত উপাদান ও আত্মবাদ উপাদান। ইহাই হচ্ছে চারিবিধ উপাদান। ভিক্ষুগণ! এই চারিবিধ উপাদান অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই চারিবিধ উপাদান অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) গ্রন্থি সূত্র

১৭৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই চারি প্রকার গ্রন্থি রয়েছে। সেই চারি প্রকার কি কি? যথা– অভিধ্যা (অতিলোভ) কায়গ্রন্থি, ব্যাপাদ কায়গ্রন্থি, শীলব্রতপরামর্শ কায়গ্রন্থি ও সত্যাভিনিবেশ কায়গ্রন্থি। ইহাই হচ্ছে চারিবিধ গ্রন্থি। ভিক্ষুগণ! এই চারিবিধ গ্রন্থি অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই চারিবিধ গ্রন্থি অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) অনুশয় সূত্র

১৭৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই সাত প্রকার অনুশয় রয়েছে। সেই সাত প্রকার কি কি? যথা– কামরাগানুশয়, প্রতিঘানুশয়, দৃষ্টি অনুশয়, বিচিকিৎসানুশয়, মানানুশয়, ভবরাগানুশয় ও অবিদ্যানুশয়। ইহাই হচ্ছে সপ্তবিধানুশয়। ভিক্ষুগণ! এই সপ্তবিধানুশয় অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই সপ্তবিধানুশয় অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) কামগুণ সূত্র

১৭৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার কামগুণ রয়েছে। সেই পাঁচ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকার কি কি? যথা– ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী চক্ষু বিজ্ঞেয় রূপ আছে; একইভাবে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী শ্রোত্র বিজ্ঞেয় শব্দ, ঘ্রাণ বিজ্ঞেয় গন্ধ, জিহ্বা বিজ্ঞেয় রস এবং কায় বিজ্ঞেয় স্পর্শ আছে। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ কামগুণ। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ কামগুণ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ কামগুণ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) নীবরণ সূত্র

১৭৮.১। “হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ নীবরণ রয়েছে। সেই পঞ্চ কি কি? যথা– কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, স্ত্যানমিদ্ধ নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ ও বিচিকিৎসা নীবরণ। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ নীবরণ। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ নীবরণ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ নীবরণ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” সপ্তম সূত্র।

(৮) উপাদানস্কন্ধ সূত্র

১৭৯.১। “হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ উপাদানস্কন্ধ রয়েছে। সেই পঞ্চ কি কি? যথা– রূপ উপাদানস্কন্ধ, বেদনা উপাদানস্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদানস্কন্ধ, সংস্কার উপাদানস্কন্ধ ও বিজ্ঞান উপাদানস্কন্ধ। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ উপাদানস্কন্ধ। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ উপাদানস্কন্ধ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ... ... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ... ...। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ উপাদানস্কন্ধ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” অষ্টম সূত্র।

(৯) অধোভাগীয় সূত্র

১৮০.১। “হে ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার অধোভাগীয় সংযোজন রয়েছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? যথা– সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রতপরামর্শ, কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদ। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। .... (পূর্বের এষণা সূত্রের ন্যায় বিস্তারিতব্য) ....। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ অধোভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” নবম সূত্র।

(১০) ঊর্ধ্বভাগীয় সূত্র

১৮১.১। “হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন রয়েছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? যথা– রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

২। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন রয়েছে। সেই পঞ্চ কি কি? যথা– রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৩। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন রয়েছে। সেই পঞ্চ কি কি? যথা– রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে বা নির্বাণে নিমজ্জিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ (অমৃত প্রান্তভাগ বা সীমা) সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসানরূপ সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।

৪। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন রয়েছে। সেই পঞ্চ কি কি? যথা– রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। ইহাই হচ্ছে পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত। সেই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যকদৃষ্টি ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলন করা উচিত।” দশম সূত্র।

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ওঘ সূত্র, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি আর অনুশয় সূত্র;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-উর্ধ্বভাগীয় সূত্রে বর্গ উক্ত হয়॥

বর্গের সূচী–

প্রথম হল অবিদ্যাবর্গ, দ্বিতীয় বর্গের নাম বিহার;
মিথ্যা হল তৃতীয় বর্গ, চতুর্থ বর্গ প্রতিপত্তি; আর॥
তীর্থিয় পঞ্চম বর্গ ও ষষ্ঠ সূর্য বর্গ হয়;
বহুকৃত সপ্তম বর্গ আর উৎপাদ বর্গ অষ্টম॥
দিবস বর্গ নবম, দশম বর্গ অপ্রমাদ,
একাদশ বল বর্গ ও দ্বাদশ বর্গ আকাঙ্খা;
আর তেরতম বর্গ ওঘ নামে উক্ত হয়॥

মার্গ সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। বোধ্যঙ্গ[১] সংযুক্ত

১. পর্বত বর্গ

(১) হিমালয় সূত্র

১৮২.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন পর্বতরাজ হিমালয়কে আশ্রয় করে নাগগণ[২] (সর্প) কায় বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয় করে থাকে। তারা তথায় কায় বৃদ্ধি ও শক্তি সঞ্চয় করে ক্ষুদ্র জলাশয় পাড় হয়। ক্ষুদ্র জলাশয় পাড় হয়ে বড় জলাশয় পাড় হয়। বড় জলাশয় পাড় হয়ে ছোট নদী পাড় হয়। ছোট নদী পাড় হয়ে মহানদী পাড় হয়। মহানদী পাড় হয়ে মহাসমুদ্র-সাগর পাড় হয়। তারা তথায় কায়ের বিশালতা ও বৈপুল্যতা লাভ করে। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে মহত্ব ও বৈপুল্যতা লাভ করে। কিরূপে ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে মহত্ব ও বৈপুল্যতা লাভ করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ[৩] ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু

১। সম্যক দৃষ্টি আদি ধর্মসামগ্রীর (বোধির) অঙ্গ বলে বোধ্যঙ্গ। "বোজ্ঝনক" সত্ত্বের (বোধ্যসত্ত্বের, ভবিষ্যতে যিনি বোধ লাভ করবেন বা বুঝবেন তাঁর) বলে বোধ্যঙ্গ।-মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৮১।

২। গর্ভবতী নাগিণীরা মহাসমুদ্রের তরঙ্গ বেগ ও সুপর্ণদিগের ছোঁ মারার ভয়ে সমুদ্রে পতিত পঞ্চ মহানদী পথে হিমালয়ে গমন করে সুপর্ণদের উপদ্রব রহিত সুবর্ণ রজত বা মণিময় গর্তে অবস্থান করতঃ ছানা প্রসব করে। তথায় ছানাগুলিকে জলযুদ্ধে সুশিক্ষিত করে তাদের ঋদ্ধি বলে স্বর্ণ-রৌপ্যাদিময় নৌকা নির্মাণ করে তদুপরি স্বর্ণ তারকা খচিত বিতান বাঁধে, এবং তাতে সুগন্ধ পুষ্পদাম ঝুলিয়ে সুসজ্জিত নৌকায় খাদ্য দ্রব্যাদি নিয়ে আবার পঞ্চ মহানদী পথে অনুক্রমে মহাসমুদ্রে গিয়ে পৌঁছে। তথায় অবস্থানকালে নাগশাবকগুলি শত ব্যাম, সহস্র ব্যাম এবং কি! দশ সহস্র ব্যাম পর্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সারসংগ্রহ গ্রন্থে (২য় খন্ড) ২৬৯ পৃষ্ঠায় 'নাগ বিভাবনে' ও সংযুক্ত নিকায় ৩য় খন্ডের 'নাগ সংযুক্তে' বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

৩। স্মৃতিই বা স্মৃতি সঙ্খ্যাত সম্বোধ্যঙ্গ বিধায় স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ। 'উপট্ঠান লক্খণো'-অর্থাৎ কায়, বেদনা, চিত্ত, ধর্মসমূহের অশুভ, দুঃখ, অনিত্য ও অনাত্মভাব স্বলক্ষণ সঙ্খ্যাত আলম্বনে উপস্থিতিই স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ। চারিটি কারণ স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা- (চারি ঈর্যাপথে) স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানকারীতা, স্মৃতি-শক্তি বিহীন ব্যক্তি পরিবর্জন, স্মৃতি-শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির সেবন বা সংসর্গ ও সতত স্মৃতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে, শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধর্মসমূহে মহত্ব ও বৈপুল্যতা লাভ করে।" প্রথম সূত্র।

(২) কায় সূত্র

১৮৩.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, এই দেহ আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! পঞ্চ নীবরণও আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না।

২। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দের উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ! শুভ নিমিত্ত বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৩। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন ব্যাপাদের উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ব্যাপাদের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ! প্রতিঘ (প্রতিবন্ধক) নিমিত্ত বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ব্যাপাদের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৪। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের (আলস্য-তন্দ্রা) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ! অরতি, তন্দ্রা, বিজৃম্ভণতা, ভোজন জনিত অলসতা এবং চিত্তের লীনত্ব ভার বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৫। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের (অনুশোচনা) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ! চিত্তের অনুপশম বিদ্যমান আছে। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য উৎপন্ন করায় ও

সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের চেষ্টা করা। এই চারি প্রকারে উৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ অর্হত্ত্ব মার্গলাভে ভাবনায় বর্দ্ধিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৮২।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৬। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন বিচিকিৎসার (সন্দেহ) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসার অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্য ঘটায়? ভিক্ষুগণ! বিচিকিৎসাস্থানীয় বিষয়ক ধর্ম বিদ্যমান আছে। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসার অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৭। ভিক্ষুগণ! যেমন, এই দেহ আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ নীবরণও আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না।”

৮। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, এই দেহ আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! সপ্ত বোধ্যঙ্গও আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না।

৯। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গস্থানীয় ধর্মসমূহ[১] বিদ্যমান। তথায় জ্ঞান পূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১০। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! কুশলাকুশল, বর্জনীয়-অবর্জনীয়, হীন-প্রণীত ও পাপ-পুণ্য সদৃশ ধর্ম বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞান পূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১১। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! আরম্ভ ধাতু[২], প্রচেষ্টা ধাতু ও পরাক্রম ধাতু বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞান পূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১২। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ

---

[১]। যা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম তা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম বলে যথাযতভাবে হৃদয়ঙ্গম করা।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৮২।

[২]। যে অবস্থাকে ভিত্তি করে কার্যের প্রচেষ্টা আরম্ভ করা হয় তদবস্থা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্থানীয় ধর্মসমূহ[১] বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞান পূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১৩। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! কায় প্রশ্রব্ধি ও চিত্ত প্রশ্রব্ধি বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞান পূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১৪। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! শমথ নিমিত্ত[২] ও অব্যগ্র (বা ধীর) নিমিত্ত[৩] বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞান পূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১৫। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গস্থানীয় ধর্মসমূহ[৪] বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞান পূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১৬। ভিক্ষুগণ! যেমন, এই দেহ আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গও আহারে স্থিত, আহারকে ভিত্তি করে স্থিত হয়, অনাহারে স্থিত হয় না।" দ্বিতীয় সূত্র।

---

[১]। পঞ্চবিধ প্রীতিই হচ্ছে প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ স্থানীয় ধর্ম। যথা- ক্ষুদ্রকা, ক্ষণিকা, অবক্রন্তিকা, উদ্বেগা ও স্ফুরণা প্রীতি। ক্ষুদ্রকা প্রীতি তুচ্ছ বিষয় জাত, শরীরে লোমহর্ষণ মাত্র করতে সক্ষম। ক্ষণিকা প্রীতি ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎপাত সদৃশ উৎপন্ন হয়ে থাকে। অবক্রন্তিকা প্রীতি আকস্মিক উৎপন্ন হয়। উদ্বেগা প্রীতি এত বলবতী যে তার প্রভাবে লোকে আত্মসম্বরণ করতে পারে না (নৃত্য করতে থাকে) এবং স্ফুরণা প্রীতির রস সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়, দেহ যেন অবশ হয়ে পড়ে।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ৬০; বিশুদ্ধিমার্গ, পৃঃ ১৮২; সারসংগ্রহ (২য় খন্ড), পৃঃ ৩০৪।

[২]। শমথই হচ্ছে শমথ নিমিত্ত।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৮৩।

[৩]। অবিক্ষেপার্থে অব্যগ্র নিমিত্ত।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৮৩।

[৪]। উপেক্ষাই হচ্ছে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ স্থানীয় ধর্ম।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৮৪।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩) শীল সূত্র

১৮৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুরা শীলসম্পন্ন, সমাধিসম্পন্ন, জ্ঞানসম্পন্ন, বিমুক্তিসম্পন্ন ও বিমুক্তিজ্ঞানসম্পন্ন; আমি বলি, সেই সব ভিক্ষুগণের দর্শনেও খুব উপকার হয়। সেইসব ভিক্ষুগণের দেশনা শ্রবণ করলে, সমীপে আগমন করলে, অনুস্মরণ করলে ও তাঁদের নিকট প্রব্রজিত হলে মহা উপকার হয়। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! সেরূপ ভিক্ষুগণের ধর্ম শ্রবণ করে নিভৃত ও নির্জনে দ্বিবিধ প্রকারে অবস্থান করা যায়। যথা– কায় নির্জনতা ও চিত্তের নির্জনতা। সে সেরূপে নির্জনে অবস্থানকালে সেই ধর্ম অনুস্মরণ ও চিন্তা করে থাকে।

২। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেরূপে নির্জনে অবস্থানকালে সেই ধর্ম অনুস্মরণ ও চিন্তা করে, সেই সময়ে তার স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ (গৃহীত) হয়; সেই সময়ে সে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে (ভাবে) এবং সেই সময়ে তার স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা (অনুশীলন) পরিপূর্ণ হয়। সে সেরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষণা করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে, বিচার ও পরীক্ষা করে।

৩। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, বিচার ও পরীক্ষা করে, সেই সময়ে তার ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ[১] আরব্ধ (গৃহীত) হয়; সেই সময়ে সে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে তার ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা (অনুশীলন) পরিপূর্ণ হয়। সেই ধর্ম তার প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষিত, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানকৃত, বিচারিত ও পরীক্ষিত হওয়ার দরুন তার বীর্য সক্রিয় ও আরব্ধ হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে ভিক্ষুর সেই ধর্ম তার প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষিত, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধানকৃত, বিচারিত ও পরীক্ষিত হওয়ার দরুন তার বীর্য

---

[১]। ধর্মসমূহের বিচয় বলে ধর্মবিচয় এবং তাহাই সম্বোধ্যঙ্গ বিধায় ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ। "পবিচয লক্খণো"- অর্থাৎ আর্যসত্য সমূহের পীড়নাদি প্রকারতঃ বিচয়, উপপরীক্ষাই ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ। ছয়টি কারণ ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা- আচার্যগণের নিকট কুশলাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নেয়া, শরীর ও পরিচ্ছদাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ের সমতা করণ, প্রজ্ঞাহীন ব্যক্তি পরিবর্জন, প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সেবন বা সংসর্গ ও প্রজ্ঞা উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টান্বিত থাকা। "সহাসতিপট্‌ঠান" সূত্রে ও বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের ১৭০ পৃষ্ঠায় গম্ভীর প্রজ্ঞা প্রভেদ প্রত্যবেক্ষণ সহ সাত প্রকার উক্ত হয়েছে। এইরূপে উৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ অর্হত্ত্ব মার্গ লাভে প্যর্ণতা প্রাপ্ত হয়।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ১৮২।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সক্রিয় ও আরব্ধ হয়, সেই সময়ে তার বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ (গৃহীত) হয়; সেই সময়ে সে বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে তার বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা (অনুশীলন) পরিপূর্ণ হয়। আরব্ধবীর্যের নিরামিষ (কামনা-বাসনা রহিত) প্রীতি উৎপন্ন হয়।

৫। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে আরব্ধবীর্য ভিক্ষুর নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে তার প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ (গৃহীত) হয়; সেই সময়ে সে প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে তার প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা (অনুশীলন) পরিপূর্ণ হয়। প্রীতিমনার কায় ও চিত্ত শান্ত হয়।

৬। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে প্রীতিমনা ভিক্ষুর কায় ও চিত্ত শান্ত হয়, সেই সময়ে তার প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ (গৃহীত) হয়; সেই সময়ে সে প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে তার প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা (অনুশীলন) পরিপূর্ণ হয়। প্রশ্রদ্ধিকায়া সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়।

৭। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে প্রশ্রদ্ধিকায়া সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সেই সময়ে তার সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ[১] আরব্ধ (গৃহীত) হয়; সেই সময়ে সে সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে তার সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা (অনুশীলন) পরিপূর্ণ হয়। সে সেই সমাহিত চিত্তকে উত্তমরূপে ও মনোযোগের সহিত দর্শন করে।

৮। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেই সমাহিত চিত্তকে উত্তমরূপে ও মনোযোগের সহিত দর্শন করে, সেই সময়ে তার উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ (গৃহীত) হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে তার উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা (অনুশীলন) পরিপূর্ণ হয়।"

৯। "ভিক্ষুগণ! এরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তফল ও সপ্ত আনিশংস (সুফল) প্রত্যাশিত হয়। সেই সপ্তফল ও সপ্ত আনিশংস

১। সমাধিই সম্বোধ্যঙ্গ বিধায় সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ। দশটি কারণ সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের জন্য সহায়তা করে, যথা- শরীর ও পরিচ্ছদাদির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, শ্রদ্ধাদি ইন্দ্রিয়ের সমতা, নিমিত্ত-কুশলতা, সময়ে চিত্তের প্রগ্রহণতা, সময়ে চিত্তের নিগ্রহণতা, সময়ে চিত্তের সম্প্রহংসনতা, সময়ে চিত্তের অজ্ঝুপেক্খণতা, অসমাহিত ব্যক্তির পরিবর্জন, সমাহিত ব্যক্তির সেবন বা সংসর্গ এবং সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টিত হওয়া। "মহাসতিপট্‌ঠান" সূত্রে ও বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থের ১৭৩ পৃষ্ঠায় ধ্যানবিমোক্ষ প্রত্যবেক্ষণ সহ একাদশ কারণ উক্ত হয়েছে। এইরূপে সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদন করে বর্দ্ধিত করলে অর্হত্ত্ব মার্গ লাভে ভাবনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৮৪।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কি কি? ইহ জীবনেই কেউ কেউ অরহত্ত্বফল লাভ করে। আর কেউ কেউ অরহত্ত্বফল লাভ করতে না পারলে মৃত্যুকালে হলেও অরহত্ত্বফল লাভ করে। যদি ইহ জীবনে এবং মৃত্যুকালেও অরহত্ত্বফল লাভ করতে না পারে তবে পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ[১] পরিক্ষয় করে অন্তরাপরিনির্বাণলাভী হয়। আর যদি ইহ জীবনে এবং মৃত্যুকালে অরহত্ত্বফল লাভ না করে এবং পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ পরিক্ষয় করে অন্তরাপরিনির্বাণ লাভ না করে তবে উপহচ্চপরিনির্বাণলাভী হয়। যদিও ইহ জীবনে ও মৃত্যুকালে অরহত্ত্বফল লাভ না করে এবং পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ পরিক্ষয় করে অন্তরাপরিনির্বাণ ও উপহচ্চপরিনির্বাণ[২] লাভ না করে তাহলে অসংস্কারপরিনির্বাণলাভী হয়। আর যদিও ইহ জীবনে ও মৃত্যুকালে অরহত্ত্বফল লাভ না করে এবং পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ পরিক্ষয় করে অন্তরাপরিনির্বাণ, উপহচ্চপরিনির্বাণ ও অসংস্কারপরিনির্বাণ লাভ না করে তবে সসংস্কার লাভী হয়। এবং যদি ইহ জীবনে ও মৃত্যুকালে অরহত্ত্বফল লাভ না করে এবং পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ পরিক্ষয় করে অন্তরাপরিনির্বাণ, উপহচ্চপরিনির্বাণ, অসংস্কারপরিনির্বাণ ও সসংস্কার পরিনির্বাণ লাভ না করে তাহলে অবশ্যই ঊর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপেই সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে এই সপ্তফল ও সপ্ত আনিশংস প্রত্যাশিত হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) বস্ত্র সূত্র

১৮৫.১। এক সময় আয়ুষ্মান শারিপুত্র শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। তখন আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভিক্ষুগণকে "হে আবুসো ভিক্ষুগণ!" বলে আহ্বান করলেন। সেই ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ আবুসো!" বলে আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। তখন আয়ুষ্মান শারিপুত্র এরূপ বললেন–

২। "হে আবুসোগণ! সপ্ত বোধ্যঙ্গ বিদ্যমান আছে। সেই সপ্ত কি কি?

---

[১]। কাম ধাতুকে 'ওরং' বলে। "হেট্‌ঠাভাগিযানং, কামভবেযেব পটিসন্ধি গাহাপকানংতি অত্থো"- অর্থাৎ কামলোকে জন্ম গ্রহণ করায় বলে 'ওরংভাগিযানি' বা অধঃভাগীয়।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৯৫। পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজন সম্বন্ধে মধ্যম নিকায় ২য় খন্ডে 'মহামালুঙ্ক্য সূত্রে' বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

[২]। পুনঃজন্মের হেতু বিনষ্ট হওয়াকে বা অর্হত্ত্বকে উপহচ্চপরিনির্বাণ বলে।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (১ম খন্ড) পৃঃ ৩৮০।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ[১], প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ[২], প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। এগুলিই হচ্ছে সপ্ত বোধ্যঙ্গ। আবুসোগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গের মধ্যে যেই যেই বোধ্যঙ্গ দ্বারা আমি পূর্বাহ্ন সময়ে অবস্থান করার জন্য আকাঙ্খা করি, সেই সেই বোধ্যঙ্গ দ্বারা আমি পূর্বাহ্ন সময়ে অবস্থান করি। যেই যেই বোধ্যঙ্গ দ্বারা আমি মধ্যাহ্ন সময়ে অবস্থানের জন্য আকাঙ্খা করি, সেই সেই বোধ্যঙ্গ দ্বারা আমি মধ্যাহ্ন সময়ে অবস্থান করি। আর যেই যেই বোধ্যঙ্গ দ্বারা আমি সায়াহ্ন সময়ে অবস্থান করার জন্য আকাঙ্খা করি, সেই সেই বোধ্যঙ্গ দ্বারা আমি সায়াহ্ন সময়ে অবস্থান করি। এরূপে আমার স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ অপ্রমান ও সুআরব্ধ (সুন্দররূপে গৃহীত) হয় এবং স্থিত হলে 'স্থিত আছে' বলে আমি সম্যকরূপে জানি। আর যদি তা চ্যুত হয় 'এই কারণে চ্যুত হয়েছে' বলে সম্যকরূপে জানি। অনুরূপভাবে আমার ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ অপ্রমান ও সুআরব্ধ হয় এবং স্থিত হলে 'স্থিত আছে' বলে আমি সম্যকরূপে জানি। আর যদি তা চ্যুত হয় 'এই কারণে চ্যুত হয়েছে' বলে সম্যকরূপে জানি।

১। বীর্যই সম্বোধ্যঙ্গ বিধায় বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ। "পগ্গহ লক্খণো"- অর্থাৎ অনুৎপন্ন কুশল উৎপাদনাদি বশে চিত্তের প্রগ্রহণ লক্ষণই বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ। নয়টি কারণ বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের জন্য সহায়তা করে, যথা- অপায়ভয় প্রত্যবেক্ষণ, গমন বীথি (নির্বাণগামী প্রতিপদার সহিত বিদর্শন আর্যমার্গ এবং সপ্তবিশুদ্ধি পরম্পরা) প্রত্যবেক্ষণ, পিণ্ডপাতের অপচায়িতা, দায়াদ-মহত্ব ও সব্রহ্মচারী-মহত্ব প্রত্যবেক্ষণ, আলস্য পরায়ণ ব্যক্তি পরিবর্জন, আরব্ধ বীর্যবান ব্যক্তি সেবন বা সংসর্গ এবং বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টা করা। "মহাসতিপট্ঠান" সূত্রে ও বিশুদ্ধিমার্গে ১৭১ পৃষ্ঠায় আনিশংস সন্দর্শন ও জাতির মহত্ব প্রত্যবেক্ষণ সহ একাদশ কারণ উক্ত হয়েছে। এইরূপে উৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ অর্হত্ত্ব মার্গ লাভে বর্দ্ধিত হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৮২।

২। প্রীতিই সম্বোধ্যঙ্গ বিধায় প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ। "ফরণ লক্খণো"- অর্থাৎ স্ফূরণ, বিস্ফারিকৃত (স্ফূর্তি) লক্ষণই প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ। দশটি কারণ প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা- বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সঙ্ঘানুস্মৃতি, শীলানুস্মৃতি, ত্যাগানুস্মৃতি, দেবতানুস্মৃতি, উপশমানুস্মৃতি, বুদ্ধাদির প্রতি অপ্রসন্ন ও কঠিন হৃদয় ব্যক্তি পরিবর্জন, ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন ব্যক্তির সেবন বা সংসর্গ এবং প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টা। "মহাসতিপট্ঠান" সূত্রে ও বিশুদ্ধিমার্গে ১৭১ পৃষ্ঠায় "পসাদনিয সুত্তন্ত" প্রত্যবেক্ষণ সহ একাদশ কারণ উক্ত হয়েছে। এইরূপে উৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ অর্হত্ত্ব মার্গ লাভে বর্দ্ধিত হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৮৩।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। "আবুসোগণ! যেমন, রাজা বা রাজা মহামাত্যের নানা বর্ণের বস্ত্রের সিন্দুক (বস্ত্রাদি রাখার পেটরা) পরিপূর্ণ থাকে। সে পূর্বাহ্ন সময়ে যেরূপ বা যেই বস্ত্রযুগল পরিধান করতে ইচ্ছা করেন, সেরূপ বস্ত্রযুগল পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধান করেন। মধ্যাহ্ন সময়ে যেরূপ বা যেই বস্ত্রযুগল পরিধান করতে ইচ্ছা করেন, সেরূপ বস্ত্রযুগল মধ্যাহ্ন সময়ে পরিধান করেন। আর সায়াহ্ন সময়ে যেরূপ বা যেই বস্ত্রযুগল পরিধান করতে ইচ্ছা করেন, সে সেরূপ বস্ত্রযুগল সায়াহ্ন সময়ে পরিধান করেন। ঠিক এরূপেই আবুসোগণ! সপ্ত বোধ্যঙ্গের মধ্যে যেই যেই বোধ্যঙ্গ দ্বারা আমি পূর্বাহ্ন সময়ে অবস্থান করার জন্য আকাঙ্খা করি, সেই সেই বোধ্যঙ্গ দ্বারা আমি পূর্বাহ্ন সময়ে অবস্থান করি। যেই যেই বোধ্যঙ্গ দ্বারা আমি মধ্যাহ্ন সময়ে অবস্থানের জন্য আকাঙ্খা করি, সেই সেই বোধ্যঙ্গ দ্বারা আমি মধ্যাহ্ন সময়ে অবস্থান করি। আর যেই যেই বোধ্যঙ্গ দ্বারা আমি সায়াহ্ন সময়ে অবস্থান করার জন্য আকাঙ্খা করি, সেই সেই বোধ্যঙ্গ দ্বারা আমি সায়াাহ্ন সময়ে অবস্থান করি। এরূপে আমার স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ অপ্রমাণ ও সুআরব্ধ (সুন্দররূপে গৃহীত) হয় এবং স্থিত হলে 'স্থিত আছে' বলে আমি সম্যকরূপে জানি। আর যদি তা চ্যুত হয় 'এই কারণে চ্যুত হয়েছে' বলে সম্যকরূপে জানি। অনুরূপভাবে আমার ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ অপ্রমান ও সুআরব্ধ হয় এবং স্থিত হলে 'স্থিত আছে' বলে আমি সম্যকরূপে জানি। আর যদি তা চ্যুত হয় 'এই কারণে চ্যুত হয়েছে' বলে সম্যকরূপে জানি।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) ভিক্ষু সূত্র

১৮৬.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন– "ভন্তে! এই যে 'বোধ্যঙ্গ, বোধ্যঙ্গ' বলা হয়। কি কারণে 'বোধ্যঙ্গ' বলা হয়?"

২। "হে ভিক্ষু! জ্ঞান লাভে সংবর্তিত হয় বিধায় 'বোধ্যঙ্গ' বলা হয়। এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ[১], সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা

[১]। "উপসম লক্খণো"- অর্থাৎ চিত্তের দরদ ও পরিদাহের উপশম লক্ষণই হচ্ছে প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ। সাতটি কারণ প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গের উৎপাদনে সহায়তা করে, যথা- উপযুক্ত ভোজন পরিভোগ, ঋতু অনুযায়ী শয়নাসন পরিভোগ, চংক্রমনাদিতে (চারি ইর্যাপথে)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্বোধ্যঙ্গ[১] ভাবিত করে। এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত হয়ে তার চিত্ত কামাস্রব, ভবাস্রব ও অবিদ্যাস্রব হতে বিমুক্ত হয়। তার এরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় যে– 'আমি বিমুক্তির দ্বারা বিমুক্ত'। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এজীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই' তা সম্যকরূপে জ্ঞাত হয়। ভিক্ষু! জ্ঞান লাভে সংবর্তিত হয় বিধায়ই 'বোধ্যঙ্গ' বলা হয়।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) কুন্ডলীয় সূত্র

১৮৭.১। এক সময় ভগবান সাকেতের অঞ্জনবনের মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর কুন্ডলীয় পরিব্রাজক ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিস্থ কুন্ডলীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "মাননীয় গৌতম! আমি আরাম (বাগান) আশ্রয়ী ও পরিষদ সহ বিচরণকারী। মধ্যাহ্ন ভোজন ও প্রাতরাশের পর আমার এরূপ অভ্যাস আছে যে, আমি আরাম থেকে আরামে এবং উদ্যান থেকে উদ্যানে অনুচংক্রমণ ও বিচরণ করি। (সেরূপে বিচরণকালে) তথায় আমি দেখতে পাই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ একে অপরে মিথ্যাগল্প রূপ আনিশংস (সুফল) ও পরনিন্দা রূপ আনিশংস বিষয়ক বাক্যালাপে রত আছেন। 'প্রভূ গৌতম! আপনি কোন আনিশংসে বা সুফল প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন?'" "হে কুন্ডলীয়! তথাগত বিদ্যা-বিমুক্তি ফলরূপ আনিশংস প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন।"

৩। "মাননীয় গৌতম! কয়টি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তি ফল পরিপূর্ণ হয়?" "কুন্ডলীয়! সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-

---

সুখানুভব, স্বীয় এবং পরের কর্মফল প্রত্যবেক্ষণ করে মধ্যস্থভাব অবলম্বন, পর-পীড়ক ব্যক্তি পরিবর্জন, হস্ত-পদাদি সংযত ও প্রশান্তব্যক্তির সেবন বা সংসর্গ এবং প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত চেষ্টা। এইরূপে উৎপন্ন প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ অর্হত্ত্ব মার্গ লাভে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৮৩; বিশুদ্ধিমার্গ, পৃঃ ১৭৩।

[১]। "পটিসঙ্খান লক্‌খণো"- অর্থাৎ লীন ও ঔদ্ধত্য রহিত অধিচিত্ত প্রবর্তিত হলে প্রগ্রহ, নিগ্রহ ও সম্প্রহংসনে অব্যাপৃততা অধি উপেক্ষণ ভাবই হচ্ছে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। পাঁচটি কারণ উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের জন্য সহায়তা করে, যথা- সত্ত্ব মধ্যস্থতা, সংস্কার মধ্যস্থতা, সত্ত্ব ও স্কারের প্রতি মমত্বশীল ব্যক্তি পরিবর্জন, সত্ত্ব ও স্কারের প্রতি উদাসীন ব্যক্তি সেবন বা সংসর্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের জন্য সতত প্রচেষ্টা।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৮৪; বিশুদ্ধিমার্গ, পৃঃ ১৭৩।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিমুক্তি ফল পরিপূর্ণ হয়।" "কয়টি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়?" "চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।" "মাননীয় গৌতম! কয়টি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়?" "কুন্ডলীয়! ত্রিবিধ সুচরিত ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়।" "কয়টি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ত্রিবিধ সুচরিত পরিপূর্ণ হয়?" "ইন্দ্রিয় সংবরণ[১] (ইন্দ্রিয় দমন) ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ত্রিবিধ সুচরিত পরিপূর্ণ হয়।"

৪। "হে কুন্ডলীয়! ইন্দ্রিয় সংবরণ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কিরূপে ত্রিবিধ সুচরিত পরিপূর্ণ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু চক্ষু দ্বারা মনোজ্ঞ রূপ দর্শন করে আনন্দানুভব করে না, তাতে হৃষ্ট হয় না ও অনুরাগ (আসক্তি) উৎপন্ন করে না। তার কায় স্থিত হয়, চিত্ত স্থিত হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিমুক্ত হয়। চক্ষু দ্বারা অমনোজ্ঞ রূপ দর্শন করেও বিরক্তি অনুভব করে না, তাতে চিত্ত অপ্রতিষ্ঠিত হয়, বিষণ্নমনা হয় না ও ব্যাপাদ উৎপন্ন করে না। তার কায় স্থিত হয়, চিত্ত স্থিত হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিমুক্ত হয়।

৫। পুনশ্চ, কুন্ডলীয়! ভিক্ষু শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পর্শযোগ্য বস্তু বা বিষয় স্পর্শ করে এবং মন দ্বারা ধর্মানুভূত (বিষয়ানুভূত) করে আনন্দানুভব করে না, তাতে হৃষ্ট হয় না ও অনুরাগ (আসক্তি) উৎপন্ন করে না। তার কায় স্থিত হয়, চিত্ত স্থিত হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিমুক্ত হয়। মন দ্বারা ধর্মানুভব করেও বিরক্তি অনুভব করে না, তাতে চিত্ত অপ্রতিষ্ঠিত হয়, বিষণ্ণমনা হয় না ও ব্যাপাদ উৎপন্ন করে না। তার কায় স্থিত হয়, চিত্ত স্থিত হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিমুক্ত হয়।

৬। কুন্ডলীয়! যেহেতু ভিক্ষুর চক্ষু দ্বারা রূপ দর্শন করে মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ রূপের মধ্যে কায় স্থিত হয়, চিত্ত স্থিত হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিমুক্ত হয়। অনুরূপভাবে শ্রোত্র দ্বারা শব্দ শ্রবণ করে, ঘ্রাণ দ্বারা গন্ধ গ্রহণ করে, জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করে, কায় দ্বারা স্পর্শযোগ্য বস্তু বা বিষয় স্পর্শ করে এবং মন দ্বারা ধর্মানুভূত (বিষয়ানুভূত) করে মনোজ্ঞ ও অমনোজ্ঞ ধর্মের (বিষয়ের) মধ্যে কায় স্থিত হয়, চিত্ত স্থিত হয় এবং আধ্যাত্মিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুবিমুক্ত হয়। এরূপেই ইন্দ্রিয় সংবরণ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কিরূপে ত্রিবিধ সুচরিত পরিপূর্ণ হয়।

---

[১]। প্রাতিমোক্ষ-সংবরেস্থিত ভিক্ষুর ষড় ইন্দ্রিয়ে গুপ্তদ্বারতাই ইন্দ্রিয় সংবরণ।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৮৯।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। কুন্ডলীয়! কিরূপে ত্রিবিধ সুচরিত ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কায় দুশ্চরিত ত্যাগ করে কায় সুচরিত ভাবিত করে, বাচনিক দুশ্চরিত ত্যাগ করে বাচনিক সুচরিত ভাবিত করে এবং মানসিক দুশ্চরিত ত্যাগ করে মানসিক সুচরিত ভাবিত করে। এরূপেই ত্রিবিধ সুচরিত ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়।

৮। কুন্ডলীয়! কিরূপে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।

৯। কুন্ডলীয়! কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। এরূপেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।”

১০। এরূপ উক্ত হলে কুন্ডলীয় পরিব্রাজক ভগবানকে এরূপ বললেন– “মাননীয় গৌতম! অতি সুন্দর! অতি মনোরম!! মাননীয় গৌতম! যেমন, কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্দ্ধমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেয় এবং অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়; ঠিক সেরূপেই মাননীয় গৌতমের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। এখন হতে আমি মাননীয় গৌতমের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্ম এবং ভিক্ষু সংঘের শরণও গ্রহণ করছি। হে প্রভূ গৌতম! আজ হতে আমাকে আপনাদের আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) কূটাগার সূত্র

১৮৮.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেমন, কূটাগারের যে সকল বিম বা বড়গা রয়েছে, সে সকল বিম কূটগামী, কূট হতে নিম্নাভিমুখী এবং কূট বা বড়গাতেই মিলিত। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। এরূপেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।" সপ্তম সূত্র।

(৮) উপবান সূত্র

১৮৯.১। এক সময় আয়ুষ্মান উপবান ও আয়ুষ্মান শারিপুত্র কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র সায়াহ্ন সময়ে ধ্যানরূপ নির্জনতা হতে উঠে আয়ুষ্মান উপবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্র আয়ুষ্মান উপবানকে এরূপ বললেন—

২। "হে আবুসো, উপবান! একজন ভিক্ষু নিজে নিজে কি এরূপ জানে যে, আমার দ্বারা মননকৃত ও সুসমারব্ধ সপ্ত বোধ্যঙ্গ সুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়?"

৩। "হ্যাঁ, আবুসো, শারিপুত্র! একজন ভিক্ষু নিজে নিজে এরূপ জানে যে, আমার দ্বারা মননকৃত ও সুসমারব্ধ সপ্ত বোধ্যঙ্গ সুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।"

৪। "আবুসো! ভিক্ষু স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ অনুশীলনের প্রাক্কালে এরূপ জানে যে, 'আমার চিত্ত সুবিমুক্ত, স্ত্যানমিদ্ধ সুন্দররূপে অপসারিত, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) দমিত, বীর্যারব্ধ, আমি তার স্বভাব জ্ঞাত হয়ে মনোনিবেশ করছি এবং কখনো তা লীন নয়। অনুরূপভাবে ভিক্ষু ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ অনুশীলনের প্রাক্কালে এরূপ জানে যে, 'আমার চিত্ত সুবিমুক্ত, স্ত্যানমিদ্ধ সুন্দররূপে অপসারিত, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) দমিত, বীর্যারব্ধ, আমি তার স্বভাব জ্ঞাত হয়ে মনোনিবেশ করছি এবং কখনো তা লীন নয়। আবুসো, শারিপুত্র! এরূপেই একজন ভিক্ষু নিজে নিজে এরূপ জানে যে, আমার দ্বারা মননকৃত ও সুসমারব্ধ সপ্ত বোধ্যঙ্গ সুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।" অষ্টম সূত্র।

(৯) প্রথম উৎপন্ন সূত্র

১৯০.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের প্রার্দূভাব ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই সপ্ত কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষুগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের প্রার্দূভাব ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" নবম সূত্র।

(১০) দ্বিতীয় উৎপন্ন সূত্র

১৯১.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা সুগতবিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই সপ্ত কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষুগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অনুৎপন্ন বিষয় উৎপন্ন হয়, যা সুগতবিনয় ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।" দশম সূত্র।

পর্বত বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

হিমালয়, কায়, শীল, বস্ত্র, ভিক্ষু ও কুন্ডলীয়;
কূট আর উপবান, উৎপন্ন অপর সূত্র দ্বয়॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. গ্লান বর্গ

(১) প্রাণী সূত্র

১৯২.১। "হে ভিক্ষুগণ! যে সকল প্রাণী চারি ইর্যাপথে পরিচালিত হয় বা চারি ইর্যাপথ গ্রহণ করে, যেমন– কালে (উপযুক্ত সময়ে) গমন করে, কালে দাঁড়ায়, কালে উপবেশন করে এবং কালে শয়ন করে, তারা সকলে পৃথিবীকে আশ্রয় করে ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এরূপ চারি ইর্যাপথ গ্রহণ করে। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় (আশ্রয়) করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে আর শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক আশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে আর শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

(২) প্রথম সূর্যোপম সূত্র

১৯৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুর সপ্ত বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে– 'কল্যাণমিত্রতা'। কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত, যথা– 'সে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে'।

২। ভিক্ষুগণ! কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই কল্যাণমিত্র ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) দ্বিতীয় সূর্যোপম সূত্র

১৯৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুর সপ্ত বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে– 'জ্ঞানযুক্তমনোযোগ'। জ্ঞানযুক্তমনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত, যথা– 'সে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে'।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। ভিক্ষুগণ! জ্ঞানযুক্তমনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই জ্ঞানযুক্তমনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) প্রথম গ্লান সূত্র

১৯৫.১। এক সময় ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক নিবাপে[১] অবস্থান করছিলেন। সে সময় আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়ে পিপ্‌ফলি গুহায় অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যানরূপ নির্জনতা হতে উঠে এসে আয়ুষ্মান মহাকশ্যপের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট ভগবান আয়ুষ্মান মহাকশ্যপকে এরূপ বললেন—

২। "হে কশ্যপ! তুমি রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছ কি? তোমার দুঃখ-বেদনা পরিক্ষীণ হচ্ছে নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নাকি অবসানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে?" (তখন মহাকশ্যপ বললেন) "ভন্তে! আমার রোগের যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না। আমার দুঃখ-বেদনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিক্ষীণ হচ্ছে না। রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, অবসানের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।"

৩। "হে কশ্যপ! মৎ কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত সপ্ত বোধ্যঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কি কি? মৎ কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে মৎ কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। মৎ কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য

[১]। কলন্দক নিবাপ হচ্ছে রাজগৃহের বেণুবনস্থ কলন্দক (কাঠ-বিড়াল) দিগকে প্রদত্ত স্থান। পূর্বকালে তথায় নিদ্রিত রাজাকে সর্প দংশন করতে আসলে কাঠ বিড়ালের শব্দে তিনি জাগ্রত হয়েছিলেন। এই উপকারের বিনিময়ে রাজা সেই স্থান কলন্দকদের বাসের নিমিত্ত দান করেছিলেন। সেই হতে তথায় তাদের খাদ্যও দেওয়াতেন। আর রাজাদেশে তথাকার কলন্দক সমূহ অবধ্য হয়েছিল।— সূত্র সংগ্রহ, পাদটীকা, পৃঃ ৩৯, জিনবংশ মহাথের।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংবর্তিত হয়।” “ভগবান! বোধ্যঙ্গ তদ্রুপ, সুগত! বোধ্যঙ্গ তদ্রুপই।”

৪। ভগবান এরূপ বললেন। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ আনন্দিত হয়ে ভগবানের ভাষণ অনুমোদন করলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ সেই রোগ হতে উত্থিত হলেন। সেইরূপে আয়ুষ্মান মহাকশ্যপের রোগ প্রহীণ হয়েছিল।” চতুর্থ সূত্র।

(৫) দ্বিতীয় গ্লান সূত্র

১৯৬.১। এক সময় ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। সে সময় আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়ে গৃধ্রকূট পর্বতে[১] অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবান সায়াহ্ন সময়ে ধ্যানরূপ নির্জনতা হতে উঠে এসে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট ভগবান আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নকে এরূপ বললেন–

২। “হে মৌদ্গাল্যায়ন! তুমি রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছ কি? তোমার দুঃখ-বেদনা পরিক্ষীণ হচ্ছে নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নাকি অবসানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে?” (তখন মহামৌদ্গাল্যায়ন বললেন) “ভন্তে! আমার রোগের যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না। আমার দুঃখ-বেদনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিক্ষীণ হচ্ছে না। রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, অবসানের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।”

৩। “হে মৌদ্গাল্যায়ন! মৎ কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত সপ্ত বোধ্যঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কি কি? মৎ কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে মৎ কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। মৎ কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।” “ভগবান! বোধ্যঙ্গ তদ্রূপ, সুগত! বোধ্যঙ্গ তদ্রুপই।”

৪। ভগবান এরূপ বললেন। আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন আনন্দিত হয়ে ভগবানের ভাষণ অনুমোদন করলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন সেই

---

[১]। গৃধ্র সকল এই পর্বতে বাস করত বলে গৃধ্রকূট বা এই পর্বতের কূট গৃধ্র (শকুন পক্ষী) সদৃশ বলে গৃধ্রকূট। রাজগৃহস্থ এই পর্বতের বর্তমান নাম ‘রাজগির’। মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৮১; শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (১ম খন্ড), পৃঃ ৫৯৯।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রোগ হতে উত্থিত হলেন। সেইরূপে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের রোগ প্রহীণ হয়েছিল।” পঞ্চম সূত্র।

(৫) তৃতীয় গ্লান সূত্র

১৯৭.১। এক সময় ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। সে সময় ভগবান পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহাচুন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান মহাচুন্দকে ভগবান এরূপ বললেন– “হে চুন্দ! সেই বোধ্যঙ্গ প্রতিভাত (আবৃত্তি) কর।”

২। “ভন্তে! ভগবান কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত সপ্ত বোধ্যঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কি কি? ভগবান কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে ভগবান কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। ভগবান কর্তৃক সম্যকরূপে ব্যাখ্যাত, ভাবিত ও বহুলীকৃত এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ অভিজ্ঞা, পরিজ্ঞান ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।” “চুন্দ! বোধ্যঙ্গ তদ্রুপ, চুন্দ! বোধ্যঙ্গ তদ্রুপই।”

৩। আয়ুষ্মান চুন্দ এরূপ বললে শাস্তা তা অনুমোদন করলেন। অতঃপর ভগবান সেই রোগ হতে উত্থিত হলেন। সেইরূপে ভগবানের রোগ প্রহীণ হয়েছিল।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) পারঙ্গম সূত্র

১৯৮.১। “হে ভিক্ষুগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অপর পাড়ে (নির্বাণ পাড়ে) গমনের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে অপর পাড়ে (নির্বাণ পাড়ে) গমনের জন্য সংবর্তিত হয়।”

“অল্পমাত্র মানবগণ হয়েছে পারগত,
অন্যসবে এই তীরেতে শুধুই হচ্ছে ধাবিত;
ধর্মাচারী, ধর্মাস্মরী যারা এই জগতে অপার,
তারাই হবে পার মৃত্যুধীন দুস্তর পারাপার।
পাপ ত্যাগে পূণ্য কর হে পন্ডিত অনুক্ষণ,
বিবেক শুণ্য গৃহ ত্যাজ হয়ে প্রাণপণ;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কাম-বাসনা পরিত্যাগে হয়ে আকিঞ্চন,
ইচ্ছুক হয় তথায় সে হতে অভিরমন।
চিত্ত মাঝে যতবিধ ক্লেশমল বিরাজিত,
নিজেকে বিশুদ্ধ করে তা হতে পন্ডিত সতত।
সম্বোধি অঙ্গে যাদের চিত্ত সুভাবিত,
আসক্তি ত্যাগে অনাসক্তিতে যারা সদা রত;
সেরূপ ক্ষীণাস্রব আর জ্যোতিষ্মানগণ,
ইহ জগত হতে পরিনিবৃত হন।" সপ্তম সূত্র।

(৮) বিরুদ্ধ সূত্র

১৯৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! যাদের পক্ষে সপ্ত বোধ্যঙ্গ বিরুদ্ধ (উপেক্ষিত), তাদের পক্ষে সম্যক দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভও বিরুদ্ধ হয়। আর যাদের পক্ষে সপ্ত বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ (গৃহীত), তাদের পক্ষে সম্যক দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভও আরদ্ধ হয়। সেই সপ্ত কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষুগণ! যাদের পক্ষে এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ বিরুদ্ধ (উপেক্ষিত), তাদের পক্ষে সম্যক দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভও বিরুদ্ধ হয়। আর যাদের পক্ষে এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ (গৃহীত), তাদের পক্ষে সম্যক দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভও আরদ্ধ হয়।" অষ্টম সূত্র।

(৯) আর্য সূত্র

২০০.১। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য মুক্তিদাতা এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তত্রস্থ ব্যক্তির সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষুগণ! আর্য মুক্তিদাতা এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তত্রস্থ ব্যক্তির সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।" নবম সূত্র।

(১০) নির্বেদ সূত্র

২০১.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে একান্ত নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা[১], সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য

---

[১]। দিব্য চক্ষু বা সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তিজ্ঞান, দিব্যকর্ণ জ্ঞান, পূর্ব পূর্ব নিবাসসমূহের অনুস্মৃতি জ্ঞান, পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধিজ্ঞান ও আস্রবক্ষয় জ্ঞান। এই ছয় প্রকার জ্ঞানই 'অভিজ্ঞারূপে' গৃহীত এবং এই ছয়টির নামই ষড়ভিজ্ঞা। দীর্ঘনিকায়ে ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। সাধারণত মূল পালি সাহিত্যে অর্হৎ ভিক্ষুদের মধ্যে পঞ্চ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষুগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে একান্ত নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।" দশম সূত্র।

গ্লান বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

প্রাণী, সূর্যোপম দ্বয়, আর গ্লান সূত্র ত্রয়;
পারঙ্গমী, বিরুদ্ধ, আর্য ও নির্বেদ সূত্র হয়॥

৩. উদায়ী বর্গ

(১) জ্ঞান লাভার্থে সূত্র

২০২.১। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে আভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভন্তে! এই যে 'বোধ্যঙ্গ, বোধ্যঙ্গ' বলা হয় কি কারণে 'বোধ্যঙ্গ' বলা হয়?" "হে ভিক্ষু! 'জ্ঞান লাভার্থে সংবর্তিত হয়' বিধায় বোধ্যঙ্গ বলা হয়। এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষু! 'জ্ঞান লাভার্থে সংবর্তিত হয়' বিধায় বোধ্যঙ্গ বলা হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) বোধ্যঙ্গ দেশনা সূত্র

২০৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে সপ্ত বোধ্যঙ্গ দেশনা করব, তা তোমরা শ্রবণ কর। সেই সপ্ত কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষুগণ! এগুলিই হচ্ছে সপ্ত বোধ্যঙ্গ।" দ্বিতীয় সূত্র।

অভিজ্ঞা ও ষড়ভিজ্ঞা লাভের কথা উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে 'ঞান' বা জ্ঞান শব্দের বিশ্লেষণে কোন কোন গ্রন্থে নয়টি ও দশটি 'অভিঞ্ঞা' বা অভিজ্ঞার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (১ম খন্ড), পৃঃ ১৭৮।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩) স্থানীয় সূত্র

২০৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! কামরাগস্থানীয় (বিষয়ক) ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ[১] উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন কামচ্ছন্দ অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে ব্যাপাদ[২], স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা), ঔদ্ধত্য- কৌকৃত্য (অনুশোচনা) ও বিচিকিৎসাস্থানীয় ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা[৩] উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসা অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যের জন্য সংবর্তিত হয়।

২। ভিক্ষুগণ! স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গস্থানীয় ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। অনুরূপভাবে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গস্থানীয় ধর্মসমূহের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হলে অনুৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) ভ্রান্ত মনোযোগ সূত্র

২০৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! ভ্রান্ত মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন কামচ্ছন্দ অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যেতায় সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে ভ্রান্ত মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) ও বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসা অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যেতায় সংবর্তিত হয়।

২। ভিক্ষুগণ! ভ্রান্ত মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ নিরুদ্ধ হয়। অনুরূপভাবে ভ্রান্ত মনোযোগ হতে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ নিরুদ্ধ হয়।"

---

[১]। রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস এবং স্পষ্টব্য এই পঞ্চ কামগুণে যে তৃষ্ণার উৎপত্তি হয় তাহাই কামচ্ছন্দ।

[২]। পরের হিত সুখ অপনোদন করাকে ব্যাপাদ বলে। অপরকে বিনাশ করবার জন্য মনের প্রদুষ্টতাই তাহার লক্ষণ।- সারসংগ্রহ (১ম খন্ড), পৃঃ ১৭৯।

[৩]। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নে অবিশ্বাস এবং বুদ্ধের নির্দেশিত চতুরার্য সত্য ও বিদর্শন ভাবনা দ্বারা মুক্তিলাভ সম্ভবপর কিনা প্রভৃতিতে সন্দেহ পোষণ করা, তাছাড়া অতীত জন্ম কর্মফল, কর্ম ও প্রতিত্য সমুৎপাদ প্রভৃতি ধর্মে সন্ধিহান হওয়াই বিচিকিৎসা।- শান্তিপদ-প্রজ্ঞাদর্শন, পৃঃ ৬৩।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। "হে ভিক্ষুগণ! জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দ প্রহীণ হয়। অনুরূপভাবে জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) এবং বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় না ও উৎপন্ন বিচিকিৎসা প্রহীণ হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। অনুরূপভাবে জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ হতে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) অপরিহানীয় সূত্র

২০৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম দেশনা করব, তা তোমরা শ্রবণ কর। সেই সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম কি কি? তা হচ্ছে সপ্ত বোধ্যঙ্গ। সেই সপ্ত কি কি? যথা– স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষুগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গই হচ্ছে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) তৃষ্ণাক্ষয় সূত্র

২০৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেই মার্গ ও প্রতিপদা তৃষ্ণা ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়, তোমরা সেই মার্গ ও প্রতিপদা ভাবিত কর। কোন মার্গ ও প্রতিপদা তৃষ্ণা ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়? তা হচ্ছে সপ্ত বোধ্যঙ্গ। সেই সপ্ত কি কি? যথা– স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ।" এরূপ উক্ত হলে আয়ুষ্মান উদায়ী ভগবানকে এরূপ বললেন– "ভন্তে! কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তৃষ্ণা ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়?"

২। "হে উদায়ী! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বিপুল, শ্রেষ্ঠ, অপ্রমান ও অব্যাপাদ স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। তার বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বিপুল, শ্রেষ্ঠ, অপ্রমান ও অব্যাপাদ স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত হওয়ার দরুন তৃষ্ণা প্রহীণ হয়। তৃষ্ণা প্রহীণ হেতু কর্ম প্রহীণ হয় এবং কর্ম প্রহীণ হেতু দুঃখ প্রহীণ হয়। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বিপুল, শ্রেষ্ঠ, অপ্রমান ও অব্যাপাদ ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। তার বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বিপুল, শ্রেষ্ঠ, অপ্রমান ও অব্যাপাদ ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত হওয়ার দরুন তৃষ্ণা প্রহীণ হয়। তৃষ্ণা প্রহীণ হেতু কর্ম প্রহীণ হয় এবং কর্ম প্রহীণ হেতু দুঃখ প্রহীণ হয়। উদায়ী! এরূপেই তৃষ্ণাক্ষয়ে কর্মক্ষয় হয় ও কর্মক্ষয়ে দুঃখ ক্ষয় হয়।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) তৃষ্ণা নিরোধ সূত্র

২০৮.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেই মার্গ ও প্রতিপদা তৃষ্ণা নিরোধের জন্য সংবর্তিত হয়, তোমরা সেই মার্গ ও প্রতিপদা ভাবিত কর। কোন মার্গ ও প্রতিপদা তৃষ্ণা নিরোধের জন্য সংবর্তিত হয়? তা হচ্ছে সপ্ত বোধ্যঙ্গ। সেই সপ্ত কি কি? যথা– স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তৃষ্ণা নিরোধের জন্য সংবর্তিত হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তৃষ্ণা নিরোধের জন্য সংবর্তিত হয়।” সপ্তম সূত্র।

(৮) নির্বেদভাগীয় সূত্র

২০৯.১। “হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে নির্বেদভাগীয় মার্গ দেশনা করব, তা তোমরা শ্রবণ কর। সেই নির্বেদভাগীয় মার্গ কি? তা হচ্ছে সপ্ত বোধ্যঙ্গ। সেই সপ্ত কি কি? যথা– স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ।” এরূপ উক্ত হলে আয়ুষ্মান উদায়ী ভগবানকে এরূপ বললেন– “ভন্তে! কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বেদ (অন্তর্দৃষ্টি বা পরিজ্ঞান) লাভের জন্য সংবর্তিত হয়?”

২। “হে উদায়ী! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বিপুল, শ্রেষ্ঠ, অপ্রমান ও অব্যাপাদ স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। সে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গে ভাবিত চিত্তের দ্বারা অবিদ্ধপূর্ব আর অপদলিতপূর্ব লোভস্কন্ধ বিদ্ধ ও পদলিত করে। অবিদ্ধপূর্ব, অপদলিতপূর্ব দ্বেষস্কন্ধ এবং মোহস্কন্ধ বিদ্ধ ও পদলিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বিপুল, শ্রেষ্ঠ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপ্রমান ও অব্যাপাদ ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। সে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গে ভাবিত চিত্তের দ্বারা অবিদ্ধপূর্ব আর অপদলিতপূর্ব লোভস্কন্ধ বিদ্ধ ও পদলিত করে। অবিদ্ধপূর্ব, অপদলিতপূর্ব দ্বেষস্কন্ধ এবং মোহস্কন্ধ বিদ্ধ ও পদলিত করে। উদায়ী! এরূপেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বেদ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।" অষ্টম সূত্র।

(৯) একধর্ম সূত্র

২১০.১। "হে ভিক্ষুগণ! সপ্ত বোধ্যঙ্গ ব্যতীত আমি অন্য একটি ধর্মও দেখতে পাচ্ছি না, যা এরূপে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সংযোজনীয় ধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কি কি? যথা– স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজনীয় ধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য সংবর্তিত হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজনীয় ধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য সংবর্তিত হয়।

৩। হে ভিক্ষুগণ! সংযোজনীয় ধর্ম কি? চক্ষুই হচ্ছে সংযোজনীয় ধর্ম। এতে সংযোজনাবদ্ধ আসক্তি উৎপন্ন হয়। অনুরূপভাবে কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মনই হচ্ছে সংযোজনীয় ধর্ম। এতে সংযোজনাবদ্ধ আসক্তি উৎপন্ন হয়। এগুলিকেই সংযোজনীয় ধর্ম বলা হয়।" নবম সূত্র।

(১০) উদায়ী সূত্র

২১১.১। এক সময় ভগবান সুম্ভেতে অবস্থান করছিলেন সেতক নামক সুম্ভদের নিগমে (গ্রামে)। অতঃপর আয়ুষ্মান উদায়ী ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উদায়ী ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "আশ্চর্য ভন্তে! অদ্ভুত ভন্তে! যতদূর সম্ভব ভগবানের প্রতি আমার প্রেম, গৌরব,হ্রী (পাপে লজ্জা) ও ঔত্তাপ্য (পাপে ভয়) বহুকৃত ছিল। আমি পূর্বে আগারিক (গৃহী অবস্থায়) ধর্ম এবং সংঘের প্রতি পূর্বোক্তরূপে অবহুকৃত ছিলাম। সেই ভগবানের প্রতি প্রেম, গৌরব,হ্রী ও ঔত্তাপ্য প্রদর্শন করে করে আমি আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হয়েছি। সেই ভগবান আমাকে এরূপ ধর্মদেশনা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করেছিলেন– 'ইহা রূপ, ইহা রূপের সমুদয় ও ইহা রূপের নিরোধ। ইহা বেদনা, ইহা বেদনার সমুদয় ও ইহা বেদনার নিরোধ। ইহা সংজ্ঞা, ইহা সংজ্ঞার সমুদয় ও ইহা সংজ্ঞার নিরোধ। ইহা সংস্কার, ইহা সংস্কারের সমুদয় ও ইহা সংস্কারের নিরোধ এবং ইহা বিজ্ঞান, ইহা বিজ্ঞানের সমুদয় ও ইহা বিজ্ঞানের নিরোধ।'

৩। ভন্তে! আমি সেই শুন্যাগারে এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের উপর ঊর্দ্ধ-অধো পর্যন্ত ভাবনা করার সময় 'ইহা দুঃখ' তা যথাভূত জ্ঞাত হয়েছি। 'ইহা দুঃখ সমুদয়' 'ইহা দুঃখ নিরোধ' ও 'ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়' বলে তাও যথাযতভাবে জ্ঞাত হয়েছি। আমার ধর্ম অধিকৃত ও মার্গ প্রতিলব্ধ হয়েছে; যা আমার দ্বারা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সেই সেইরূপে অবস্থানকারীকে তা নির্বাণে পৌঁছে দেবে। তখন আমি এরূপ জানতে সক্ষম হবো– 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে' ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এজীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই।'

৪। আমার স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ প্রতিলব্ধ হয়েছে, যা আমার দ্বারা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সেই সেইরূপে অবস্থানকারীকে তা নির্বাণে পৌঁছে দেবে। তখন আমি এরূপ জানতে সক্ষম হবো– 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে' ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এজীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই।' অনুরূপভাবে আমার ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ প্রতিলব্ধ হয়েছে, যা আমার দ্বারা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সেই সেইরূপে অবস্থানকারীকে তা নির্বাণে পৌঁছে দেবে। তখন আমি এরূপ জানতে সক্ষম হবো– 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে' ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এজীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই।' এই মার্গ আমার প্রতিলব্ধ হয়েছে, যা আমার দ্বারা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সেই সেইরূপে অবস্থানকারীকে তা নির্বাণে পৌঁছে দেবে। তখন আমি এরূপ জানতে সক্ষম হবো– 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে' ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এজীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই।'"

৫। "সাধু, সাধু, উদায়ী! এই মার্গ তোমার প্রতিলব্ধ হয়েছে, যা তোমার দ্বারা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সেই সেইরূপে অবস্থানকারীকে তা নির্বাণে পৌঁছে দেবে। তখন তুমি এরূপ জানতে সক্ষম হবে– 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে' ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এজীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই।'" দশম সূত্র।

উদায়ী বর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

জ্ঞান লাভার্থে, দেশনা, স্থানীয়, ভ্রান্ত ও অপরিহানী;
ক্ষয়, নিরোধ ও নির্বেদ, একধর্ম, উদায়ী দ্বারা হয় ইতি॥

৪. নীবরণ বর্গ

(১) প্রথম কুশল সূত্র

২১২.১। "হে ভিক্ষুগণ! যে সমস্ত ধর্ম কুশল, কুশলভাগীয় ও কুশলপক্ষীয়, সেই সকল ধর্ম অপ্রমাদমূলক ও অপ্রমাদের অর্ন্তগত। সেই ধর্মসমূহের মধ্যে অপ্রমাদই অগ্রগণ্য হয়। অপ্রমত্ত ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– 'সে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।'

২। ভিক্ষুগণ! অপ্রমত্ত ভিক্ষু কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অপ্রমত্ত ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় কুশল সূত্র

২১৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! যে সমস্ত ধর্ম কুশল, কুশলভাগীয় ও কুশলপক্ষীয়, সেই সকল ধর্ম জ্ঞানযুক্ত মনোযোগমূলক ও জ্ঞানযুক্ত মনোযোগের অর্ন্তগত। সেই ধর্মসমূহের মধ্যে জ্ঞানযুক্ত মনোযোগই অগ্রগণ্য হয়। জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– 'সে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।'

২। ভিক্ষুগণ! জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩) উপক্লেশ সূত্র[১]

২১৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! স্বর্ণের এই পঞ্চ খাদ (ভেজাল) রয়েছে। যেই খাদের দ্বারা প্রদুষ্ট স্বর্ণ নমনীয় হয় না, কর্মন্য (কাজের যোগ্য) হয় না, উজ্জল হয় না, ভঙ্গুর হয় ও উত্তম কাজের জন্য ব্যবহার যোগ্য হয় না। সেই পঞ্চ কি কি? লোহা, তামা, টিন, সীসা ও রূপাই হচ্ছে স্বর্ণের খাদ। এই খাদের দ্বারা প্রদুষ্ট স্বর্ণ নমনীয় হয় না, কাজের যোগ্য হয় না, উজ্জল হয় না, ভঙ্গুর হয় ও উত্তম কাজের জন্য ব্যবহার যোগ্য হয় না। ভিক্ষুগণ! এগুলিই হচ্ছে স্বর্ণের পঞ্চ খাদ। এই খাদের দ্বারা প্রদুষ্ট স্বর্ণ নমনীয় হয় না, কর্মন্য হয় না, উজ্জল হয় না, ভঙ্গুর হয় এবং উত্তম কাজের জন্য ব্যবহার যোগ্য হয় না।

২। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! চিত্তেরও পঞ্চ উপক্লেশ বিদ্যমান আছে। যেই উপক্লেশের দ্বারা উপক্লিষ্ট চিত্ত মৃদু হয় না, কর্মন্য (কাজের যোগ্য) হয় না, প্রভাস্বর হয় না, ভঙ্গুর হয় ও আস্রব ক্ষয়ের জন্য সম্যকরূপে সমাধিস্থ হয় না। সেই পঞ্চ কি কি? কামচ্ছন্দই হচ্ছে চিত্তের উপক্লেশ। যেই উপক্লেশের দ্বারা উপক্লিষ্ট চিত্ত মৃদু হয় না, কর্মন্য হয় না, প্রভাস্বর হয় না, ভঙ্গুর হয় ও আস্রব ক্ষয়ের জন্য সম্যকরূপে সমাধিস্থ হয় না। অনুরূপভাবে ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) ও বিচিকিৎসাই হচ্ছে চিত্তের উপক্লেশ। যেই উপক্লেশের দ্বারা উপক্লিষ্ট চিত্ত মৃদু হয় না, কর্মন্য হয় না, প্রভাস্বর হয় না, ভঙ্গুর হয় ও আস্রব ক্ষয়ের জন্য সম্যকরূপে সমাধিস্থ হয় না। ভিক্ষুগণ! এগুলিই হচ্ছে চিত্তের পঞ্চ উপক্লেশ। যেই উপক্লেশের দ্বারা উপক্লিষ্ট চিত্ত মৃদু হয় না, কর্মন্য হয় না, প্রভাস্বর হয় না, ভঙ্গুর হয় ও আস্রব ক্ষয়ের জন্য সম্যকরূপে সমাধিস্থ হয় না।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) অনুপক্লেশ সূত্র

২১৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশ রূপ এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কি কি? অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশ রূপ স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশ রূপ ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের

[১]। প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত অঙ্গুত্তর নিকায়, পঞ্চম নিপাত, পঞ্চাঙ্গিক বর্গের উপক্লেশ সূত্রের সাথে আলোচ্য সূত্রটির সামঞ্জস্য রয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুপক্লেশ রূপ এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়।” চতুর্থ সূত্র।

(৫) ভ্রান্ত মনোযোগ সূত্র

২১৬.১। “হে ভিক্ষুগণ! ভ্রান্ত মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন কামচ্ছন্দ অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যেতায় সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে ভ্রান্ত মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) ও বিচিকিৎসা উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসা অধিকমাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যেতায় সংবর্তিত হয়।” পঞ্চম সূত্র।

(৬) জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ সূত্র

২১৭.১। “হে ভিক্ষুগণ! জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ হতে অনুৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। অনুরূপভাবে জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ হতে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন হয় ও উৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) বৃদ্ধি সূত্র

২১৮.১। “হে ভিক্ষুগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বৃদ্ধি এবং অপরিহানীর জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কি কি? যথা– স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষুগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বৃদ্ধি এবং অপরিহানীর জন্য সংবর্তিত হয়।” সপ্তম সূত্র।

(৮) আবরণ-নীবরণ সূত্র

২১৯.১। “হে ভিক্ষুগণ! প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল প্রাপ্ত হয় এমন পঞ্চবিধ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের উপক্লেশ রয়েছে। সেই পঞ্চ কি কি? কামচ্ছন্দ রূপ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল প্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) এবং বিচিকিৎসা রূপ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল প্রাপ্ত হয়।”

২। ভিক্ষুগণ! অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশ রূপ এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কি কি? অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশ রূপ স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশ রূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশ রূপ এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে আর্যশ্রাবক প্রকৃতি বা স্বভাব জ্ঞাত হয়ে, মনোযোগ দিয়ে এবং সম্পূর্ণরূপে চিত্তকে একত্রিত করে কান পেতে (মনোযোগের সাথে) ধর্ম শ্রবণ করে, সেই সময়ে তার এই পঞ্চ নীবরণ বিদ্যমান থাকে না। সেই সময়ে তার সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ থাকে।

৪। ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে কোন পঞ্চ নীবরণ বিদ্যমান থাকে না? সেই সময়ে কামচ্ছন্দ নীবরণ বিদ্যমান থাকে না। অনুরূপভাবে সেই সময়ে ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) এবং বিচিকিৎসা নীবরণ বিদ্যমান থাকে না। সেই সময়ে এই পঞ্চ নীবরণ বিদ্যমান থাকে না।

৫। ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে কোন সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ থাকে? সেই সময়ে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ থাকে। অনুরূপভাবে সেই সময়ে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ থাকে। সেই সময়ে এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ থাকে। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে আর্যশ্রাবক প্রকৃতি বা স্বভাব জ্ঞাত হয়ে, মনোযোগ দিয়ে এবং সম্পূর্ণরূপে চিত্তকে একত্রিত করে কান পেতে (মনোযোগের সাথে) ধর্ম শ্রবণ করে, সেই সময়ে তার এই পঞ্চ নীবরণ বিদ্যমান থাকে না। সেই সময়ে তার সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ থাকে।” অষ্টম সূত্র।

(৯) বৃক্ষ সূত্র

২২০.১। “হে ভিক্ষুগণ! অনুবীজ, বিরাটাকার ও মহাবৃক্ষরাজি আছে, যে বৃক্ষাদির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। সেই বৃক্ষরাজি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে ভেঙ্গে যায় ও বিনষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ! এই যে অনুবীজ, বিরাটাকার ও মহাবৃক্ষরাজি আছে, যে বৃক্ষাদির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয় এবং সেই বৃক্ষরাজি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে ভেঙ্গে যায় ও বিনষ্ট হয়; সেই বৃক্ষরাজি কত প্রকার? যেমন– অশ্বত্থ, নিগ্রোধ, পাকুড়[১], উদুম্বর, কচ্ছক (এক জাতীয় ডুমুর গাছ) ও কপিত্থন বৃক্ষ (বন্যফল বা কদ্‌বেল বৃক্ষ)। এগুলিই অনুবীজ, বিরাটাকার ও মহাবৃক্ষরাজি, যে বৃক্ষাদির অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। সেই বৃক্ষরাজি অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলে ভেঙ্গে যায় ও বিনষ্ট হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপেই এখানে একজন কুলপুত্র যাদৃশ কাম ত্যাগ করে আগার হতে অনাগারে

---

[১]। ঢেউয়ের ন্যায় অথবা হিল্লোলকারী পত্র বিশিষ্ট ডুমুর গাছ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রব্রজিত হয়। সে সেই কাম বা তার চেয়েও পাপিষ্ঠতর কাম হতে ভেঙ্গে যায় ও বিনষ্ট হয়।

২। ভিক্ষুগণ! প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল প্রাপ্ত হয় এমন পঞ্চবিধ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধি রয়েছে। সেই পঞ্চ কি কি? কামচ্ছন্দ রূপ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধি প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল প্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) এবং বিচিকিৎসা রূপ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধি প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চবিধ আবরণ, নীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধি প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল প্রাপ্ত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধিহীন রূপ এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কি কি? অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধিহীন রূপ স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধিহীন রূপ ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধিহীন রূপ এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের বৃদ্ধিহীন রূপ এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়।" নবম সূত্র।

(১০) নীবরণ সূত্র

২২১.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ নীবরণ[১] অন্ধকরণ (দৃষ্টিশক্তি রহিতকরণ), অচক্ষুকরণ (চক্ষুহীন করণ), অজ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবিধ্বংসী, প্রতিকূল ঘটনার পক্ষপাতী ও অনির্বাণসংবর্তনিক (নির্বাণ লাভে পরিচালিত করে না)। সেই পঞ্চ কি কি? কামচ্ছন্দ নীবরণ অন্ধকরণ, অচক্ষুকরণ, অজ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবিধ্বংসী, প্রতিকূল ঘটনার পক্ষপাতী ও অনির্বাণসংবর্তনিক। অনুরূপভাবে ব্যাপাদ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা), ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (অনুশোচনা) এবং বিচিকিৎসা নীবরণ অন্ধকরণ, অচক্ষুকরণ, অজ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবিধ্বংসী, প্রতিকূল ঘটনার পক্ষপাতী ও অনির্বাণসংবর্তনিক। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ নীবরণ অন্ধকরণ, অচক্ষুকরণ, অজ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবিধ্বংসী, প্রতিকূল ঘটনার পক্ষপাতী ও

---

[১]। যে সকল চৈতসিকের কারণে অনুৎপন্ন কুশল-চিত্ত বা কুশল-ধ্যান-চিত্ত উৎপন্ন হতে পারে না এবং উৎপন্ন কুশলাদি বৃদ্ধি পেতে পারে না, তাদেরকে নীবরণ বলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনির্বাণসংবর্তনিক।

২। ভিক্ষুগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ চক্ষুকরণ, জ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারী, প্রতিকূল ঘটনার অপক্ষপাতী ও নির্বাণসংবর্তনিক (নির্বাণ লাভে পরিচালিত করে)। সেই সপ্ত কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ চক্ষুকরণ, জ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারী, প্রতিকূল ঘটনার অপক্ষপাতী ও নির্বাণসংবর্তনিক। অনুরূপভাবে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ চক্ষুকরণ, জ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারী, প্রতিকূল ঘটনার অপক্ষপাতী ও নির্বাণসংবর্তনিক। ভিক্ষুগণ! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ চক্ষুকরণ, জ্ঞানকরণ, প্রজ্ঞাবৃদ্ধিকারী, প্রতিকূল ঘটনার অপক্ষপাতী ও নির্বাণসংবর্তনিক।” দশম সূত্র।

নীবরণ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

দুই কুশল ও দুই ক্লেশ, জ্ঞাযুক্ত দ্বয় আর বৃদ্ধি;
আবরণ-নীবরণ, বৃক্ষ, নীবরণ আর দশে হয় ইতি॥

৫. চক্রবর্তী বর্গ

(১) অহংকার সূত্র

২২২.১। শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ! সুদূর অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ অহংকার[১] পরিত্যাগ করেছিল, তারা সকলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে তা পরিত্যাগ করেছিল। সুদূর ভবিষ্যতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ অহংকার পরিত্যাগ করবে, তারা সকলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে তা পরিত্যাগ করবে। আর বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ অহংকার পরিত্যাগ করছে, তারাও সকলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে তা পরিত্যাগ করছে। সেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষুগণ! সুদূর অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ অহংকার পরিত্যাগ করেছিল, তারা সকলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে তা পরিত্যাগ করেছিল। সুদূর ভবিষ্যতে যে সকল শ্রমণ-

---

[১]। আমি অপর ব্যক্তির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমি অপর ব্যক্তির সমান ও আমি অপর ব্যক্তির অপেক্ষা হীন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ অহংকার পরিত্যাগ করবে, তারা সকলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে তা পরিত্যাগ করবে। আর বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ত্রিবিধ অহংকার পরিত্যাগ করছে, তারাও সকলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে তা পরিত্যাগ করছে।" প্রথম সূত্র।

(২) চক্রবর্তী সূত্র

২২৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! চক্রবর্তী রাজার[১] প্রাদুর্ভাব (আবির্ভাব) হলে সপ্ত রত্নেরও প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সপ্ত রত্ন কি কি? চক্ররত্ন, হস্তিরত্ন, অশ্বরত্ন, মণিরত্ন, স্ত্রীরত্ন, গৃহপতিরত্ন ও পরিণায়করত্ন। চক্রবর্তী রাজার প্রাদুর্ভাব হলে এই সপ্ত রত্নেরও প্রাদুর্ভাব হয়।

২। ভিক্ষুগণ! তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ রত্নেরও প্রাদুর্ভাব হয়। সেই সপ্ত রত্ন কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ রত্ন, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ রত্ন, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ রত্ন, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ রত্ন, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ রত্ন, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ রত্ন ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ রত্ন। ভিক্ষুগণ! তথাগত অরহত সম্যকসম্বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব হলে এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ রত্নেরও প্রাদুর্ভাব হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) মার সূত্র

২২৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে মারসৈন্য[২] পরাজয় মার্গ দেশনা করব, তা তোমরা শ্রবণ কর। মারসৈন্য পরাজয় মার্গ কি? তা হচ্ছে সপ্ত বোধ্যঙ্গ। সেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ইহাই হচ্ছে মারসৈন্য পরাজয় মার্গ।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) দুষ্প্রাজ্ঞ সূত্র

২২৫.১। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিস্থ সেই ভিক্ষু

---

[১]। নিজের শ্রী সৌভাগ্য দেখে রঞ্জিত হয় এবং নানা উপকার করে প্রজাদিগকে রঞ্জিত করে বলে রাজা। "ভবৎ চক্ররত্ন প্রবর্তিত হোক" এরূপ বললে চক্ররত্ন প্রবর্তিত হয় বলে চক্রবর্তী। যেই রাজার নিকট পুণ্য প্রভাবে উৎপন্ন ও প্রবর্তনশীলি চক্ররত্ন থাকে, তাঁকে চক্রবর্তী রাজা বলে।- সারসংগ্রহ (১ম খন্ড), পৃঃ ৪৫।

[২]। কাম, আরতি, ক্ষুৎপিপাসা, তৃষ্ণা, আলস্য, তন্দ্রা, বিচিকিৎসা, কুহনা (কুহক), জড়তা, লাভ, যশ, সৎকার, মিথ্যালব্ধ খ্যাতি, যে আত্ম প্রশংসারত হয়ে অপরকে ঘৃণা করে, এই সমস্ত মারের সৈন্য বলে কথিত হয়। কুপরামর্শ, কুপ্রলোভন, ষড়যন্ত্র, মানসিক চাপ, উত্তেজনা ও কুবুদ্ধি দেয়াই হচ্ছে মারের কাজ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানকে এরূপ বললেন– “ভন্তে! এই যে ‘দুষ্প্রাজ্ঞ এলমূগ’[১] (অস্পষ্ট কথা), দুষ্প্রাজ্ঞ এলমূগ’ বলা হয়। কি কারণে ‘দুষ্প্রাজ্ঞ এলমূগ’ বলা হয়?”

২। “হে ভিক্ষু! সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে ‘দুষ্প্রাজ্ঞ এলমূগ’ বলা হয়। সেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষু! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে ‘দুষ্প্রাজ্ঞ এলমূগ’ বলা হয়।” চতুর্থ সূত্র।

(৫) প্রজ্ঞাবান সূত্র

২২৬.১। “ভন্তে! এই যে ‘প্রজ্ঞাবান অনেলমূগ (যার কণ্ঠস্বর পরিশুদ্ধ বা পরিস্ফুট), প্রজ্ঞাবান অনেলমূগ’ বলা হয়। কি কারণে ‘প্রজ্ঞাবান অনেলমূগ’ বলা হয়?”

২। “হে ভিক্ষু! সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ‘প্রজ্ঞাবান অনেলমূগ’ বলা হয়। সেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষু! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ‘প্রজ্ঞাবান অনেলমূগ’ বলা হয়।” পঞ্চম সূত্র।

(৬) দরিদ্র সূত্র

২২৭.১। “ভন্তে! এই যে ‘দরিদ্র, দরিদ্র’ বলা হয়। কি কারণে ‘দরিদ্র’ বলা হয়?”

২। “হে ভিক্ষু! সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে ‘দরিদ্র’ বলা হয়। সেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষু! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে ‘দরিদ্র’ বলা হয়।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) অদরিদ্র সূত্র

২২৮.১। “ভন্তে! এই যে ‘অদরিদ্র, অদরিদ্র’ বলা হয়। কি কারণে ‘অদরিদ্র’ বলা হয়?”

২। “হে ভিক্ষু! সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ‘অদরিদ্র’ বলা হয়। সেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ কি কি? স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। ভিক্ষু! এই সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে

---

[১]। ‘অসম্পন্ন বচন’ অর্থাৎ যার কণ্ঠস্বর পরিশুদ্ধ বা পরিস্ফুট নয়। -অর্থকথা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'অদরিদ্র' বলা হয়।" সপ্তম সূত্র।

(৮) আদিত্য (সূর্য) সূত্র

২২৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছতা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুর সপ্ত বোধ্যঙ্গ উৎপাদনের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত হচ্ছে– কল্যাণমিত্রতা। কল্যানমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– 'সে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে'। কল্যানমিত্র ভিক্ষু কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই কল্যানমিত্র ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" অষ্টম সূত্র।

(৯) আধ্যাত্মিক অঙ্গ সূত্র

২৩০.১। "হে ভিক্ষুগণ! জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ রূপ আধ্যাত্মিক অঙ্গ ছাড়া সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ উৎপাদনের জন্য আমি অন্য এক অঙ্গও দেখতে পাচ্ছি না। জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষুর নিকট এরূপ প্রত্যাশিত যে– 'সে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে'। জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই জ্ঞানযুক্ত মনোযোগসম্পন্ন ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" নবম সূত্র।

(১০) বহিঃরঙ্গ সূত্র

২৩১.১। "হে ভিক্ষুগণ! কল্যাণমিত্রতারূপ বাহ্যিক অঙ্গ ছাড়া সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ উৎপাদনের জন্য আমি অন্য এক অঙ্গও দেখতে পাচ্ছি না। কল্যাণমিত্র ভিক্ষুর নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে– 'সে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে'। কল্যাণমিত্র ভিক্ষু কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই কল্যাণমিত্র ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও বহুলীকৃত করে।” দশম সূত্র।

চক্রবর্তী বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

অহংকার, চক্রবর্তী, মার, দুষ্প্রাজ্ঞ আর প্রজ্ঞাবান;
দরিদ্র, অদরিদ্র, আদিত্য ও দুই অঙ্গে দশ হয়॥

৬. কথোপকথন বর্গ

(১) আহার সূত্র

২৩২.১। শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ! আমি পঞ্চ নীবরণ এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গের আহার ও অনাহার সম্বন্ধে দেশনা করব, তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দের উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ! শুভ নিমিত্ত বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

২। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন ব্যাপাদের উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ব্যাপাদের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ! প্রতিঘ (প্রতিবন্ধক) নিমিত্ত বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ব্যাপাদের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৩। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের (আলস্য-তন্দ্রা) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ! অরতি, তন্দ্রা, বিজৃম্ভণতা, ভোজন জনিত অলসতা এবং চিত্তের লীনত্ব ভার বিদ্যমান। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৪। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের (অনুশোচনা) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ! চিত্তের অনুপশম বিদ্যমান আছে। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৫। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন বিচিকিৎসার (সন্দেহ) উৎপন্ন করায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও উৎপন্ন বিচিকিৎসার অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্য ঘটায়? ভিক্ষুগণ! বিচিকিৎসাস্থানীয় বিষয়ক ধর্ম বিদ্যমান আছে। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসার অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

৬। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গস্থানীয় ধর্মসমূহ বিদ্যমান। তথায় জ্ঞান পূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

৭। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! কুশলাকুশল, বর্জনীয়-অবর্জনীয়, হীন-প্রণীত ও পাপ-পুণ্য সদৃশ ধর্ম বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞান পূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

৮। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! আরম্ভ ধাতু, প্রচেষ্টা ধাতু ও পরাক্রম ধাতু বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞান পূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

৯। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গস্থানীয় ধর্মসমূহ বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞান পূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১০। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! কায় প্রশ্রব্ধি ও চিত্ত প্রশ্রব্ধি বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞান পূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১১। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! শমথ নিমিত্ত ও অব্যগ্র (বা ধীর) নিমিত্ত বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞান পূর্বক মনোযোগ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১২। ভিক্ষুগণ! কোন আহার অনুৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গস্থানীয় ধর্মসমূহ বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞান পূর্বক মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ আহার অনুৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১৩। "হে ভিক্ষুগণ! কোন অনাহার অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দের উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ! অশুভ নিমিত্ত বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন কামচ্ছন্দ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন কামচ্ছন্দের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

১৪। ভিক্ষুগণ! কোন অনাহার অনুৎপন্ন ব্যাপাদের উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ব্যাপাদের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ! মৈত্রীচিত্তবিমুক্তি বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন ব্যাপাদ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ব্যাপাদের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

১৫। ভিক্ষুগণ! কোন অনাহার অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের (আলস্য-তন্দ্রা) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ! আরম্ভ ধাতু, প্রচেষ্টা ধাতু ও পরাক্রম ধাতু বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

১৬। ভিক্ষুগণ! কোন অনাহার অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের (অনুশোচনা) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়? ভিক্ষুগণ! চিত্তের উপশম বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্যতা ঘটায়।

১৭। ভিক্ষুগণ! কোন অনাহার অনুৎপন্ন বিচিকিৎসার (সন্দেহ) উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসার অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও বৈপুল্য ঘটায়? ভিক্ষুগণ! কুশলাকুশল, বর্জনীয়-অবর্জনীয়, হীন-প্রণীত ও পাপ-পুণ্য সদৃশ ধর্ম বিদ্যমান আছে। তথায় জ্ঞানযুক্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন জ্ঞানযুক্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন বিচিকিৎসা উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বিচিকিৎসার অধিক মাত্রায় বৃদ্ধি ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বৈপুল্যতা ঘটায়।

১৮। ভিক্ষুগণ! কোন অনাহার অনুৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গস্থানীয় ধর্মসমূহ বিদ্যমান আছে। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

১৯। ভিক্ষুগণ! কোন অনাহার অনুৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! কুশলাকুশল, বর্জনীয়-অবর্জনীয়, হীন-প্রণীত ও পাপ-পুণ্য সদৃশ ধর্ম বিদ্যমান আছে। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

২০। ভিক্ষুগণ! কোন অনাহার অনুৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! আরম্ভ ধাতু, প্রচেষ্টা ধাতু ও পরাক্রম ধাতু বিদ্যমান আছে। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন বীর্য সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

২১। ভিক্ষুগণ! কোন অনাহার অনুৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গস্থানীয় ধর্মসমূহ বিদ্যমান আছে। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

২২। ভিক্ষুগণ! কোন অনাহার অনুৎপন্ন প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! কায় প্রশ্রব্ধি ও চিত্ত প্রশ্রব্ধি বিদ্যমান আছে। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন প্রশ্রব্ধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

২৩। ভিক্ষুগণ! কোন অনাহার অনুৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! শমথ নিমিত্ত ও অব্যগ্র (বা ধীর) নিমিত্ত বিদ্যমান আছে। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন সমাধি সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।

২৪। ভিক্ষুগণ! কোন অনাহার অনুৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়? ভিক্ষুগণ! উপেক্ষা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্বোধ্যঙ্গস্থানীয় ধর্মসমূহ বিদ্যমান আছে। তথায় ভ্রান্ত মনোযোগ ও পুনঃপুন ভ্রান্ত মনোযোগরূপ অনাহার অনুৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন করায় ও উৎপন্ন উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গের ভাবনা পরিপূর্ণ করায়।" প্রথম সূত্র।

(২) পর্যায় (পদ্ধতি) সূত্র

২৩৩.১। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধান করত পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ চিন্তার উদয় হলো– "শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে বিচরণ করতে এখনো অতি সকাল। সুতরাং আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে (বিহারে) উপস্থিত হবো।"

২। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ বললেন–

৩। "হে আবুসোগণ! শ্রমণ গৌতম তাঁর শ্রাবকদেরকে (শিষ্যদেরকে) এরূপে ধর্ম দেশনা করেন– 'ভিক্ষুগণ! এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। আমরাও আমাদের শ্রাবকদেরকে এরূপে ধর্ম দেশনা করি– 'আবুসোগণ! এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতম এবং আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের পার্থক্য, অনৈক্য ও বিভিন্নতা (অসাদৃশ্যতা) কি?"

৪। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের কথায় আনন্দিতও হলেন না এবং প্রতিবাদও করলেন না। "ভগবানের নিকট এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জেনে নেব" এই চিন্তা করে আনন্দিত না হয়ে ও প্রতিবাদ না করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে বিচরণ করে পিণ্ডপাত গ্রহণের পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিস্থ সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন–

৫। "ভন্তে! আজ আমরা পূর্বাহ্ণ সময়ে চীবর পরিধান করত পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করি। তখন আমাদের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল– 'শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে বিচরণ করতে এখনো অতি সকাল। সুতরাং আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে (বিহারে) উপস্থিত হবো'। অনন্তর আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে সম্বোধন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করি। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করি। একান্তে উপবিষ্ট হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা আমাদেরকে এরূপ বললেন–

৬। আবুসোগণ! শ্রমণ গৌতম তাঁর শ্রাবকদেরকে (শিষ্যদেরকে) এরূপে ধর্ম দেশনা করেন– 'ভিক্ষুগণ! এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। আমরাও আমাদের শ্রাবকদেরকে এরূপে ধর্ম দেশনা করি– 'আবুসোগণ! এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতম এবং আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের পার্থক্য, অনৈক্য ও বিভিন্নতা (অসদৃশ্যতা) কি?"

৭। অতঃপর আমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের কথায় আনন্দিতও হলাম না এবং প্রতিবাদও করলাম না। 'ভগবানের নিকট এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জেনে নেব' এই চিন্তা করে আনন্দিত না হয়ে ও প্রতিবাদ না করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করি।"

৮। "হে ভিক্ষুগণ! এরূপ মতবাদী অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে এরূপ বলা উচিত– 'আবুসোগণ! এমন পর্যায় আছে, যদ্দরুণ পঞ্চ নীবরণ দশ প্রকার হয় ও সপ্ত বোধ্যঙ্গ চর্তুদশ প্রকার হয়। এরূপ প্রশ্ন করা হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে না, অধিকন্তু মনোব্যথা পাবে। তার কারণ কি? কারণ তা তাদের অজ্ঞাত বিষয়। ভিক্ষুগণ! "তথাগত, তথাগত শ্রাবক অথবা এখান হতে (এই ধর্ম বিনয় হতে) ধর্ম শ্রবণ করা ব্যক্তি ব্যতীত আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মলোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এবংকি সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, যে এই প্রশ্নের সমাধান করে চিত্তকে সন্তুষ্ট করতে পারে"।

৯। ভিক্ষুগণ! এমন কোন পর্যায় বিদ্যমান আছে কি, যদ্দরুণ পঞ্চ নীবরণ দশ প্রকার হয়? যা অধ্যাত্ম কামচ্ছন্দ তা নীবরণ এবং যা বাহ্যিক কামচ্ছন্দ তাও নীবরণ। এরূপে 'কামচ্ছন্দ নীবরণ' উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। যা অধ্যাত্ম ব্যাপাদ তা নীবরণ এবং যা বাহ্যিক ব্যাপাদ তাও নীবরণ। এরূপে 'ব্যাপাদ নীবরণ' উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। যা স্ত্যান (অলসতা) তাই নীবরণ এবং যা মিদ্ধ (নিদ্রালুতা) তাও নীবরণ। এরূপে 'স্ত্যানমিদ্ধ নীবরণ' উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। যা ঔদ্ধত্য তা নীবরণ ও যা কৌকৃত্য তাও নীবরণ। এরূপে 'ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ' উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। এবং যা অধ্যাত্ম বিষয়ে বিচিকিৎসা তা নীবরণ ও যা বাহ্যিক বিষয়ে বিচিকিৎসা তাও নীবরণ। 'বিচিকিৎসা নীবরণ' এরূপেই উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তা দ্বিবিধ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পর্যায় বিদ্যমান আছে, যদ্দরুণ পঞ্চ নীবরণ দশ প্রকার হয়।"

১০। "ভিক্ষুগণ! এমন কোন পর্যায় বিদ্যমান আছে কি, যদ্দরুণ সপ্ত বোধ্যঙ্গ চর্তুদশ প্রকার হয়? অধ্যাত্ম ধর্মে যা স্মৃতি তা স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ এবং বাহ্যিক ধর্মে যা স্মৃতি তাও স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ। 'স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ! যা অধ্যাত্ম ধর্মে প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, বিচার ও সাক্ষাৎ করা তা হচ্ছে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ও যা বাহ্যিক ধর্মে প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, বিচার ও সাক্ষাৎ করা তাও ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ। 'ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ! যা কায়িক বীর্য তা বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ এবং যা চৈতসিক বীর্য তাও বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ। 'বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ! যা সবির্তক-সবিচার প্রীতি তা প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ও যা অবির্তক-অবিচার প্রীতি তাও প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ। 'প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ! যা কায় প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) তা প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং যা চিত্ত প্রশ্রদ্ধি তাও প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ। 'প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ! যা সবির্তক-সবিচার সমাধি তা সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও যা অবির্তক-অবিচার সমাধি তাও সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ। 'সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ! অধ্যাত্ম ধর্মে যা উপেক্ষা তা উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ এবং বাহ্যিক ধর্মে যা উপেক্ষা তাও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। 'উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) অগ্নি সূত্র

২৩৪.১। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করত পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ চিন্তার উদয় হলো– "শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে বিচরণ করতে এখনো অতি সকাল। সুতরাং আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে (বিহারে) উপস্থিত হবো।"

২। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে তাদের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ বললেন–

৩। "হে আবুসোগণ! শ্রমণ গৌতম তাঁর শ্রাবকদেরকে (শিষ্যদেরকে) এরূপে ধর্ম দেশনা করেন– 'ভিক্ষুগণ! এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। আমরাও আমাদের শ্রাবকদেরকে এরূপে ধর্ম দেশনা করি– 'আবুসোগণ! এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতম এবং আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের পার্থক্য, অনৈক্য ও বিভিন্নতা (অসাদৃশ্যতা) কি?"

৪। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের কথায় আনন্দিতও হলেন না এবং প্রতিবাদও করলেন না। "ভগবানের নিকট এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জেনে নেব" এই চিন্তা করে আনন্দিত না হয়ে ও প্রতিবাদ না করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে বিচরণ করে পিণ্ডপাত গ্রহণের পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিস্থ সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন–

৫। "ভন্তে! আজ আমরা পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করত পাত্র-চীবর নিয়ে শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করি। তখন আমাদের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল– 'শ্রাবস্তীতে পিণ্ডার্থে বিচরণ করতে এখনো অতি সকাল। সুতরাং আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে (বিহারে) উপস্থিত হবো'। অনন্তর আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে সম্বোধন করি। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করি। একান্তে উপবিষ্ট হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা আমাদেরকে এরূপ বললেন–

৬। আবুসোগণ! শ্রমণ গৌতম তাঁর শ্রাবকদেরকে (শিষ্যদেরকে) এরূপে ধর্ম দেশনা করেন– 'ভিক্ষুগণ! এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। আমরাও আমাদের শ্রাবকদেরকে এরূপে ধর্ম দেশনা করি– 'আবুসোগণ! এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ যথাভূতরূপে ভাবিত কর'। এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতম এবং আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের পার্থক্য, অনৈক্য ও বিভিন্নতা (অসাদৃশ্যতা) কি?"

৭। অতঃপর আমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের কথায় আনন্দিতও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হলাম না এবং প্রতিবাদও করলাম না। 'ভগবানের নিকট এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জেনে নেব' এই চিন্তা করে আনন্দিত না হয়ে ও প্রতিবাদ না করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করি।"

৮। "হে ভিক্ষুগণ! এরূপ মতবাদী অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে এরূপ বলা উচিত– 'আবুসোগণ! এমন পর্যায় আছে, যদ্দরুণ পঞ্চ নীবরণ দশ প্রকার হয় ও সপ্ত বোধ্যঙ্গ চর্তুদশ প্রকার হয়। এরূপ প্রশ্ন করা হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে না, অধিকন্তু মনোব্যথা পাবে। তার কারণ কি? কারণ তা তাদের অজ্ঞাত বিষয়। ভিক্ষুগণ! "তথাগত, তথাগত শ্রাবক ও এখান হতে (এই ধর্ম বিনয় হতে) ধর্ম শ্রবণ করা ব্যতীত আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মলোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এবংকি সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, যে এই প্রশ্নের সমাধান করে চিত্তকে সন্তুষ্ট করতে পারে"।

৯। ভিক্ষুগণ! এমন কোন পর্যায় বিদ্যমান আছে কি, যদ্দরুণ পঞ্চ নীবরণ দশ প্রকার হয়? যা অধ্যাত্ম কামচ্ছন্দ তা নীবরণ এবং যা বাহ্যিক কামচ্ছন্দ তাও নীবরণ। এরূপে 'কামচ্ছন্দ নীবরণ' উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। যা অধ্যাত্ম ব্যাপাদ তা নীবরণ এবং যা বাহ্যিক ব্যাপাদ তাও নীবরণ। এরূপে 'ব্যাপাদ নীবরণ' উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। যা স্ত্যান (অলসতা) তাই নীবরণ এবং যা মিদ্ধ (নিদ্রালুতা) তাও নীবরণ। এরূপে 'স্ত্যানমিদ্ধ নীবরণ' উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। যা ঔদ্ধত্য তা নীবরণ ও যা কৌকৃত্য তাও নীবরণ। এরূপে 'ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ' উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। এবং যা অধ্যাত্ম বিষয়ে বিচিকিৎসা তা নীবরণ ও যা বাহ্যিক বিষয়ে বিচিকিৎসা তাও নীবরণ। 'বিচিকিৎসা নীবরণ' এরূপেই উদ্দেশ বা গণনা করা হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়। ভিক্ষুগণ! এই পর্যায় বিদ্যমান আছে, যদ্দরুণ পঞ্চ নীবরণ দশ প্রকার হয়।"

১০। "ভিক্ষুগণ! এমন কোন পর্যায় বিদ্যমান আছে কি, যদ্দরুণ সপ্ত বোধ্যঙ্গ চর্তুদশ প্রকার হয়? অধ্যাত্ম ধর্মে যা স্মৃতি তা স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ এবং বাহ্যিক ধর্মে যা স্মৃতি তাও স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ। 'স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ! যা অধ্যাত্ম ধর্মে প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, বিচার ও সাক্ষাৎ করা তা হচ্ছে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ও যা বাহ্যিক ধর্মে প্রজ্ঞা দ্বারা গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান, বিচার ও সাক্ষাৎ করা তাও ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ। 'ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ! যা কায়িক বীর্য তা বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ এবং যা চৈতসিক বীর্য তাও বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ। 'বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ! যা সবিতর্ক-সবিচার প্রীতি তা প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ও যা অবিতর্ক-অবিচার প্রীতি তাও প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ। 'প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ! যা কায় প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) তা প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং যা চিত্ত প্রশ্রদ্ধি তাও প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ। 'প্রশ্রদ্ধি সম্বোধ্যঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ! যা সবিতর্ক-সবিচার সমাধি তা সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও যা অবিতর্ক-অবিচার সমাধি তাও সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ। 'সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।

ভিক্ষুগণ! অধ্যাত্ম ধর্মে যা উপেক্ষা তা উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ এবং বাহ্যিক ধর্মে যা উপেক্ষা তাও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ। 'উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ' এরূপেই উদ্দেশ বা পরিগণিত হয়। এই পর্যায়েই তা দ্বিবিধ হয়।"

১১। "হে ভিক্ষুগণ! এরূপ মতবাদী অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে এরূপ বলা উচিত– 'আবুসোগণ! যেই সময়ে চিত্ত লীন (লয়প্রাপ্ত) হয় সেই সময়ে কোন্ কোন্ বোধ্যঙ্গ ভাবনার জন্য অনুপযুক্ত এবং কোন্ কোন্ বোধ্যঙ্গ ভাবনার জন্য উপযুক্ত? যেই সময়ে চিত্ত উদ্ধত (উদ্বিগ্ন) হয় সেই সময়ে কোন্ কোন্ বোধ্যঙ্গ ভাবনার জন্য অনুপযুক্ত এবং কোন্ কোন্ বোধ্যঙ্গ ভাবনার জন্য উপযুক্ত? এরূপ প্রশ্ন করা হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে না, অধিকন্তু মনোব্যথা পাবে। তার কারণ কি? কারণ তা তাদের অজ্ঞাত বিষয়।

১২। ভিক্ষুগণ! তথাগত, তথাগত শ্রাবক ও এখান হতে (এই ধর্ম বিনয় হতে) ধর্ম শ্রবণ করা ব্যতীত আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মলোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এবংকি সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে কোথাও কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, যে এই প্রশ্নের সমাধান করে চিত্তকে সন্তুষ্ট করতে পারে।

১৩। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে চিত্ত লীন (লয়প্রাপ্ত) হয় সেই সময়ে প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার জন্য অনুপযুক্ত। তার কারণ কি? সেই লীন চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা অনায়াসে উৎপন্ন হয় না।

ভিক্ষুগণ! যেমন মনেকর, এক ব্যক্তি ক্ষুদ্রাকারে অগ্নি প্রজ্জলন করতে চাচ্ছে। তখন সে যদি তথায় আর্দ্র তৃণ, ভিজা গোময় ও তাজা কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে। তদুপরি জল ও বাতাস দেয় এবং ধূলি ছিটিয়ে দেয়; তাহলে কি সেই ব্যক্তি সেই অগ্নি প্রজ্জলন করতে সক্ষম হবে? "না, ভন্তে।"

ভিক্ষুগণ! ঠিক এরূপেই যেই সময়ে চিত্ত লীন (লয়প্রাপ্ত) হয় সেই সময়ে প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার জন্য অনুপযুক্ত। তার কারণ কি? সেই লীন চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা অনায়াসে উৎপন্ন হয় না।

১৪। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে চিত্ত লীন (লয়প্রাপ্ত) হয় সেই সময়ে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ও প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার জন্য উপযুক্ত। তার কারণ কি? সেই লীন চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা সহজে উৎপন্ন হয়।

ভিক্ষুগণ! যেমন মনেকর, এক ব্যক্তি ক্ষুদ্রাকারে অগ্নি প্রজ্জলন করতে চাচ্ছে। তখন সে যদি তথায় শুষ্ক তৃণ, শুষ্ক গোময় ও শুষ্ক কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করে। তদুপরি মুখ দিয়ে বাতাস দেয় এবং ধূলি ছিটিয়ে না দেয়; তাহলে কি সেই ব্যক্তি সেই অগ্নি প্রজ্জলন করতে সক্ষম হবে? "হ্যাঁ, ভন্তে।"

ভিক্ষুগণ! ঠিক এরূপেই যেই সময়ে চিত্ত লীন (লয়প্রাপ্ত) হয় সেই সময়ে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ও প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার জন্য উপযুক্ত। তার কারণ কি? সেই লীন চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা সহজে উৎপন্ন হয়।

১৫। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে চিত্ত উদ্ধত (উদ্বিগ্ন) হয় সেই সময়ে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ও প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার জন্য অনুপযুক্ত। তার কারণ কি? সেই উদ্ধত চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা উপশম হওয়া দুরূহ হয়।

ভিক্ষুগণ! যেমন মনেকর, এক ব্যক্তি বিরাটাকার অগ্নিস্কন্ধ নির্বাপণ করতে চাচ্ছে। তখন সে যদি তথায় শুষ্ক তৃণ, শুষ্ক গোময় ও শুষ্ক কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করে। তদুপরি মুখ দিয়ে বাতাস দেয় এবং ধূলি ছিটিয়ে না দেয়; তাহলে কি সেই ব্যক্তি সেই অগ্নিস্কন্ধ নির্বাপণ করতে সক্ষম হবে? "না, ভন্তে।"

ভিক্ষুগণ! ঠিক এরূপেই যেই সময়ে চিত্ত উদ্ধত হয় সেই সময়ে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ও প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার জন্য অনুপযুক্ত। তার কারণ কি? সেই উদ্ধত চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা উপশম হওয়া দুরূহ হয়।

১৬। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে চিত্ত উদ্ধত (উদ্বিগ্ন) হয় সেই সময়ে প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার জন্য উপযুক্ত। তার কারণ কি? সেই উদ্ধত চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা উত্তমরূপে উপশম হয়।

ভিক্ষুগণ! যেমন মনেকর, এক ব্যক্তি বিরাটাকার অগ্নিস্কন্ধ নির্বাপণ করতে চাচ্ছে। তখন সে যদি তথায় আর্দ্র তৃণ, ভিজা গোময় ও তাজা কাষ্ঠাদি নিক্ষেপ করে। তদুপরি জল ও বাতাস দেয় এবং ধূলি ছিটিয়ে দেয়; তাহলে কি সেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্যক্তি সেই অগ্নিস্কন্ধ নির্বাপণ করতে সক্ষম হবে? "হ্যাঁ, ভন্তে।"

ভিক্ষুগণ! ঠিক এরূপেই যেই সময়ে চিত্ত উদ্ধত হয় সেই সময়ে প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনার জন্য উপযুক্ত। তার কারণ কি? সেই উদ্ধত চিত্ত এই ধর্মসমূহের দ্বারা উত্তমরূপে উপশম হয়। ভিক্ষুগণ! স্মৃতিকেই আমি সবকিছু বলি।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) মৈত্রীসহগত সূত্র

২৩৫.১। এক সময় ভগবান কোলিয়তে হরিদ্রবসন নামক কোলিয়দের গ্রামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করত পাত্র-চীবর নিয়ে হরিদ্রবসনে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণের মনে এরূপ চিন্তার উদয় হলো– "হরিদ্রবসনে পিণ্ডার্থে বিচরণ করতে এখনো অতি সকাল। সুতরাং আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে (বিহারে) উপস্থিত হবো।"

২। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণকে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা এরূপ বললেন–

৩। "হে আবুসোগণ! শ্রমণ গৌতম তাঁর শ্রাবকদেরকে (শিষ্যদেরকে) এরূপে ধর্ম দেশনা করেন– 'ভিক্ষুগণ! এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে মৈত্রীসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। করুণাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে করুণাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। মুদিতাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মুদিতাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। উপেক্ষাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে উপেক্ষাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর।'

৪। আবুসোগণ! আমরাও আমাদের শ্রাবকদেরকে এরূপে ধর্ম দেশনা করি– 'আবুসোগণ! এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে মৈত্রীসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। করুণাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে করুণাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। মুদিতাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মুদিতাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। উপেক্ষাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে উপেক্ষাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। আবুসোগণ! এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতম এবং আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের পার্থক্য, অনৈক্য ও বিভিন্নতা (অসাদৃশ্যতা) কি?"

৫। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের কথায় আনন্দিতও হলেন না এবং প্রতিবাদও করলেন না। "ভগবানের নিকট এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জেনে নেব" এই চিন্তা করে আনন্দিত না হয়ে ও প্রতিবাদ না করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষুগণ হরিদ্রবসনে পিণ্ডার্থে বিচরণ করে পিণ্ডপাত গ্রহণের পর ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিস্থ সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন–

৬। "ভন্তে! আজ আমরা পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করত পাত্র-চীবর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিয়ে হরিদ্রবসনে পিণ্ডার্থে প্রবেশ করি। তখন আমাদের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হয়েছিল– ‘হরিদ্রবসনে পিণ্ডার্থে বিচরণ করতে এখনো অতি সকাল। সুতরাং আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে (বিহারে) উপস্থিত হবো’। অনন্তর আমরা অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের আরামে উপস্থিত হয়ে তাদের সাথে সম্বোধন করি। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করি। একান্তে উপবিষ্ট হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকেরা আমাদেরকে এরূপ বললেন–

৭। “হে আবুসোগণ! শ্রমণ গৌতম তাঁর শ্রাবকদেরকে (শিষ্যদেরকে) এরূপে ধর্ম দেশনা করেন– ‘ভিক্ষুগণ! এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে মৈত্রীসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। করুণাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে করুণাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। মুদিতাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মুদিতাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। উপেক্ষাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে উপেক্ষাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর।’

৮। আবুসোগণ! আমরাও আমাদের শ্রাবকদেরকে এরূপে ধর্ম দেশনা করি– ‘আবুসোগণ! এসো, তোমরা পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে মৈত্রীসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মৈত্রীসহগত চিত্তে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। করুণাসহগত চিত্তে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে করুণাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। মুদিতাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে মুদিতাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। উপেক্ষাসহগত চিত্তে এক দিকে স্ফুরিত (পরিব্যাপ্ত) করে অবস্থান কর। তথা দুই দিকে, তিন দিকে ও চারি দিকে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। এরূপেই উর্দ্ধে, অধঃ, নিম্নে, আড়াআড়িভাবে, সর্বত্র, সকল প্রাণী ও সমগ্র লোকের প্রতি বিপুল, মহদ্গত (মহান), অপ্রমান, অবৈরী ও মিত্রভাবাপন্ন হয়ে উপেক্ষাসহগত চিত্তে স্ফুরিত করে অবস্থান কর। আবুসোগণ! এক্ষেত্রে শ্রমণ গৌতম এবং আমাদের ধর্মদেশনা ও অনুশাসনের পার্থক্য, অনৈক্য ও বিভিন্নতা (অসাদৃশ্যতা) কি?"

৯। অতঃপর আমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদের কথায় আনন্দিতও হলাম না এবং প্রতিবাদও করলাম না। 'ভগবানের নিকট এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ জেনে নেব' এই চিন্তা করে আনন্দিত না হয়ে ও প্রতিবাদ না করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করি।

১০। "হে ভিক্ষুগণ! এরূপ মতবাদী অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণকে এরূপ বলা উচিত– 'আবুসোগণ! মৈত্রীচিত্ত বিমুক্তি কিরূপে ভাবিত হয়, এবং এর লক্ষ্য বা গতি কি? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কি? করুণাচিত্ত বিমুক্তি কিরূপে ভাবিত হয়, এবং এর লক্ষ্য বা গতি কি? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কি? মুদিতাচিত্ত বিমুক্তি কিরূপে ভাবিত হয়, এবং এর লক্ষ্য বা গতি কি? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কি? উপেক্ষাচিত্ত বিমুক্তি কিরূপে ভাবিত হয়, এবং এর লক্ষ্য বা গতি কি? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কি? এরূপ প্রশ্ন করা হলে অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে না, অধিকন্তু মনোব্যথা পাবে। তার কারণ কি? কারণ তা তাদের অজ্ঞাত বিষয়।

১১। ভিক্ষুগণ! মৈত্রীচিত্ত বিমুক্তি কিরূপে ভাবিত হয়, এবং এর লক্ষ্য বা গতি কি? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী মৈত্রীসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী মৈত্রীসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, মৈত্রীসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মৈত্রীসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, মৈত্রীসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, মৈত্রীসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও মৈত্রীসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। সে যদি 'অপ্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, তথায় সে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। যদি 'প্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, তথায় সে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। 'অপ্রতিকূলে ও প্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করলে, সে তথায় প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। আর 'প্রতিকূলে ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করলে, তথায় সে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। এবং যদি 'অপ্রতিকূল ও প্রতিকূল উভয়কে পরিহার করে স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, সে তথায় স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে এবং শুভ বিমোক্ষ লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! মৈত্রীচিত্ত বিমুক্তিকে আমি পরম শুভ বা কল্যাণপ্রদ বলি। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর বিমুক্তি অভেদ্য হয়।

১২। ভিক্ষুগণ! করুণাচিত্ত বিমুক্তি কিরূপে ভাবিত হয়, এবং এর লক্ষ্য বা গতি কি? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী করুণাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী করুণাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, করুণাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, করুণাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, করুণাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, করুণাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও করুণাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। সে যদি 'অপ্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, তথায় সে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। যদি 'প্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, তথায় সে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। 'অপ্রতিকূলে ও প্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করলে, সে তথায় প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। আর 'প্রতিকূলে ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করলে, তথায় সে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। এবং যদি 'অপ্রতিকূল ও প্রতিকূল উভয়কে পরিহার করে স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, সে তথায় স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করে। সকল রূপসংজ্ঞা অতিক্রম করে, প্রতিঘ সংজ্ঞা ধ্বংস করে ও বিভিন্ন সংজ্ঞার (বহুবিধ চেতনা) প্রতি অমনোযোগী হয়ে 'অনন্ত আকাশ' এরূপ আকাশ অনন্তায়তন (লৌকিক চারি অরূপাবচর ধ্যানের প্রথম স্তর) ধ্যান লাভ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! আকাশ অনন্তায়তন পরমকে আমি বিমুক্তি করুণাচিত্ত বলি। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর বিমুক্তি অভেদ্য হয়।

১৩। ভিক্ষুগণ! মুদিতাচিত্ত বিমুক্তি কিরূপে ভাবিত হয়, এবং এর লক্ষ্য বা গতি কি? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী মুদিতাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী মুদিতাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, মুদিতাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মুদিতাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, মুদিতাসহগত প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, মুদিতাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও মুদিতাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। সে যদি 'অপ্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, তথায় সে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। যদি 'প্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, তথায় সে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। 'অপ্রতিকূলে ও প্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করলে, সে তথায় প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। আর 'প্রতিকূলে ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করলে, তথায় সে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। এবং যদি 'অপ্রতিকূল ও প্রতিকূল উভয়কে পরিহার করে স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, সে তথায় স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করে। সকল আকাশ অনন্তায়তন অতিক্রম করে 'অনন্ত বিজ্ঞান' এরূপ বিজ্ঞান অনন্তায়তন[১] ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! বিজ্ঞান অনন্তায়তন পরমকে আমি বিমুক্তি মুদিতাচিত্ত বলি। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর বিমুক্তি অভেদ্য হয়।

১৪। ভিক্ষুগণ! উপেক্ষাচিত্ত বিমুক্তি কিরূপে ভাবিত হয়, এবং এর লক্ষ্য বা গতি কি? তার পরম প্রাপ্তি, ফল ও পর্যাবসানই বা কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী উপেক্ষাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী উপেক্ষাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ,

---

[১]। ইহা অরূপাবচর ধ্যানের দ্বিতীয় স্তর। বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিলয় আছে। এই অর্থে বিজ্ঞান সান্ত হলেও অনন্ত আকাশকে অবলম্বন করাতে একে অনন্ত বলা হয়েছে। এই ব্রহ্মবাসীর পরমায়ু চল্লিশ সহস্র কল্প। এই দ্বিতীয় অরূপলোক হতে ৫৫ লক্ষ ৮ সহস্র যোজন উপরে আকিঞ্চনায়তন অবস্থিত।- পটিচ্চ-সমুপ্পাদ, পৃঃ ২৮, শ্রী প্রজ্ঞালোক স্থবির।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপেক্ষাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষাসহগত প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। সে যদি 'অপ্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, তথায় সে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। যদি 'প্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, তথায় সে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। 'অপ্রতিকূলে ও প্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী কয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করলে, সে তথায় প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। আর 'প্রতিকূলে ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করলে, তথায় সে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। এবং যদি 'অপ্রতিকূল ও প্রতিকূল উভয়কে পরিহার করে স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করতে' প্রত্যাশা করে, সে তথায় স্মৃতিমান, সম্প্রজ্ঞানী ও উপেক্ষক হয়ে অবস্থান করে। সকল বিজ্ঞান অনন্তায়তন অতিক্রম করে 'কোনও কিছু বিদ্যমান নাই' এরূপ আকিঞ্চনায়তন ধ্যান[১] লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! আকিঞ্চনায়তন পরমকে আমি বিমুক্তি উপেক্ষাচিত্ত বলি। এক্ষেত্রে প্রজ্ঞাবান ভিক্ষুর বিমুক্তি অভেদ্য হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) সঙ্গারব সূত্র[২]

২৩৬.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর সঙ্গারব ব্রাহ্মণ[৩] ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একান্তেউপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভো গৌতম! কি হেতু ও কি প্রত্যয়ে মাঝে মধ্যে দীর্ঘসময় অধ্যয়নের পরও মন্ত্রাদি (ধর্মীয় বিষয়াদি) মনে প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়? আবার, কি হেতু ও কি প্রত্যয়ে মাঝে মধ্যে দীর্ঘসময় বিনা

---

[১]। লৌকিক অরূপাবচর ধ্যানের তৃতীয় স্তর। এই ব্রহ্মবাসীর পরমায়ু ষষ্টি সহস্র কল্প। অরূপধ্যানী যোগী মনে করেন এই অনন্ত চিত্তও 'কিছু না,' এর ভগ্নাংশও অবশিষ্ট নেই। অর্থাৎ ইহা অবিদ্যমান। কিঞ্চনের বা কিছুর অভাবই আকিঞ্চন।- পটিচ্চ-সমুপ্পাদ, পৃঃ ২৯, শ্রী প্রজ্ঞালোক স্থবির।

[২]। এই সঙ্গারব সূত্রটি অঙ্গুত্তর নিকায় ৫ম নিপাতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। আলোচ্য সূত্রে শুধুমাত্র ৬নং প্যারাটি সংযুক্ত করা হয়েছে, পার্থক্য শুধুমাত্র এটাই। দ্রষ্টব্য- অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫ম নিপাত, পৃঃ ২২১, অনুবাদকঃ প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু।

[৩]। সঙ্গারব ব্রাহ্মণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অঙ্গুত্তর নিকায় ৫ম নিপাতে ২২১ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দেখুন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অধ্যয়নের পরও মন্ত্রাদি মনে প্রতিভাত হয়, আর অধ্যয়নের কথা তো বলারই নয়?"

৩। "হে ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘসময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

৪। ব্রাহ্মণ! যেমন, লাক্ষা[১], হরিদ্র, নীল ও টকটকে লাল রং মিশ্রিত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘসময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘসময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ! অগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত, ফুটন্ত এবং স্ফুটনাঙ্ক জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘসময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ

---

[১]। এক প্রকার লাল রঙের বৃক্ষনির্যাস।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন স্ত্যানমিদ্ধের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘসময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ! শৈবাল ও পানা দ্বারা আবৃত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন স্ত্যান-মিদ্ধের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘসময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘসময় অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ! বাতাসে কম্পিত, চালিত, আন্দোলিত, ঘূর্ণায়মান এবং ঊর্মিপূর্ণ জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘসময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

পুনশ্চ, হে ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ বিচিকিৎসা (সন্দেহ) দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘসময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যেমন, ব্রাহ্মণ! আবিল, ঘোলাটে, কর্দমাক্ত ও অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুদস্তচিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না। তখন দীর্ঘসময় ধরে অধ্যয়নকৃত মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়। ব্রাহ্মণ! এই হেতু ও এই প্রত্যয়ে মাঝে মধ্যে দীর্ঘসময় ধরে অধ্যয়নের পরও মন্ত্রাদি মনে প্রতিভাত হয় না, আর বিনা অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

৫। কিন্তু, হে ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়ণের কথাতো বলারই নয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ! লাক্ষা, হলুদ, নীল ও টকটকে লাল রং অমিশ্রিত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়; ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়ণের কথাতো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ! অগ্নিদ্বারা অসন্তপ্ত, অফুটন্ত এবং অস্ফুটনাঙ্ক জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়। ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন স্ত্যান-মিদ্ধের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিত ও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ! শৈবাল ও পানা দ্বারা অনাবৃত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়। ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুত্থিত ও স্ত্যান-মিদ্ধ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন স্ত্যান-মিদ্ধের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

যেমন, ব্রাহ্মণ! বাতাসে অকম্পিত, অচালিত, অনান্দোলিত, অঘূর্ণায়মান এবং ঊর্মিপূর্ন নয় এরূপ জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়। ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুত্থিত ও ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্যের নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

পুনশ্চ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণ! যেমন, অনাবিল, পরিস্কার, কর্দমহীন ও অন্ধকারে অনিক্ষিপ্ত জলপাত্রে চক্ষুষ্মান পুরুষ নিজ মুখচ্ছবি দর্শনকালে যথার্থরূপে জানে ও দেখতে পায়। ঠিক তদ্রুপ, ব্রাহ্মণ! যেই সময়ে কেউ বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে না এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে; সেই সময়ে সে আত্মহিতও যথার্থরূপে জানে ও দেখে; সেই সময়ে পরহিত ও উভয়হিত যথার্থরূপে জানে ও দেখে। তখন দীর্ঘসময় বিনা অধ্যয়নেও মন্ত্রাদি তার নিকট প্রতিভাত হয়; আর অধ্যয়নের কথাতো বলারই নয়।

৬। হে ব্রাহ্মণ! অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশ রূপ এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই সপ্ত কি কি? অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশ রূপ স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। অনুরূপভাবে অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশ রূপ ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ এবং উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। ব্রাহ্মণ! অনাবরণ, অনীবরণ ও চিত্তের অনুপক্লেশ রূপ এই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিদ্যা-বিমুক্তি ফল সাক্ষাতের জন্য সংবর্তিত হয়। এরূপ উক্ত হলে সঙ্গারব ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন–

৭। "মাননীয় গৌতম! অতি সুন্দর! অতি মনোরম! মাননীয় গৌতম, যেমন, কেউ অধোমুখী পাত্রকে ঊর্দ্ধমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ বলে দেয় এবং অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপাদি দেখতে পায়; ঠিক সেরূপেই মাননীয় গৌতমের দ্বারা অনেক পর্যায়ে ধর্ম প্রকাশিত হলো। এখন হতে আমি মাননীয় গৌতমের শরণ গ্রহণ করছি, ধর্ম এবং ভিক্ষু সংঘের শরণও গ্রহণ করছি। হে প্রভূ গৌতম! আজ হতে আমাকে আপনাদের আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে ধারণ করুন।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) অভয় সূত্র

২৩৭.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর অভয় রাজকুমার ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভয় রাজকুমার ভগবানকে এরূপ বললেন– "ভন্তে! পূরণ কশ্যপ[১] এরূপ বলে থাকেন– 'অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য কোন হেতু ও কোন প্রত্যয় বিদ্যমান নেই। অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য অহেতু ও অপ্রত্যয় বিদ্যমান আছে। আর জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য কোন হেতু ও কোন প্রত্যয় বিদ্যমান নেই। জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য অহেতু ও অপ্রত্যয় বিদ্যমান আছে'। এক্ষেত্রে ভগবান কি বলেন?"

২। "হে রাজকুমার! অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য হেতু ও প্রত্যয় বিদ্যমান আছে। অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য সহেতু ও সপ্রত্যয় বিদ্যমান আছে। আর জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য হেতু ও প্রত্যয় বিদ্যমান আছে। জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য সহেতু ও সপ্রত্যয় বিদ্যমান আছে।"

"ভন্তে! অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য হেতু ও প্রত্যয় হয়? কিরূপে অজ্ঞান এবং অদর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়?"

৩। "রাজকুমার! যেই সময়ে কেউ কামরাগ দ্বারা পর্যুত্থিত ও কামরাগ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন কামরাগের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না। অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই অজ্ঞান এবং অদর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।

পুনশ্চ, রাজকুমার! যেই সময়ে কেউ ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুত্থিত ও ব্যাপাদ দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন ব্যাপাদের নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না। অনুরূপভাবে যেই সময়ে কেউ স্ত্যানমিদ্ধ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য এবং বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুত্থিত ও বিচিকিৎসা দ্বারা পর্যুদস্ত চিত্তে অবস্থান করে এবং উৎপন্ন বিচিকিৎসার নিঃসরণ (ধ্বংস) যথার্থরূপে জানে না ও দেখতে পায় না। অজ্ঞান এবং অদর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই অজ্ঞান এবং অদর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।"

৪। "ভন্তে! এই ধর্মপর্যায় কোন নামে অভিহিত হয়?" "নীবরণ নামে।" "ভগবান! বাস্তবিক অর্থেই ইহা নীবরণ, সুগত! বাস্তবিক অর্থেই ইহা নীবরণ।

---

[১]। জন প্রিয় প্রথায় দীর্ঘনিকায় অর্থকথায় "পূরেতি" শব্দের অর্থের সহিত সঙ্গতি রেখে বা সম্পর্ক রেখে উক্ত "পূরণকস্সপ" না অর্থে "কুলস্স একূনং দাস-সতং পূরযমানো জাতো"- অর্থাৎ কুলের বা সম্ভ্রান্ত বংশের ৯৯ জন দাসের মধ্যে একশত পূর্ণ করার জন্য "কস্সপ (কশ্যপ)" নামক একজন দাস জন্ম গ্রহণ করেছে বলে তার নাম হয়েছিল "পূরণকস্সপ বা পূরণকশ্যপ"।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (২য় খন্ড), পৃঃ ১১২৩। কিন্তু মধ্যম নিকায় ১ম খন্ডের ২১৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উক্ত গ্রন্থের অনুবাদক বেণীমাধব বড়ুয়া এই কশ্যপের 'পূরণ' আখ্যার উৎপত্তির বিবরণ আচার্য বুদ্ধঘোষের কল্পনাপ্রসুত বলে মত প্রকাশ করেছেন। পূরণ কশ্যপ সম্পর্কে আরো দেখুন, মহাপরিনির্বাণ সুত্র, পৃঃ ২৩১, রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভন্তে! এই নীবরণের মধ্যে কেউ কোন এক নীবরণের দ্বারা অভিভূত হয়ে যথার্থরূপে জানে না ও দেখে না, আর পঞ্চ নীবরণের কথাই বা কি?”

“ভন্তে! জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য কোন হেতু ও কোন প্রত্যয় হয়? কিরূপে জ্ঞান এবং দর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়?”

৫। “রাজকুমার! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। সে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ চিত্ত দ্বারা ভাবিত করে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই জ্ঞান এবং দর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।

পুনশ্চ, রাজকুমার! ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। সে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ চিত্ত দ্বারা ভাবিত করে যথার্থরূপে জানে ও দেখে। রাজকুমার! জ্ঞান এবং দর্শনের জন্য এই হেতু ও এই প্রত্যয় হয়। এরূপেই জ্ঞান এবং দর্শন সহেতু ও সপ্রত্যয় হয়।”

৬। “ভন্তে! এই ধর্মপর্যায় কোন নামে অভিহিত হয়?” “বোধ্যঙ্গ নামে।” “ভগবান! বাস্তবিক অর্থেই ইহা বোধ্যঙ্গ, সুগত! বাস্তবিক অর্থেই ইহা বোধ্যঙ্গ। ভন্তে! এই বোধ্যঙ্গের মধ্যে কেউ কোন এক বোধ্যঙ্গ দ্বারা সমন্বিত হয়ে যথার্থরূপে জানে ও দেখে, আর সপ্ত বোধ্যঙ্গের কথাই বা কি? যদিও আমি গৃধ্রকূট পর্বতে আরোহণ করে কায়িক ও মানসিকভাবে পরিশ্রান্ত হয়েছি, তবুও আমি এখন প্রশান্ত আছি, আমার ধর্ম পরিপূর্ণরূপে অধিকৃত হয়েছে।” ষষ্ঠ সূত্র।

কথোপকথন বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

আহার, পর্যায়, অগ্নি, মৈত্রী, সঙ্গারব;
অভয়ে জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন, গৃধ্রকূট পর্বতে॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. আনাপান বর্গ

(১) অস্থি মহাফল সূত্র

২৩৮.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! অস্থিসংজ্ঞা[১] ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও অস্থিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।"

অন্যতরফল সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ! অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহ জন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দু'টি ফলের মধ্যে যে কোন একটি প্রত্যাশিত হয়। কিরূপে অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহ জন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দু'টি ফলের মধ্যে যে কোন একটি প্রত্যাশিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও অস্থিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহ জন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দু'টি ফলের মধ্যে যে কোন একটি প্রত্যাশিত হয়।"

মহাফল সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ! অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। কিরূপে অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল লাভের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে।

---

[১]। মৃতদেহের চর্ম, মাংস ও স্নায়ু বর্জিত যে কঙ্কাল বিদ্যমান তা সম্যকরূপে জানা বা উপলব্ধি করাই 'অস্থিসংজ্ঞা'।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞা হগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও অস্থিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।”

যোগক্ষেম সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ! অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। কিরূপে অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও অস্থিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।”

সংবেগ সূত্র

“হে ভিক্ষুগণ! অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসংবেগ[১] উৎপাদনের জন্য সংবর্তিত হয়। কিরূপে অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও অস্থিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা

---

[১]। পার্থিব দুঃখসমূহ দর্শনে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম চিন্তা। খুদ্দকপাঠের অর্থকথায় ঈদৃশ ধর্মসম্মত ভাবাবেগ উৎপন্ন হবার অষ্টবিধ কারণজনিত অনিবার্য দুঃখ সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, যথা- জন্ম, জরা বা বার্ধক্য, ব্যাধি, মৃত্যু, অপায় বা নরকের যন্ত্রণাদায়ক দুঃখ, পূর্বজন্মের কারণজনিত দুঃখ, ইহজন্মের কারণজনিত বর্তমান দুঃখ এবং বর্তমানের কারণজনিত ভবিষ্যৎ দুঃখ।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (২য় খন্ড), পৃঃ ১৫৫৬।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য সংবর্তিত হয়।"

সুখে অবস্থান সূত্র

"হে ভিক্ষুগণ! অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়। কিরূপে অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অস্থিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, অস্থিসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও অস্থিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অস্থিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) পুলবক সূত্র

২৩৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! পুলবকসংজ্ঞা[১] ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে পুলবকসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী পুলবকসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী পুলবকসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, পুলবকসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, পুলবকসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, পুলবকসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, পুলবকসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও পুলবকসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই পুলবকসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

---

[১]। পুলবক দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে নবম। আমক শ্মশানে পরিত্যক্ত শবদেহ বা মৃতদেহ পঁচে গেলে তাতে ক্রিমিকীট উৎপন্ন হয়ে যখন পঁচা শতদেহ ভক্ষণ করতে থাকে সেই সময়ে অশুভ ভাবনাকারী যোগী শবদেহের পরিবর্তে "ক্রিমিকীটের দ্বারা ভক্ষিত হচ্ছে" বলে ভাবনায় বা ধ্যানে মনোনিবেশ করে থাকেন। এই ধ্যানের মাধ্যমে যোগী উহাকে জানেন, তদপেক্ষা অধিক জানেন, বিশেষরূপে জানেন এবং জ্ঞান বা প্রজ্ঞাসহকারে জানেন। ইহাই "পুলবক সঞ্ঞা" বা "পুলবক সংজ্ঞা"।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (২য় খন্ড), পৃঃ ১১২১।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৩) বিনীলক সূত্র

২৪০.১। "হে ভিক্ষুগণ! বিনীলকসংজ্ঞা[১] ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে বিনীলকসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বিনীলকসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বিনীলকসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বিনীলকসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, বিনীলকসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, বিনীলকসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, বিনীলকসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও বিনীলকসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই বিনীলকসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) বিচ্ছিদ্দক (বিচ্ছিদ্র) সূত্র

২৪১.১। "হে ভিক্ষুগণ! বিচ্ছিদ্দক (বিচ্ছিদ্র) সংজ্ঞা[২] ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে বিচ্ছিদ্দকসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বিচ্ছিদ্দকসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বিচ্ছিদ্দকসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বিচ্ছিদ্দকসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, বিচ্ছিদ্দকসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, বিচ্ছিদ্দকসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, বিচ্ছিদ্দকসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও বিচ্ছিদ্দকসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই বিচ্ছিদ্দকসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" চতুর্থ সূত্র।

---

[১]। ইহা দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে দ্বিতীয়। উদ্ধুমাতকং বা মৃত শরীরের প্রথমাবস্থার পর শবদেহের দ্বিথীয়াবস্থা পরিবর্তিত হয়ে মাংসবহুল স্থানে রক্তবর্ণ, পুঁজ সঞ্চিত স্থানে শ্বেতবর্ণ এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে নীলবর্ণ বা নীলবস্ত্রাবৃত্তের মত হওয়াকে 'বিনীলক' মৃতদেহ বলে। এই 'বিনীলক' মৃতদেহকে সম্যকরূপে জানা বা উপলব্ধি করাই 'বিনীলকসংজ্ঞা'।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (১ম খন্ড), পৃঃ ২৫৩।

[২]। মৃতদেহের বিভিন্ন স্থানে ছিন্নভিন্ন অবস্থা। ইহা দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে চতুর্থ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৫) উদ্ধুমাতক সূত্র

২৪২.১। "হে ভিক্ষুগণ! উদ্ধুমাতকসংজ্ঞা[১] ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে উদ্ধুমাতকসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী উদ্ধুমাতকসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী উদ্ধুমাতকসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, উদ্ধুমাতকসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, উদ্ধুমাতকসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, উদ্ধুমাতকসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, উদ্ধুমাতকসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উদ্ধুমাতকসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই উদ্ধুমাতকসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) মৈত্রী সূত্র

২৪৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! মৈত্রী ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে মৈত্রী ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী মৈত্রীসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী মৈত্রীসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, মৈত্রীসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মৈত্রীসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, মৈত্রীসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, মৈত্রীসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও মৈত্রীসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই মৈত্রী ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) করুণা সূত্র

২৪৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! করুণা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে করুণা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ

---

[১]। মৃতদেহের প্রথমাবস্থা। শবদেহ বা মৃতদেহ ফুলে কামারের ভাঁতির ন্যায় অতি ভীষণ কুৎসিত আকার ধারণ করাকে 'উদ্ধুমাতক' বলে। এই 'উদ্ধুমাতক' মৃতদেহকে সম্যকরূপে জানা বা উপলব্ধি করাই 'উদ্ধুমাতকসংজ্ঞা'। 'উদ্ধুমাতক' দশবিধ অশুভ কর্মস্থানের মধ্যে প্রথম।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (১ম খন্ড), পৃঃ ২৩৫।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী করুণাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী করুণাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, করুণাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, করুণাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, করুণাসহগত প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, করুণাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও করুণাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই করুণা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।” সপ্তম সূত্র।

(৮) মুদিতা সূত্র

২৪৫.১। “হে ভিক্ষুগণ! মুদিতা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে মুদিতা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী মুদিতাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী মুদিতাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, মুদিতাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মুদিতাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, মুদিতাসহগত প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, মুদিতাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও মুদিতাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই মুদিতা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।” অষ্টম সূত্র।

(৯) উপেক্ষা সূত্র

২৪৬.১। “হে ভিক্ষুগণ! উপেক্ষা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে উপেক্ষা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী উপেক্ষাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী উপেক্ষাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষাসহগত প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, উপেক্ষাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই উপেক্ষা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।” নবম সূত্র।

(১০) আনাপান সূত্র

২৪৭.১। “হে ভিক্ষুগণ! আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী আনাপানস্মৃতিসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী আনাপানস্মৃতিসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, আনাপানস্মৃতিসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, আনাপানস্মৃতিসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, আনাপানস্মৃতিসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, আনাপানস্মৃতিসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও আনাপানস্মৃতিসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" দশম সূত্র।

আনাপান বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

অস্থি, পুলবক, বিনীলক, বিচ্ছিদ্র, উদ্ধুমাতকে পঞ্চম;
মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা, আনাপানে দশ॥

৮. নিরোধ বর্গ

(১) অশুভ সূত্র

২৪৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! অশুভসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে অশুভসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অশুভসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অশুভসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, অশুভসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও অশুভসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অশুভসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) মৃত্যু সূত্র

২৪৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! মৃত্যুসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে মৃত্যুসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিণামী মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও মৃত্যুসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই মৃত্যুসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) আহারে প্রতিকূল সূত্র

২৫০.১। "হে ভিক্ষুগণ! আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আহারে প্রতিকূলসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) অনভিরতি সূত্র

২৫১.১। "হে ভিক্ষুগণ! সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই সর্বলোকে অনভিরতিসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) অনিত্য সূত্র

২৫২.১। "হে ভিক্ষুগণ! অনিত্যসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে অনিত্যসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অনিত্যসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অনিত্যসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, অনিত্যসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও অনিত্যসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অনিত্যসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) দুঃখ সূত্র

২৫৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) অনাত্ম সূত্র

২৫৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই দুঃখে অনাত্মসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" সপ্তম সূত্র।

(৮) প্রহাণ সূত্র

২৫৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! প্রহাণসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে প্রহাণসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী প্রহাণসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী প্রহাণসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, প্রহাণসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রহাণসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রহাণসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, প্রহাণসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও প্রহাণসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই প্রহাণসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" অষ্টম সূত্র।

(৯) বিরাগ সূত্র

২৫৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! বিরাগসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে বিরাগসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বিরাগসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বিরাগসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, বিরাগসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও বিরাগসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই বিরাগসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।" নবম সূত্র।

(১০) নিরোধ সূত্র

২৫৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। কিরূপে নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী নিরোধসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী নিরোধসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরোধসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।

২। ভিক্ষুগণ! নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহ জন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দু'টি ফলের মধ্যে যে কোন একটি প্রত্যাশিত হয়। কিরূপে নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহ জন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দু'টি ফলের মধ্যে যে কোন একটি প্রত্যাশিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী নিরোধসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী নিরোধসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও নিরোধসংজ্ঞাসহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহ জন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দু'টি ফলের মধ্যে যে কোন একটি প্রত্যাশিত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়। কিরূপে নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহাযোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী নিরোধসংজ্ঞাসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী নিরোধসংজ্ঞাসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, নিরোধসংজ্ঞাসহগত সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও নিরোধসংজ্ঞা সহগত উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই নিরোধসংজ্ঞা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাসুফল ও মহা যোগক্ষেম লাভের জন্য এবং মহাসংবেগ উৎপাদনের জন্য ও মহাসুখে অবস্থানের জন্য সংবর্তিত হয়।" দশম সূত্র।

নিরোধ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

অশুভ, মৃত্যু, আহারে প্রতিকূল ও অনভিরতি সূত্র;
অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, প্রহাণ, বিরাগ, নিরোধে দশ উক্ত॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. গঙ্গাপেয্যাল (গঙ্গা পুনরুক্তি) বর্গ

(১-১২) গঙ্গানদী আদি সূত্র

২৫৮-২৬৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। কিরূপে ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।

২। ভিক্ষুগণ! যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। কিরূপে ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয় (রাগক্ষয়), দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।"

৩। ভিক্ষুগণ! যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। কিরূপে ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে নিমজ্জনের ন্যায়), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান করে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান করে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে ক্রমশ ঢালু, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। কিরূপে ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু সপ্ত বোধ্যঙ্গে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।”

(অন্যান্য সূত্রাদিও এষণা বর্গের ন্যায় বিস্তারিতব্য)।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে;
ছয় দু গুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

১০. অপ্রমাদ বর্গ

(১-১০) তথাগতাদি সূত্র

২৭০-২৭৯.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেই সকল সত্ত্বগণ পদহীন ও দ্বিপদবিশিষ্ট এবং চতুষ্পদ ও বহুপদবিশিষ্ট আছে......।” (পূর্ববৎ বিস্তারিতব্য)

অপ্রমাদ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার আর বস্সিক উক্ত;
রাজা, চন্দ্র-সূর্য, বস্ত্রে দশটি পদ যুক্ত॥

(অপ্রমাদ বর্গ বোধ্যঙ্গ সংযুক্তের বোধ্যঙ্গ ভেদে বিস্তারিতব্য)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১. বলকরণীয় বর্গ

(১-১২) বলাদি সূত্র

২৮০-২৯১.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যেসমস্ত করণীয় কর্ম শক্তি প্রয়োগ করে করা হয়......।"

বলকরণীয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কুম্ভ ও সূক হয় উক্ত;
আকাশ আর মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগন্তুক ও নদী যুক্ত॥

(বলকরণীয় বর্গ বোধ্যঙ্গ সংযুক্তের বোধ্যঙ্গ ভেদে বিস্তারিতব্য)

১২. এষণা (অন্বেষণ) বর্গ

(১-১০) এষণাদি সূত্র (অন্বেষণাদি)

২৯২-৩০১.১। "হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ এষণা বিদ্যমান আছে। সেই ত্রিবিধ কি কি? কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা......।" (পূর্ববৎ বিস্তারিতব্য)

এষণা বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

এষণা, অহংকার, আস্রব, ভব, দুঃখতা ত্রয়;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা, প্রার্থনায় শেষ হয়॥

(বোধ্যঙ্গ সংযুক্তের এষণাপেয়্যাল নিশ্রিতের ন্যায় বিস্তারিতব্য)

১৩. ওঘ (স্রোত) বর্গ

(১-৮) ওঘাদি সূত্র

৩০২-৩০৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারিবিধ ওঘ বিদ্যমান আছে। সেই চারি কি কি? কাম-ওঘ, ভব-ওঘ, দৃষ্টি-ওঘ এবং অবিদ্যা-ওঘ......।" (পূর্ববৎ বিস্তারিতব্য)

(১০) উর্ধ্বভাগীয় সূত্র

৩১১.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ উর্ধ্বভাগীয় সংযোজন[১] বিদ্যমান আছে। সেই পঞ্চ কি কি? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য

---

[১]। ভবচক্রে বা সংসারে সত্ত্বগণকে সংযুক্ত বা আবদ্ধ করে রাখে বলে সংযোজন বলা হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও অবিদ্যা। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনসমূহ অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহাণ করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ ভাবিত করা উচিত। সেই সপ্ত কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনসমূহ অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহাণ করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ ভাবিত করা উচিত।

২। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বিদ্যমান আছে। সেই পঞ্চ কি কি? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনসমূহ অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহাণ করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ ভাবিত করা উচিত। সেই সপ্ত কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় এবং মোহবিনয় পর্যাবসান করে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় এবং মোহবিনয় পর্যাবসান করে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনসমূহ অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহাণ করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ ভাবিত করা উচিত।

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বিদ্যমান আছে। সেই পঞ্চ কি কি? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনসমূহ অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহাণ করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ ভাবিত করা উচিত। সেই সপ্ত কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অমৃতোগধ (অমৃতে নিমজ্জনের ন্যায়), অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান করে স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃত পর্যাবসান করে ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রব্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনসমূহ অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহাণ করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ ভাবিত করা উচিত।

৪। ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বিদ্যমান আছে। সেই পঞ্চ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কি কি? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনসমূহ অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহাণ করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ ভাবিত করা উচিত। সেই সপ্ত কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী ও নির্বাণের দিকে ক্রমোন্নত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ, প্রশ্রদ্ধি (প্রশান্তি) সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনসমূহ অভিজ্ঞাত-পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহাণ করে সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ ভাবিত করা উচিত।" দশম সূত্র।

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় হয়॥

১৪. পুনঃ গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ

৩১২-৩২৩.১।

পুনঃগঙ্গানদী ইত্যাদি সূত্র

চতুর্দশ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে;
ছয় দু গুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

(বোধ্যঙ্গ সংযুক্তের গঙ্গাপেয়্যাল রাগ ভেদে বিস্তারিতব্য)

১৫. পুনঃ অপ্রমাদ বর্গ

৩২৪-৩৩৩।

তথাগতাদি সূত্র

পঞ্চদশ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার আর বস্‌সিক উক্ত;
রাজা, চন্দ্র-সূর্য, বস্ত্রে দশটি পদ যুক্ত॥

(অপ্রমাদ বর্গ রাগ ভেদে বিস্তারিতব্য)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬. পুনঃ বলকরণীয় বর্গ

৩৩৪-৩৪৫।

পুনঃ বলাদি সূত্র

ষষ্ঠদশ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কুম্ভ ও সূক হয় উক্ত;
আকাশ আর মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগন্তুক ও নদী যুক্ত॥

(বোধ্যঙ্গ সংযুক্তের বলকরণীয় বর্গ রাগ ভেদে বিস্তারিতব্য)

১৭. পুনঃ এষণা (অন্বেষণ) বর্গ

৩৪৬-৩৫৬।

পুনঃ এষণাদি সূত্র

পুনঃ এষণা বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

এষণা, অহংকার, আস্রব, ভব, দুঃখ ত্রয়;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা, প্রার্থনায় শেষ হয়॥

১৮. পুনঃ ওঘ (স্রোত) বর্গ

৩৫৭-৩৬৬।

পুনঃ ওঘাদি সূত্র

বোধ্যঙ্গ সংযুক্তের পুনঃ ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় হয়॥

(রাগবিনয় পর্যাবসান-দোষবিনয় পর্যাবসান ও মোহবিনয় পর্যাবসান বর্গ বিস্তারিতব্য) (মার্গসংযুক্ত যেরূপে বিস্তারিতব্য, বোধ্যঙ্গ সংযুক্তও সেরূপে বিস্তারিতব্য)

বোধ্যঙ্গ সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্ত

১. আম্রপালি বর্গ

(১) আম্রপালি[১] সূত্র

১৬৭.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় ভগবান বৈশালীতে আম্রপালির বনে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে "হে ভিক্ষুগণ!" বলে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভদন্ত!" বলে ভগবানের প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য ইহাই একমাত্র পথ, যথা– চারি স্মৃতিপ্রস্থান। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা[২] ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য চারি স্মৃতিপ্রস্থানই একমাত্র পথ।"

ভগবান এরূপ বললে ভিক্ষুগণ প্রসন্ন চিত্তে ভগবানের ভাষণ অনুমোদন করলেন। প্রথম সূত্র।

---

[১]। আম্রপালি বৈশালী নগরের নানাগুণবতী ও পরমা সুন্দরী বারবিলাসিনী ছিলেন। তাঁর গর্ভে ও রাজা বিম্বিসারের ঔরসে অভয় রাজকুমারের জন্ম হয়েছিল। অপদান গ্রন্থে উক্ত হয়েছে যে, 'আম্রপালি আম্রশাখান্তরে উপপাতিকরূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তদ্ধেতু তাঁর নাম আম্রপালি হয়েছিল'।- বিস্তৃত দ্রষ্টব্য, পরিনিব্বান সুত্তং, পৃঃ ২৪৭-২৪৮, রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির।

[২]। পর সম্পত্তির প্রতি বিষম লোভকে অভিধ্যা বলে। অভিধ্যার দুই অঙ্গ; যথা- (ক) পরের দ্রব্য ও (খ) নিজের করে নেয়া।- সার সংগ্রহ, ১ম খন্ড; পৃঃ ১৭৮।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২) স্মৃতি সূত্র

১৬৮.১। এক সময় ভগবান বৈশালীতে আম্রপালির বনে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে "হে ভিক্ষুগণ!" বলে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভদন্ত!" বলে ভগবানের প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করা উচিত। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনোগোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়।

৩। "হে ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞানী হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু গমনাগমন করার সময় সম্প্রজ্ঞানী হয়। সে অবলোকন, নিরীক্ষণ ও হস্তপদ সঙ্কোচন-প্রসারণকালেও সম্প্রজ্ঞানী হয়। সংঘাটি, পাত্র ও চীবর ধারণকালে, ভোজনে, পানাহারে ও আস্বাদনকালে সম্প্রজ্ঞানী হয়। বাহ্য-প্রস্রাব ত্যাগে, গমনে, দাঁড়ানে, উপবেশনে, শয়নে, জাগরণে, ভাষণে এবং মৌনাবলম্বনেও সম্প্রজ্ঞানী হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞানী হয়। ভিক্ষুর স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করা উচিত। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) ভিক্ষু সূত্র

৩৬৯.১। এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী কর্তৃক নির্মিত জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। অনন্তর জনৈক ভিক্ষু[১] ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক এক পার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন; যেন আমি ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ পূর্বক একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।"

"(তখন ভগবান বললেন) এই ধর্ম-বিনয়ে এরূপে কোন কোন মোঘপুরুষ (মূর্খজন) আমাকে এভাবে অনুরোধ করে, আমার ভাষিত ধর্ম

---

[১]। এই ভিক্ষুটি প্রথমে তার কর্মস্থান ভাবনায় উপেক্ষাভাব দেখিয়েছিল এবং তা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছিল- অর্থকথা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুস্মরণ করা উচিত বলে মনে করে মাত্র[১]।"

৩। "ভন্তে! ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্ম দেশনা প্রদান করুন, সুগত আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্ম দেশনা প্রদান করুন। আমি ভগবানের ভাষিত অর্থ অল্পমাত্রই জানি, ভগবানের ভাষণের অল্পমাত্রই আমার আয়ত্তাধীন।" "ভিক্ষু! তাহলে তুমি প্রথমে আদি কুশলধর্মসমূহে বিশুদ্ধ হও। সেই কুশলধর্মসমূহের আদি কি কি? যথা– সুবিশুদ্ধ শীল ও ঋজুদৃষ্টি। ভিক্ষু! যখন হতে তুমি সেই শীলে সুবিশুদ্ধ ও ঋজুদৃষ্টিসম্পন্ন হবে, তখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ত্রিবিধ প্রকারে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করবে।

৪। সেই চারি প্রকার কি কি? হে ভিক্ষু! এক্ষেত্রে তুমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম বা অভ্যন্তর কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। এরূপে বাহ্যিক বা বাহির কায়ে কায়ানুদর্শী, অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অধ্যাত্ম বেদনায় বেদনানুদর্শী, বাহ্যিক বেদনায় বেদনানুদর্শী এবং অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক বেদনায়ও বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অধ্যাত্ম চিত্তে চিত্তানুদর্শী, বাহ্যিক চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক চিত্তেও চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। এবং অধ্যাত্ম ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী, বাহ্যিক ধর্মে ধর্মানুদর্শী এবং অধ্যাত্ম ও বাহ্যিক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। ভিক্ষু! যখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ত্রিবিধ প্রকারে এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করবে, তখন হতে তোমার দিবা-রাত্রি যতই যাপিত হবে ততই কুশল ধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।"

৫। অতঃপর সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষু একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান এবং ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করতে লাগলেন। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য

---

[১]। F.L Wood Ward- এর ইংরেজী তর্জমায় এই বাক্যটি ভিক্ষুর উক্তি রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু, মূল পালিতে প্রথম বাক্যে এবং দ্বিতীয় বাক্যেও ঊর্ধ্ব কমার ব্যবহার দেখা যায়। যাতে মনে হয় এই বাক্যটি বুদ্ধের। ধারণাটি নিছক নয়। কেননা অর্থকথায় বলা হয়েছে, ভিক্ষুটি নিজ সাধনার বিষয় ভাবনা কর্মস্থানের প্রতি প্রথমে অবহেলাভাব প্রদর্শন করেছিলেন। পরে সংবিগ্ন হয়ে বুদ্ধের কাছে গমন করেন এবং এই ধর্মোপদেশের সূত্রপাত ঘটে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই' এরূপ জানতে পারলেন। তখন সেই ভিক্ষু অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতর অর্হৎ হলেন। তৃতীয় সূত্র।

(৪) শালা সূত্র

৩৭০.১। এক সময় ভগবান কোশল রাজ্যে ব্রাহ্মণ গ্রাম শালায় অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে "হে ভিক্ষুগণ!" বলে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণ "হ্যাঁ ভদন্ত!" বলে ভগবানের প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! যেই ভিক্ষুরা এই ধর্ম-বিনয়ে নতুন, অচিরপ্রব্রজিত ও অধুনাগত সেই ভিক্ষুদের চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা গ্রহণ করানো, নিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করানো তোমাদের উচিত। সেই চারি প্রকার কি কি?

৩। (তাদেরকে তোমাদের এরূপ বলা উচিত) আবুসোগণ! এক্ষেত্রে তোমরা কায় বিষয়ক যথাযথ জ্ঞান লাভের জন্য বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও একীভূত চিত্ত[১] হয়ে, বিপ্রসন্ন, সমাহিত ও একাগ্রচিত্তে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অনুরূপভাবে বেদনা বিষয়ক যথাযথ জ্ঞান লাভের জন্য বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্ত বিষয়ক যথাযথ জ্ঞান লাভের জন্য চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্ম বিষয়ক যথাযথ জ্ঞান লাভের জন্য ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর।

৪। ভিক্ষুগণ! যেই শৈক্ষ্য ভিক্ষুরাও অনধিগত (অপ্রাপ্ত) মনে অনুত্তর যোগক্ষেম প্রার্থনা করে অবস্থান করে, তারাও কায় বিষয়ক পরিজ্ঞান লাভের জন্য বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও একীভূত চিত্ত হয়ে, বিপ্রসন্ন, সমাহিত ও একাগ্রচিত্তে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে বেদনা বিষয়ক পরিজ্ঞান লাভের জন্য বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্ত বিষয়ক পরিজ্ঞান লাভের জন্য চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্ম বিষয়ক পরিজ্ঞান লাভের জন্য ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৫। ভিক্ষুগণ! যেই ভিক্ষুগণ অর্হৎ[২], ক্ষীণাস্রব, জীবন উদ্‌যাপিত, ভার

---

[১]। একোদিভূতা- বলতে ক্ষণিক সমাধি লব্ধ একাগ্র ও সমাহিত অবস্থা।- অর্থকথা। তুলনীয়- বিশুদ্ধিমার্গ পৃঃ ১৪৪।

[২]। যিনি পাপরূপ অরিকে বিধ্বংশ করেছেন, যিনি সংসাররূপ অরা বা পাখি বিহত করেছেন, যিনি পূর্জাহ ও যিনি প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন প্রকার পাপচিত্ত পোষণ করেন না তিনিই অর্হৎ নামে অভিহিত। এই অর্হতই অশৈক্ষ্য পুদ্গলের মধ্যে পরিগণিত হয়, কারণ তাঁর আর কোন শিক্ষণীয় বিষয় থাকে না। থেরগাথা- পৃঃ ৫৪৭। অর্হৎ শব্দের আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশুদ্ধিমার্গে ২৩৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপসৃত, করণীয় কৃত, সদর্থপ্রাপ্ত ও ভব সংযোজন পরিক্ষীণ করে সম্যকরূপে বিমুক্ত, তারাও কায়ে বিসংযুক্ত হয়ে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও একীভূত চিত্ত হয়ে, বিপ্রসন্ন, সমাহিত ও একাগ্রচিত্তে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে বেদনায় বিসংযুক্ত হয়ে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে বিসংযুক্ত হয়ে চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে বিসংযুক্ত হয়ে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৬। হে ভিক্ষুগণ! যেই ভিক্ষুরা এই ধর্ম-বিনয়ে নতুন, অচিরপ্রব্রজিত ও অধুনাগত সেই ভিক্ষুদের এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা গ্রহণ করানো, নিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করানো তোমাদের উচিত।” চতুর্থ সূত্র।

(৫) অকুশলরাশি সূত্র

৩৭১.১। শ্রাবস্তী নিদান। তথায় ভগবান এরূপ বললেন– “হে ভিক্ষুগণ! পঞ্চ নীবরণের প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে– ‘ইহা অকুশল রাশি’। কেবলমাত্র, ভিক্ষুগণ! সম্পূর্ণ অকুশলরাশিই হচ্ছে এই পঞ্চ নীবরণ। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, স্ত্যানমিদ্ধ (আলস্য-তন্দ্রা) নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য (চঞ্চলতা-অনুশোচনা) নীবরণ ও বিচিকিৎসা (সন্দেহ) নীবরণ। এই পঞ্চ নীবরণের প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে ‘ইহা অকুশল রাশি’। কেবলমাত্র, ভিক্ষুগণ! সম্পূর্ণ অকুশলরাশিই হচ্ছে এই পঞ্চ নীবরণ।”

২। “হে ভিক্ষুগণ! চারি স্মৃতিপ্রস্থানের প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে ‘ইহা কুশল রাশি’। কেবলমাত্র, ভিক্ষুগণ! সম্পূর্ণ কুশলরাশিই হচ্ছে এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানের প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে ‘ইহা কুশল রাশি’। কেবলমাত্র, ভিক্ষুগণ! সম্পূর্ণ কুশলরাশিই হচ্ছে এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান।” পঞ্চম সূত্র।

(৬) শ্যেন (বাজপাখি) সূত্র

৩৭২.১। “হে ভিক্ষুগণ! একসময় অতীতে একটি বাজপাখি একটি তিতির পক্ষীকে সহসা ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর বাজপাখি তিতির পক্ষীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় তিতির পক্ষীটি এরূপ আর্তনাদ করতে লাগল– ‘আমাদের কি দুর্ভাগ্য, আমাদের পুণ্য কতই না অল্প যে, আমরা অগোচরে (অনুপযুক্ত স্থানে) ও পরভূমিতে বিচরণ করেছি। আজ যদি আমরা গোচরে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(উপযুক্ত স্থানে) ও আপন পৈতৃক ভূমিতে বিচরণ করতাম, তাহলে বাস্তবিক অর্থে আমার এ অবস্থা হতো না, লড়াই হতো।'

বাজ পাখিটি তখন এরূপ বলল, 'তিতির! তোমাদের সেই আপন পৈতৃক ভূমি কোথায়?' 'লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণকৃত বড় ঢেলার স্থান।' ভিক্ষুগণ! অতঃপর বাজপাখিটি নিজ শক্তিমত্তায় উদ্ধত না হয়ে ও নিজ শক্তিমত্তার কথা বলতে বলতে স্বয়ং তিতির পক্ষীটিকে এই বলে ছেঁড়ে দিল– 'যাও, তবে তিতির! তথায় গিয়েও তুমি আমার নিকট হতে মুক্তি পাবে না।'

২। ভিক্ষুগণ! অনন্তর সেই পক্ষীটি লাঙ্গল দ্বারা কর্ষিত মাটির ঢেলার স্থানে গমন পূর্বক মস্তবড় ঢেলার উপরে উঠে বাজপাখিটিকে এরূপ বলতে লাগল– 'বাজপাখি! এখন আমার কাছে এসো দেখি, পারলে এখন এসো।' অতঃপর বাজপাখিটি নিজ শক্তিমত্তায় উদ্ধত না হয়ে ও নিজ শক্তিমত্তার কথা বলতে বলতে পক্ষীটিকে সহসা উভয় পাখায় ধরে আবদ্ধ করতে তার সম্মুখবর্তী হল। 'আমাকে ধরার জন্য বাজপাখিটি আসছে' ইহা জ্ঞাত হয়ে তিতির পক্ষীটি সেই বড় ঢেলার মধ্যে লুকিয়ে পড়ল। কিন্তু বাজপাখিটিও সেই ঢেলা বক্ষঃস্থল দিয়ে উল্টিয়ে দিল। ভিক্ষুগণ! যে অগোচরে (অনুপযুক্ত স্থানে) ও পরভূমিতে বিচরণ করে তার এরূপই দশা হয়।

৩। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! তোমরা অগোচরে (অনুপযুক্তস্থানে) ও পরভূমিতে বিচরণ করো না। অগোচর ও পরভূমিতে বিচরণ করলে মার নিম্নগামী করবে ও আরম্মণ (সুযোগ) লাভ করবে। ভিক্ষুর অগোচর ও পরভূমি কি? যথা– পঞ্চ কামগুণ। সেই পঞ্চবিধ কি কি? ইষ্ট (আনন্দদায়ক), কান্ত (প্রীতিকর), মনোজ্ঞ (মনাপ), প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী চক্ষু বিজ্ঞেয় রূপ; অনুরূপভাবে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী শ্রোত্র বিজ্ঞেয় শব্দ; ঘ্রাণ বিজ্ঞেয় গন্ধ; জিহ্বা বিজ্ঞেয় রস ও কায় বিজ্ঞেয় স্পষ্টব্য। ভিক্ষুগণ! ইহাই হচ্ছে ভিক্ষুর অগোচর ও পরভূমি।

৪। হে ভিক্ষুগণ! তোমরা গোচরে (উপযুক্তস্থানে) ও আপন পৈতৃক ভূমিতে বিচরণ কর। গোচর ও আপন পৈতৃক ভূমিতে বিচরণ করলে মার নিম্নগামী করতে ও আরম্মণ (সুযোগ) লাভ করতে পারবে না। ভিক্ষুর গোচর ও আপন পৈতৃক ভূমি কি? যথা– চারি স্মৃতিপ্রস্থান। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ইহাই হচ্ছে ভিক্ষুর গোচর ও আপন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পৈতৃক ভূমি।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) মর্কট (বানর) সূত্র

৩৭৩.১। “হে ভিক্ষুগণ! পর্বতরাজ হিমালয়ের এমন দুর্গম ও বিষম স্থান আছে, যেখানে বানর ও মানুষেরা বিচরণ করতো না। হিমালয়ের এমন দুর্গম ও বিষম স্থান আছে, যেখানে বানরেরা বিচরণ করতো কিন্তু মানুষেরা বিচরণ করতো না। আর পর্বতরাজ হিমালয়ের এমন সমান ও রমনীয় ভূমিভাগ আছে, যেখানে বানর ও মানুষেরা উভয়েই বিচরণ করতো। ভিক্ষুগণ! সেখানে শিকারীরা বানর ধরার জন্য বানরদের গমনাগমনের পথে ফাঁদ পেতে রাখত।

২। হে ভিক্ষুগণ! যেই বানরেরা বুদ্ধিমান ও অলোভী প্রকৃতির তারা ফাঁদটি দেখে বহুদূরে সরে যেত। আর যেই বানর মূর্খ ও লোভী প্রকৃতির সে সেই ফাঁদে গিয়ে হাত দিয়ে ধরতো তখন সেই হাত ফাঁদে আটকা পড়ে। ‘হাতটি ফাঁদ হতে ছাড়িয়ে নিব’– এই ইচ্ছায় অপর হাত দিয়ে ধরলে সে হাতও ফাঁদে আটকা পড়ে। ‘উভয় হাত মুক্ত করব’– এই ভেবে পা দিয়ে ধরলে পাও ফাঁদে আটকা পড়ে। তারপর ‘পা সহ উভয় হাত মুক্ত করব’– এরূপ ভেবে অপর পা দিয়ে ধরলে সেই পাও আটকা পড়ে। ‘উভয় হস্ত ও পা দ্বয় মুক্ত করব’– এই ইচ্ছায় তুণ্ড (মুখ) দিয়ে ধরলে সেই তুণ্ডও ফাঁদে আটকা পড়ে। ভিক্ষুগণ! দূর্ভাগ্য ও দূর্দশাগ্রস্থ সেই বানরটি পঞ্চ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শিকারীর ইচ্ছানুরূপ করণযোগ্য হয়ে ব্যথায় গোঁঙাতে থাকে। তখন শিকারী শেল বিদ্ধ করে সেই বানরটিকে ফাঁদ হতে ইচ্ছামত উত্তোলন করে ও জলন্ত কাষ্ঠ-অঙ্গারে পুড়িয়ে ভার[১] করে সাথে নিয়ে যায়। ভিক্ষুগণ! যে অগোচরে (অনুপযুক্ত স্থানে) ও পরভূমিতে বিচরণ করে তার এরূপ দশাই হয়।

৩। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! তোমরা অগোচরে (অনুপযুক্তস্থানে) ও পরভূমিতে বিচরণ করো না। অগোচর ও পরভূমিতে বিচরণ করলে মার নিম্নগামী করবে ও আরম্মণ (সুযোগ) লাভ করবে। ভিক্ষুর অগোচর ও পরভূমি কি? যথা– পঞ্চ কামগুণ। সেই পঞ্চবিধ কি কি? ইষ্ট (আনন্দদায়ক), কান্ত (প্রীতিকর), মনোজ্ঞ (মনাপ), প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী চক্ষু বিজ্ঞেয় রূপ; অনুরূপভাবে ইষ্ট, কান্ত, মনোজ্ঞ, প্রিয়রূপ, কামোদ্দীপক ও প্রলোভনকারী শ্রোত্র বিজ্ঞেয় শব্দ; ঘ্রাণ বিজ্ঞেয় গন্ধ; জিহ্বা বিজ্ঞেয় রস ও কায় বিজ্ঞেয় স্পষ্টব্য। ভিক্ষুগণ! ইহাই

---

[১]। ভার করে সাথে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমাদের পালি পাঠে নাই। কিন্তু, শ্রীলংকান পাঠে দেখা যায় “তস্মিং যেব মক্কটং উদ্ধরিত্বা যেন কামং পক্কমতি”- অর্থাৎ সেই বানরটিকে তুলে নিয়ে ইচ্ছানুরূপ স্থলে চলে যায়। আমরা এই অর্থটিই গ্রহণ করেছি। অর্থকথা এই বিষয়ে নিশ্চুপ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হচ্ছে ভিক্ষুর অগোচর ও পরভূমি।

৪। ভিক্ষুগণ! তোমরা গোচরে (উপযুক্তস্থানে) ও আপন পৈতৃক ভূমিতে বিচরণ কর। গোচর ও আপন পৈতৃক ভূমিতে বিচরণ করলে মার নিম্নগামী করতে ও আরম্মণ (সুযোগ) লাভ করতে পারবে না। ভিক্ষুর গোচর ও আপন পৈতৃক ভূমি কি? যথা– চারি স্মৃতিপ্রস্থান। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ইহাই হচ্ছে ভিক্ষুর গোচর ও আপন পৈতৃক ভূমি।" সপ্তম সূত্র।

(৮) পাচক সূত্র

৩৭৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ পাচক রাজা ও মহামাত্যদের জন্য টক, তিক্ত (তিতা), ঝাল, মিষ্ট, লবণাক্ত, পানসে, ক্ষার ও ক্ষারহীন প্রভৃতি স্বাদের তরিতরকারি প্রস্তুত করে থাকে।

২। ভিক্ষুগণ! সেই মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ পাচক নিজের প্রভূর জন্য এরূপ শিক্ষা (রান্না পদ্ধতি) করে না– 'প্রভূ আজ আমার দ্বারা রন্ধিত এই তরকারি পছন্দ করবেন, কাছে টেনে দেখবেন, বেশী বেশী নিবেন এবং এই তরকারির প্রশংসা করবেন।' অনুরূপভাবে 'প্রভূ আজ আমার দ্বারা টক, তিক্ত, ঝাল, মিষ্ট, লবণাক্ত, পানসে, ক্ষার ও ক্ষারহীন প্রভৃতি স্বাদের রন্ধিত তরকারি পছন্দ করবেন, কাছে টেনে দেখবেন, বেশী বেশী নিবেন এবং এই তরকারির প্রশংসা করবেন।'

৩। ভিক্ষুগণ! সেই মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ পাচক পোশাক-পরিচ্ছদ, বেতন এবংকি উপহারও পায় না। কি কারণে পায় না? মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ পাচক নিজের প্রভূর জন্য শিক্ষা (রান্না পদ্ধতি) না করার কারণে। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে পাচকের ন্যায় মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ ভিক্ষু আছে, যে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত সমাধিস্থ হয় না এবং উপক্লেশসমূহও প্রহীণ হয় না। সে তজ্জন্য শিক্ষাও গ্রহণ করে না। অনুরূপভাবে সে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত সমাধিস্থ হয় না এবং উপক্লেশসমূহও প্রহীণ হয় না। সে তজ্জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শিক্ষাও গ্রহণ করে না।

৪। ভিক্ষুগণ! তদ্ধেতু সেই মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ ভিক্ষু ইহ জীবনে সুখে অবস্থান করতে পারে না এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না। তার কারণ কি? কারণ, সেই মূর্খ, অনভিজ্ঞ ও অনিপুণ ভিক্ষু আপন চিত্তের নিমিত্ত সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে না।'

৫। ভিক্ষুগণ! পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও নিপুণ পাচক যেমন রাজা ও মহামাত্যদের জন্য টক, তিক্ত (তিতা), ঝাল, মিষ্ট, লবণাক্ত, পানসে, ক্ষার ও ক্ষারহীন প্রভৃতি স্বাদের তরিতরকারি প্রস্তুত করে থাকে।"

৬। "ভিক্ষুগণ! সেই পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও নিপুণ পাচক নিজের প্রভূর জন্য এরূপ শিক্ষা (রান্না পদ্ধতি) করে– 'প্রভূ আজ আমার দ্বারা রন্ধিত এই তরকারি পছন্দ করবেন, কাছে টেনে দেখবেন, বেশী বেশী নিবেন এবং এই তরকারির প্রশংসা করবেন।' অনুরূপভাবে 'প্রভূ আজ আমার দ্বারা টক, তিক্ত, ঝাল, মিষ্ট, লবণাক্ত, পানসে, ক্ষার ও ক্ষারহীন প্রভৃতি স্বাদের রন্ধিত তরকারি পছন্দ করবেন, কাছে টেনে দেখবেন, বেশী বেশী নিবেন এবং এই তরকারির প্রশংসা করবেন।'

৭। ভিক্ষুগণ! তখন সেই পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও নিপুণ পাচক পোশাক-পরিচ্ছদ, বেতন এবংকি উপহারও লাভ করে। কি কারণে লাভ করে? পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও নিপুণ পাচক নিজের প্রভূর জন্য শিক্ষা (রান্না পদ্ধতি) করার কারণে। তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে পাচকের ন্যায় পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও নিপুণ ভিক্ষু আছে, যে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত সমাধিস্থ হয় এবং উপক্লেশসমূহও প্রহীণ হয়। সে তজ্জন্য শিক্ষাও গ্রহণ করে। অনুরূপভাবে সে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত সমাধিস্থ হয় এবং উপক্লেশসমূহও প্রহীণ হয়। সে তজ্জন্য শিক্ষাও গ্রহণ করে।

৮। হে ভিক্ষুগণ! তদ্ধেতু সেই পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও নিপুণ ভিক্ষু ইহ জীবনে সুখে অবস্থান করতে পারে এবং স্মৃতি-সম্প্রজ্ঞানের অধিকারী হয়। তার কারণ কি? কারণ, সেই পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও নিপুণ ভিক্ষু আপন চিত্তের নিমিত্ত সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে।" অষ্টম সূত্র।

(৯) গ্লান (রোগী) সূত্র

৩৭৫.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় ভগবান বৈশালীতে বেলুব

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন– “হে ভিক্ষুগণ! তোমরা বৈশালীর চতুর্দিকে যথানুরূপ মিত্র, সখা ও বন্ধুরা মিলে বর্ষা উদ্‌যাপন কর। আমি এই বেলুব গ্রামেই বর্ষা উদ্‌যাপন করব।” “তথাস্তু ভন্তে!” বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের সম্মতি লাভ করে বৈশালীর চতুর্দিকে যথানুরূপ মিত্র, সখা ও বন্ধুরা মিলে বর্ষা উদ্‌যাপন করলেন। ভগবানও সেই বেলুব গ্রামেই বর্ষা উদ্‌যাপন করলেন।

২। অনন্তর বর্ষা উদ্‌যাপনের পর ভগবানের কঠিন, তীব্র দুঃখ-বেদনা বর্ধক ও মরণ ব্যাধি উৎপন্ন হল। তখন ভগবান রোগের তীব্র যন্ত্রণা স্মৃতি ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে সহ্য করতে লাগলেন। অতঃপর ভগবানের মনে এরূপ চিন্তা উদয় হল যে– “আমি আমার পরিচারকের সাথে বিনা মন্ত্রণায় এবং ভিক্ষু সংঘকে না জানিয়ে পরিনির্বাণ[১] লাভ করব’ তা আমার পক্ষে যথাযথ ও উচিত হবে না। সুতরাং আমার এই ব্যাধি বীর্য পরাক্রমের দ্বারা বিতাড়িত করে আয়ু-সংস্কার অধিষ্ঠান করে অবস্থান করা উচিত।” অনন্তর ভগবান সেই ব্যাধি বীর্য পরাক্রমের বলে বিতাড়িত করে আয়ু-সংস্কার অধিস্থান করলেন। (তখন ভগবানের ব্যাধি উপশম হল)।

৩। অতঃপর ভগবান আরোগ্য লাভ করে রোগ মুক্তির অনতিবিলম্বে চিকিৎসালয় হতে বের হয়ে বিহারের পেছনে ছায়াময় স্থানে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ বগবানকে এরূপ বললেন– ভন্তে! আমি ভগবানের সুখ অবস্থান, রোগ নিরাময় ও সুস্থতা লক্ষ্য করেছি। তবুও ভন্তে! ভগবানের অসুস্থতা দেখেও আমার নিজের শরীর মাতালের ন্যায় উন্মত্ত, দিক বিদিকও আমার নিকট পরিষ্কার নয় এবংকি ধর্মসমূহও আমার নিকট প্রতিভাত হয়নি। অধিকন্তু ভন্তে! শ্বাস গ্রহণের সময়ে পর্যন্ত আমার এরূপ মনে হয়েছিল যে– ‘ভগবান ভিক্ষু

---

[১]। ‘পরি-নি’ উপসর্গের সহিত ‘বাণ’ শব্দের সমাসে ‘পরিনির্বাণ’ পদ সিদ্ধ হয়েছে। ‘বাণ’ তৃষ্ণারই নামান্তর। তৃষ্ণা অপর সাধারণ সহকারী কারণ সহযোগে জীবগণকে ভব হতে ভবান্তরে ‘সিব্বণ’ বা বন্ধন করায় বলে ‘বাণ’ নামে অভিহিত হয়। অথবা ‘বাণ’ অর্থ তীর। লোভ, দ্বেষ, মোহ সংখ্যাত ক্লেশ তীর জনিত দুঃখ নাই বলেও নির্বাণ। ‘নি’ উপসর্গে তৃষ্ণার অভাব এবং ‘পরি’ উপসর্গে সর্বোতভাবে অভাব, এতদ্বিধ অর্থ প্রকাশ করতেছে। অর্থাৎ যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে লোকের স্বকীয় তৃষ্ণা-বন্ধন বা ত্রয়ীসংখ্যাত তীর নিরবশেষ বিনষ্টিকৃত হয়, তাহাই পরিনির্বাণ। সংক্ষেপে বলতে গেলে সর্ববিধ দুঃখের নিরোধ বা পরিনিবৃত্তিই পরিনির্বাণ।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র। নির্বাণ শব্দের আরও বিস্তারিত অর্থ দেখুন- সদ্ধর্ম রত্নাকর, পৃঃ ৪২১; মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৭৭।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংঘকে উপলক্ষ করে যতদিন পর্যন্ত কিছু না বলবেন, ততদিন পর্যন্ত ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করবেন না।"

৪। "হে আনন্দ! ভিক্ষু সংঘ আমার কাছে আর কি প্রত্যাশা করে? মৎ কর্তৃক অনন্তর-অবাহির[১] ভাবেই ধর্ম দেশিত হয়েছে। তথাগতের ধর্মে কোন আচার্য মুষ্টি[২] নেই। আনন্দ! যার এরূপ চিন্তার উদয় হয়– 'আমি ভিক্ষু সংঘকে পরিচালনা করব' কিংবা 'ভিক্ষু সংঘ মমোদ্দেশিক[৩] হোক বা আমার নির্দেশ মেনে চলুক'; তিনিই ভিক্ষু সংঘকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে চাইলে বলুক। তথাগতের মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয় না– 'আমি ভিক্ষু সংঘকে পরিচালনা করব' কিংবা 'ভিক্ষু সংঘ মমোদ্দেশিক হোক বা আমার নির্দেশ মেনে চলুক'। তাহলে আনন্দ! তথাগত ভিক্ষু সংঘকে উদ্দেশ্য করে কিছুমাত্র কিবা বলবেন! বর্তমানে আমি জীর্ণ, বৃদ্ধ, মহল্লক (পরিপক্ক), বয়স অর্ধগত এবং জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। আমার আশি বছর বয়স চলছে। জীর্ণ শকট যেমন অতিরিক্ত যত্নের মাধ্যমে ঠিকে থাকে মাত্র, ঠিক তদ্রুপ, আনন্দ! তথাগতের শরীরও অরহত্ত্বফলের গুণে (সহায়তায়) ঠিকে আছে মাত্র।"

৫। "আনন্দ! যেই সময়ে তথাগত সকল নিমিত্তে মনোযোগ না দিয়ে কোন কোন বেদনা সমূহের নিরোধে অনিমিত্ত চিত্ত-সমাধি লাভ করে অবস্থান করেন; সেই সময়ে তথাগতের কায়ে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ হয়। আনন্দ! তদ্ধেতু তোমরা আত্মদ্বীপ, আত্মস্মরণ, অনন্যস্মরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মস্মরণ ও অনন্যস্মরণ হয়ে অবস্থান কর।"

৬। হে আনন্দ! কিরূপে ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মস্মরণ, অনন্যস্মরণ[৪] এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মস্মরণ ও অনন্যস্মরণ হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও

---

[১]। 'অনন্তর' বলতে বুঝায় সামান্য মাত্র বাদ না দিয়ে পূর্ণাঙ্গরূপে শিক্ষা দেয়া। আর 'অবাহির' বলতে মাত্রাতিরিক্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন পূর্বক শিক্ষা দেয়া।

[২]। আচার্য মুষ্টি বলতে এখানে বুঝানো হয়েছে, আচার্যগণ তাদের বিদ্যার বিশেষ একটি গুপ্ত অংশ কাউকে শিক্ষা দেন না। মৃত্যু শয্যায় নির্দিষ্ট প্রিয় শিষ্যকে ডেকে তা শিক্ষা দেন। সেরূপ গোপনীয়তা তথাগতের মধ্যে অবিদ্যমান।- অর্থকথা।

[৩]। মমোদ্দেশিক বলতে- কি কর্তব্য বা অকর্তব্য সে বিষয়ে ভিক্ষুসংঘ সর্বদা আমার নির্দেশনা মেনে চলুক বা আমাকেই আরোচন করুক।

[৪]। অনন্যস্মরণ বলতে বুঝায় নিজের আশ্রয়ের জন্য অন্য কাকেও গ্রহণ না করা অর্থাৎ স্বাধীন, জ্ঞানলাভে নিশ্চিত বা আত্মবিশ্বাসী, কারও আশ্রয়ে থাকে না এমন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মস্মরণ, অনন্যস্মরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মস্মরণ ও অনন্যস্মরণ হয়ে অবস্থান করে। আনন্দ! আমার বর্তমানে কিংবা পরিনির্বাণের পর যেই ভিক্ষুগণ এভাবে আত্মদ্বীপ, আত্মস্মরণ, অনন্যস্মরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মস্মরণ ও অনন্যস্মরণ হয়ে অবস্থান করবে, তারা আমার শাসনে শিক্ষাকামী ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রতম হবে।" নবম সূত্র।

(১০) ভিক্ষুণী শালা সূত্র

৩৭৬.১। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ পূর্বক কোনও এক ভিক্ষুণী শালায় উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ আছেন সেখানে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্টা সেই ভিক্ষুণীগণ আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন–

২। "ভন্তে, আনন্দ! এখানে বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করে পূর্বাপর বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টরূপে জ্ঞাত আছেন।" "তা এরূপ ভগিনীগণ! তা এরূপ, যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করেন, তার এরূপই প্রত্যাশিত যে– তিনি পূর্বাপর বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হবেন।"

৩। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ সেই ভিক্ষুণীগণকে ধর্ম কথায় সন্দর্শিত, প্ররোচিত, সমুত্তেজিত এবং পুলকিত করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ শ্রাবস্তীতে পিণ্ডাচরণ করে আহারকার্য সমাপনান্তে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন–

৪। "ভন্তে! আমি আজ পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ পূর্বক কোনও এক ভিক্ষুণী শালায় উপস্থিত হয়েছিলাম। সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করি। অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী আমার কাছে উপস্থিত হয়ে আমাকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। অতঃপর একান্তে উপবিষ্টা সেই ভিক্ষুণীগণ আমাকে এরূপ বললেন– 'ভন্তে, আনন্দ! এখানে বহুসংখ্যক ভিক্ষুণী চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করে পূর্বাপর বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টরূপে জ্ঞাত আছেন।' তখন আমি সেই ভিক্ষুণীগণকে এরূপ বললাম– 'তা এরূপ ভগিনীগণ! তা এরূপই, যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী চারি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করেন, তার এরূপই প্রত্যাশিত যে– তিনি পূর্বাপর বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হবেন।"

৫। "তা এরূপ আনন্দ! তা এরূপই, যেই ভিক্ষু বা ভিক্ষুণী চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান করে, তার এরূপই প্রত্যাশিত যে– সে পূর্বাপর বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্টরূপে জ্ঞাত হবে। চারি প্রকার কি কি? আনন্দ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার কায়িক আরম্মণ (অবলম্বন বা সুযোগ) ও কায়িক পরিলাহ (যাতনা) উৎপন্ন হয়। চিত্ত সঙ্কুচিত ও বাহ্যিক বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। তদ্ধেতু আনন্দ! সে সময়ে ভিক্ষুর কোন কোন প্রসাদ যোগ্য নিমিত্তে (বা বিষয়ে) চিত্তকে উপস্থাপিত করা উচিত। প্রসাদ যোগ্য নিমিত্তে চিত্তকে উপস্থাপিত করার সময় তার পরমানন্দ উৎপন্ন হয়। পরমানন্দিত ব্যক্তির প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতমনার কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ার সুখ অনুভূত হয়। সুখীতঃ ব্যক্তির চিত্ত সমাধিস্থ হয়। তখন সে এরূপেই বিবেচনা করে– 'যে কারণে আমি চিত্তকে উপস্থাপিত করেছিলাম, তা আমার লাভ হয়েছে।' এখন আমি সেই প্রসাদনীয় বিষয় অপসারণ করতে যাচ্ছি[১]। সে তা অপসারণ করে এবং সেই বিষয়ে আর চিন্তা ও বিচার করে না। তারপর 'আমি অবির্তক ও অবিচারাতীত হয়ে আধ্যাত্মিকরূপে স্মৃতিমান ও সুখী' বলে সে নিজেকে সম্যকরূপে জানতে পারে।

৬। পুনশ্চ, আনন্দ! ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার ধর্ম আরম্মণ ও কায়িক পরিলাহ (যাতনা) উৎপন্ন হয়। চিত্ত সঙ্কুচিত ও বাহ্যিক বিষয়ে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। তদ্ধেতু আনন্দ! সে সময়ে ভিক্ষুর কোন কোন প্রসাদ যোগ্য নিমিত্তে (বা বিষয়ে) চিত্তকে উপস্থাপিত করা উচিত। প্রসাদ যোগ্য নিমিত্তে চিত্তকে উপস্থাপিত করার সময় তার (অভিনিবিষ্টকারীর) পরমানন্দ উৎপন্ন হয়। পরমানন্দিত ব্যক্তির প্রীতি উৎপন্ন হয়। প্রীতমনার কায় প্রশান্ত হয়। প্রশান্ত কায়ার সুখ অনুভূত হয়। সুখীতঃ ব্যক্তির চিত্ত সমাধিস্থ হয়। তখন সে এরূপেই বিবেচনা করে– 'যে কারণে আমি চিত্তকে উপস্থাপিত করেছিলাম, তা আমার লাভ হয়েছে।' এখন আমি সেই প্রসাদনীয় বিষয় অপসারণ করতে যাচ্ছি। সে তা অপসারণ করে এবং সেই বিষয়ে আর চিন্তা ও বিচার করে না। তারপর 'আমি অবির্তক ও অবিচারাতীত

---

[১]। অর্থাৎ প্রসাদযোগ্য বিষয় হতে চিত্তকে ফিরিয়ে আনা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে আধ্যাত্মিকরূপে স্মৃতিমান ও সুখী’ বলে সে নিজেকে সম্যকরূপে জানতে পারে। এরূপেই মনোনিবেশ বা প্রণিধানযোগে ভাবনা (অনুশীলন) হয়।

৭। আনন্দ! প্রণিধানযোগে ভাবনা কিরূপ? আনন্দ! ভিক্ষু নিজ চিত্তকে বাহ্যিক বিষয়ে অপ্রণিধানের মাধ্যমে প্রকৃষ্টরূপে জানে যে ‘বাহ্যিক বিষয়ে আমার চিত্ত অপ্রণিহিত (আকাঙ্খা রহিত)।’ তারপর সে প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে–‘আমার চিত্ত পূর্বে ও পরে[১] ‘অসংক্ষিপ্ত, বিমুক্ত ও অপ্রণিহিত।’ অতঃপর সে আরও সম্যকরূপে জানতে পারে ‘আমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী, স্মৃতিমান ও সুখী হয়ে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করছি’। অনুরূপভাবে ‘আমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী, স্মৃতিমান ও সুখী হয়ে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করছি’ বলেও সম্যকরূপে জানতে পারে। এরূপেই অপ্রণিধানযোগে ভাবনা হয়।

৮। আনন্দ! এই প্রণিধানযোগে ভাবনা ও অপ্রণিধানযোগে ভাবনা মৎ কর্তৃক দেশিত হলো। আনন্দ! শ্রাবকগণের হিতের জন্য ও অনুকম্পাপূর্বক শাস্তাগণের দ্বারা যা করণীয়, তা আমার দ্বারা তোমাদের প্রতি সম্পাদিত হয়েছে। এই বৃক্ষমূল ও শুন্যাগারাদি আছে! ধ্যান কর, প্রমত্ত হয়ো না, পরবর্তীতে অনুশোচনাকারী হয়ো না। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন।”

ভগবান এরূপ বললে আয়ুষ্মান আনন্দ প্রসন্ন মনে ভগবানের ভাষণ অনুমোদন করলেন। দশম সূত্র।

আম্রপালি বর্গ প্রথম সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

আম্রপালি, স্মৃতি, ভিক্ষু, শালা, কুশলরাশি;
বাজপাখি, মর্কট, পাচক, রোগী, ভিক্ষুণীশালা॥

২. নালন্দা বর্গ

(১) মহাপুরুষ সূত্র

৩৭৭.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন–

---

[১]। ‘পূর্বে’ বলতে অরহত্ত্বফল লাভের পূর্ব অবস্থা এবং ‘পরে’ বলতে অরহত্ত্বফল প্রাপ্তির পরবর্তী অবস্থাকে বুঝানো হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। "ভন্তে! এই যে 'মহাপুরুষ, মহাপুরুষ' বলা হয়। কি প্রকারে একজন মহাপুরুষ হয়?" হে শারিপুত্র! চিত্ত বিমুক্ত[১] ব্যক্তিকেই আমি 'মহাপুরুষ' বলি। চিত্ত অবিমুক্ত ব্যক্তিকে বলি না।"

৩। "শারিপুত্র! কিরূপে একজনে চিত্ত বিমুক্ত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত উপাদানহীন হয়ে আস্রবসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন ও বিমুক্ত হয়। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত উপাদানহীন হয়ে আস্রবসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন ও বিমুক্ত হয়। এরূপেই একজনের চিত্ত বিমুক্ত হয়। শারিপুত্র! চিত্ত বিমুক্ত ব্যক্তিকেই আমি 'মহাপুরুষ' বলি। চিত্ত অবিমুক্ত ব্যক্তিকে বলি না।" প্রথম সূত্র।

(২) নালন্দা সূত্র

৩৭৮.১। এক সময় ভগবান নালন্দায় পাবারিকের আম্রবনে[২] অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভগবানকে এরূপ বললেন—

২। "ভন্তে! আমি ভগবানের প্রতি এরূপ প্রসন্ন! আমার মধ্যে এমন কোন চেতনা ছিল না, ভবিষ্যতে হবে না এবং এখনও বিদ্যমান নাই যে, অন্য কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ভগবান হতে সম্বোধি বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর।"

৩। "হে শারিপুত্র! তা বড় চমৎকার ও দুঃসাহসিক বাক্য ভাষণ করেছ, যা একপক্ষ সমর্থন পূর্বক সিংহ নিনাদের ন্যায় তোমার দ্বারা ভাষিত যে— 'ভন্তে! আমি ভগবানের প্রতি এরূপ প্রসন্ন! আমার মধ্যে এমন কোন চেতনা ছিল না,

---

[১]। শমথ ও বির্দশন ভাবনায় সমাধি প্রধান হয়ে যাদের ধ্যান ও মার্গ লাভ হয়, তাদেরকে চিত্ত বিমুক্ত বলে।- মধ্যম নিকায় ২য় খন্ড; পৃঃ ৮৩।

[২]। ভগবান এই পাবারিক আম্রবনে অবস্থান করতঃ শিষ্যদিগের নিকট ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন। তথাগতের প্রধান শিষ্য শারিপুত্র এখানকার নালকগ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ও পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। পুরাকালে বৌদ্ধদের এই নালন্দায় সুবিখ্যাত বিরাট নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। মধ্যেভাগে এই নালন্দার 'বড় গাঁও' নাম ছিল বটে বর্তমানে পুনঃ এর নাম নালন্দা দেয়া হয়েছে।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ২৩৬, রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভবিষ্যতে হবে না এবং এখনও বিদ্যমান নাই যে, অন্য কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ভগবান হতে সম্বোধি বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর।'

৪। শারিপুত্র! তুমি কি সুদূর অতীতে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন, সে সকল ভগবানের চিত্ত বা চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছ যে– 'সেই ভগবানগণ এরূপ শীলসম্পন্ন ছিলেন; 'তাঁদের ধর্ম এরূপ ছিল' বা 'তাঁরা এরূপ প্রজ্ঞাবান ছিলেন; 'এরূপেই বা তাঁরা অবস্থান করতেন' এবং 'ভগবানগণ এতাদৃশ বিমুক্ত ছিলেন?'"

"না, ভন্তে।"

"হে শারিপুত্র! তুমি কি সুদূর ভবিষ্যতে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হবেন, সে সকল ভগবানের চিত্ত বা চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছ যে– 'সেই ভগবানগণ এরূপ শীলসম্পন্ন হবেন'; 'তাঁদের ধর্ম এরূপ হবে' বা 'তাঁরা এরূপ প্রজ্ঞাবান হবেন'; 'এরূপেই বা তাঁরা অবস্থান করবেন' এবং 'ভগবানগণ এতাদৃশ বিমুক্ত হবেন?'"

"না, ভন্তে।"

"শারিপুত্র! তাহলে কি বর্তমানে এই অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধের চিত্ত বা চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে জ্ঞাত আছ যে– 'ভগবান এরূপ শীলসম্পন্ন'; 'ভগবানের ধর্ম এরূপ' বা 'ভগবান এরূপ প্রজ্ঞাবান'; 'এরূপ অবস্থানকারী' এবং 'ভগবান এতাদৃশ বিমুক্ত?'"

"না, ভন্তে।"

৫। "শারিপুত্র! এক্ষেত্রে অতীত, অনাগত ও বর্তমান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণের চিত্ত সম্পর্কে পরিজ্ঞান তোমাতে নেই। অতঃপর শারিপুত্র! কি কারণে তুমি চমৎকার ও দুঃসাহসিক বাক্য এবং একপক্ষ সমর্থন পূর্বক সিংহ নিনাদের ন্যায় ভাষণ করেছ যে– 'আমি ভগবানের প্রতি এরূপ প্রসন্ন! আমার মধ্যে এমন কোন চেতনা ছিল না, ভবিষ্যতে হবে না এবং এখনও বিদ্যমান নাই যে, অন্য কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ভগবান হতে সম্বোধি বিষয়ে শ্রেষ্ঠতর?'"

৬। "ভন্তে! অতীত, অনাগত ও বর্তমান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণের চিত্ত সম্পর্কে পরিজ্ঞান আমার নেই বটে, কিন্তু আমি ধর্মতা অনুসারে বিদিত আছি। ভন্তে! যেমন, রাজা আপন নগর সীমানায় দৃঢ়ভিত্তি দিয়ে দেয়াল ও দৃঢ় প্রাকার সহ এক দ্বার বিশিষ্ট তোরণ নির্মাণ করেন। তথায় পণ্ডিত, অভিজ্ঞ ও মেধাবী দৌবারিক (দ্বার রক্ষক) অপরিচিতদের নিবারণ এবং পরিচিতদেরকে প্রবেশ করায়। তিনি তাঁর নগরের চতুর্দিকে অনুক্রমে (পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত) ঘুরে যাবার সময় কোন প্রাকারে ছিদ্র দেখতে পেতেন না এবংকি বিড়াল বের হয়ে যাবার মতোন ছোট্ট ছিদ্র পর্যন্তও দেখতে পেতেন না। তখন তাঁর এরূপ ভাবোদয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হতো– যে সকল স্থুলকায় প্রাণী এই নগরে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ করছে তারা সকলে অবশ্যই এই দ্বার দিয়েই প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণ করছে।' ভন্তে! এরূপেই আমি ধর্মতা অনুসারে বিদিত যে– 'সুদূর অতীতে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ছিলেন, সে সকল ভগবান পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে, চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হয়ে এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ যথাযথভাবে অনুশীলন করে অনুত্তর সম্যক সম্বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন। ভন্তে! 'সুদূর ভবিষ্যতে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ হবেন, সে সকল ভগবান পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে, চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হয়ে এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ যথাযথভাবে অনুশীলন করে অনুত্তর সম্যক সম্বোধিজ্ঞান লাভ করবেন। এবং বর্তমানে ভগবান অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধও পঞ্চ নীবরণ প্রহাণ করে ও চিত্তের উপক্লেশসমূহ প্রজ্ঞা দ্বারা দুর্বল করে, চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্ত হয়ে এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গসমূহ যথাযথভাবে অনুশীলন করে অনুত্তর সম্যক সম্বোধিজ্ঞান লাভ করেছেন।"

৭। "সাধু সাধু, শারিপুত্র! তদ্ধেতু তুমি এই ধর্মপর্যায় (ধর্ম বিষয়ে যুক্তিমূলক প্রবন্ধ বা উপদেশ) ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাদেরকে পুনঃপুন ভাষণ কর। যে সকল মোঘপুরুষ তথাগতের প্রতি আশঙ্কিত ও সন্দেহ পরায়ণ, সে সকল মোঘপুরুষ এই ধর্মপর্যায় শ্রবণ করে তথাগতের প্রতি তাদের যে আশঙ্কা ও সন্দেহ আছে তা তাদের দূরীভূত হবে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) চুন্দ সূত্র

৩৭৯.১। এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময়ে আয়ুষ্মান শারিপুত্র পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়ে মগধের নালক গ্রামে অবস্থান করছিলেন। তখন শিক্ষানবিশ চুন্দ আয়ুষ্মান শারিপুত্রের পরিচারকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র সেই রোগে পরিনির্বাপিত হলেন[১]। অনন্তর শিক্ষানবিশ চুন্দ আয়ুষ্মান শারিপুত্রের পাত্র-চীবর নিয়ে অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর জেতবনারামে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট শিক্ষানবিশ চুন্দ আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ নিবেদন করলেন– "ভন্তে! আয়ুষ্মান শারিপুত্র পরিনির্বাপিত হয়েছেন। এই হচ্ছে তাঁর পাত্র-চীবর।"

২। "আবুসো চুন্দ! এই সংবাদের দরুন ভগবানের দর্শন লাভের একটি

[১]। শারিপুত্রের পরিনির্বাণ কাহিনী থেরগাথায় 'শারিপুত্রের নির্বাণ যাত্রা', মহাপরিনির্বাণ সূত্রে ৫৬-৬১ পৃষ্ঠায় ও প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুযোগ হল। চুন্দ! আমরা ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ও অভিবাদন করে এই খবর জানাবো।” শিক্ষানবিশ চুন্দও “ভন্তে! তাই হোক” বলে আয়ুষ্মান আনন্দকে প্রত্যুত্তর দিলেন।

৩। অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ ও শিক্ষানবিশ চুন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন– “ভন্তে! আজ এই শিক্ষানবিশ চুন্দ এসে আমাকে এরূপ বললেন– ‘ভন্তে! আয়ুষ্মান শারিপুত্র পরিনির্বাপিত হয়েছেন; এই হচ্ছে তাঁর পাত্র-চীবর।’ ভন্তে! ‘আয়ুষ্মান শারিপুত্র পরিনির্বাপিত হয়েছেন’ এরূপ শুনেও আমার শরীর এখনও মাতালের ন্যায়, দিক বিদিকও আমার নিকট পরিষ্কার নয় এবংকি ধর্মসমূহও আমার নিকট প্রতিভাত হয়নি।”

৪। “হে আনন্দ! তাহলে কি শারিপুত্র তোমার শীলস্কন্ধ নিয়ে পরিনির্বাপিত হয়েছে? সমাধিস্কন্ধ, প্রজ্ঞাস্কন্ধ, বিমুক্তিস্কন্ধ ও বিমুক্তিজ্ঞান দর্শনস্কন্ধ নিয়ে পরিনির্বাপিত হয়েছে?”

“না ভন্তে! আয়ুষ্মান শারিপুত্র আমার শীলস্কন্ধ, সমাধিস্কন্ধ, প্রজ্ঞাস্কন্ধ, বিমুক্তিস্কন্ধ ও বিমুক্তিজ্ঞান দর্শনস্কন্ধ নিয়ে পরিনির্বাপিত হন নাই। ভন্তে! অধিকন্তু আয়ুষ্মান শারিপুত্র আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং ওতীর্ণ, বিজ্ঞাপক (শিক্ষাদানে দক্ষ), সন্দর্শক, প্ররোচক, সমুত্তেজক, আনন্দবর্ধক, ধর্মদেশনায় অক্লিষ্ট ও ব্রহ্মচারীগণের অনুগ্রাহক ছিলেন। আমরা আয়ুষ্মান শারিপুত্রের সেই ধর্মৌজ (ধর্মের নির্যাস), ধর্মভোগ (ধর্মাধিকার) ও ধর্মানুগ্রহ অনুস্মরণ করছি।”

৫। “আনন্দ! নিশ্চই আমার দ্বারা পূর্বে তা ভাষিত হয়েছে যে– ‘সকল প্রিয় ও মনোজ্ঞ বিষয়ে নানা অবস্থা, বিচ্ছিন্নতা ও অন্যথাভাব বিদ্যমান।’ আনন্দ! তা কিভাবে সম্ভব, কেউ যদি আকাঙ্খা করে যে– ‘যা জন্ম হচ্ছে, বর্তমান, কারণ সম্ভূত ও ক্ষণস্থায়ী, তা বিনাশ না হোক’– তা অসম্ভব। যেমন আনন্দ! সতেজ ও সারবান মহাবৃক্ষের বৃহৎ অংশ ভেঙ্গে যাওয়ার ন্যায় মহতী ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতেই, বিদ্যমান অবস্থায়ই শারিপুত্র ও মৌদ্গালায়ন পরিনির্বাপিত হল। তা কিভাবে সম্ভব, কেউ যদি আকাঙ্খা করে যে– ‘যা জন্ম হচ্ছে, বর্তমান, কারণ সম্ভূত ও ক্ষণস্থায়ী, তা বিনাশ না হোক’– তা অসম্ভব। আনন্দ! তদ্ধেতু তোমরা আত্মদ্বীপ, আত্মস্মরণ, অনন্যস্মরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মস্মরণ ও অনন্যস্মরণ হয়ে অবস্থান কর।

আনন্দ! কিরূপে ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মস্মরণ, অনন্যস্মরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মস্মরণ ও অনন্যস্মরণ হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মস্মরণ, অনন্যস্মরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মস্মরণ ও অনন্যস্মরণ হয়ে অবস্থান করে। আনন্দ! আমার বর্তমানে কিংবা পরিনির্বাণের পর যেই ভিক্ষুগণ এভাবে আত্মদ্বীপ, আত্মস্মরণ, অনন্যস্মরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মস্মরণ ও অনন্যস্মরণ হয়ে অবস্থান করবে, তারা আমার শাসনে শিক্ষাকামী ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রতম হবে।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) উক্কচেল সূত্র

৩৮০.১। এক সময় ভগবান শারিপুত্র-মৌদ্গালায়নের পরিনির্বাণ লাভের কিছুদিন পর বজ্জী নগরীর উক্কচেলায় গঙ্গা নদীর তীরে মহতী ভিক্ষু সংঘের সহিত অবস্থান করছিলেন। তখন ভগবান ভিক্ষুসংঘ পরিবৃত হয়ে উন্মুক্ত আকাশে উপবিষ্ট ছিলেন।

২। অতঃপর ভগবান ভিক্ষু সংঘকে তূষ্ণীভূত (মৌনাবলম্বিত) দেখে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন– "ভিক্ষুগণ! শারিপুত্র-মৌদ্গালায়নের পরিনির্বানের দরুন আমার নিকট এই পরিষদ এখন শূণ্যর ন্যায় মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার এই পরিষদ শূণ্য না হয়ে নিরপেক্ষ হয়ে সেই দিকে অবস্থান করে, যেই দিকে শারিপুত্র-মৌদ্গাল্যায়ন অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! আমার যেমন শারিপুত্র-মৌদ্গালায়নের ন্যায় শিষ্য ছিল, সেরূপ সুদূর অতীতে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ ছিলেন, সে সকল ভগবানগণেরও শ্রেষ্ঠ শ্রাবক যুগল ছিল। আমার যেমন শারিপুত্র-মৌদ্গালায়নের ন্যায় শিষ্য ছিল, সেরূপই সুদূর ভবিষ্যতে যে সকল অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধগণ হবেন, সে সকল ভগবানগণেরও শ্রেষ্ঠ শ্রাবক যুগল হবে। ভিক্ষুগণ! শ্রাবকগণের কি আশ্চর্য গুণ! কি অদ্ভুত গুণ! শাস্তার শাসনে ধর্মোপদেশক ও প্রতিকারকারী হয় এবং চারি পরিষদের প্রিয়, মনোজ্ঞ ও গৌরবণীয় হয়। ভিক্ষুগণ তথাগতের কি আশ্চর্য গুণ! কি অদ্ভুত গুণ! এরূপ শ্রাবক যুগল পরিনির্বাণের পরও তথাগতের কোন শোক ও পরিদেবন নেই! তা কিভাবে সম্ভব, ভিক্ষুগণ! কেউ যদি আকাঙ্খা করে যে– 'যা জন্ম হচ্ছে, বর্তমান, কারণ সম্ভূত ও ক্ষণস্থায়ী, তা বিনাশ না হোক'– তা অসম্ভব। যেমন ভিক্ষুগণ! সতেজ ও সারবান মহাবৃক্ষের বৃহৎ অংশ ভেঙ্গে যাওয়ার ন্যায় মহতী ভিক্ষুসংঘের উপস্থিতিতেই, বিদ্যমান অবস্থায়ই শারিপুত্র ও মৌদ্গালায়ন পরিনির্বাপিত হল। তা কিভাবে সম্ভব, কেউ যদি আকাঙ্খা করে যে– 'যা জন্ম হচ্ছে, বর্তমান, কারণ সম্ভূত ও ক্ষণস্থায়ী, তা বিনাশ না হোক'– তা অসম্ভব। ভিক্ষুগণ! তদ্ধেতু তোমরা আত্মদ্বীপ, আত্মস্মরণ, অনন্যস্মরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মস্মরণ ও অনন্যস্মরণ হয়ে অবস্থান কর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মস্মরণ, অনন্যস্মরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মস্মরণ ও অনন্যস্মরণ হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু আত্মদ্বীপ, আত্মস্মরণ, অনন্যস্মরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মস্মরণ ও অনন্যস্মরণ হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! আমার বর্তমানে কিংবা পরিনির্বাণের পর যেই ভিক্ষুগণ এভাবে আত্মদ্বীপ, আত্মস্মরণ, অনন্যস্মরণ এবং ধর্মদ্বীপ, ধর্মস্মরণ ও অনন্যস্মরণ হয়ে অবস্থান করবে, তারা আমার শাসনে শিক্ষাকামী ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রতম হবে।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) বাহিয় সূত্র

৩৮১.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান বাহিয় ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান বাহিয় ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন; যেন আমি ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ পূর্বক একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।"

৩। "তদ্ধেতু, বাহিয়! প্রথমে তুমি আদি কুশলধর্মসমূহে বিশুদ্ধ হও। সেই কুশল ধর্মসমূহের আদি কি কি? যথা– সুবিশুদ্ধ শীল ও ঋজুদৃষ্টি। বাহিয়! যখন হতে তুমি সেই শীলে সুবিশুদ্ধ ও ঋজুদৃষ্টিসম্পন্ন হবে, তখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করবে।

৪। সেই চারি প্রকার কি কি? বাহিয়! এক্ষেত্রে তুমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অনুরূপভাবে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। বাহিয়! যখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে এরূপে মনোনিবেশ করবে, তখন হতে তোমার দিবা-রাত্রি যতই যাপিত হবে ততই কুশল ধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।"

৫। অতঃপর আয়ুষ্মান বাহিয় ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান বাহিয় একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান এবং ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করতে লাগলেন। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই' এরূপ জানতে পারলেন। তখন আয়ুষ্মান বাহিয় অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতর অর্হৎ হলেন। পঞ্চম সূত্র।

(৬) উত্তিয় সূত্র

৩৮২.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান উত্তিয়[১] ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান উত্তিয় ভগবানকে এরূপ বললেন—

২। "ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মোপদেশ প্রদান করেন; যেন আমি ভগবানের ধর্মোপদেশ শ্রবণ পূর্বক একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।"

৩। "তদ্ধেতু, উত্তিয়! প্রথমে তুমি আদি কুশলধর্মসমূহে বিশুদ্ধ হও। সেই কুশল ধর্মসমূহের আদি কি কি? যথা— সুবিশুদ্ধ শীল ও ঋজুদৃষ্টি। উত্তিয়! যখন হতে তুমি সেই শীলে সুবিশুদ্ধ ও ঋজুদৃষ্টিসম্পন্ন হবে, তখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করবে।

৪। সেই চারি প্রকার কি কি? বাহিয়! এক্ষেত্রে তুমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অনুরূপভাবে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। উত্তিয়! যখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে এরূপে মনোনিবেশ করবে, তখন হতে তুমি মৃত্যুর এলাকা অতিক্রম করে নির্বাণে গমন করতে পারবে।"

৫। অতঃপর আয়ুষ্মান উত্তিয় ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন

---

[১]। থেরগাথা গ্রন্থে উত্তিয় নামে তিন জন ভিক্ষু পরিদৃষ্ট হয়। এই উত্তিয় থেরগাথায় বর্ণিত প্রথম জন। ইনি সিদ্ধার্থ বুদ্ধের সময় চন্দ্রভাগা নদীতে কুম্ভীর হয়ে জন্ম গ্রহণ করে পরতীরে গমনেচ্ছুক বুদ্ধকে প্রসন্নচিত্তে পরতীরে পার করে দিয়েছিলেন। বুদ্ধ তার চিত্ত প্রসাদিত দেখে তদ্‌মুহূর্তে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এবং কথিত নিয়মে সেই কুম্ভীর গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করে 'উত্তিয়' নাম হয়েছিলেন। পরে তিনি প্রব্রজিত হয়ে অর্হত্ত্ব মার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বিস্তৃতার্থ- থেরগাথা, পৃঃ ৪৩।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অনন্তর আয়ুষ্মান উত্তিয় একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান এবং ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করতে লাগলেন। 'জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই' এরূপ জানতে পারলেন। তখন আয়ুষ্মান উত্তিয় অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতর অর্হৎ হলেন। ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) আর্য সূত্র

৩৮৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য মুক্তিদাতা এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তত্রস্থকর্মীর সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! আর্য মুক্তিদাতা এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তত্রস্থকর্মীর সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।" সপ্তম সূত্র।

(৮) ব্রহ্ম সূত্র

৩৮৪.১। অভিসম্বুদ্ধ লাভের পর এক সময় ভগবান উরুবেলায় নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর নির্জনে, একাকী অবস্থান করার সময় ভগবানের চিত্তে এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হল— "সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য ইহাই একমাত্র পথ, যথা— চারি স্মৃতিপ্রস্থান।

২। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। অনুরূপভাবে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য চারি স্মৃতিপ্রস্থানই একমাত্র পথ।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। অনন্তর ব্রহ্মা[১] সহম্পতি ভগবানের চিত্ত পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে, বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহু প্রসারণ করে, প্রসারিত বাহু সঙ্কোচন করে; ঠিক সেরূপেই ব্রহ্মলোকে[২] অন্তর্হিত হয়ে ভগবানের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হলেন। অতঃপর ব্রহ্মা সহম্পতি উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে ভগবানের দিকে প্রণাম করে ভগবানকে এরূপ বললেন– "ভগবান! তা এরূপই সুগত! তা এরূপই যে, "সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য ইহাই একমাত্র পথ, যথা– চারি স্মৃতিপ্রস্থান।

৪। সেই চারি প্রকার কি কি? ভন্তে! এক্ষেত্রে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। অনুরূপভাবে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য চারি স্মৃতিপ্রস্থানই একমাত্র পথ।"

ব্রহ্মা সহম্পতি এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর আবার এই গাথা ভাষণ করলেন–

"জন্ম ক্ষয়ের উপায় জ্ঞাতা, হিতকামী, দয়াবান,
যথাযথ জানেন তিনি একায়ন মার্গ সোপান;
সেই মার্গে সত্ত্ব বহু হয়েছে দুঃখ স্রোত পার,
অনাগতে হবে আরও এখনও হচ্ছে পারাপার॥" অষ্টম সূত্র।

(৯) সেদক সূত্র

৩৮৫.১। এক সময় ভগবান সুম্বেতে অবস্থান করছিলেন, সেদক নামক সুম্ভদের নগরে। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

---

[১]। রূপব্রহ্মলোকবাসী ব্রহ্মাদের দেহাবয়ব মানুষের মত কিন্তু স্ত্রী-পুং ভাবের প্রকাশ নেই। তাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও কায় বিদ্যমান থাকলেও চক্ষু-কর্ণ ব্যতীত অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলো নিষ্ক্রিয়।

[২]। ত্রিপিটক গ্রন্থে ১৬টি রূপব্রহ্মপুরী ও ৪টি অরূপব্রহ্মপুরী বিদ্যমান। এই ২০টি ব্রহ্মপুরীর মধ্যে ৫টি শুদ্ধাবাস ব্রহ্মপুরী। এই শুদ্ধাবাসে অনাগামী অর্থাৎ যাঁরা আর দেব-নরলোকে জন্ম পরিগ্রহ করেন না, এমন মহাপুরুষগণ উৎপন্ন হন। অপর ১৫টি ব্রহ্মপুরী হতে কর্মফলে ব্রহ্মগণের পতন হয়। থেরগাথা- পৃঃ ৫৪৭।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। "হে ভিক্ষুগণ! পূর্বে এক চন্ডালবংশীক[১] বাজিকর বাঁশের উপর উঠে তার ছাত্র (অন্তের্বাসী) মেদকথালিককে ডেকে বলল– 'সৌম্য মেদকথালিক! এসো, বাঁশ বেয়ে উঠে আমার উপরিস্কন্ধে উঠ।' 'আচার্য এরূপ হোক' বলে অন্তের্বাসী মেদকথালিক বাজিকরকে প্রত্যুত্তর দিয়ে বাঁশ বয়ে উঠে আচার্যের উপরিস্কন্ধে স্থিত হলো। অতঃপর বাজিকর তার অন্তের্বাসী মেদকথালিককে এরূপ বলল– 'সৌম্য মেদকথালিক! তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমাকে রক্ষা করব। এভাবে আমরা একে অপরকে রক্ষিত, সুরক্ষিত করে খেলার নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হবো, অর্থ উপার্জন করব এবং বাঁশ হতে আমরা নিরাপদে অবতরণ করতে পারব।' ভিক্ষুগণ! তিনি এরূপ বললে অন্তের্বাসী মেদকথালিক তার গুরু বাজিকরকে এরূপ বলল– 'হে আচার্য! কখনোই এরূপ হবে না। আপনি নিজেকে রক্ষা করুন আর আমিও নিজেকে রক্ষা করব। এরূপেই আমরা নিজেকে নিজে রক্ষিত, সুরক্ষিত করে স্ব স্ব ক্রীড়া নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে সক্ষম হবো, অর্থ উপার্জন করব এবং বাঁশ হতে আমরা নিরাপদে অবতরণ করতে সক্ষম হবো।"

৩। তারপর ভগবান এরূপ বললেন, "অন্তের্বাসী মেদকথালিক আচার্যকে যেরূপ বলল তাই হচ্ছে প্রকৃত নিয়ম। হে ভিক্ষুগণ! 'নিজেকে রক্ষা করব' এরূপ চাইলে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন করা উচিত আর 'অপরকে রক্ষা করব' এমনটা চাইলেও স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন করা উচিত। ভিক্ষুগণ! নিজেকে রক্ষা করলে অপরকে রক্ষা করা হয় এবং অপরকে রক্ষা করলে নিজেকেও রক্ষা করা হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! কিরূপে নিজেকে রক্ষা করলে অপরকে রক্ষা করা হয়? যেমন, (স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা) পুনঃপুন অভ্যাস, অনুশীলন এবং বারংবার সম্পাদনের মাধ্যমে নিজেকে রক্ষা করলে অপরকে রক্ষা করা হয়। কিরূপে অপরকে রক্ষা করলে নিজেকে রক্ষা করা হয়? ক্ষান্তি, অবিহিংসা, মৈত্রীচিত্ত ও সহানুভূতি প্রয়োগের মাধ্যমে অপরকে রক্ষা করলে নিজেকেও রক্ষা করা হয়। ভিক্ষুগণ! 'নিজেকে রক্ষা করব' এরূপ চাইলে স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন করা উচিত আর 'অপরকে রক্ষা করব' এমনটা চাইলেও স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা অনুশীলন করা উচিত। নিজেকে রক্ষা করলে অপরকে রক্ষা করা হয় এবং অপরকে রক্ষা করলে নিজেকেও রক্ষা করা হয়।" নবম সূত্র।

(১০) জনপদকল্যাণী সূত্র

৩৮৬.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় ভগবান সুম্ভেতে অবস্থান

---

[১]। 'চন্ডালবংসিকো' অর্থাৎ যিনি বাঁশের উপর দাড়িয়ে বিভিন্নভাবে ক্রীড়া প্রদর্শন করেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করছিলেন, সেদক নামক সুম্ভদের নগরে। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে "হে ভিক্ষুগণ!" বলে আহ্বান করলেন। ভিক্ষুগণও "হ্যাঁ ভদন্ত!" বলে ভগবানের প্রত্যুত্তর প্রদান করলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, মহাজনতা সমবেত হয়ে 'জনপদকল্যাণী, জনপদকল্যাণী' বলে থাকে। 'সেই জনপদকল্যাণী নৃত্য-গীতে শ্রেষ্ঠ আনন্দদায়িনী। সে নৃত্য-গীত প্রদান কালে 'জনপদকল্যাণী নাচছে, গাইছে'– এরূপ বলে প্রচুর জনসাধারণ উপস্থিত হতো। অতঃপর সেখানে প্রাণাকাঙ্খী, অমরণকামী (মরণেচ্ছাহীন), সুখকামী ও দুঃখে বিরুদ্ধভাবাপন্ন (দুঃখ পেতে পরমুখ) এক ব্যক্তি আগমন করল। তখন তাকে এরূপ বলা হলো– 'হে পুরুষ! এই মহাসমাবেশের মধ্যে এবং জনপদকল্যাণীর সম্মুখ দিয়ে এই তৈলপাত্রটি তোমাকে বাইরে নিয়ে যেতে হবে। উন্মুক্ত তরবারি হাতে একজন ব্যক্তি তোমার পিছু পিছু গমন করবে। যখনই তুমি বিন্দুমাত্র তৈল মাটিতে ফেলবে তখনই সে তোমার মস্তক ছিন্ন করবে।' ভিক্ষুগণ! তা তোমরা কি মনে কর, সেই পুরুষ সেই তৈল পাত্রটি মনোযোগ না দিয়ে প্রমাদবশে বাইরে নিয়ে যায় কি?

"না, ভন্তে।"

৩। "ভিক্ষুগণ! তোমাদেরকে একটি বিষয় বুঝানোর জন্যই আমি এই উপমা উপস্থাপন করেছি। এখানে 'কানায় কানায় পূর্ণ তৈলপাত্র' হচ্ছে কায়গত স্মৃতির অধিবচন বা অপর নাম। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা কর্তব্য, 'আমাদের কায়গত স্মৃতি ভাবিত হবে, বহুলীকৃত, যানকৃত (পরস্পর যুক্ত যান সদৃশ), বাস্তুকৃত (পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অভ্যস্ত), অনুষ্ঠিত, পরিচিত ও ভালরূপে আরব্ধ হবে।' তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা উচিত।" দশম সূত্র।

নালন্দা বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

মহাপুরুষ, নালন্দা, চুন্দ, চেল ও বাহিয় সূত্র;
উত্তিয়, আর্য, ব্রহ্মা, সেদক, জনপদকল্যাণী হল ব্যক্ত॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. শীলস্থিতি বর্গ

(১) শীল সূত্র

৩৮৭.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ ও আয়ুষ্মান ভদ্র পাটলিপুত্রে কুক্কুটারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান ভদ্র সায়াহ্ন সময়ে নির্জন স্থান হতে উঠে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্র আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন–

২। "আবুসো, আনন্দ! এই যে কুশল শীলসমূহ ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে, সেই কুশল শীলসমূহ ভগবান কর্তৃক কি কারণে ভাষিত হয়েছে?"

৩। "সাধু, সাধু, আবুসো ভদ্র! তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক, উন্মার্গ, উত্তমগুণসম্পন্ন, প্রতিভান ও কল্যাণকর প্রশ্ন করেছ। আবুসো ভদ্র! তুমি এরূপই প্রশ্ন করেছ– 'এই যে কুশল শীলসমূহ ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে, সেই কুশল শীলসমূহ ভগবান কর্তৃক কি কারণে ভাষিত হয়েছে?' "তা এরূপই আবুসো!" "যেই কুশল শীলসমূহ ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে, সেই কুশল শীলসমূহ চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনার জন্য ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে।

৪। সেই চারি প্রকার কি কি? আবুসো! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসো ভদ্র! যেই কুশল শীলসমূহ ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে, সেই কুশল শীলসমূহ চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনার জন্য ভগবান কর্তৃক ভাষিত হয়েছে।" প্রথম সূত্র।

(২) চিরস্থায়ী সূত্র

৩৮৮.১। পূর্ববৎ নিদান। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্র আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন–

২। "আবুসো আনন্দ! কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না? আর কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়?"

৩। "সাধু, সাধু, আবুসো ভদ্র! তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক, উন্মার্গ, উত্তমগুণসম্পন্ন, প্রতিভান ও কল্যাণকর প্রশ্ন করেছ। আবুসো ভদ্র! তুমি এরূপই প্রশ্ন করেছ– 'কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিরস্থায়ী হয় না? আর কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়?' "তা এরূপই আবুসো!" "ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না। আর চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়।

৪। সেই চারি প্রকার কি কি? আবুসো! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসো! এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না। আর এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) পরিহান সূত্র

৩৮৯.১। এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ ও আয়ুষ্মান ভদ্র পাটলিপুত্রে কুক্কুটারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান ভদ্র সায়াহ্ন সময়ে নির্জন স্থান হতে উঠে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান ভদ্র আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন—

২। "আবুসো, আনন্দ! কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে সদ্ধর্ম পরিহীন হয়? আর কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে সদ্ধর্ম পরিহীন হয় না?"

৩। "সাধু, সাধু, আবুসো ভদ্র! তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক, উন্মার্গ, উত্তমগুণসম্পন্ন, প্রতিভান ও কল্যাণকর প্রশ্ন করেছ। আবুসো ভদ্র! তুমি এরূপই প্রশ্ন করেছ— 'কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে সদ্ধর্ম পরিহীন হয়? আর কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে সদ্ধর্ম পরিহীন হয় না?' "তা এরূপই আবুসো!" "ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে সদ্ধর্ম পরিহীন হয়। আর চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সদ্ধর্ম পরিহীন হয় না।

৪। সেই চারি প্রকার কি কি? আবুসো! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থান করে। আবুসো! এই ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে সদ্ধর্ম পরিহীন হয়। আর চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সদ্ধর্ম পরিহীন হয় না।” তৃতীয় সূত্র।

(৪) শুদ্ধ সূত্র

৩৯০.১। শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ! চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান বিদ্যমান আছে। সেই চারি প্রকার কি কি? আবুসো! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! ইহাই হচ্ছে চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান।” চতুর্থ সূত্র।

(৫) জনৈক ব্রাহ্মণ সূত্র

৩৯১.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীতে অনাথপিণ্ডিকের জেতবনারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর জনৈক ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। “ভো গৌতম! কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না? আর কোন হেতু ও কোন প্রত্যয়ে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়?”

৩। “হে ব্রাহ্মণ! ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না। আর চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়।

৪। সেই চারি প্রকার কি কি? ব্রাহ্মণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ব্রাহ্মণ! এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু অভাবিত ও অবহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয় না। আর এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তথাগতের পরিনির্বাণের পর সদ্ধর্ম চিরস্থায়ী হয়।”

৫। এরূপ উক্ত হলে সেই ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন– “ভো

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গৌতম! অতি সুন্দর! অতি মনোরম! ভো গৌতম, যেমন অধোমুখী পাত্রকে কেউ ঊর্দ্ধমুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, পথভ্রষ্টকে পথ দেখিয়ে দেয় এবং চক্ষুষ্মানেরা রূপ দেখবে বলে অন্ধকারে প্রদীপ ধারণ করে, ঠিক তেমনি ভাবে ভগবানও নানা পর্যায়ে ধর্ম দেশনা প্রদান করলেন। ভদন্ত, আমি ভগবানের শরণাগত হলাম, ধর্মের এবং ভিক্ষু সংঘেরও শরণাগত হলাম। ভবৎ গৌতম! আজ হতে আমাকে আমরণ আপনার শরণাগত উপাসকরূপে[১] ধারণ করুন।” পঞ্চম সূত্র।

(৬) পদেস সূত্র

৩৯২.১। এক সময় আয়ুষ্মান শারিপুত্র, আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন ও আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ সাকেতে কণ্ডকীবনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র ও আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন সায়াহ্ন সময়ে নির্জন স্থান হতে উঠে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন–

২। “আবুসো, অনুরুদ্ধ! এই যে ‘শৈক্ষ্য, শৈক্ষ্য’ বলা হয়। কি প্রকারে ভিক্ষু শৈক্ষ্য হয়?”

“আবুসো! ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থান আংশিক পরিমাণেও অনুশীলন করলে শৈক্ষ্য হয়।”

৩। “সেই চারি প্রকার কি কি? আবুসো! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান আংশিক পরিমাণেও অনুশীলন করলে তাকে শৈক্ষ্য বলা হয়।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) পরিপূর্ণ সূত্র

৩৯৩.১। পূর্ববৎ নিদান। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্র আয়ুষ্মান

---

[১]। যে কোন গৃহস্থ ব্যক্তি, যখন হতে বুদ্ধ-ধর্ম এবং সংঘের শরণাগত হয়, তখন সে উপাসক নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ ত্রিরত্নের প্রতি শরণাগত ব্যক্তিকে উপাসক বলে।- সার সংগ্রহ (১ম খন্ড), পৃঃ ১২০, আর উপাসকের গুণাগুণ সম্পর্কেও তথায় বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন–

২। "আবুসো, অনুরুদ্ধ! এই যে 'অশৈক্ষ্য, অশৈক্ষ্য' বলা হয়। কি প্রকারে ভিক্ষু অশৈক্ষ্য হয়?"

"আবুসো! ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে পরিপূর্ণরূপে ভাবিত হলেই অশৈক্ষ্য হয়।"

৩। "সেই চারি প্রকার কি কি? আবুসো! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভিক্ষু পরিপূর্ণরূপে ভাবিত হলেই অশৈক্ষ্য হয়।" সপ্তম সূত্র।

(৮) লোক সূত্র

৩৯৪.১। পূর্ববৎ নিদান। একান্তে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন–

২। "আবুসো, অনুরুদ্ধ! কোন ধর্মসমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল লাভ হয়?"

"আবুসো! চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল লাভ হয়।

৩। সেই চারি প্রকার কি কি? আবুসো! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসো! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত হয়ে মহা অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি। এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত হয়েই আমি এখন সহস্র লোক (জগৎ)[১] সম্পর্কে জ্ঞাত আছি।" অষ্টম সূত্র।

---

[১]। বুদ্ধ-বর্ণিত প্রবচনে বললে- লুজ্জতি পলুজ্জতী'তি লোকো'; অর্থাৎ যেই স্থান পুনঃ পুনঃ ধ্বংস-বিধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাকে লোক বা জগৎ বলে।- পটিচ্চ-সমুপ্পাদ, পৃঃ ১, শ্রী প্রজ্ঞালোক স্থবির। দেবলোক, ব্রহ্মালোক ইত্যাদি সমস্তকে নিয়েই বিশ্বজগৎ। পালিতে 'সদেবক', 'সমারক' প্রভৃতি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে সামান্য মতভেদ আছে। প্রথম মতানুসারে 'সদেবক' অর্থে পঞ্চ কামাবচর দেবলোক; 'সমারক' অর্থে ষষ্ঠ কামাবচর দেবলোক; 'সব্রহ্মক' অর্থে ব্রহ্মালোক; 'সস্সমণব্রহ্মণি' অর্থে যাবতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৯) সিরিবড়্ঢ সূত্র

৩৯৫.১। এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। সে সময় গৃহপতি সিরিবড়্ঢ পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। অতঃপর গৃহপতি সিরিবড়্ঢ জনৈক ব্যক্তিকে আহ্বান করে বললেন—

২। "ওহে পুরুষ! এসো, আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আমার কথামতো আয়ুষ্মান আনন্দের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করে এরূপ বলো— 'ভন্তে! গৃহপতি সিরিবড়্ঢ পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়েছেন। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করছেন।' তারপর তুমি আরও এরূপ বলো— "ভন্তে! তা উত্তম হয়, আয়ুষ্মান আনন্দ যদি অনুকম্পা ও দয়াপরবশ হয়ে গৃহপতি সিরিবড়্ঢের গৃহে উপস্থিত হন।" "প্রভু! তাই হোক" বলে সেই ব্যক্তি গৃহপতি সিরিবড়্ঢকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে ও আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করল। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্যক্তি আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বলল— "ভন্তে! গৃহপতি সিরিবড়্ঢ পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়েছেন। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করছেন। সে আরও বলল— "ভন্তে! তা উত্তম হয়, আয়ুষ্মান আনন্দ যদি অনুকম্পা ও দয়াপরবশ হয়ে গৃহপতি সিরিবড়্ঢের গৃহে উপস্থিত হন।" তখন আয়ুষ্মান আনন্দ মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

৩। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করত পাত্র-চীবর নিয়ে গৃহপতি সিরিবড়্ঢের গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ উপবেশন করার পর গৃহপতি সিরিবড়্ঢকে এরূপ বললেন—

৪। "হে গৃহপতি! আপনি রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছেন কি? আপনার দুঃখ-বেদনা পরিক্ষীণ হচ্ছে নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নাকি অবসানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে?"

(তখন গৃহপতি বললেন) "ভন্তে! আমার রোগের যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না। আমার দুঃখ-বেদনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিক্ষীণ হচ্ছে না। রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, অবসানের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।"

'পজা' অর্থে সত্ত্বলোক; এবং 'সদেবমনুস্‌স' অর্থে দেবাখ্যাভূষিত রাজন্যবৃন্দ ও অন্যান্য মনুষ্য। দ্বিতীয় মতানুসারে 'সদেবক' অর্থে রূপব্রহ্মলোক; 'সস্‌সমণব্রহ্মণি' অর্থে চারি বৌদ্ধ পরিষদ (প-সু)।- মধ্যম নিকায় ১ম খন্ড, পাদটীকা, পৃঃ ১৯৩।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। "তদ্ধেতু, গৃহপতি! আপনার এরূপ শিক্ষা করা উচিত– 'আমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করব। অনুরূপভাবে আমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করব।' গৃহপতি! আপনার এরূপই শিক্ষা করা উচিত।"

৬। "ভন্তে! ভগবান কর্তৃক যেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান দেশিত হয়েছে তা আমার নিকট বিদ্যমান আছে এবং সেই ধর্মসমূহও আমাতে বিদ্যমান। আমিও সেই ধর্মসমূহ সন্দর্শন করি। ভন্তে! আমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করছি। অনুরূপভাবে আমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করছি। ভন্তে! ভগবান কর্তৃক যেই পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজন[১] দেশিত হয়েছে, তা আমি নিজের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্রও অপ্রহীণ দেখতে পাচ্ছি না।"

"গৃহপতি! তা আপনার লাভ ও সুলব্ধ যে, আপনার দ্বারা অনাগামীফলের ব্যাখ্যা করা হলো।" নবম সূত্র।

(১০) মানদিন্ন সূত্র

৩৯৬.১। পূর্ববৎ নিদান। সে সময় গৃহপতি মানদিন্ন পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। অতঃপর গৃহপতি মানদিন্ন জনৈক ব্যক্তিকে আহ্বান করে বললেন–

২। "ওহে পুরুষ! এসো, আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আমার কথামতো আয়ুষ্মান আনন্দের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করে এরূপ বলো– 'ভন্তে! গৃহপতি মানদিন্ন পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়েছেন। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করছেন।' তারপর তুমি আরও এরূপ বলো– "ভন্তে! তা উত্তম হয়, আয়ুষ্মান আনন্দ যদি অনুকম্পা ও দয়াপরবশ হয়ে গৃহপতি মানদিন্নের গৃহে উপস্থিত হন।" "প্রভু! তাই হোক" বলে সেই ব্যক্তি গৃহপতি মানদিন্নকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে ও আয়ুষ্মান আনন্দকে অভিবাদন করে একান্তে

---

[১]। সৎকায়দৃষ্টি, বিচিকিৎসা, শীলব্রত পরামর্শ, কামচ্ছন্দ ও ব্যাপাদ হচ্ছে পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপবেশন করল। একান্তে উপবিষ্ট সেই ব্যক্তি আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বলল–

৩। "ভন্তে! গৃহপতি মানদিন্ন পীড়িত, দুঃখিত ও অত্যধিক রোগাক্রান্ত হয়েছেন। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করছেন। সে আরও এরূপ বলল– "ভন্তে! তা উত্তম হয়, আয়ুষ্মান আনন্দ যদি অনুকম্পা ও দয়াপরবশ হয়ে গৃহপতি মানদিন্নের গৃহে উপস্থিত হন।" তখন আয়ুষ্মান আনন্দ মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

৪। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান করত পাত্র-চীবর নিয়ে গৃহপতি মানদিন্নের গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ উপবেশন করার পর গৃহপতি মানদিন্নকে এরূপ বললেন–

৫। "হে গৃহপতি! আপনি রোগের যন্ত্রণা সহ্য করতে সক্ষম হচ্ছেন কি? আপনার দুঃখ-বেদনা পরিক্ষীণ হচ্ছে নাকি বৃদ্ধি পাচ্ছে? রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে নাকি অবসানের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে?"

(তখন গৃহপতি বললেন) "ভন্তে! আমার রোগের যন্ত্রণা সহ্য হচ্ছে না। আমার দুঃখ-বেদনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, পরিক্ষীণ হচ্ছে না। রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে, অবসানের কোন লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। ভন্তে! আমি এরূপে দুঃখ-বেদনা পেয়েও অভিন্নভাবে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করছি। অনুরূপভাবে আমি দুঃখ-বেদনা পেয়েও অভিন্নভাবে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করছি।' ভন্তে! ভগবান কর্তৃক যেই পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজন দেশিত হয়েছে, তা আমি নিজের মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্রও অপ্রহীণ দেখতে পাচ্ছি না।"

"গৃহপতি! তা আপনার লাভ ও সুলব্ধ যে, আপনার দ্বারা অনাগামীফলের ব্যাখ্যা করা হলো।" দশম সূত্র।

শীলস্থিতি বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

শীল, স্থিতি, পরিহান, শুদ্ধ, ব্রাহ্মণ ও পদেস;
পরিপূর্ণ, লোক, সিরিবড্‌ঢ, মানদিন্নতে হয় দশ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. অশ্রুত বর্গ

(১) অশ্রুত সূত্র

৩৯৭.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! 'ইহা কায়ে কায়ানুদর্শন' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। 'এই কায়ে কায়ানুদর্শন ভাবিত বা অনুশীলন করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। 'আমার এই কায়ে কায়ানুদর্শন ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল।"

২। "ভিক্ষুগণ! 'ইহা বেদনায় বেদনানুদর্শন' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। 'এই বেদনায় বেদনানুদর্শন ভাবিত বা অনুশীলন করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। 'আমার এই বেদনায় বেদনানুদর্শন ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল।"

৩। "ভিক্ষুগণ! 'ইহা চিত্তে চিত্তানুদর্শন' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। 'এই চিত্তে চিত্তানুদর্শন ভাবিত বা অনুশীলন করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। 'আমার এই চিত্তে চিত্তানুদর্শন ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল।"

৪। "ভিক্ষুগণ! 'ইহা ধর্মে ধর্মানুদর্শন' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। 'এই ধর্মে ধর্মানুদর্শন ভাবিত বা অনুশীলন করা উচিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল। 'আমার এই ধর্মে ধর্মানুদর্শন ভাবিত' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা এবং আলোকও উৎপন্ন হয়েছিল।" প্রথম সূত্র।

(২) বিরাগ সূত্র

৩৯৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা একান্তই নির্বেদের জন্য এবং বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞান, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।

২। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা একান্তই নির্বেদের জন্য এবং বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞান, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) অক্ষম বা বিরুদ্ধ সূত্র

৩৯৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! যারা চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় অমনোযোগী, তারা সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়কর আর্য মার্গ (অষ্টাঙ্গিক মার্গ) লাভ করতে অক্ষম হয়। আর যারা চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় মনোযোগী, তারা সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়কর আর্য মার্গ লাভ করতে সক্ষম হয়।

২। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! যারা চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় অমনোযোগী, তারা সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়কর আর্য মার্গ (অষ্টাঙ্গিক মার্গ) লাভ করতে অক্ষম হয়। আর যারা চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় মনোযোগী, তারা সম্যকরূপে দুঃখ ক্ষয়কর আর্য মার্গ লাভ করতে সক্ষম হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) ভাবিত সূত্র

৪০০.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অপর পাড়ে (নির্বাণ পাড়ে) গমনের জন্য সংবর্তিত হয়।

২। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অপর পাড়ে গমনের জন্য সংবর্তিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) স্মৃতি সূত্র

৪০১.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে অবস্থান করা উচিত। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন।

২। কিরূপে ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়।

৩। কিরূপে ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞানী হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর বেদনা উৎপন্নের সময় তা জ্ঞাত থাকে, বিদ্যমানকালে এবং বিনাশের সময়েও তা জ্ঞাত থাকে। বিতর্ক উৎপন্নের সময় তা জ্ঞাত থাকে, বিদ্যমানকালে এবং বিনাশের সময়েও তা জ্ঞাত থাকে। সংজ্ঞা উৎপন্নের সময় জ্ঞাত থাকে, বিদ্যমানকালে এবং বিনাশের সময়েও তা জ্ঞাত থাকে। এরূপেই ভিক্ষু সম্প্রজ্ঞানী হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষুর স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করা উচিত। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) পূর্ণজ্ঞান সূত্র

৪০২.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান বিদ্যমান। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ইহাই হচ্ছে চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান। ভিক্ষুগণ! এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহ জন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দুইটি ফলের মধ্যে অন্যতর ফলই প্রত্যাশিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) ছন্দ সূত্র

৪০৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান বিদ্যমান। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার কায়িক ছন্দ প্রহাণ হয়। ছন্দের (ইচ্ছা, অভিলাষ) প্রহাণ হলে অমৃত (নির্বাণ) সাক্ষাত হয়।

২। ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার বেদনা বিষয়ক ছন্দ প্রহাণ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ছন্দের প্রহাণ হলে অমৃত সাক্ষাত হয়।

৩। ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত বিষয়ক ছন্দ প্রহাণ হয়। ছন্দের প্রহাণ হলে অমৃত সাক্ষাত হয়।

৪। ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার ধর্ম বিষয়ক ছন্দ প্রহাণ হয়। ছন্দের প্রহাণ হলে অমৃত সাক্ষাত হয়।” সপ্তম সূত্র।

(৮) পরিজ্ঞাত সূত্র

৪০৪.১। “হে ভিক্ষুগণ! চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান বিদ্যমান। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার কায় পরিজ্ঞাত হয়। কায়ের পরিজ্ঞান লাভ হলে অমৃত (নির্বাণ) সাক্ষাত হয়।

২। ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার বেদনা পরিজ্ঞাত হয়। বেদনার পরিজ্ঞান লাভ হলে অমৃত সাক্ষাত হয়।

৩। ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার চিত্ত পরিজ্ঞাত হয়। চিত্তের পরিজ্ঞান লাভ হলে অমৃত সাক্ষাত হয়।

৪। ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করার সময় তার ধর্ম (মনোগোচর বিষয়) পরিজ্ঞাত হয়। ধর্মের পরিজ্ঞান লাভ হলে অমৃত সাক্ষাত হয়।” অষ্টম সূত্র।

(৯) ভাবনা সূত্র

৪০৫.১। “হে ভিক্ষুগণ! আমি চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থানের ভাবনা সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। সেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! ইহাই হচ্ছে চারি প্রকার স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা।" নবম সূত্র।

(১০) বিভঙ্গ সূত্র

৪০৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে স্মৃতিপ্রস্থান, স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা ও স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনার প্রণালী সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! স্মৃতিপ্রস্থান কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ইহাকেই স্মৃতিপ্রস্থান বলে।

২। ভিক্ষুগণ! স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে দেহের সমুদয় স্বভাব নিরীক্ষণ করে অবস্থান করে, বিনাশ স্বভাব ও সমুদয়-বিনাশ স্বভাব নিরীক্ষণ করে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনার সমুদয় স্বভাব, বিনাশ স্বভাব, সমুদয়-বিনাশ স্বভাব; চিত্তের সমুদয় স্বভাব, বিনাশ স্বভাব, সমুদয়-বিনাশ স্বভাব এবং ধর্মের (মনোগোচর বিষয়ের) সমুদয় স্বভাব, বিনাশ স্বভাব ও সমুদয়-বিনাশ স্বভাব নিরীক্ষণ করে অবস্থান করে। ইহাকেই স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা বলে।

৩। ভিক্ষুগণ! স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনার প্রণালী কিরূপ? তা হচ্ছে সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধিই হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনা প্রণালী বলে।" দশম সূত্র।

অশ্রুত বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

অশ্রুত, বিরাগ, অক্ষম, ভাবিত ও স্মৃতি;
পূর্ণজ্ঞান, ছন্দ, পরিজ্ঞাত, ভাবনা, বিভঙ্গে হয় বর্গের ইতি॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. অমৃত বর্গ

(১) অমৃত সূত্র

৪০৭.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান কর। তোমাদের অমৃত (নির্বাণ) ফল হারিয়ে ফেলো না। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! তোমরা এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান কর। তোমাদের অমৃত ফল হারিয়ে ফেলো না।" প্রথম সূত্র।

(২) সমুদয় সূত্র

৪০৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি চারি স্মৃতিপ্রস্থানের সমুদয় ও নিরোধ সম্পর্কে দেশনা করব। তা তোমরা শ্রবণ কর। ভিক্ষুগণ! কায়ের সমুদয় কি? আহারের সমুদয়ে (কারণে) কায়ের সমুদয় (স্থিতি) হয়, আহার নিরোধে কায়েরও নিরোধ হয়। স্পর্শের কারণে বেদনার উৎপত্তি হয়, স্পর্শ নিরোধে বেদনারও নিরোধ হয়। নাম-রূপের কারণে (সমুদয়ে) চিত্তের সমুদয় হয়। নাম-রূপের নিরোধে চিত্তেরও নিরোধ হয়। মনস্কার বা কল্পনার কারণে (সমুদয়ে) ধর্মের (মনোগোচর বিষয়ের) উৎপাদ (সমুদয়) হয় এবং মনস্কারের নিরোধে ধর্মেরও নিরোধ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) মার্গ সূত্র

৪০৯.১। শ্রাবস্তী নিদান। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! প্রথম অভিসম্বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়ে এক সময় আমি উরুবেলার নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে অবস্থান করছিলাম। তখন নির্জনে, একাকী অবস্থান করার সময় আমার এরূপ চিত্ত পরিবিতর্ক উৎপন্ন হল– "সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য ইহাই একমাত্র পথ, যথা– চারি স্মৃতিপ্রস্থান।

২। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। অনুরূপভাবে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবস্থান করা উচিত। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য চারি স্মৃতিপ্রস্থানই একমাত্র পথ।

৩। অনন্তর ব্রহ্মা সহম্পতি আমার চিত্ত পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে, বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহু প্রসারণ করে, প্রসারিত বাহু সঙ্কোচন করে, ঠিক সেরূপেই ব্রহ্মালোকে অন্তর্হিত হয়ে আমার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হল। অতঃপর ব্রহ্মা সহম্পতি উত্তরীয়বস্ত্র একাংশ করে আমার দিকে প্রণাম করে আমাকে এরূপ বলল– 'ভগবান! তা এরূপই সুগত! তা এরূপই যে, সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য ইহাই একমাত্র পথ, যথা– চারি স্মৃতিপ্রস্থান।'

৪। সেই চারি প্রকার কি কি? ভন্তে! এক্ষেত্রে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। অনুরূপভাবে ভিক্ষুর বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করা উচিত। সত্ত্বগণের বিশুদ্ধির জন্য, শোক-পরিদেবন সম্যকরূপে অতিক্রমের জন্য, দুঃখ-দৌর্মনস্য তিরোধানের জন্য, ন্যায় মার্গ লাভ ও নির্বাণ সাক্ষাতের জন্য চারি স্মৃতিপ্রস্থানই একমাত্র পথ।'

ভিক্ষুগণ! ব্রহ্মা সহম্পতি এরূপ বলল। এরূপ বলার পর আবার এই গাথা ভাষণ করল–

"জন্ম ক্ষয়ের উপায় জ্ঞাতা, হিতকামী, দয়াবান,
যথাযথ জানেন তিনি একায়ন মার্গ সোপান;
সেই মার্গে সত্ত্ব বহু হয়েছে দুঃখ স্রোত পার,
অনাগতে হবে আরও এখনও হচ্ছে পারাপার॥" তৃতীয় সূত্র।

(৪) স্মৃতি সূত্র

৪১০.১। "হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুর স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করা উচিত। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন। ভিক্ষু কিরূপে স্মৃতিমান হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু স্মৃতিমান হয়। ভিক্ষুগণ!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুর স্মৃতিমান হয়ে অবস্থান করা উচিত। ইহাই তোমাদের প্রতি আমাদের অনুশাসন।” চতুর্থ সূত্র।

(৫) কুশলরাশি সূত্র

৪১১.১। “হে ভিক্ষুগণ! চারি স্মৃতিপ্রস্থানের প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে ‘ইহা কুশল রাশি’। কেবলমাত্র কুশলরাশিই হচ্ছে এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান।

২। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানের প্রতি মন্তব্য করার সময় একজন যথার্থই বলে যে ‘ইহা কুশল রাশি’। কেবলমাত্র কুশলরাশিই হচ্ছে এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান।” পঞ্চম সূত্র।

(৬) প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল সূত্র

৪১২.১। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে উবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। “ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা প্রদান করেন; যেন আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণ পূর্বক একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।”

৩। “তদ্ধেতু, ভিক্ষু! প্রথমে তুমি আদি কুশলধর্মসমূহে বিশুদ্ধ হও। সেই আদি কুশলধর্মসমূহ কি কি? ভিক্ষু! এক্ষেত্রে তুমি প্রাতিমোক্ষ সংবরে[১] সংবৃত হয়ে অবস্থান কর। আচার-গোচার (সচ্চরিত্র) সম্পন্ন হয়ে, অণুমাত্র বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে এবং শিক্ষনীয় শিক্ষাপদসমূহ ধারণ করে অবস্থান কর। যখন

---

[১]। এই শাসনস্থ আর্য-শ্রাবক (ভিক্ষু) কর্তৃক প্রাতিমোক্ষে উক্ত শিক্ষাপদসমূহ দ্বারা সংবৃত হয়ে অবস্থান, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তা পালন, কায়িক ও বাচনিক সর্বপ্রকার দুঃশীলতা ও দুর্জীবিকা পরিবর্জনরূপ আচার এবং বেশ্যা গোচর, যুবতী-কুমারী গোচরাদি অগোচর সমূহ পরির্বজনরূপ গোচর সম্পন্ন অবস্থান, অণুমাত্র পাপেও ভয়দর্শী, শিক্ষাপদসমূহে যা শিক্ষা করতে হবে তা সুন্দররূপে শিক্ষা গ্রহণই প্রাতিমোক্ষসংবর বা প্রাতিমোক্ষসংবর শীল।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৮৯। আরও দেখুন দীর্ঘ নিকায় শীলস্কন্ধ বর্গ (১ম খন্ড), পৃঃ ৮০, রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাথের।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হতে তুমি সচ্চরিত্রসম্পন্ন হয়ে, অণুমাত্র বর্জনীয় বিষয়ে ভয়দর্শী হয়ে এবং শিক্ষনীয় শিক্ষাপদসমূহ ধারণ করে অবস্থান করবে, তখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করবে।

৪। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষু! এক্ষেত্রে তুমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অনুরূপভাবে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। ভিক্ষু! যখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে এরূপে মনোনিবেশ করবে, তখন হতে তোমার দিবা-রাত্রি যতই যাপিত হবে ততই কুশল ধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।”

৫। অতঃপর সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষু একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান এবং ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করতে লাগলেন। ‘জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই’ এরূপ জানতে পারলেন। তখন সেই ভিক্ষু অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতর অর্হৎ হলেন। ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) দুশ্চরিত্র সূত্র

৪১৩.১। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একান্তে উবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। “ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে ধর্মদেশনা প্রদান করেন; যেন আমি ভগবানের ধর্ম শ্রবণ পূর্বক একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হই।”

৩। “তদ্ধেতু, হে ভিক্ষু! প্রথমে তুমি আদি কুশলধর্মসমূহে বিশুদ্ধ হও। সেই আদি কুশলধর্মসমূহ কি কি? ভিক্ষু! এক্ষেত্রে তুমি কায়িক দুশ্চরিত ত্যাগ করে কায়িক সুচরিত বৃদ্ধি কর। বাচনিক দুশ্চরিত ত্যাগ করে বাচনিক সুচরিত বৃদ্ধি কর। এবং মানসিক দুশ্চরিত ত্যাগ করে মানসিক সুচরিত বৃদ্ধি কর। যখন হতে তুমি কায়িক দুশ্চরিত ত্যাগ করে কায়িক সুচরিত বৃদ্ধি করবে, বাচনিক দুশ্চরিত ত্যাগ করে বাচনিক সুচরিত বৃদ্ধি করবে এবং মানসিক দুশ্চরিত ত্যাগ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে মানসিক সুচরিত বৃদ্ধি করবে, তখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করবে।

৪। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষু! এক্ষেত্রে তুমি বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। অনুরূপভাবে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর। ভিক্ষু! যখন হতে তুমি শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে এরূপে মনোনিবেশ করবে, তখন হতে তোমার দিবা-রাত্রি যতই যাপিত হবে ততই কুশল ধর্মসমূহে শ্রীবৃদ্ধিই প্রত্যাশিত, পরিহানি নয়।”

৫। অতঃপর সেই ভিক্ষু ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন। অনন্তর সেই ভিক্ষু একাকী নির্জনে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করতে করতে অচিরেই যার জন্য কুলপুত্রগণ সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারে প্রব্রজিত হন, সেই অনুত্তর ব্রহ্মচর্যের পর্যাবসান এবং ইহ জীবনেই স্বয়ং অভিজ্ঞান প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করতে লাগলেন। ‘জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখমুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই’ এরূপ জানতে পারলেন। তখন সেই ভিক্ষু অর্হৎগণের মধ্যে অন্যতর অর্হৎ হলেন। সপ্তম সূত্র।

(৮) মিত্র সূত্র

৪১৪.১। “হে ভিক্ষুগণ! তোমাদের যেই মিত্র বা বন্ধু, জ্ঞাতী বা সলোহিতগণ আছে এবং যাদেরকে তোমরা অনুকম্পা প্রদর্শন ও শ্রোত্রব্য বিষয় শ্রবণ করানো উচিত বলে মনে কর, তাদেরকে তোমাদের চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় মনোনিবেশ করানো, নিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করানো উচিত।

২। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! তোমাদের যেই মিত্র বা বন্ধু, জ্ঞাতী বা সালোহিতগণ আছে এবং যাদেরকে তোমরা অনুকম্পা প্রদর্শন ও শ্রোত্রব্য বিষয় শ্রবণ করানো উচিত বলে মনে কর, তাদেরকে তোমাদের চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবনায় মনোনিবেশ করানো, নিবিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত করানো উচিত।” অষ্টম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৯) বেদনা সূত্র

৪১৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার বেদনা বিদ্যমান আছে। সেই তিন প্রকার কি কি? সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা (সুখ-দুঃখে উপেক্ষাভাব) বেদনা। এগুলিই হচ্ছে তিন প্রকার বেদনা। ভিক্ষুগণ! এই তিন প্রকার বেদনা পরিজ্ঞাত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত করা উচিত।

২। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই তিন প্রকার বেদনা পরিজ্ঞাত হয়ে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত করা উচিত।" নবম সূত্র।

(১০) আস্রব সূত্র

৪১৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার আস্রব বিদ্যমান আছে। সেই তিন প্রকার কি কি? কামাস্রব, ভবাস্রব ও অবিদ্যাস্রব। এগুলিই হচ্ছে তিন প্রকার আস্রব। ভিক্ষুগণ! এই তিন প্রকার আস্রব প্রহাণ করে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত করা উচিত।

২। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই তিন প্রকার আস্রব প্রহাণ করে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত করা উচিত।" দশম সূত্র।

অমৃত বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

অমৃত, সমুদয়, মার্গ, স্মৃতি ও কুশলরাশি;
প্রাতিমোক্ষ, দুশ্চরিত, মিত্র, বেদনা, আস্রবে হয় ইতি॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬. গঙ্গাপেয্যাল (গঙ্গা পুনরুক্তি) বর্গ

(১-১২) গঙ্গানদীআদি সূত্র দ্বাদশ

৪১৭-৪২৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এরূপেই ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।"

'অন্যান্য ১১টি সূত্রও অনুরূপ বিস্তারিতব্য'।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে;
ছয় দু গুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. অপ্রমাদ বর্গ

(১-১০) তথাগতাদি সূত্র দশক

৪২৯-৪৩৮। "হে ভিক্ষুগণ! যেই সকল সত্ত্বগণ পদহীন ও দ্বিপদবিশিষ্ট এবং চতুষ্পদ ও বহুপদবিশিষ্ট আছে। (পূর্ববৎ বিস্তৃতব্য)

অপ্রমাদ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার আর বস্সিক উক্ত;
রাজা, চন্দ্র-সূর্য ও বস্ত্রে দশটি পদ যুক্ত॥

৮. বলকরণীয় বর্গ

(১-১২) বলাদি সূত্র দ্বাদশ

৪৩৯-৪৫০। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে সমস্ত করণীয় কর্ম শক্তি প্রয়োগ করে করা হয়,........... (পূর্ববৎ বিস্তৃতব্য)।

বলকরণীয় বর্গ অষ্টম সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কুম্ভ ও সূক হয় উক্ত;
আকাশ, আর মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগন্তুক ও হয় নদী যুক্ত॥

৯. এষণা (অন্বেষণ) বর্গ

(১-১০) এষণাদি সূত্র দশক

৪৫১-৪৬০। "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা বিদ্যমান আছে। সেই তিন প্রকার কি কি? কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা।.... .... (পূর্ববৎ বিস্তৃতব্য)।

এষণা বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

এষণা, অহংকার, আস্রব, ভব, দুঃখ ত্রয়;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা, প্রার্থনায় শেষ হয়॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. ওঘ (স্রোত) বর্গ

(১-১০) ঊর্ধ্বভাগীয়াদি সূত্র দশক

৪৬১-৪৭০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনসমূহ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহাণ করে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করা উচিত।

২। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনসমূহ অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে চারি স্মৃতিপ্রস্থানে মনোনিবেশ করা উচিত।"

(মার্গসংযুক্তের ন্যায় স্মৃতিপ্রস্থান সংযুক্তও বিস্তৃতব্য)

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় হয়॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। ইন্দ্রিয় সংযুক্ত

১. শুদ্ধি বর্গ

(১) শুদ্ধি সূত্র

৪৭১.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয়।" প্রথম সূত্র।

(২) প্রথম স্রোতাপন্ন সূত্র

৪৭২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! যখন হতে আর্যশ্রাবক এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের আস্বাদ (পরিতৃপ্তি), আদীনব (উপদ্রব) ও নিঃসরণ (মুক্তি) সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানে, তখন তাকে বলা হয় 'আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন[১] অবিনিপাতধর্মী[২] নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ'।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) দ্বিতীয় স্রোতাপন্ন সূত্র

৪৭৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! যখন হতে আর্যশ্রাবক এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানে, তখন তাকে বলা হয়

---

[১]। পালি গ্রন্থে চারি মার্গের মধ্যে স্রোতাপত্তি মার্গ প্রথম মার্গ। অর্থাৎ নির্বাণ যাত্রার প্রথম সোপান। এই মার্গে যাঁরা পতিত হন তাঁদেরকে স্রোতাপন্ন বলে। স্রোতাপন্ন তিন প্রকার, যথা- 'একবীজি স্রোতাপন্ন' অর্থাৎ যাঁরা একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করে অর্হত্ত্ব ফল লাভ করে পরিনির্বাপিত হন তাঁদেরকে 'একবীজি স্রোতাপন্ন' বলে। 'কুলংকুল স্রোতাপন্ন' বলতে যাঁরা দ্বিতীয়বার হতে ষষ্ঠবার পর্যন্ত কাম সুগতি ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করে যে কোন এক জন্মে অর্হত্ত্বফল লাভ করে পরিনির্বাপিত হন তাঁদেরকে বুঝায়। আর 'সত্তক্খত্তু পরম স্রোতাপন্ন' হল তাঁরা যাঁরা সপ্তবার পর্যন্ত কাম সুগতি ভূমিতে জন্মান্তর গ্রহণ করে অর্হত্ত্বফল লাভ করে পরিনির্বাপিত হন।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৯৬।

[২]। তির্যক, প্রেত, অসুর ও নিরয় এই চতুর্বিধ অপায়ে অপতনশীল বিধায় অবিনিপাতধর্মী বলা হয়।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ১৯৬।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন অবিনিপাতধর্মী নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ'।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) প্রথম অর্হত্ত্ব সূত্র

৪৭৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। যখন হতে আর্যশ্রাবক এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়ে অনুপাদা বিমুক্ত[১] হয়; ভিক্ষুগণ! তখন তাকে বলা হয় 'অর্হৎ ভিক্ষু, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয় কৃত, ভারমুক্ত, সদর্থপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ এবং সম্যকরূপে বিমুক্ত'।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) দ্বিতীয় অর্হত্ত্ব সূত্র

৪৭৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! যখন হতে ভিক্ষু এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়ে অনুপাদা বিমুক্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় 'অর্হৎ ভিক্ষু, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয় কৃত, ভারমুক্ত, সদর্থপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ এবং সম্যকরূপে বিমুক্ত'।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) প্রথম শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৪৭৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না, তাদেরকে আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি না। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।

২। ভিক্ষুগণ! যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে, তাদেরকে আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।" ষষ্ঠ সূত্র।

---

[১]। সংসারের প্রতি অনাসক্ত হয়ে বিমুক্ত হওয়াকে অনুপাদা বিমুক্ত বলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৭) দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৪৭৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধেন্দ্রিয় জানে না, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং শ্রদ্ধেন্দ্রিয় নিরোধ গামিনী প্রতিপদা জানে না। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়সমূহের সমুদয়, নিরোধ এবং নিরোধ গামিনী প্রতিপদাও জানে না; তাদেরকে আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি না। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।

২। ভিক্ষুগণ! যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধেন্দ্রিয় জানে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, শ্রদ্ধেন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং শ্রদ্ধেন্দ্রিয় নিরোধ গামিনী প্রতিপদা জানে। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়সমূহের সমুদয়, নিরোধ এবং নিরোধ গামিনী প্রতিপদাও জানে; তাদেরকে আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।" সপ্তম সূত্র।

(৮) দ্রষ্টব্য সূত্র

৪৭৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারিবিধ স্রোতাপত্তি অঙ্গে শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। বীর্যেন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারি সম্যক প্রধানে বীর্যেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। স্মৃতিন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারি স্মৃতিপ্রস্থানে স্মৃতিন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। সমাধিন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারিবিধ ধ্যানে সমাধিন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কোথায় দ্রষ্টব্য? চারি আর্য সত্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় দ্রষ্টব্য। ভিক্ষুগণ! এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়।" অষ্টম সূত্র।

(৯) প্রথম বিভঙ্গ সূত্র

৪৭৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় কিরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয় এবং এরূপে তথাগতের বোধিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা করে, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' ইহাকেই শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বলে।

২। বীর্যেন্দ্রিয় কিরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং কুশল ধর্মসমূহ লাভের জন্য আরব্ধবীর্য হয়, স্থির সংকল্প ও দৃঢ়পরাক্রমী হয় এবং কুশল ধর্মসমূহের ধুর ত্যাগ না করে অবস্থান করে। ইহাকেই বীর্যেন্দ্রিয় বলে।

৩। স্মৃতিন্দ্রিয় কিরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক স্মৃতিমান হয়। পরম স্মৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে সুদীর্ঘকাল পূর্বের কৃতকর্ম ও কথিত বিষয় স্মরণ করতে পারে। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই স্মৃতিন্দ্রিয় বলে।

৪। সমাধিন্দ্রিয় কিরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক আরম্মণ পরিত্যাগ করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে। ইহাকেই সমাধিন্দ্রিয় বলে।

৫। প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কিরূপ? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়। আর্য নির্বেধিক ও সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-বিলয় গামী প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হয়। ইহাকেই প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বলে। ভিক্ষুগণ! এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়।" নবম সূত্র।

(১০) দ্বিতীয় বিভঙ্গ সূত্র

৪৮০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় কিরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয় এবং এরূপে তথাগতের বোধিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা করে, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' ইহাকেই শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বলে।

২। বীর্যেন্দ্রিয় কিরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য এবং কুশল ধর্মসমূহ লাভের জন্য আরব্ধবীর্য হয়, স্থির সংকল্প ও দৃঢ়পরাক্রমী হয় এবং কুশল ধর্মসমূহের ধুর ত্যাগ না করে অবস্থান করে। সে অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপন্নের জন্য, উৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য, অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপন্নের জন্য এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্দ্ধন ও পূর্ণতার জন্য ছন্দ (ইচ্ছা) উৎপাদন করে, প্রচেষ্টা করে, বীর্য প্রয়োগ করে এবং চিত্তকে সে বিষয়ে বাধ্য রাখে ও নমিত করে। ইহাকেই বীর্যেন্দ্রিয় বলে।

৩। স্মৃতিন্দ্রিয় কিরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক স্মৃতিমান হয়। পরম স্মৃতিতে সমৃদ্ধ হয়ে সুদীর্ঘকাল পূর্বের কৃতকর্ম ও কথিত বিষয় স্মরণ করতে পারে। সে বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বীর্যবান, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে (মনো গোচর বিষয়ে) ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! ইহাকেই স্মৃতিন্দ্রিয় বলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। সমাধিন্দ্রিয় কিরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক আরম্মণ পরিত্যাগ করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে। সে কাম (কামনা) ও অকুশলধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে সবির্তক, সবিচার ও নির্জনতা জনিত প্রীতি-সুখ বিমণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। বির্তক ও বিচারের উপশমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী ও চিত্তের একীভাব আনয়নকারী বির্তক ও বিচারহীন সমাধি জনিত প্রীতি-সুখ মণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। প্রীতির প্রতিও বিরাগী হওতঃ উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক-সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষাশীল স্মৃতিমান সুখ-বিহারী' বলে অভিহিত করেন, সেই তৃতীয় ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। শারীরিক সুখ-দুঃখ প্রহাণ করে এবং পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। ইহাকেই সমাধিন্দ্রিয় বলে।

৫। প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কিরূপ? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়। আর্য নির্বেধিক ও সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-বিলয় গামী প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হয়। সে 'ইহা দুঃখ' বলে যথাযথভাবে জানে। 'ইহা দুঃখ-সমুদয়' 'ইহা দুঃখ-নিরোধ' এবং 'ইহা দুঃখ-নিরোধগামিনী প্রতিপদা' বলেও যথাযথভাবে জানে। ইহাকেই প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বলে। ভিক্ষুগণ! এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়।" দশম সূত্র।

শুদ্ধি বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

শুদ্ধি, দুই স্রোতা, অর্হত্ত অপর দ্বয়;
শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দুই, দ্রষ্টব্য, বিভঙ্গ অপর দ্বয়॥

২. মৃদুতর বর্গ

(১) প্রতিলাভ সূত্র

৪৮১.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয় কিরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক শ্রদ্ধাবান হয় এবং তথাগতের বোধিজ্ঞান শ্রদ্ধা করে– 'ইনি সেই ভগবান, অর্হৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যগণের শাস্তা, বুদ্ধ ভগবান।' ইহাকেই শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বলে।

২। বীর্যেন্দ্রিয় কিরূপ? ভিক্ষুগণ! চারি সম্যক প্রধানকে উপলক্ষ করে যেই বীর্য লাভ হয়, তাকে বীর্যেন্দ্রিয় বলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। স্মৃতিন্দ্রিয় কিরূপ? চারি স্মৃতিপ্রস্থানকে উপলক্ষ করে যেই স্মৃতি অর্জন হয়, তাকে স্মৃতিন্দ্রিয় বলে।

৪। সমাধিন্দ্রিয় কিরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক আরম্মণ পরিত্যাগ করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে। ইহাকেই সমাধিন্দ্রিয় বলে।

৫। প্রজ্ঞেন্দ্রিয় কিরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়। আর্য নির্বেধিক[১] ও সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-বিলয়গামী প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হয়। ইহাকেই প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বলে। ভিক্ষুগণ! ইহাই হচ্ছে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।" প্রথম সূত্র।

(২) প্রথম সংক্ষিপ্ত সূত্র

৪৮২.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হত্ত্ব হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অনাগামী, তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী[২] ও তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে ধর্মানুসারী এবং তা হতেও লঘুতর হলে শ্রদ্ধানুসারী হওয়া যায়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ত সূত্র

৪৮৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অনাগামী, তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী ও তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে ধর্মানুসারী এবং তা হতেও লঘুতর হলে শ্রদ্ধানুসারী হওয়া যায়। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ইন্দ্রিয়-প্রভেদ, ফল-প্রভেদ এবং ফল-প্রভেদ ও পুদ্গল-প্রভেদ হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) তৃতীয় সংক্ষিপ্ত সূত্র

৪৮৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-

---

[১]। শমথ-বির্দশন ধ্যান ও মার্গজ প্রজ্ঞা ক্লেশের বিষ্কম্ভন ও সমুচ্ছেদ হেতু বিশুদ্ধ হয়, সেই বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা অবিদীর্ণ পূর্ব লোভ, দ্বেষ, মোহ স্কন্ধকে সমুচ্ছিন্ন ও বিদীর্ণ করায় বলে তাকে আর্য নির্বেধিক বলে।- মধ্যম নিকায় ২য় খন্ড; পৃঃ ১৮।

[২]। চতুর্বিধ লোকোত্তর মার্গের মধ্যে ইহা দ্বিতীয় মার্গ। যিনি এই মার্গে পতিত হন তিনি সংসারে আর একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অনাগামী, তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী ও তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে ধর্মানুসারী এবং তা হতেও লঘুতর হলে শ্রদ্ধানুসারী হওয়া যায়। এরূপেই পরিপূর্ণকারী তার পরিপূর্ণতা সাধন করে এবং প্রদেশকারী (সীমিত আয়তনকারী) তার প্রদেশকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে। ভিক্ষুগণ! তাই আমি এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে অবন্ধ্যা (ফলপ্রসূ) বলে ঘোষণা করি।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) প্রথম বিস্তার সূত্র

৪৮৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অন্তরাপরিনির্বাণ[১] লাভী; তা হতে লঘুতর হলে উপহচ্চপরিনির্বাণলাভী ও তা হতে লঘুতর হলে অসংস্কারপরিনির্বাণলাভী হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে সসংস্কারিক পরিনির্বাণ[২] লাভী; তা হতে লঘুতর হলে উর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী; তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী আর তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে ধর্মানুসারী এবং তা হতেও লঘুতর হলে শ্রদ্ধানুসারী হওয়া যায়।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) দ্বিতীয় বিস্তার সূত্র

৪৮৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অন্তরাপরিনির্বাণলাভী; তা হতে লঘুতর হলে উপহচ্চপরিনির্বাণলাভী ও তা হতে লঘুতর হলে অসংস্কারপরিনির্বাণলাভী হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে সসংস্কারিক পরিনির্বাণ লাভী; তা হতে লঘুতর হলে উর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী; তা হতে

---

[১]। অনাগামীফল প্রাপ্ত হয়ে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে আয়ুক্ষয় হয়ে তথা হতে পরিনির্বাপিত হওয়াকে অন্তরাপরিনির্বাণ বলে।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (১ম খন্ড) পৃঃ ১৬৩।

[২]। অর্হৎগণের অর্হত্ত্ব লাভের পরমুহূর্ত হতে দেহত্যাগের পরমুহূর্ত পর্যন্ত সশরীরে অবস্থানকে সসংস্কারিক বা সোপাদিশেষ পরিনির্বাণ বলা হয়।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান (২য় খন্ড) পৃঃ ১৬৭১।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লঘুতর হলে সকৃদাগামী আর তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে ধর্মানুসারী[১] এবং তা হতেও লঘুতর হলে শ্রদ্ধানুসারী হওয়া যায়। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ইন্দ্রিয়-প্রভেদ, ফল-প্রভেদ এবং ফল-প্রভেদ ও পুদ্গল-প্রভেদ হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) তৃতীয় বিস্তার সূত্র

৪৮৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অন্তরাপরিনির্বাণলাভী; তা হতে লঘুতর হলে উপহচ্চপরিনির্বাণলাভী ও তা হতে লঘুতর হলে অসংস্কারপরিনির্বাণলাভী হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে সসংস্কারিক পরিনির্বাণ লাভী; তা হতে লঘুতর হলে ঊর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী; তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী আর তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে ধর্মানুসারী এবং তা হতেও লঘুতর হলে শ্রদ্ধানুসারী হওয়া যায়। এরূপেই পরিপূর্ণকারী তার পরিপূর্ণতা সাধন করে এবং প্রদেশকারী (সীমিত আয়তনকারী) তার প্রদেশকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে। ভিক্ষুগণ! তাই আমি এই পঞ্চেন্দ্রিয়কে অবন্ধ্যা (ফলপ্রসূ) বলে ঘোষণা করি।" সপ্তম সূত্র।

(৮) প্রতিপন্ন সূত্র

৪৮৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অর্হত্ত্বফল সাক্ষাতের পথে প্রতিপন্ন হয়। তা হতে লঘুতর হলে অনাগামী এবং তা হতে লঘুতর হলে অনাগামীফল সাক্ষাতের পথে প্রতিপন্ন হয়। তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী ও তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামীফল সাক্ষাতের পথে প্রতিপন্ন হয়। তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপন্ন এবং তা হতে লঘুতর হলে স্রোতাপত্তিফল সাক্ষাতের পথে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু ভিক্ষুগণ! যার নিকট এ সকল পঞ্চেন্দ্রিয় সর্বত্র, সকল স্থানে, সর্বদা এবং সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান নাই তাকে আমি 'বহিস্থ ও পৃথগ্জনের

---

[১]। 'পঞ্ঞা সংখতং ধম্মং অধিমত্তায পুব্বঙ্গমং হুত্বা পবত্তং অনুস্সরতী'তি ধম্মানুসারী'- প্রজ্ঞা নামক ধর্ম অধিকমাত্রায় পূর্বঙ্গম হয়ে প্রবর্তন অনুসরণ করে বলে ধর্মানুসারী।- মধ্যম নিকায় ২য় খন্ড; পৃঃ ১১৩।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পক্ষাবলম্বী’ বলে ঘোষণা করি।” অষ্টম সূত্র।

(৯) সম্পন্ন সূত্র

৪৮৯.১। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন—

২। “ভন্তে! এই যে ‘ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, ইন্দ্রিয়সম্পন্ন’ বলা হয়। কিরূপে একজন ভিক্ষু ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হয়?”

৩। “হে ভিক্ষু! এক্ষেত্রে ভিক্ষু উপশমকর ও সম্বোধিগামী শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু উপশমকর ও সম্বোধিগামী বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত করে। হে ভিক্ষু! এরূপেই একজন ভিক্ষু ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হয়।” নবম সূত্র।

(১০) আস্রবক্ষয় সূত্র

৪৯০.১। “হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয় এবং চিত্তবিমুক্ত ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত[১] হয়ে ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ করে ও লাভ করে অবস্থান করে।” দশম সূত্র।

মৃদুতর বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং— সূত্রসূচী

প্রতিলাভ, ত্রয় সংক্ষিপ্ত, বিস্তার অপর ত্রয়;
প্রতিপন্ন ও সম্পন্ন, দশমে আস্রব ক্ষয়॥

৩. ষড়-ইন্দ্রিয় বর্গ

(১) পুনঃজন্ম সূত্র

৪৯১.১। “হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের সমুদয় (উৎপত্তি), বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানতে সক্ষম হইনি, ততক্ষণ

---

[১]। শমথ ও বির্দশন ভাবনায় প্রজ্ঞা প্রধান হয়ে ধ্যান ও মার্গ লাভীকে প্রজ্ঞাবিমুক্ত বলে।- মধ্যম নিকায় ২য় খন্ড; পৃঃ ৮৩।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর্যন্ত আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মালোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এবংকি সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে কোথাও 'অনুত্তর সম্যক সম্বোধি ও অভিসম্বুদ্ধত্ব' লাভ করতে সক্ষম হইনি। অধিকন্তু ভিক্ষুগণ! যখন আমি এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানতে সক্ষম হয়েছি, তখন আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মালোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এবংকি সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যেই 'অনুত্তর সম্যক সম্বোধি ও অভিসম্বুদ্ধত্ব' লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। তখন আমার এরূপ জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হয়েছিল— 'আমার বিমুক্তি অকম্পিত, ইহাই আমার অন্তিম জন্ম, আমার আর পুনর্জন্ম হবে না'।" প্রথম সূত্র।

(২) জীবিতেন্দ্রিয় সূত্র

৪৯২.১। "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই তিন প্রকার কি কি? স্ত্রী-ইন্দ্রিয়, পুরুষ-ইন্দ্রিয় ও জীবিত-ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) পরিজ্ঞানেন্দ্রিয় সূত্র

৪৯৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই তিন প্রকার কি কি? অজ্ঞাত-জ্ঞাত-ইন্দ্রিয়[১], পরিজ্ঞান-ইন্দ্রিয় ও জ্ঞাত-ইন্দ্রিয় বা অর্হত্ত্ব। এগুলিই হচ্ছে ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) একবীজি সূত্র

৪৯৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের অখণ্ডতা পরিপূর্ণ হলে অর্হৎ হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে অন্তরাপরিনির্বাণলাভী; তা হতে লঘুতর হলে উপহচ্চপরিনির্বাণলাভী ও তা হতে লঘুতর হলে অসংস্কারপরিনির্বাণলাভী হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে সসংস্কারিক পরিনির্বাণ লাভী; তা হতে লঘুতর হলে উর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী; তা হতে লঘুতর হলে সকৃদাগামী আর তা হতে লঘুতর হলে একবীজি[২] হওয়া যায়। তা হতে লঘুতর হলে কোলংকোল[৩]; তা হতে লঘুতর হলে সত্তক্খত্তুপরম[১]; তা হতে

---

[১]। অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হওয়ার প্রচেষ্টা।

[২]। পুনঃজন্ম গ্রহণের যার একটি মাত্র বীজ অবশিষ্ট আছে তাকে একবীজি বলে।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান ১ম খন্ড; পৃঃ ৪০৮।

[৩]। সংসারে বা জন্মান্তরে এক বংশ হতে অন্য বংশে জন্ম গ্রহণ করাকে কোলংকোল বলে।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান ১ম খন্ড; পৃঃ ৫৫৩।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লঘুতর হলে ধর্মানুসারী এবং তা হতেও লঘুতর হলে শ্রদ্ধানুসারী হওয়া যায়।” চতুর্থ সূত্র।

(৫) সুদ্ধক (সামান্য বিষয়) সূত্র

৪৯৫.১। “হে ভিক্ষুগণ! ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই ছয় প্রকার কি কি? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় কায়-ইন্দ্রিয় ও মনো-ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে ছয় প্রকার ইন্দ্রিয়।” পঞ্চম সূত্র।

(৬) স্রোতাপন্ন সূত্র

৪৯৬.১। “হে ভিক্ষুগণ! ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই ছয় প্রকার কি কি? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় কায়-ইন্দ্রিয় ও মনো-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! যখন হতে আর্যশ্রাবক এই ষড়-ইন্দ্রিয় সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানে; তখন তাকে বলা হয় ‘আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন অবিনিপাতধর্মী নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ’।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) অর্হত্ত্ব সূত্র

৪৯৭.১। “হে ভিক্ষুগণ! ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই ছয় প্রকার কি কি? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় কায়-ইন্দ্রিয় ও মনো-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! যখন হতে ভিক্ষু এই ষড়-ইন্দ্রিয় সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়ে অনুপাদা বিমুক্ত হয়; তখন তাকে বলা হয় ‘অর্হৎ ভিক্ষু, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয় কৃত, ভারমুক্ত, সদর্থপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ এবং সম্যকরূপে বিমুক্ত’।” চতুর্থ সূত্র।

(৮) সম্বুদ্ধ সূত্র

৪৯৮.১। “হে ভিক্ষুগণ! ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই ছয় প্রকার কি কি? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় কায়-ইন্দ্রিয় ও মনো-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমি এই ষড়-ইন্দ্রিয় সমূহের সমুদয় (উৎপত্তি), বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানতে সক্ষম হইনি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মলোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এবংকি সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যে কোথাও ‘অনুত্তর সম্যক সম্বোধি ও

---

[১]। যে ব্যক্তিকে অন্তত সাতবার পর্যন্ত সংসারে পুনঃপুন জন্ম গ্রহণ করতে হবে তাকে ‘সত্তক্খত্তুপরম’ অর্থাৎ স্রোতাপন্ন বলে।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান ২য় খন্ড; পৃঃ ৯৯৯।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিসম্বুদ্ধত্ব’ লাভ করতে সক্ষম হইনি। অধিকন্তু ভিক্ষুগণ! যখন আমি এই ষড়-ইন্দ্রিয় সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানতে সক্ষম হয়েছি, তখন আমি সদেবলোকে, সমারলোকে, সব্রহ্মলোকে, সশ্রমণ-ব্রাহ্মণকুলে এবংকি সদেব-মনুষ্যলোকের মধ্যেই ‘অনুত্তর সম্যক সম্বোধি ও অভিসম্বুদ্ধত্ব’ লাভ করতে সক্ষম হয়েছি। তখন আমার এরূপ জ্ঞান ও দর্শন উৎপন্ন হয়েছিল– ‘আমার বিমুক্তি অকম্পিত, ইহাই আমার অন্তিম জন্ম, আমার আর পুনর্জন্ম হবে না’।” অষ্টম সূত্র।

(৯) প্রথম শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৪৯৯.১। “হে ভিক্ষুগণ! ছয় প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই ছয় প্রকার কি কি? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় কায়-ইন্দ্রিয় ও মনো-ইন্দ্রিয়। যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ এই ষড়-ইন্দ্রিয় সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না, তাদেরকে আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি না। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।

২। আর, ভিক্ষুগণ! যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ এই ষড়-ইন্দ্রিয় সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে, তাদেরকে আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।” নবম সূত্র।

(১০) দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৫০০.১। “হে ভিক্ষুগণ! যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ চক্ষু-ইন্দ্রিয় জানে না, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয় নিরোধ গামিনী প্রতিপদা (উপায় সম্পর্কে) জানে না। অনুরূপভাবে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় কায়-ইন্দ্রিয় ও মনো-ইন্দ্রিয় জানে না, মনো-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, মনো-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং মনো-ইন্দ্রিয় নিরোধ গামিনী প্রতিপদা জানে না, তাদেরকে আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি না। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।

২। ভিক্ষুগণ! যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ চক্ষু-ইন্দ্রিয় জানে, চক্ষু-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, চক্ষু-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয় নিরোধ গামিনী প্রতিপদা জানে। অনুরূপভাবে শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় কায়-ইন্দ্রিয় ও মনো-ইন্দ্রিয় জানে, মনো-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, মনো-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং মনো-ইন্দ্রিয় নিরোধ গামিনী প্রতিপদা জানে, তাদেরকে আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।” দশম সূত্র।

ষড়-ইন্দ্রিয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

পুনঃজন্ম, জীবিত, জ্ঞান, একবীজি ও সুদ্ধক;
স্রোতাপন্ন, অর্হত্ত্ব ও সম্বুদ্ধ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দ্বয়॥

৪. সুখিন্দ্রিয় বর্গ

(১) শুদ্ধি সূত্র

৫০১.১। “হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়।” প্রথম সূত্র।

(২) স্রোতাপন্ন সূত্র

৫০২.১। “হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! যখন হতে আর্যশ্রাবক এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানে, তখন তাকে বলা হয় ‘আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন অবিনিপাতধর্মী নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ’।” দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) অর্হত্ত্ব সূত্র

৫০৩.১। “হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! যখন হতে ভিক্ষু এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ সম্বন্ধে যথার্থরূপে জ্ঞাত হয়ে অনুপাদা বিমুক্ত হয়; তখন তাকে বলা হয় ‘অর্হৎ ভিক্ষু, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয় কৃত, ভারমুক্ত, সদর্থপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ এবং সম্যকরূপে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিমুক্ত’।” তৃতীয় সূত্র।

(৪) প্রথম শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৫০৪.১। “হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে না, তাদেরকে আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি না। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।

২। আর, ভিক্ষুগণ! যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের সমুদয়, বিলয়, আস্বাদ, আদীনব ও নিঃসরণ যথার্থরূপে জানে, তাদেরকে আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।” চতুর্থ সূত্র।

(৫) দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৫০৫.১। “হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ সুখ-ইন্দ্রিয় জানে না, সুখ-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, সুখ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং সুখ-ইন্দ্রিয় নিরোধ গামিনী প্রতিপদা জানে না। অনুরূপভাবে দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় জানে না, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে না, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে না এবং উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় নিরোধ গামিনী প্রতিপদা জানে না, তাদেরকে আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি না। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয় না। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ না করে অবস্থান করে।

২। ভিক্ষুগণ! যেই যেই শ্রমণ বা ব্রাহ্মণগণ সুখ-ইন্দ্রিয় জানে, সুখ-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, সুখ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং সুখ-ইন্দ্রিয় নিরোধ গামিনী প্রতিপদা জানে। অনুরূপভাবে দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় জানে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে এবং উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় নিরোধ গামিনী প্রতিপদা জানে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তাদেরকে আমি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ বলি। তারা শ্রমণগণের মধ্যে শ্রমণ কিংবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হয়। সেই আয়ুষ্মানগণ শ্রমণ্যার্থ বা শ্রমণ্যফল, ব্রাহ্মণ্যার্থ বা ব্রাহ্মণ্যফল এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) প্রথম বিভঙ্গ সূত্র

৫০৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়।

২। ভিক্ষুগণ! সুখ-ইন্দ্রিয় কিরূপ? শারীরিক সুখ, শারীরিক স্বচ্ছন্দতা এবং কায়িক সংস্পর্শ জনিত সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে সুখ-ইন্দ্রিয় বলে।

দুঃখ-ইন্দ্রিয় কিরূপ? শারীরিক দুঃখ, শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা এবং কায়িক সংস্পর্শ জনিত দুঃখ, অস্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে দুঃখ-ইন্দ্রিয় বলে।

সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় কিরূপ? মানসিক সুখ, মানসিক স্বচ্ছন্দতা এবং মনো-সংস্পর্শ জনিত সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় বলে।

দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় কিরূপ? মানসিক দুঃখ, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা এবং মনো-সংস্পর্শ জনিত দুঃখ, অস্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় বলে।

উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা শারীরিক বা মানসিক স্বচ্ছন্দতাও নয়, অস্বচ্ছন্দতাও নয় এবং বেদনাও নয়; তাকে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় বলে। ভিক্ষুগণ! এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) দ্বিতীয় বিভঙ্গ সূত্র

৫০৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়।

২। ভিক্ষুগণ! সুখ-ইন্দ্রিয় কিরূপ? শারীরিক সুখ, শারীরিক স্বচ্ছন্দতা এবং কায়িক সংস্পর্শ জনিত সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে সুখ-ইন্দ্রিয় বলে।

দুঃখ-ইন্দ্রিয় কিরূপ? শারীরিক দুঃখ, শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা এবং কায়িক সংস্পর্শ জনিত দুঃখ, অস্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে দুঃখ-ইন্দ্রিয় বলে।

সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় কিরূপ? মানসিক সুখ, মানসিক স্বচ্ছন্দতা এবং মনো-সংস্পর্শ জনিত সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় বলে।

দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় কিরূপ? মানসিক দুঃখ, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা এবং মনো-সংস্পর্শ জনিত দুঃখ, অস্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় বলে।

উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা শারীরিক বা মানসিক স্বচ্ছন্দতাও নয়, অস্বচ্ছন্দতাও নয় এবং বেদনাও নয়; তাকে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় বলে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে সুখ-ইন্দ্রিয় ও সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়কে সুখ-বেদনারূপে জ্ঞাতব্য। দুঃখ-ইন্দ্রিয় ও দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়কে দুঃখ-বেদনারূপে জ্ঞাতব্য। আর এই উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়কে অদুঃখ-অসুখ-বেদনারূপেই জ্ঞাতব্য। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রিয়।” সপ্তম সূত্র।

(৮) তৃতীয় বিভঙ্গ সূত্র

৫০৮.১। “হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়।

২। ভিক্ষুগণ! সুখ-ইন্দ্রিয় কিরূপ? শারীরিক সুখ, শারীরিক স্বচ্ছন্দতা এবং কায়িক সংস্পর্শ জনিত সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে সুখ-ইন্দ্রিয় বলে।

দুঃখ-ইন্দ্রিয় কিরূপ? শারীরিক দুঃখ, শারীরিক অস্বচ্ছন্দতা এবং কায়িক সংস্পর্শ জনিত দুঃখ, অস্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে দুঃখ-ইন্দ্রিয় বলে।

সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় কিরূপ? মানসিক সুখ, মানসিক স্বচ্ছন্দতা এবং মনো-সংস্পর্শ জনিত সুখ, স্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় বলে।

দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় কিরূপ? মানসিক দুঃখ, মানসিক অস্বচ্ছন্দতা এবং মনো-সংস্পর্শ জনিত দুঃখ, অস্বচ্ছন্দতা ও বেদনাকে দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় বলে।

উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় কিরূপ? যা শারীরিক বা মানসিক স্বচ্ছন্দতাও নয়, অস্বচ্ছন্দতাও নয় এবং বেদনাও নয়; তাকে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় বলে।

৩। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে সুখ-ইন্দ্রিয় ও সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়কে সুখ-বেদনারূপে জ্ঞাতব্য। দুঃখ-ইন্দ্রিয় ও দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়কে দুঃখ-বেদনারূপে জ্ঞাতব্য। আর এই উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়কে অদুঃখ-অসুখ-বেদনারূপেই জ্ঞাতব্য। ভিক্ষুগণ! এরূপেই এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ পর্যায়ক্রমে[১] পঞ্চবিধ হয়ে ত্রিবিধ হয় এবং ত্রিবিধ হয়েও পঞ্চবিধ হয়।” অষ্টম সূত্র।

(৯) কাষ্ঠোপম সূত্র

৫০৯.১। “হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! সুখ অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে সুখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই সুখিত ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে ‘আমি সুখী’। সেই সুখ বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন ‘যা তদুদ্ভূত বেদনা ও সুখ বেদনীয় স্পর্শের

---

[১]। সুখ ও সৌমনস্য এই দু’টি ইন্দ্রিয় সুখ বেদনার অন্তর্গত; আর দুঃখ ও দৌর্মনস্য ইন্দ্রিয়দ্বয় দুঃখ বেদনার অর্ন্তভূক্ত এবং উপেক্ষা ইন্দ্রিয় অদুঃখ-অসুখ বেদনার অন্তর্গত। তাই পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বেদনার দিক হতে মূলতঃ তিন প্রকার।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কারণে উৎপন্ন সুখ-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

২। ভিক্ষুগণ! দুঃখ অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে দুঃখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই দুঃখিত ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে 'আমি দুঃখী'। সেই দুঃখ বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও দুঃখ বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন দুঃখ-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

৩। ভিক্ষুগণ! সৌমনস্য অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই সুমনা ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে 'আমি সুমনা'। সেই সৌমনস্য বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও সৌমনস্য বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

৪। ভিক্ষুগণ! দৌর্মনস্য অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই দুর্মনা ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে 'আমি দুর্মনা'। সেই দৌর্মনস্য বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও দৌর্মনস্য বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

৫। ভিক্ষুগণ! উপেক্ষা অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই উপেক্ষক ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে 'আমি উপেক্ষক'। সেই উপেক্ষা বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও উপেক্ষা বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

৬। ভিক্ষুগণ! যেমন দুইটি কাষ্ঠ পরস্পর সংঘর্ষণ করলে তা হতে উষ্মা (উত্তাপ) ও তেজ উৎপন্ন হয়; আর সেই কাষ্ঠদ্বয়কে আলাদা করে রাখলে যেমন সেই উষ্মা নিরুদ্ধ ও নিভে যায়, ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! সুখ অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে সুখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই সুখিত ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে 'আমি সুখী'। সেই সুখ বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও সুখ বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন সুখ-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

৭। ভিক্ষুগণ! দুঃখ অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে দুঃখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই দুঃখিত ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে 'আমি দুঃখী'। সেই দুঃখ বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও দুঃখ বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন দুঃখ-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

৮। ভিক্ষুগণ! সৌমনস্য অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই সুমনা ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে 'আমি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সুমনা'। সেই সৌমনস্য বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও সৌমনস্য বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

৯। ভিক্ষুগণ! দৌর্মনস্য অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই দুর্মনা ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে 'আমি দুর্মনা'। সেই দৌর্মনস্য বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও দৌর্মনস্য বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।

১০। ভিক্ষুগণ! উপেক্ষা অনুভবযোগ্য স্পর্শের কারণে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সেই উপেক্ষক ব্যক্তি এভাবেই প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে যে 'আমি উপেক্ষক'। সেই উপেক্ষা বেদনীয় স্পর্শ নিরোধের দরুন 'যা তদুদ্ভূত বেদনা ও উপেক্ষা বেদনীয় স্পর্শের কারণে উৎপন্ন উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় তা নিরুদ্ধ ও উপশম হয়' তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে।" নবম সূত্র।

(১০) উপ্পটিপাটিক সূত্র

৫১০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? সুখ-ইন্দ্রিয়, দুঃখ-ইন্দ্রিয়, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় ও উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করার সময় ভিক্ষুর নিকট দুঃখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সে এরূপ জ্ঞাত হয়– 'আমার এই উৎপন্ন দুঃখ-ইন্দ্রিয় সনিমিত্ত, সনিদান, সসংস্কার ও সপ্রত্যয়। সেই অনিমিত্ত, অনিদান, অসংস্কার ও অপ্রত্যয় দুঃখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হবে– তা অসম্ভব। সে দুঃখ-ইন্দ্রিয় জানে, দুঃখ-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, দুঃখ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে আর যেরূপে উৎপন্ন দুঃখ-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে। উৎপন্ন দুঃখ-ইন্দ্রিয় কিরূপে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কাম (কামনা) ও অকুশলধর্মসমূহ হতে পৃথক হয়ে বির্তক, বিচার ও নির্জনতা জনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত প্রথম ধ্যানস্তর লাভ করে অবস্থান করে। এরূপেই উৎপন্ন দুঃখ-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলে 'ভিক্ষু দুঃখ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জ্ঞাত হল, তজ্জন্য চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করেছে'।

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করার সময় ভিক্ষুর নিকট দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সে এরূপ জ্ঞাত হয়– 'আমার এই উৎপন্ন দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সনিমিত্ত, সনিদান, সসংস্কার ও সপ্রত্যয়। সেই অনিমিত্ত, অনিদান, অসংস্কার ও অপ্রত্যয় দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হবে– তা অসম্ভব। সে দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় জানে, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে আর যেরূপে উৎপন্ন দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে। উৎপন্ন দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় কিরূপে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত হয়ে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ ও চিত্তের একাগ্রতায় বিতর্ক ও বিচারহীন হয়ে এবং সমাধি জনিত প্রীতি-সুখমণ্ডিত দ্বিতীয় ধ্যানন্তর লাভ করে অবস্থান করে। এরূপেই উৎপন্ন দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলে 'ভিক্ষু দৌর্মনস্য-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জ্ঞাত হল, তজ্জন্য চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করেছে'।

৩। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করার সময় ভিক্ষুর নিকট সুখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সে এরূপ জ্ঞাত হয়– 'আমার এই উৎপন্ন সুখ-ইন্দ্রিয় সনিমিত্ত, সনিদান, সসংস্কার ও সপ্রত্যয়। সেই অনিমিত্ত, অনিদান, অসংস্কার ও অপ্রত্যয় সুখ-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হবে– তা অসম্ভব। সে সুখ-ইন্দ্রিয় জানে, সুখ-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, সুখ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে আর যেরূপে উৎপন্ন সুখ-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে। উৎপন্ন সুখ-ইন্দ্রিয় কিরূপে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে। স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে কায়িক-সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষাশীল স্মৃতিমান সুখ-বিহারী' বলে অভিহিত করে, সেই তৃতীয় ধ্যানন্তর লাভ করে অবস্থান করে। এরূপেই উৎপন্ন সুখ-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলে 'ভিক্ষু সুখ-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জ্ঞাত হল, তজ্জন্য চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করেছে'।

৪। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করার সময় ভিক্ষুর নিকট সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সে এরূপ জ্ঞাত হয়– 'আমার এই উৎপন্ন সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় সনিমিত্ত, সনিদান, সসংস্কার ও সপ্রত্যয়। সেই অনিমিত্ত, অনিদান, অসংস্কার ও অপ্রত্যয় সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হবে– তা অসম্ভব। সে সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় জানে, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে আর যেরূপে উৎপন্ন সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে। উৎপন্ন সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় কিরূপে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু শারীরিক সুখ-দুঃখ প্রহাণ করে এবং পূর্বেই মানসিক সৌমনস্য ও দৌর্মনস্যের বিনাশ সাধন করে সুখ-দুঃখহীন 'উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যানন্তর লাভ করে অবস্থান করে। এরূপেই উৎপন্ন সৌমনস্য-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলে 'ভিক্ষু সৌমনস্য-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জ্ঞাত হল, তজ্জন্য চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করেছে'।

৫। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে অপ্রমত্ত, বীর্যবান ও প্রেষিতাত্ম হয়ে অবস্থান করার সময় ভিক্ষুর নিকট উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। সে এরূপ জ্ঞাত হয়– 'আমার এই উৎপন্ন উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় সনিমিত্ত, সনিদান, সসংস্কার ও সপ্রত্যয়। সেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনিমিত্ত, অনিদান, অসংস্কার ও অপ্রত্যয় উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হবে– তা অসম্ভব। সে উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় জানে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের সমুদয় জানে, উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জানে আর যেরূপে উৎপন্ন উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় তাও প্রকৃষ্টরূপে জানে। উৎপন্ন উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় কিরূপে সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সম্পূর্ণরূপে নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন[১] অতিক্রম করে সংজ্ঞা-বেদয়িত-নিরোধ[২] লাভ করে অবস্থান করে। এরূপেই উৎপন্ন উপেক্ষা-ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলে 'ভিক্ষু উপেক্ষা-ইন্দ্রিয়ের নিরোধ জ্ঞাত হল, তজ্জন্য চিত্তকে কেন্দ্রীভূত করেছে'।" দশম সূত্র।

সুখিন্দ্রিয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

শুদ্ধি, স্রোতা, অর্হৎ, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দ্বয়;
বিভঙ্গ ত্রয় উক্ত, কাষ্ঠ ও উপ্পটিপাটিক সূত্র হয়॥

৫. জরা বর্গ

(১) জরাধর্ম সূত্র

৫১১.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতা প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। সে সময় ভগবান সায়াহ্ন সময়ে নির্জন স্থান হতে উঠে পৃষ্ঠদেশ উত্তপ্ত করার জন্য পশ্চিম দিকে রৌদ্রে উপবিষ্ট ছিলেন।

২। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হস্ত দ্বারা মর্দন করতে করতে ভগবানকে এরূপ বললেন– "আশ্চর্য ভন্তে! অদ্ভুত ভন্তে! ভগবানের সেই পরিশুদ্ধ ও নির্মল দেহবর্ণ এখন আর নেই। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল ও কুঞ্চিত হয়েছে। শরীর

---

[১]। ইহা অরূপ ব্রহ্মলোকের ঊর্ধ্বতম ৪র্থ স্তর, এবং সমাপত্তি-ধ্যানের মধ্যে অষ্টম সমাপত্তি ধ্যানাবস্থা।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান ১ম খন্ড; পৃঃ ৮৯৫। এই ব্রহ্মবাসীর পরমায়ু চুরাশী সহস্র কল্প। নিম্নতম অবিচি নরক হতে উচ্চতম নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন এই যে অরূপ ব্রহ্মলোক তা ভবাগ্র নামে অভিহিত হয়। এতদভ্যন্তরে যে ৩১টি লোকভূমি তা জীবগণের সংসরণ ভূমি।- পটিচ্চ-সমুপ্পাদ, পৃঃ ৩০, শ্রী প্রজ্ঞালোক স্থবির।

[২]। সংজ্ঞা আছে কিন্তু ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধি গ্রহণ করা হয় না এরূপ অবস্থায় নিরোধ বা উপশম।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান ২য় খন্ড; পৃঃ ১৫৯০।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সম্মুখে ঝুঁকে পড়েছে এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় ও কায়-ইন্দ্রিয় সমূহের পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে।"

৩। "হে আনন্দ! এরূপই হয়– যৌবনের পরিণতি জরাধর্ম, আরোগ্যের পরিণতি ব্যাধিধর্ম এবং জীবনের পরিণতি মরণধর্ম। জরায় গ্রাস করলে সেই দেহবর্ণ আর পরিশুদ্ধ ও নির্মল থাকে না। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল শিথিল ও কুঞ্চিত হয়। শরীর সম্মুখে ঝুঁকে পড়ে এবং চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় ও কায়-ইন্দ্রিয় সমূহের পরিবর্তন দৃষ্ট হয়।"

ভগবান এরূপ বললেন। অতঃপর সুগত এরূপ বলে শাস্তা আবার এই গাথাদ্বয় ভাষণ করলেন–

"ধিক্ সেই শোচনীয় জরায়, যাতে সবে বিবর্ণ;
মনোরম দেহবর্ণকেও জরায় করে জীর্ণ-শীর্ণ॥
শত বর্ষ আয়ু যার, সেও মৃত্যুপরবশ;
মুক্তি নাহি মরণ হতে, সবেই মৃত্যুর অনুবশ॥" প্রথম সূত্র।

(২) উণ্ণাভ ব্রাহ্মণ সূত্র

৫১২.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর উণ্ণাভ ব্রাহ্মণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট উণ্ণাভ ব্রাহ্মণ ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভো গৌতম! নানা বিষয় ও নানা গোচরের পঞ্চেন্দ্রিয় আছে, যা পরস্পরের গোচর-বিষয় জ্ঞাত হয় না। সেই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ কি কি? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় ও কায়-ইন্দ্রিয়। পরস্পরের গোচর-বিষয় জ্ঞাত হতে অক্ষম এই নানা বিষয় ও নানা গোচরের পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের প্রতিশরণ (আশ্রয় স্থল) কি? এই গোচর-বিষয় কে জ্ঞাত হয়?"

৩। "হে ব্রাহ্মণ! নানা বিষয় ও নানা গোচরের পঞ্চেন্দ্রিয় আছে, যা পরস্পরের গোচর-বিষয় জ্ঞাত হয় না। সেই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ কি কি? চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয় ও কায়-ইন্দ্রিয়। পরস্পরের গোচর-বিষয় জ্ঞাত হতে অক্ষম এই নানা বিষয় ও নানা গোচরের পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহের প্রতিশরণ (আশ্রয় স্থল) হচ্ছে মন। মনই এই গোচর-বিষয় জ্ঞাত হয়।"

৪। "ভো গৌতম! মনের প্রতিশরণ কি?"
"ব্রাহ্মণ! স্মৃতিই হচ্ছে মনের প্রতিশরণ।"
"ভো গৌতম! স্মৃতির প্রতিশরণ কি?"
"ব্রাহ্মণ! বিমুক্তিই স্মৃতির প্রতিশরণ।"
"ভো গৌতম! বিমুক্তির প্রতিশরণ কি?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ব্রাহ্মণ! নির্বাণই হচ্ছে বিমুক্তির প্রতিশরণ।"

"ভো গৌতম! নির্বাণের প্রতিশরণ কি?"

"হে ব্রাহ্মণ! তুমি প্রশ্নের সীমা অতিক্রম করেছ, আমি তোমার শেষ প্রশ্ন গ্রহণ করতে পারলাম না। ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপনের লক্ষ্যই হচ্ছে নির্বাণোগধ (নির্বাণে বিজরিত), নির্বাণপরায়ণ ও নির্বাণে পর্যাবসান হওয়া।"

৫। অতঃপর উণ্নাভ ব্রাহ্মণ ভগবানের ভাষণ অভিনন্দন ও অনুমোদন করে আসন হতে উঠে ভগবানকে প্রদক্ষিণ করে প্রস্থান করলেন।

৬। অনন্তর ভগবান উণ্নাভ ব্রাহ্মণ প্রস্থানের অনতিবিলম্বে ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! যেমন কূটাগারে বা কূটাগার শালায় পূর্বদিকস্থ জানালার দিকে সূর্যোদয়ের সময় জানালা দিয়ে সূর্য রশ্মি প্রবেশ করলে কোন দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়?"

"ভন্তে! পশ্চিম দিকের দেয়ালে।"

"ভিক্ষুগণ! ঠিক এরূপেই উণ্নাভ ব্রাহ্মণের তথাগতের প্রতি যে শ্রদ্ধা নিবিষ্ট হয়েছে ও দৃঢ়ভাবে মূলজাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা এবং জগতে কারও দ্বারা বিনষ্ট হবে না। যদি উণ্নাভ ব্রাহ্মণ এই মুহূর্তে মৃত্যুবরণ করে, তবে এমন কোন সংযোজন তার নিকট বিদ্যমান নাই, যেই সংযোজনের দ্বারা সংযুক্ত হয়ে সে পুনঃরায় ইহজগতে আগমন করবে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) সাকেত সূত্র

৫১৩.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় ভগবান সাকেতে অঞ্জবনের মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

"হে ভিক্ষুগণ! এমন কোন পর্যায় (পদ্ধতি) আছে কি, যদ্দরুণ পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চবলে পরিণত হয় এবং পঞ্চবল পঞ্চেন্দ্রিয়ে পরিণত হয়?"

২। "ভন্তে! ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত (প্রকাশ) করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

"ভিক্ষুগণ! এমন পর্যায় বিদ্যমান আছে, যদ্দরুণ পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চবলে পরিণত হয় এবং পঞ্চবল পঞ্চেন্দ্রিয়ে পরিণত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! সেই পর্যায় কিরূপ, যদ্দরুণ পঞ্চেন্দ্রিয় পঞ্চবলে পরিণত হয় এবং পঞ্চবল পঞ্চেন্দ্রিয়ে পরিণত হয়? যা শ্রদ্ধেন্দ্রিয় তাই শ্রদ্ধাবল ও যা শ্রদ্ধাবল তাই শ্রদ্ধেন্দ্রিয়; যা বীর্যেন্দ্রিয় তাই বীর্যবল আর যা বীর্যবল তাই বীর্যেন্দ্রিয়; যা স্মৃতিন্দ্রিয় তাই স্মৃতিবল ও যা স্মৃতিবল তাই স্মৃতিন্দ্রিয়; যা সমাধিন্দ্রিয় তাই সমাধিবল আর যা সমাধিবল তাই সমাধিন্দ্রিয় এবং যা প্রজ্ঞেন্দ্রিয় তাই প্রজ্ঞাবল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও যা প্রজ্ঞাবল তাই প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! যেমন পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী, পূর্বদিকে ক্রমাবনত নদী যার মাঝখানে দ্বীপ আছে। এমন পর্যায় বিদ্যমান আছে, যদ্দরুণ সেই নদীতে একটিমাত্র স্রোত বিদ্যমান বলে প্রতীত হয়। আবার এমন পর্যায় বিদ্যমান আছে, যদ্দরুণ সেই নদীতে দু'টি স্রোত বিদ্যমান বলে বিবেচিত হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! কিরূপ পর্যায় বিদ্যমান আছে, যদ্দরুণ সেই নদীতে একটিমাত্র স্রোত বিদ্যমান বলে প্রতীত হয়? যেমন সেই দ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তের জল মিলে একটিমাত্র স্রোত বলে অনুমিত হয়। ইহাই হচ্ছে পর্যায়, যদ্দরুণ সেই নদীর একটিমাত্র স্রোত বিদ্যমান বলে বিবেচিত হয়।

৫। ভিক্ষুগণ! কিরূপ পর্যায় বিদ্যমান আছে, যদ্দরুণ সেই নদীতে দু'টি স্রোত বিদ্যমান বলে প্রতীত হয়? যেমন সেই দ্বীপের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তের জল মিলে দু'টি স্রোত বলে অনুমিত হয়। ইহাই হচ্ছে পর্যায়, যদ্দরুণ সেই নদীর দু'টি স্রোত বিদ্যমান বলে বিবেচিত হয়। এরূপেই ভিক্ষুগণ! যা শ্রদ্ধেন্দ্রিয় তাই শ্রদ্ধাবল ও যা শ্রদ্ধাবল তাই শ্রদ্ধেন্দ্রিয়; যা বীর্যেন্দ্রিয় তাই বীর্যবল আর যা বীর্যবল তাই বীর্যেন্দ্রিয়; যা স্মৃতিন্দ্রিয় তাই স্মৃতিবল ও যা স্মৃতিবল তাই স্মৃতিন্দ্রিয়; যা সমাধিন্দ্রিয় তাই সমাধিবল আর যা সমাধিবল তাই সমাধিন্দ্রিয় এবং যা প্রজ্ঞেন্দ্রিয় তাই প্রজ্ঞাবল ও যা প্রজ্ঞাবল তাই প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয় এবং চিত্তবিমুক্ত ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত হয়ে ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা প্রত্যক্ষ ও লাভ করে অবস্থান করে।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) পূর্বকোষ্ঠক সূত্র

৫১৪.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বকোষ্ঠকে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে আহ্বান করলেন– "হে শারিপুত্র! তুমি কি এরূপে শ্রদ্ধা উৎপন্ন কর; যথা– শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ (অমৃতে বিজরিত), অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়? অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়?"

২। "ভন্তে! এই বিষয়ে আমি ভগবানের প্রতি শুধু এরূপে শ্রদ্ধান্বিত হই[১] না; যথা– শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং

[১]। সদ্ধায গচ্ছামি। অর্থকথায় 'সদ্ধহিত্বা'।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়। ভন্তে! যাদের এ বিষয় প্রজ্ঞাযোগে অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ও অস্পৃষ্ট, তারা এরূপে অপরের বাক্যে মাত্র শ্রদ্ধান্বিত হয়। যথা– শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়। আর ভন্তে! যাদের ইহা প্রজ্ঞাযোগে জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পৃষ্ট, তারা সে বিষয়ে এরূপে সন্দেহ ও বিচিকিৎসাহীন; যথা– শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়। ভন্তে! আমারও এ বিষয় প্রজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পৃষ্ট। আমি সন্দেহ ও বিচিকিৎসাহীন হয়ে এরূপ ভাব পোষণ করি, যথা– শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়।”

৩। “সাধু, সাধু, শারিপুত্র! যাদের এ বিষয় প্রজ্ঞাযোগে অজ্ঞাত, অদৃষ্ট, অবিদিত, অসাক্ষাৎকৃত ও অস্পৃষ্ট, তারা এরূপে অপরের বাক্যে মাত্র শ্রদ্ধান্বিত হয়। যথা– শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়। আর শারিপুত্র! যাদের ইহা প্রজ্ঞাযোগে জ্ঞাত, দৃষ্ট, বিদিত, সাক্ষাৎকৃত ও স্পৃষ্ট, তারা সে বিষয়ে এরূপে সন্দেহ ও বিচিকিৎসাহীন; যথা– শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়।” চতুর্থ সূত্র।

(৫) প্রথম পূর্বারাম সূত্র

৫১৫.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর পূর্বারামে মিগারমাতা প্রাসাদে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন–

২। “হে ভিক্ষুগণ! কয়টি ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে– ‘আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'?"

৩। "ভন্তে! ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৪। ভিক্ষুগণ! একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। সেই এক প্রকার ইন্দ্রিয় কি? ভিক্ষুগণ! প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান আর্যশ্রাবকের নিকট তদনুযায়ী (প্রজ্ঞা অনুযায়ী) শ্রদ্ধা থাকে, তদনুযায়ী বীর্য, স্মৃতি ও সমাধি বিদ্যমান থাকে। এই একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) দ্বিতীয় পূর্বারাম সূত্র

৫১৬.১। পূর্ববৎ নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! কয়টি ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'?"

২। "ভন্তে! ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৩। ভিক্ষুগণ! দুইটি ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। সেই দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় কি কি? আর্য প্রজ্ঞা ও আর্য বিমুক্তি। যা আর্য প্রজ্ঞা তা হচ্ছে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ও যা আর্য বিমুক্তি তা হচ্ছে সমাধিন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই দুইটি ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আছি'।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) তৃতীয় পূর্বারাম সূত্র

৫১৭.১। পূর্ববৎ নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! কয়টি ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু নিজ অর্হত্তফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'?"

২। "ভন্তে! ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৩। "ভিক্ষুগণ! চারিটি ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু নিজ অর্হত্তফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। সেই চারিবিধ ইন্দ্রিয় কি কি? বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই চারিবিধ ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু নিজ অর্হত্তফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'।" সপ্তম সূত্র।

(৮) চতুর্থ পূর্বারাম সূত্র

৫১৮.১। পূর্ববৎ নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! কয়টি ইন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু নিজ অর্হত্তফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'?"

২। "ভন্তে! ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৩। ভিক্ষুগণ! পঞ্চেন্দ্রিয়ে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু নিজ অর্হত্তফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। সেই পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয় কি কি? শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু নিজ অর্হত্ত্বফল সম্পর্কে এরূপে প্রকাশ করে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'।" অষ্টম সূত্র।

(৯) পিণ্ডোল ভারদ্বাজ সূত্র

৫১৯.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় ভগবান কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। সে সময় আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ কর্তৃক নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় এরূপে ব্যাখ্যাত হল যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে উপবেশন করলেন। একান্তে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভন্তে! আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ কর্তৃক নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় এরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। কোন অর্থবশে, কি দর্শন করে আয়ুষ্মান পিণ্ডোল ভারদ্বাজ কর্তৃক নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় এরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'?"

৩। "হে ভিক্ষুগণ! ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়ের ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ভিক্ষু কর্তৃক নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় এরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। সেই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয় কি কি? স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। এই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়ের ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ভিক্ষু কর্তৃক নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় এরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি'। এই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়ের অন্ত কি? ক্ষয় করা। কি ক্ষয় করা? জন্ম, জরা ও মরণ। 'আমার জন্ম, জরা ও মরণ ক্ষয় হয়েছে' ইহা অবগত হয়ে পিণ্ডোল ভারদ্বাজ ভিক্ষু কর্তৃক নিজ অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির বিষয় এরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছে যে– 'আমার জন্ম ক্ষীণ হয়েছে, ব্রহ্মচর্য উদ্‌যাপিত হয়েছে, করণীয় কৃত হয়েছে এবং এ জীবনে দুঃখ মুক্তির জন্য আর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অন্য কোন কর্তব্য নাই তা সম্যকরূপে অবগত আছি’।” নবম সূত্র।

(১০) আপণ সূত্র

৫২০.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় ভগবান অঙ্গের মধ্যে আপণ নামক অঙ্গদের গ্রামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে আহ্বান করে বললেন–

২। “হে শারিপুত্র! যেই আর্যশ্রাবক তথাগতের প্রতি একান্তগত ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সে কি তথাগত[১] বা তথাগতের শাসনে সন্দেহ কিংবা বিচিকিৎসা উৎপন্ন করে না?”

৩। “ভন্তে! যেই আর্যশ্রাবক তথাগতের প্রতি একান্তগত ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সে তথাগত বা তথাগতের শাসনে সন্দেহ কিংবা বিচিকিৎসা উৎপন্ন করে না। শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবকের নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে– সে অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য এবং কুশল ধর্মসমূহ অর্জনের জন্য বলবান ও দৃঢ়পরাক্রমী হয়ে এবং কুশল ধর্মসমূহের পথ ত্যাগ না করে আরব্ধবীর্য হয়ে অবস্থান করে। ভন্তে! তার সেরূপ বীর্যই হচ্ছে বীর্যেন্দ্রিয়।

ভন্তে! শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক ও আরব্ধবীর্যের নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে– সে স্মৃতিমান হবে এবং পরম স্মৃতিতে (প্রজ্ঞায়) সমৃদ্ধ হয়ে সুদীর্ঘকাল পূর্বের কৃতকর্ম ও কথিত বিষয় অনুস্মরণ করতে পারবে। ভন্তে! তার সেরূপ স্মৃতিই হচ্ছে স্মৃতিন্দ্রিয়।

ভন্তে! শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক, আরব্ধবীর্য ও একাগ্রমনার (উপস্থাপিত স্মৃতিমানের) নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে– সে আরম্মণ পরিত্যাগ করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে। ভন্তে! তার সেরূপ সমাধিই হচ্ছে সমাধিন্দ্রিয়।

ভন্তে! শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক, আরব্ধবীর্য, একাগ্রমনা ও সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে– সে সংসার সৃষ্টির আদি ও অন্ত যে অচিন্তনীয় তা উত্তমরূপে জানবে। অবিদ্যা, নীবরণ, তৃষ্ণা ও সংযোজনের মাধ্যমে দেহান্তর প্রাপ্ত ও পুনর্জন্ম গ্রহণকারী সত্ত্বগণের নিকট এই বিষয় উত্তমরূপে উপলব্ধ হয় না। অবিদ্যা ও অশুচিকায়ের সম্পূর্ণরূপে বিরাগ এবং নিরোধ হচ্ছে শান্তিপদ (নির্বাণ) ও উত্তমপদ; যথা– সর্ব সংস্কারের নিবৃত্তি, সকল উপধির (উপাদান) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয় ও বিরাগ নিরোধই নির্বাণ। ভন্তে! তার সেরূপ প্রজ্ঞাই হচ্ছে

---

[১]। ‘তথাগত’ শব্দটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ‘তথাগত’ বলতে বুঝায় পূর্ব পূর্ব কল্পের বুদ্ধগণের মতো যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনিই তথাগত (তথা আগত) বা পূর্ব পূর্ব কল্পের বুদ্ধগণের মতো যিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছিলেন তিনিই তথাগত (তথা গত)।- ধর্মপদ, মিহিরগুপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

৪। ভন্তে! সেই শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক এরূপে বারংবার উদ্যম করে, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে, মনকে কেন্দ্রীভূত করে এবং উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে এরূপ অভিপ্রসন্ন হয় যে– 'এই সেই ধর্ম যাতে আমি পূর্বে শুধুমাত্র শ্রুতবান ছিলাম। কিন্তু এখন আমি এই কায়েই তা উপলব্ধি করে অবস্থান করছি ও প্রজ্ঞা দ্বারা বিস্তৃতভাবে জ্ঞাত আছি। ভন্তে! তার সেরূপ শ্রদ্ধাই হচ্ছে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়।"

৫। "সাধু, সাধু, শারিপুত্র! যেই আর্যশ্রাবক তথাগতের প্রতি একান্তগত ও অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সে তথাগত বা তথাগতের শাসনে সন্দেহ কিংবা বিচিকিৎসা উৎপন্ন করে না। শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবকের নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে– সে অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য এবং কুশল ধর্মসমূহ অর্জনের জন্য বলবান ও দৃঢ়পরাক্রমী হয়ে এবং কুশল ধর্মসমূহের পথ ত্যাগ না করে আরব্ধবীর্য হয়ে অবস্থান করে। শারিপুত্র! তার সেরূপ বীর্যই হচ্ছে বীর্যেন্দ্রিয়।

শারিপুত্র! শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক ও আরব্ধবীর্যের নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে– সে স্মৃতিমান হবে এবং পরম স্মৃতিতে (প্রজ্ঞায়) সমৃদ্ধ হয়ে সুদীর্ঘকাল পূর্বের কৃতকর্ম ও কথিত বিষয় অনুস্মরণ করতে পারবে। শারিপুত্র! তার সেরূপ স্মৃতিই হচ্ছে স্মৃতিন্দ্রিয়।

শারিপুত্র! শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক, আরব্ধবীর্য ও একাগ্রমনার (উপস্থাপিত স্মৃতিমানের) নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে– সে আরম্মণ পরিত্যাগ করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে। শারিপুত্র! তার সেরূপ সমাধিই হচ্ছে সমাধিন্দ্রিয়।

শারিপুত্র! শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক, আরব্ধবীর্য, একাগ্রমনা ও সমাহিতচিত্ত ব্যক্তির নিকট এরূপই প্রত্যাশিত যে– সে সংসার সৃষ্টির আদি ও অন্ত যে অচিন্তনীয় তা উত্তমরূপে জানবে। অবিদ্যা, নীবরণ, তৃষ্ণা ও সংযোজনের মাধ্যমে দেহান্তর প্রাপ্ত ও পুনর্জন্ম গ্রহণকারী সত্ত্বগণের নিকট এই বিষয় উত্তমরূপে উপলব্ধি হয় না। অবিদ্যা ও অশুচিকায়ের সম্পূর্ণরূপে বিরাগ এবং নিরোধ হচ্ছে শান্তিপদ (নির্বাণ) ও উত্তমপদ; যথা– সর্ব সংস্কারের নিবৃত্তি, সকল উপধির (উপাদান) পরিত্যাগ, তৃষ্ণাক্ষয় ও বিরাগ নিরোধই নির্বাণ। শারিপুত্র! তার সেরূপ প্রজ্ঞাই হচ্ছে প্রজ্ঞেন্দ্রিয়।

৪। শারিপুত্র! সেই শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবক এরূপে বারংবার উদ্যম করে, সম্মুখে অগ্রসর হয়ে, মনকে কেন্দ্রীভূত করে এবং উত্তমরূপে জ্ঞাত হয়ে এরূপ অভিপ্রসন্ন হয় যে– 'এই সেই ধর্ম যাতে আমি পূর্বে শুধুমাত্র শ্রুতবান ছিলাম। কিন্তু এখন আমি এই কায়েই তা উপলব্ধি করে অবস্থান করছি ও প্রজ্ঞা দ্বারা বিস্তৃতভাবে জ্ঞাত আছি। শারিপুত্র! তার সেরূপ শ্রদ্ধাই হচ্ছে শ্রদ্ধেন্দ্রিয়।" দশম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জরা বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

জরা, উণ্ণাভ ব্রাহ্মণ, সাকেত আর পূর্বকোষ্ঠক;
চারি হয় পূর্বারাম, পিণ্ডোল, আপণে হয় ইতি॥

৬. শূকরখত বর্গ

(১) শালা সূত্র

৫২১.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় ভগবান কোশল রাজ্যে ব্রাহ্মণ গ্রামের শালায় অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, তির্যক কুলে জন্ম গ্রহণ করা প্রাণীদের মধ্যে বল, বেগ ও সাহসে পশুরাজ সিংহই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! যে কোন বোধিপক্ষীয় ধর্ম[১] হতে বোধি বা জ্ঞানের দরুন প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়।

৩। সেই বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ কি কি? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। বীর্যেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, স্মৃতিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, সমাধিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্মও জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! যেমন, তির্যক কুলে জন্ম গ্রহণ করা প্রাণীদের মধ্যে বল, বেগ ও সাহসে পশুরাজ সিংহই শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! যে কোন বোধিপক্ষীয় ধর্ম হতে বোধি বা জ্ঞানের দরুন প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) মল্লিক সূত্র

৫২২.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় ভগবান মল্ল নগরীর মধ্যে উরুবেলাকপ্প নামক মল্লদের গ্রামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! যতক্ষণ পর্যন্ত আর্যশ্রাবকের আর্যজ্ঞান উৎপন্ন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট চারিবিধ ইন্দ্রিয়ের স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি হয় না। আর

---

[১]। বোধিপক্ষীয় ধর্ম হচ্ছে বোধিজ্ঞান লাভের গুণ বা উপাদান। ইহা ৩৭ প্রকার; যথা- চারি স্মৃতিপ্রস্থান, চারি সম্যক প্রচেষ্টা, চারি ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চবল, পঞ্চ-ইন্দ্রিয়, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আর 'নেত্তি প্রকরণে' অনিত্যসংজ্ঞা, দুঃখসংজ্ঞা, অনাত্মসংজ্ঞা, প্রহাণসংজ্ঞা, বিরাগসংজ্ঞা ও নিরোধসংজ্ঞা সহ ৪৩ প্রকার উক্ত হয়েছে।- শান্তরক্ষিত মহাস্থবিরের পালি-বাংলা অভিধান ২য় খন্ড; পৃঃ ১১৬৬।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যখন হতে আর্যশ্রাবকের আর্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তার নিকট চারিবিধ ইন্দ্রিয়ের স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি হয়।

৩। "ভিক্ষুগণ! যেমন, কূটাগারের কূট (চূড়া) যাবৎ স্থাপিত না হয় তাবৎ চালের অন্যান্য বিমগুলো স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি থাকে না। আর যখন কূটাগারের কূট স্থাপিত হয় তখন চালের অন্যান্য বিমগুলোও স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি হয়। ঠিক ভিক্ষুগণ! যতক্ষণ পর্যন্ত আর্যশ্রাবকের আর্যজ্ঞান উৎপন্ন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিকট চারিবিধ ইন্দ্রিয়ের স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি হয় না। আর যখন হতে আর্যশ্রাবকের আর্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন তার নিকট চারিবিধ ইন্দ্রিয়ের স্থায়িত্ব ও অবস্থিতি হয়।

৪। সেই চারিবিধ ইন্দ্রিয় কি কি? শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয় ও সমাধিন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! শ্রদ্ধাবান আর্যশ্রাবকের তদনুযায়ী শ্রদ্ধা থাকে, তদনুযায়ী বীর্য, স্মৃতি ও সমাধি থাকে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) শৈক্ষ্য সূত্র

৫২৩.১। আমি এরূপ শ্রবণ করেছি– এক সময় ভগবান কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করলেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! এমন কোন পর্যায় বা পদ্ধতি আছে কি, যদ্দরুণ শৈক্ষ্য ভিক্ষু শৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি শৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে এবং অশৈক্ষ্য ভিক্ষু অশৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি অশৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে?"

৩। "ভন্তে! ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত (প্রকাশ) করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৪। "ভিক্ষুগণ! এমন পর্যায় বা পদ্ধতি বিদ্যমান আছে, যদ্দরুণ শৈক্ষ্য ভিক্ষু শৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি শৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে এবং অশৈক্ষ্য ভিক্ষু অশৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি অশৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে।"

৫। "ভিক্ষুগণ! কোন পর্যায় বা পদ্ধতির দরুন শৈক্ষ্য ভিক্ষু শৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি শৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে? এক্ষেত্রে শৈক্ষ্য ভিক্ষু 'ইহা দুঃখ' তা যথার্থরূপে অবগত হয়। 'ইহা দুঃখ সমুদয়' 'ইহা দুঃখ নিরোধ' ও 'ইহা দুঃখ নিরোধগামিনী প্রতিপদা (উপায়)' তাও যথার্থরূপে অবগত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পর্যায়ের দরুন শৈক্ষ্য ভিক্ষু শৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি শৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য ভিক্ষু এরূপে প্রভেদ করে– 'এই ধর্ম-বিনয়ের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বাইরে অন্য কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ আছে কি, যে ভগবানের ন্যায় এরূপে সত্য, যথার্থ ও নির্বাণপ্রদ ধর্ম দেশনা করতে সক্ষম?' সে এরূপ জ্ঞাত হয়– 'এই ধর্ম-বিনয়ের বাইরে অন্য কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ নাই, যে ভগবানের ন্যায় এরূপে সত্য, যথার্থ ও নির্বাণপ্রদ ধর্ম দেশনা করতে সক্ষম।' এই পর্যায়ের দরুনও শৈক্ষ্য ভিক্ষু শৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি শৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! শৈক্ষ্য ভিক্ষু পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়, যথা– শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। কিন্তু তৎ সমস্তের যে গতি, পরমপ্রাপ্তি, যে ফল ও যেই পর্যাবসান, তা কখনো সে কায় দ্বারা উপলব্ধি করে অবস্থান করে না; শুধুমাত্র প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে দর্শন করে মাত্র। এই পর্যায়ের দরুনও শৈক্ষ্য ভিক্ষু শৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি শৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে।

৬। ভিক্ষুগণ! কোন পর্যায় বা পদ্ধতির দরুন অশৈক্ষ্য ভিক্ষু অশৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি অশৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে? এক্ষেত্রে অশৈক্ষ্য ভিক্ষু পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়, যথা– শ্রদ্ধেন্দ্রিয়, বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয়। আর তৎ সমস্তের যে গতি, পরমপ্রাপ্তি, যে ফল ও যেই পর্যাবসান, তা সে নিজ কায় দ্বারা উপলব্ধি করে অবস্থান করে এবং প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে দর্শন করে। ভিক্ষুগণ! এই পর্যায়ের দরুন অশৈক্ষ্য ভিক্ষু অশৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি অশৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে।

"পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! অশৈক্ষ্য ভিক্ষু ষড়-ইন্দ্রিয় সমূহ জ্ঞাত হয়। চক্ষু-ইন্দ্রিয়, শ্রোত্র-ইন্দ্রিয়, ঘ্রাণ-ইন্দ্রিয়, জিহ্বা-ইন্দ্রিয়, কায়-ইন্দ্রিয় ও মনো-ইন্দ্রিয়; এই সকল ষড়-ইন্দ্রিয় সমূহ সর্বক্ষেত্রে সর্বদা ও সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হবে এবং অপর ষড়-ইন্দ্রিয় সমূহ কোথাও কোন বিষয়ে উৎপন্ন হবে না, তা প্রকৃষ্টরূপে জ্ঞাত হয়। ভিক্ষুগণ! এই পর্যায়ের দরুনও অশৈক্ষ্য ভিক্ষু অশৈক্ষ্যভূমিতে স্থিত হয়ে নিজেকে 'আমি অশৈক্ষ্য' বলে জানতে পারে।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) পদ সূত্র

৫২৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে সকল পদচিহ্ন বিশিষ্ট জঙ্গলের প্রাণী আছে, তাদের সকলের পদচিহ্ন হস্তী পদচিহ্নের মধ্যে সংকুলান হয় এবং হস্তী পদচিহ্ন বৃহৎ বিধায় অন্যান্য প্রাণীর পদচিহ্ন হতে তা শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! যে সকল পদ (তত্ত্ব) জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়, তাদের মধ্যে বোধি বা জ্ঞানের দরুন প্রজ্ঞেন্দ্রিয় পদই অগ্রগণ্য হয়। কয় প্রকার পদ জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়? যথা– শ্রদ্ধেন্দ্রিয় পদ জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। বীর্যেন্দ্রিয় পদ, স্মৃতিন্দ্রিয় পদ, সমাধিন্দ্রিয় পদ এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় পদও জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! যেমন, যে সকল পদচিহ্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিশিষ্ট জঙ্গলের প্রাণী আছে, তাদের সকলের পদচিহ্ন হস্তী পদচিহ্নের মধ্যে সংকুলান হয় এবং হস্তী পদচিহ্ন বৃহৎ বিধায় অন্যান্য প্রাণীর পদচিহ্ন হতে তা শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! যে সকল পদ (তত্ত্ব) জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়, তাদের মধ্যে বোধি বা জ্ঞানের দরুন প্রজ্ঞেন্দ্রিয় পদই অগ্রগণ্য হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) সার সূত্র

৫২৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে কোন সারগন্ধের মধ্যে রক্তচন্দনের গন্ধ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! যে কোন বোধিপক্ষীয় ধর্মের মধ্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধি বা জ্ঞানের দরুন অগ্রগণ্য হয়। সেই বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ কি কি? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। বীর্যেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, স্মৃতিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, সমাধিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্মও জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! যেমন, যে কোন সারগন্ধের মধ্যে রক্তচন্দনের গন্ধ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! যে কোন বোধিপক্ষীয় ধর্মের মধ্যে প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধি বা জ্ঞানের দরুন অগ্রগণ্য হয়।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) প্রতিষ্ঠিত সূত্র

৫২৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! একটিমাত্র ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুর পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও সুভাবিত হয়। সেই একটি ধর্ম কি? অপ্রমাদ। অপ্রমাদ কিরূপ? এক্ষেত্রে ভিক্ষু আস্রব ও আস্রবযুক্ত ধর্মের মধ্যে চিত্তকে রক্ষা করে। চিত্তকে আস্রব ও আস্রবযুক্ত ধর্মের মধ্যে রক্ষা করার সময় তার শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। বীর্যেন্দ্রিয় ভাবনা, স্মৃতিন্দ্রিয় ভাবনা, সমাধিন্দ্রিয় ভাবনা এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবনাও পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপেই একটিমাত্র ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুর পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও সুভাবিত হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) সহম্পতি ব্রহ্মা সূত্র

৫২৭.১। অভিসম্বুদ্ধ লাভের পর এক সময় ভগবান উরুবেলায় নৈরঞ্জনা নদীর তীরে অজপাল নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর নির্জনে, একাকী অবস্থান করার সময় ভগবানের চিত্তে এরূপ পরিবিতর্ক উৎপন্ন হল—"পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। সেই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ কি কি? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অমৃতে পর্যাবসান হয়।”

২। অনন্তর ব্রহ্মা সহম্পতি ভগবানের চিত্ত পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে, বলবান পুরুষ যেমন সঙ্কুচিত বাহু প্রসারণ করে, প্রসারিত বাহু সঙ্কোচন করে; ঠিক সেরূপেই ব্রহ্মালোকে অন্তর্হিত হয়ে ভগবানের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হলেন। অতঃপর ব্রহ্মা সহম্পতি উত্তরীয় বস্ত্র একাংশ করে ভগবানের দিকে প্রণাম করে ভগবানকে এরূপ বললেন– “ভগবান! তা এরূপ, সুগত! তা এরূপই যে– “পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। সেই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ কি কি? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়। অনুরূপভাবে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতেই পর্যাবসান হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়।”

৩। “ভন্তে! পূর্বে আমি কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের নিকট ব্রহ্মচর্য আচরণ করেছিলাম। তথায় আমাকে ‘সহক ভিক্ষু, সহক ভিক্ষু’ নামে জানতেন। ভন্তে! তখন আমি এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে, কামসমূহের (কামনা) মধ্যে কামচ্ছন্দ পরিত্যক্ত করে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হয়েছি। তথায় আমাকে ‘ব্রহ্মা সহম্পতি, ব্রহ্মা সহম্পতি’ নামে সকলে জানেন। ভগবান! এরূপই, সুগত! এরূপই, আমি ইহা জানি ও দর্শন করি, যেমন– এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অমৃতোগধ, অমৃতপরায়ণ ও অমৃতে পর্যাবসান হয়।” সপ্তম সূত্র।

(৮) শূকরখত সূত্র

৫২৮.১। এক সময় ভগবান রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতে শূকরখতে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে আহ্বান করে বললেন–

২। “হে শারিপুত্র! কি কারণ দর্শন করে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে?”

“ভন্তে! অনুত্তর যোগক্ষেম দর্শন করে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু তথাগত বা তথাগতের শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে।”

“সাধু, সাধু, শারিপুত্র! অনুত্তর যোগক্ষেম দর্শন করে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে।”

৩। “হে শারিপুত্র! কিরূপে অনুত্তর যোগক্ষেম দর্শন করে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে?”

“ভন্তে! এক্ষেত্রে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত করে উপশম ও সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে উপশম ও সম্বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হয়। ভন্তে! এরূপে অনুত্তর যোগক্ষেম দর্শন করে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে।”

“সাধু, সাধু, শারিপুত্র! এই অনুত্তর যোগক্ষেম দর্শন করেই ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে।”

৪। “শারিপুত্র! পরম বিনীতভাব প্রদর্শনকারী ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু কিরূপে তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে?”

“ভন্তে! এক্ষেত্রে ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু শাস্তার প্রতি গৌরবী ও বিনয়ী হয়ে অবস্থান করে। ধর্মের প্রতি আর সংঘের প্রতি গৌরবী ও বিনয়ী হয়ে অবস্থান করে। শিক্ষার প্রতি এবং সমাধির প্রতিও গৌরবী ও বিনয়ী হয়ে অবস্থান করে। ভন্তে! পরম বিনীতভাব প্রদর্শনকারী ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু এরূপেই তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে।”

“সাধু, সাধু, শারিপুত্র! এই অনুত্তর যোগক্ষেম দর্শন করেই ক্ষীণাস্রব ভিক্ষু তথাগত বা তথাগত শাসনের প্রতি পরম বিনীতভাব প্রদর্শন করে।” অষ্টম সূত্র।

(৯) প্রথম উৎপাদ সূত্র

৫২৯.১। শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্যত্র প্রাদুর্ভূত হয় না। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, কিন্তু তথাগত অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ ব্যতীত অন্যত্র প্রাদুর্ভূত হয় না।” নবম সূত্র।

(১০) দ্বিতীয় উৎপাদ সূত্র

৫৩০.১। “হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয়[১] সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সুগতবিনয় (বুদ্ধের শিক্ষা) ব্যতীত অন্যত্র উৎপন্ন হয় না। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুৎপন্ন থাকলে উৎপন্ন হয়, কিন্তু সুগতবিনয় ব্যতীত তা অন্যত্র উৎপন্ন হয় না।” দশম সূত্র।

শূকরখত বর্গ সমাপ্ত।

---

[১]। বোধি বা পরম জ্ঞান লাভের পথে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এ পাঁচটি ইন্দ্রত্ব করে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে বলে এগুলোকে পঞ্চেন্দ্রিয় বলা হয়। দীর্ঘ নিকায় ৩য় খন্ডের দসুত্তর সূত্রে এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহকে বিশেষ-ভাগীয় বলা হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

শালা, মল্লিক, শৈক্ষ্য, পদ, সার আর প্রতিষ্ঠিত;
ব্রহ্মা, শূকরখত, অপর উৎপাদ দ্বয়॥

৭. বোধিপক্ষীয় বর্গ

(১) সংযোজন সূত্র

৫৩১.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহাণের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই পঞ্চবিধ কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহাণের জন্য সংবর্তিত হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) অনুশয় সূত্র

৫৩২.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুশয়[১] সমুৎপাটনের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই পঞ্চবিধ কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুশয় সমুৎপাটনের জন্য সংবর্তিত হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) পরিজ্ঞান সূত্র

৫৩৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিস্তৃত পরিজ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই পঞ্চবিধ কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিস্তৃত পরিজ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) আস্রবক্ষয় সূত্র

৫৩৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা আস্রবক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই পঞ্চবিধ কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয়

[১]। অনুশয়ন করে এ অর্থে অনুশয়। অনুশয় হচ্ছে মনের সুপ্ত অকুশল চৈতসিক বা পাপ মনোবৃত্তি, যা চিত্তপ্রবাহে প্রচ্ছন্ন থাকে বা সুপ্ত থাকে। অনুশয় সপ্তবিধ; যথা- কামরাগ, ভবরাগ, প্রতিঘ, মান, দৃষ্টি, বিচিকিৎসা ও অবিদ্যানুশয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা আস্রবক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।”

২। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহাণের জন্য, অনুশয় সমুৎপাটনের জন্য, বিস্তৃত পরিজ্ঞান লাভের জন্য ও আস্রবক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই পঞ্চবিধ কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহাণের জন্য, অনুশয় সমুৎপাটনের জন্য, বিস্তৃত পরিজ্ঞান লাভের জন্য এবং আস্রবক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।” চতুর্থ সূত্র।

(৫) প্রথম ফল সূত্র

৫৩৫.১। “হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ইহ জন্মে অর্হত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী এই দু’টি ফলের মধ্যে যে কোন একটির প্রত্যাশিত হয়।” পঞ্চম সূত্র।

(৬) দ্বিতীয় ফল সূত্র

৫৩৬.১। “হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ইন্দ্রিয় বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? শ্রদ্ধা-ইন্দ্রিয়, বীর্য-ইন্দ্রিয়, স্মৃতি-ইন্দ্রিয়, সমাধি-ইন্দ্রিয় ও প্রজ্ঞা-ইন্দ্রিয়। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তফল ও সপ্ত আনিশংস (সুফল) প্রত্যাশিত হয়। সেই সপ্তফল ও সপ্ত আনিশংস কি কি? কেউ কেউ ইহ জীবনেই অর্হত্ত্বফল লাভ করে। কেউ কেউ ইহ জীবনে অর্হত্ত্বফল লাভ করতে না পারলে মৃত্যুকালে হলেও অর্হত্ত্বফল লাভ করে। আর যদি ইহ জীবনে এবং মরণ কালেও অর্হত্ত্বফল লাভ করতে না পারে তবে পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজন সমূহ পরিক্ষয় করে অন্তরাপরিনির্বাণলাভী হয়। উপহচ্চপরিনির্বাণলাভী, অসংস্কারপরিনির্বাণলাভী ও সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী হয় এবং উর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী হয়। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে এই সপ্তফল ও সপ্ত আনিশংস প্রত্যাশিত হয়।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) প্রথম বৃক্ষ সূত্র

৫৩৭.১। “হে ভিক্ষুগণ! জম্বুদ্বীপের যে কোন বৃক্ষ হতে যেমন জম্বুবৃক্ষ[১]

---

[১]। এই মহাজম্বুবৃক্ষ ১৫ যোজন প্রমাণ স্কন্ধযুক্ত, শাখার পরিধি চতুর্দিকে ৫০ যোজন বিস্তীর্ণ ও উচ্চতা ১০০ যোজন। এই বৃক্ষের মূলশাখা সহ মহাশাখা ৫টি। “জম্বুরুক্‌খস্‌সানুভাবেন জম্বুদীপো পকাসিতো”- অর্থাৎ সেই জম্বুবৃক্ষের প্রভাবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই যে সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়। বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ কি কি? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়; বীর্যেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, স্মৃতিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, সমাধিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্মও জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। জম্বুদ্বীপের যে কোন বৃক্ষ হতে যেমন জম্বুবৃক্ষ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! যে সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়।" সপ্তম সূত্র।

(৮) দ্বিতীয় বৃক্ষ সূত্র

৫৩৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! তাবতিংস[১] দেবগণের যে কোন বৃক্ষ হতে যেমন পারিজাত বৃক্ষ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই যে সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়। বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ কি কি? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়; বীর্যেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, স্মৃতিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, সমাধিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্মও জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। তাবতিংস দেবগণের যে কোন বৃক্ষ হতে যেমন পারিজাত বৃক্ষ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! যে সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়।" অষ্টম সূত্র।

শকটাকৃতি দশ হাজার যোজন পরিমিত স্থান জম্বুদ্বীপ নামে বিখ্যাত হয়েছে। আর বলা হয়েছে- "ততো এব জম্বুনদিযং নিব্বত্তত্তা, জম্বুনদন্তি তং সুবণ্ণং বুচ্চতি"- যার অর্থ সেই বৃক্ষ হতে জম্বুফল নদীতে পড়ে ক্রমে 'জম্বুনদ' সুবর্ণ নামে কথিত হয়।- সদ্ধর্ম-রত্নাকর, পৃঃ ২৩; বিশুদ্ধিমার্গ, পৃঃ ২৪৬; সূত্র সংগ্রহ, পৃঃ ২৭৪, জিনবংশ মহাথের।

[১]। ত্রিপিটক গ্রন্থে ৬ প্রকার স্বর্গের বর্ণনা আছে। তৎমধ্যে তাবতিংসটি দ্বিতীয় স্বর্গ, ইহা ইন্দ্রভবন। ইহাকে 'ত্রয়োত্রিংশ' বা 'স্ত্রয়োতিংশ'ও বলা হয়। কারণ 'মঘবা' নামক প্রভৃতি ৩৩ জন পুরুষ নূতন রাস্তা নির্মাণ, পুরাতন রাস্তা মেরামত, জঙ্গলাকীর্ণস্থান পরিষ্কার ও ধর্মশালা প্রভৃতি নির্মাণ করে স্বর্গগামী হন। সেই ৩৩ জনের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত 'ত্রয়োতিংশ বা তাবতিংস' স্বর্গ নামে আখ্যা প্রাপ্ত হয়েছে।- থেরগাথা, পৃঃ ৫৪৮। সদ্ধর্ম-রত্নাকর গ্রন্থে তাবতিংস স্বর্গ বর্ণনায় ৪০২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে, মনুষ্যগণের একশত বৎসরে 'তাবতিংস' দেবগণের এক দিবা-রাত্রি। এই দেবলোকবাসীর গণনার তাঁদের পরমায়ু ১০০০ বছর। কিন্তু মনুষ্য গণনার ৩ কোটি, ৬০ লক্ষ বছর।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৯) তৃতীয় বৃক্ষ সূত্র

৫৩৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! অসুরগণের যে কোন বৃক্ষ হতে যেমন চিত্রপাটলি[১] বৃক্ষ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই যে সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়। বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ কি কি? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়; বীর্যেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, স্মৃতিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, সমাধিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্মও জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। অসুরগণের[২] যে কোন বৃক্ষ হতে যেমন চিত্রপাটলি বৃক্ষ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! যে সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়।" নবম সূত্র।

(১০) চতুর্থ বৃক্ষ সূত্র

৫৪০.১। "হে ভিক্ষুগণ! সুপর্ণদের[৩] (গরুড়পক্ষী) যে কোন বৃক্ষ হতে যেমন কূটসিম্বলী বৃক্ষ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই যে সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়। বোধিপক্ষীয় ধর্মসমূহ কি কি? শ্রদ্ধেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়; বীর্যেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, স্মৃতিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম, সমাধিন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্ম এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় বোধিপক্ষীয় ধর্মও জ্ঞান লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সুপর্ণদের যে কোন বৃক্ষ হতে যেমন কূটসিম্বলী বৃক্ষ শ্রেষ্ঠরূপে আখ্যায়িত হয়; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! যে সকল বোধিপক্ষীয় ধর্ম আছে তন্মধ্যে বোধি বা জ্ঞান লাভের জন্য প্রজ্ঞেন্দ্রিয় অগ্রগণ্য হয়।" দশম সূত্র।

বোধিপক্ষীয় বর্গ সপ্তম সমাপ্ত।

---

[১]। এই অসুরগণের চিত্রপাটলী, সুপর্ণদের কূটসিম্বলী ও তাবতিংসের পারিজাত বৃক্ষের স্কন্ধ, শাখার পরিধি, বিস্তীর্ণ আর উচ্চতাও জম্বুবৃক্ষ প্রমাণ।- বিশুদ্ধিমার্গ, পৃঃ ২৪৬; সূত্র সংগ্রহ, পৃঃ ২৭৪, জিনবংশ মহাথের।

[২]। অসুরদের নিবাস সিনেরু পর্বতের পাদদেশে। এদের জন্য পৃথক পুরী নির্দিষ্ট আছে। দীর্ঘনিকায়ে অসুরের বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে। অসুর পুরীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ হিসাবে দশ সহস্র যোজন। দেবগণের সহিত অসুরগণের সংগ্রাম 'ধ্বজাগ্র সূত্রে' বর্ণিত হয়েছে। অসুরগণ দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত সংগ্রামে পরাজিত হয়ে সিনেরুর পাদদেশে স্থান গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। 'সার সংগ্রহ' গ্রন্থে এদের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।- পটিচ্চ-সমুপ্পাদ, পৃঃ ১০, শ্রী প্রজ্ঞালোক স্থবির।

[৩]। অণ্ডজ, জরায়ুজ, সংস্বেদজ ও উপপাতিক ভেদে সুপর্ণ চারিবিধ। সুপর্ণ সম্পর্কে সংযুক্ত নিকায় ৩য় খন্ডের 'সুপর্ণ সংযুক্তে' বিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

সংযোজন, অনুশয়, পরিজ্ঞান ও আস্রবক্ষয়;
দ্বয় ফল, চারি বৃক্ষ, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

৮. গঙ্গাপেয্যাল (গঙ্গা পুনরুক্তি) বর্গ

(১-১২) পূর্বদিকাদি সূত্র দ্বাদশ

৫৪১-৫৫২.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু কিরূপে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।" দ্বাদশ সূত্র।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে;
ছয় দু গুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

অপ্রমাদ বর্গ বিস্তৃতব্য।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার আর বস্সিক উক্ত;
রাজা, চন্দ্র-সূর্য ও বস্ত্রে দশটি পদ যুক্ত॥

বলকরণীয় বর্গ বিস্তৃতব্য।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কুম্ভ ও সূক হয় উক্ত;
আকাশ, আর মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগন্তুক ও হয় নদী যুক্ত॥

এষণা বর্গ বিস্তৃতব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

এষণা, অহংকার, আস্রব, ভব, দুঃখ ত্রয়;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা, প্রার্থনায় শেষ হয়॥

১২. ওঘ (স্রোত) বর্গ

(১-১০) ওঘাদি সূত্র দশক

৫৮৭-৫৯৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন সমূহের অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহাণ করে পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত করা উচিত। সেই পঞ্চবিধ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন সমূহের অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহাণ করে পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত করা উচিত।" দশম সূত্র।

(মার্গসংযুক্তের ন্যায় বিস্তৃতব্য)

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-উর্ধ্বভাগীয় হয়॥

১৩. গঙ্গাপেয্যাল (গঙ্গা পুনরুক্তি) বর্গ

(১-১২) পূর্বদিকাদি সূত্র দ্বাদশ

৫৯৭-৬০৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু কিরূপে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় ও নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় এবং মোহবিনয় পর্যাবসান করে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।" দ্বাদশ সূত্র।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে;
ছয় দু গুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

অপ্রমাদ বর্গ, বলকরণীয় বর্গ ও এষণা বর্গ বিস্তৃতব্য।

১৭. ওঘ (স্রোত) বর্গ

(১-১০) ওঘাদি সূত্র দশক

৬৪১-৬৫০.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন সমূহের অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহাণ করে পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত করা উচিত। সেই পঞ্চবিধ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় এবং মোহবিনয় পর্যাবসান করে শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে বীর্যেন্দ্রিয়, স্মৃতিন্দ্রিয়, সমাধিন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন সমূহের অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে পঞ্চেন্দ্রিয় সমূহ ভাবিত করা উচিত।"

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় হয়॥

ইন্দ্রিয় সংযুক্ত চতুর্থ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। সম্যক প্রধান[১] সংযুক্ত

১. গঙ্গাপেয্যাল (গঙ্গাপুনরুক্তি) বর্গ

(১-১২) পূর্বদিকাদি সূত্র দ্বাদশ

৬৫১-৬৬২.১। শ্রাবস্তী নিদান। তথায় ভগবান এরূপ বললেন– “হে ভিক্ষুগণ! চারি প্রকার সম্যক প্রধান বিদ্যমান আছে। সেই চারিবিধ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপন্নের জন্য, উৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য, অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপন্নের জন্য এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্দ্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এগুলিই হচ্ছে চারিবিধ সম্যক প্রধান।”

২। “ভিক্ষুগণ! যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! চারি সম্যক প্রধান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। চারি সম্যক প্রধান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু কিরূপে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় ও নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপন্নের জন্য, উৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য, অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপন্নের জন্য এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্দ্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই চারি সম্যক প্রধান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।” দ্বাদশ সূত্র।

(সম্যক প্রধান সংযুক্তের গঙ্গাপেয়্যালী সম্যক প্রধানের ন্যায় বিস্তৃতব্য)

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে;
ছয় দু গুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

---

[১]। ‘ভুসংদহতি বহতী’তি পধানং, সম্মদেব পধানং সম্মপ্পধানং’– অর্থাৎ সমস্ত দুশ্চারিত ক্লেশ দহন করে নির্বাণ মার্গে বহন করে বলে এই অর্থে প্রধান; আর সম্যকরূপে প্রধান বলে এর নাম সম্যক প্রধান।– আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, পৃঃ ৫৯, শ্রী বীরেন্দ্রলাল বড়ুয়া।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. অপ্রমাদ বর্গ

(অপ্রমাদ বর্গ সম্যক প্রধানের ন্যায় বিস্তৃতব্য)

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার আর বস্‌সিক উক্ত;
রাজা, চন্দ্র-সূর্য ও বস্ত্রে দশটি পদ যুক্ত॥

৩. বলকরণীয় বর্গ

(১-১২) বলকরণীয়াদি সূত্র দ্বাদশ

৬৭৩-৬৮৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, যে সমস্ত করণীয় কর্ম শক্তি প্রয়োগ করে করা হয়, তৎ সমস্ত কর্ম পৃথিবীকে আশ্রয় করে ও পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে করা হয়। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি সম্যক প্রধান ভাবিত এবং বহুলীকৃত করে। কিরূপে ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি সম্যক প্রধান ভাবিত এবং বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপন্নের জন্য, উৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য, অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপন্নের জন্য এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্দ্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। এরূপেই ভিক্ষু শীলকে নিশ্রয় করে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চারি সম্যক প্রধান ভাবিত এবং বহুলীকৃত করে।"

(এই বলকরণীয় বর্গ সম্যক প্রধানের ন্যায় বিস্তৃতব্য) দ্বাদশ সূত্র।

বলকরণীয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কুম্ভ ও সূক হয় উক্ত;
আকাশ, আর মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগন্তুক ও হয় নদী যুক্ত॥

৪. এষণা (অন্বেষণ) বর্গ

(১-১০) এষণাদি সূত্র দশক

৬৮৫-৬৯৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! তিন প্রকার এষণা (অন্বেষণ) বিদ্যমান আছে। সেই ত্রিবিধ কি কি? কাম এষণা, ভব এষণা ও ব্রহ্মচর্য এষণা। এগুলিই হচ্ছে ত্রিবিধ এষণা। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণার অভিজ্ঞান, পরিজ্ঞান, পরিক্ষয় ও প্রহাণের জন্য চারি সম্যক প্রধান ভাবিত করা উচিত। সেই চারিবিধ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপন্নের জন্য, উৎপন্ন পাপ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য, অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপন্নের জন্য এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্দ্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। ভিক্ষুগণ! এই ত্রিবিধ এষণার অভিজ্ঞান, পরিজ্ঞান, পরিক্ষয় ও প্রহাণের জন্য চারি সম্যক প্রধান ভাবিত করা উচিত।" (বিস্তৃতব্য) দশম সূত্র।

এষণা বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

এষণা, অহংকার, আস্রব, ভব, দুঃখ ত্রয়;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা, প্রার্থনায় শেষ হয়॥

৫. ওঘ বর্গ

(১-১০) ওঘাদি সূত্র দশক

৬৯৫-৭০৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনের অভিজ্ঞান, পরিজ্ঞান, পরিক্ষয় ও প্রহাণের জন্য চারি সম্যক প্রধান ভাবিত করা উচিত। সেই চারিবিধ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপন্নের জন্য, উৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ প্রহাণের জন্য, অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপন্নের জন্য এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহের স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্দ্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, চেষ্টা ও উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনের অভিজ্ঞান, পরিজ্ঞান, পরিক্ষয় ও প্রহাণের জন্য চারি সম্যক প্রধান ভাবিত করা উচিত।" (বিস্তৃতব্য)। দশম সূত্র।

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-উর্ধ্বভাগীয় হয়॥

সম্যক প্রধান সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬। বল সংযুক্ত

১৩. গঙ্গাপেয্যাল (গঙ্গা পুনরুক্তি) বর্গ

(১-১২) বলাদি সূত্র দ্বাদশ

৭০৫-৭১৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার বল বিদ্যমান আছে। সেই পঞ্চবিধ কি কি? শ্রদ্ধাবল. বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চবল। যেমন, ভিক্ষুগণ! গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু পঞ্চবলসমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। কিরূপে ভিক্ষু পঞ্চবলসমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী শ্রদ্ধাবল ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল ও প্রজ্ঞাবল ভাবিত করে। এরূপেই ভিক্ষু পঞ্চবলসমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।" দ্বাদশ সূত্র।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে;
ছয় দু গুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

২. অপ্রমাদ বর্গ

অপ্রমাদ বর্গ বিস্তৃতব্য।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার আর বস্সিক উক্ত;
রাজা, চন্দ্র-সূর্য ও বস্ত্রে দশটি পদ যুক্ত॥

বলকরণীয় বর্গ বিস্তৃতব্য।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কুম্ভ ও সূক হয় উক্ত;
আকাশ, আর মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগন্তুক ও হয় নদী যুক্ত॥

এষণা বর্গ বিস্তৃতব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

এষণা, অহংকার, আস্রব, ভব, দুঃখ ত্রয়;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা, প্রার্থনায় শেষ হয়॥

৫. ওঘ (স্রোত) বর্গ

(১-১০) ওঘাদি সূত্র দশক

৭৪৯-৭৫৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনের অভিজ্ঞান, পরিজ্ঞান, পরিক্ষয় (ধ্বংস) ও প্রহাণের জন্য পঞ্চবলসমূহ ভাবিত করা উচিত। সেই পঞ্চবিধ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত (আশ্রিত), বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী শ্রদ্ধাবল ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল এবং প্রজ্ঞাবল ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনের অভিজ্ঞান, পরিজ্ঞান, পরিক্ষয় ও প্রহাণের জন্য পঞ্চবলসমূহ ভাবিত করা উচিত।" দশম সূত্র।

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-উর্ধ্বভাগীয় হয়॥

৬. গঙ্গাপেয্যাল (গঙ্গা পুনরুক্তি) বর্গ

(১-১২) পূর্বদিকাদি সূত্র দ্বাদশ

৭৫৯-৭৭০.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী ও পূর্বদিকে ক্রমাবনত; ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! পঞ্চবলসমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়। পঞ্চবলসমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ভিক্ষু কিরূপে নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে, নির্বাণাভিমুখী হয় ও নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় এবং মোহবিনয় পর্যাবসান করে শ্রদ্ধাবল ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল এবং প্রজ্ঞাবল ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই পঞ্চবলসমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ভিক্ষু নির্বাণের দিকে ঝুঁকে পড়ে,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণে ক্রমোন্নত হয়।” (বিস্তৃতব্য)। দ্বাদশ সূত্র।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ছয় পূর্বদিকে নিম্ন হয়, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে;
ছয় দু গুণে দ্বাদশ হয়, তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

অপ্রমাদ বর্গ ও বলকরণীয় বর্গ বিস্তৃতব্য।

৯. এষণা (অন্বেষণ) বর্গ

(১-১২) এষণাদি সূত্র দ্বাদশ

৭৯২-৮০২.১। এরূপে এষণা সূত্রাদি বিস্তৃতব্য। যথা– রাগ বিনয়, দোষ বিনয় ও মোহ বিনয় ....।

এষণা বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

এষণা, অহংকার, আস্রব, ভব আর দুঃখ ত্রয়;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা, প্রার্থনায় শেষ হয়॥

১০. ওঘ (স্রোত) বর্গ

(১-১০) ওঘাদি সূত্র দশক

৮০৩-৮১২.১। “হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বিদ্যমান আছে। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? রূপরাগ, অরূপরাগ, মান (অহংকার), ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। এগুলিই হচ্ছে পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনের অভিজ্ঞান ও পরিজ্ঞান লাভের জন্য, পরিক্ষয় (ধ্বংস) এবং প্রহাণের জন্য পঞ্চবলসমূহ ভাবিত করা উচিত। সেই পঞ্চবিধ কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় এবং মোহবিনয় পর্যাবসান করে শ্রদ্ধাবল ভাবিত করে। অনুরূপভাবে ভিক্ষু রাগবিনয়, দোষবিনয় ও মোহবিনয় পর্যাবসান করে বীর্যবল, স্মৃতিবল, সমাধিবল এবং প্রজ্ঞাবল ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এই পঞ্চ ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজনের অভিজ্ঞান, পরিজ্ঞান, পরিক্ষয় ও প্রহাণের জন্য পঞ্চবলসমূহ ভাবিত করা উচিত।” দশম সূত্র।

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ওঘ, যোগ, উপাদান, গ্রন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-ঊর্ধ্বভাগীয় হয়॥

বল সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭। ঋদ্ধিপাদ সংযুক্ত

১. চাপাল বর্গ

(১) অপার সূত্র

৮১৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অপর পার বা নির্বাণ তীরে গমনের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চারি প্রকার কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (অনুশীলন) করে, এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণ তীরে গমনের জন্য সংবর্তিত হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) বিরদ্ধ সূত্র

৮১৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারি ঋদ্ধিপাদ যাদের উপেক্ষিত, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা অসম্ভব। আর ভিক্ষুগণ! চারি ঋদ্ধিপাদ যাদের ভাবিত হয়েছে, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা সম্ভব। সেই চারি প্রকার কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (অনুশীলন) করে, এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! চারি ঋদ্ধিপাদ যাদের উপেক্ষিত, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা অসম্ভব। অধিকন্তু, ভিক্ষুগণ! চারি ঋদ্ধিপাদ যাদের ভাবিত হয়েছে, তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা সম্ভব।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) আর্য সূত্র

৬১৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! আর্য মুক্তিদায়ক চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তত্রস্থকর্মীর সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়। সেই চারি প্রকার কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে, ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (অনুশীলন) করে, এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! আর্য মুক্তিদায়ক চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তত্রস্থকর্মীর সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়ের জন্য পরিচালিত হয়।" তৃতীয় সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) নির্বেদ সূত্র

৮১৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা শুধুমাত্র নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চারি প্রকার কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে, ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (অনুশীলন) করে সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত এবং মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (অনুশীলন) করে। ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত বহুলীকৃত হলে তা শুধুমাত্র নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) ঋদ্ধিপদেস সূত্র

৮১৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আংশিক পরিমাণেও ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। ভিক্ষুগণ! অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আংশিক পরিমাণও ঋদ্ধিশক্তি লাভ করবেন, তারা সকলেই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিত ও বহুলীকৃত হবেন। ভিক্ষুগণ! বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আংশিক পরিমাণেও ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।

২। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে, এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত এবং মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।"

৩। ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আংশিক পরিমাণেও ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। ভিক্ষুগণ! অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আংশিক পরিমাণও ঋদ্ধিশক্তি লাভ করবেন, তারা সকলেই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিত ও বহুলীকৃত হবেন। ভিক্ষুগণ! বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আংশিক পরিমানেও ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) সমত্ত (পরিপূর্ণরূপে) সূত্র

৮১৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণরূপে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। ভিক্ষুগণ! অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণরূপে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করবেন, তারা সকলেই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিত ও বহুলীকৃত হবেন। ভিক্ষুগণ! বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণরূপে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত এবং মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।

৩। ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণরূপে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। ভিক্ষুগণ! অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণরূপে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করবেন, তারা সকলেই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিত ও বহুলীকৃত হবেন। ভিক্ষুগণ! বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ পরিপূর্ণরূপে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।" পঞ্চম সূত্র।

(৭) ভিক্ষু সূত্র

৮১৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি আর প্রজ্ঞা বিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করেছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। ভিক্ষুগণ! অনাগতে যে সকল ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি আর প্রজ্ঞা বিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করবেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হবে। ভিক্ষুগণ! এবং বর্তমানেও যে সকল ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি আর প্রজ্ঞা বিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করছেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল।

২। সেই চারি ঋদ্ধিপাদ কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ, বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে (অনুশীলন করে)। ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি আর প্রজ্ঞা বিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করেছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। ভিক্ষুগণ! অনাগতে যে সকল ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি আর প্রজ্ঞা বিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করবেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হবে। ভিক্ষুগণ! আর বর্তমানে যে সকল ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি আর প্রজ্ঞা বিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করছেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।" সপ্তম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৮) বুদ্ধ সূত্র

৮২০.১। "হে ভিক্ষুগণ! ঋদ্ধিপাদ চারি প্রকার। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (অনুশীলন) করে। এভাবে ভিক্ষু বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদও ভাবিত করে। এগুলিই হচ্ছে চারিবিধ ঋদ্ধিপাদ। ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত বিধায় তথাগতকে 'অর্হৎ সম্যকসম্বুদ্ধ' বলা হয়।" অষ্ঠম সূত্র।

(৯) জ্ঞান সূত্র

৮২১.১। "হে ভিক্ষুগণ! 'ইহা সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ'। এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! সেই সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করা উচিত। এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, এভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

২। ভিক্ষুগণ! 'ইহা সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ'। এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! সেই সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করা উচিত। এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, এভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৩। ভিক্ষুগণ! 'ইহা সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ চিত্ত ঋদ্ধিপাদ'। এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! সেই সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করা উচিত। এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, এভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৪। ভিক্ষুগণ! 'ইহা সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ মীমংসা ঋদ্ধিপাদ'। এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! সেই সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করা উচিত। এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে আমার চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, এভাবে জ্ঞান উৎপন্ন হয়েছিল, প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয়েছিল এবং বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।" নবম সূত্র।

(১০) চৈত্য সূত্র

৮২২.১। আমি এরূপ শুনেছি– এক সময় ভগবান বৈশালী মহাবনে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কূটাগার- শালায় অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে পাত্র-চীবর গ্রহণ পূর্বক বৈশালীতে পিন্ডাচরণের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করলেন। আহার কার্য শেষ করে আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন– "আনন্দ, বসার আসন নাও। দিবা বিহারার্থ চাপাল চৈত্যে যাব। সাধু ভন্তে, বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের আদেশে সম্মত হয়ে আসন গ্রহণ পূর্বক ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুবর্তী হলেন। অতঃপর ভগবান যেথায় চাপাল চৈত্য তথায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ ও ভগবানকে অভিবাদন করে এক পার্শ্বে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এরূপ বললেন–

২। "হে আনন্দ! বৈশালী নগরী অতি রমণীয়, উদেন-চৈত্য, গৌতমক-চৈত্য, সত্তম্ব-চৈত্য, বহুপুত্র-চৈত্য, আনন্দ-চৈত্য, এবং চাপাল-চৈত্যও রমণীয়। আনন্দ! যার চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (বর্দ্ধিত) ও বহুলীকৃত, যানের ন্যায় বাস্তু ভূমি সদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত এবং সম্যক নিষ্পাদিত হয়েছে, তাঁর ইচ্ছা হলে কল্পকাল অথবা অবশিষ্ট কল্পকাল পর্যন্ত অবস্থান করতে পারে। আনন্দ! তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত; যানের ন্যায় বাস্তু ভূমি সদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত, এবং সম্যক নিষ্পাদিত হয়েছে। আনন্দ! সে কারণে তথাগত ইচ্ছা করলে কল্পকাল অথবা অবশিষ্ট কল্পকাল পর্যন্ত অবস্থান করতে পারেন।"

৩। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান কর্তৃক এরূপ স্পষ্টভাবে নিমিত্ত প্রকাশিত হলেও এবং স্পষ্ট আভাস প্রদত্ত হলেও তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলেন না যে– ভন্তে ভগবান! আপনি কল্পকাল অবস্থান করুন। হে সুগত! বহুজনের হিত-সুখের জন্য, জীবগণের প্রতি অনুকম্পাপূর্বক, দেব-মানবগণের হিত-মঙ্গল-সুখার্থে কল্পকাল অবস্থান করুন। কেননা তখন তার চিত্ত মার কর্তৃক অভিভূত ছিল।

৪। এভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন– "হে আনন্দ! বৈশালী নগরী অতি রমণীয়, উদেন-চৈত্য, গৌতমক-চৈত্য, সত্তম্ব-চৈত্য, বহুপুত্র-চৈত্য, আনন্দ-চৈত্য, এবং চাপাল-চৈত্যও রমণীয়। আনন্দ! যাহার চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত (বর্দ্ধিত) ও বহুলীকৃত, যানের ন্যায় বাস্তু ভূমি সদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত এবং সম্যক নিষ্পাদিত হয়েছে, তাঁর ইচ্ছা হলে তিনি কল্পকাল অথবা অবশিষ্ট কল্পকাল পর্যন্ত অবস্থান করতে পারেন। আনন্দ! তথাগতের চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত; যানের ন্যায় বাস্তু ভূমি সদৃশ সুপ্রতিষ্ঠিত, অধিষ্ঠিত, পরিচিত, এবং সম্যক নিষ্পাদিত হয়েছে। আনন্দ সে কারণে তথাগত ইচ্ছা করলে কল্পকাল অথবা অবশিষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কল্পকাল পর্যন্ত অবস্থান করতে পারেন।”

৫। আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান কর্তৃক এরূপ স্পষ্টভাবে নিমিত্ত প্রকাশিত হলেও এবং স্পষ্ট আভাষ প্রদত্ত হলেও তিনি বুঝতে সক্ষম হলেন না। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলেন না যে– ‘ভন্তে ভগবান! আপনি কল্পকাল অবস্থান করুন। হে সুগত, বহুজনের হিত-সুখের জন্য, জীবগণের প্রতি অনুকম্পাপূর্বক, দেব-মানবগণের হিত, মঙ্গল ও সুখার্থে কল্পকাল অবস্থান করুন’। কেননা তার চিত্ত মার কর্তৃক তখন অভিভূত ছিল।

৬। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে সম্বোধন করে বললেন– “যাও, আনন্দ! এখন যথেচ্ছা সময় বুঝে কাজ কর। “সাধু ভন্তে!” বলে আয়ুষ্মান আনন্দ প্রত্যুত্তর দিয়ে আসন হতে উঠলেন এবং ভগবানকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করে নিকটস্থ এক বৃক্ষমূলে গিয়ে বসলেন। অতঃপর পাপমতি মার আয়ুষ্মান আনন্দের প্রস্থানের পরই ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে একপাশে দাঁড়াল। সে একপাশে দাঁড়িয়ে ভগবানকে এরূপ বলল– “ভন্তে ভগবান! এখনি আপনি পরিনির্বাপিত হোন, হে সুগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হোন। ভন্তে! ভগবানের এখন পরিনির্বাণের সময় হয়েছে। ভন্তে! ভগবান কর্তৃক এরূপ ভাষিত হয়েছিল যে– ‘ওহে পাপমতি! তাবৎ আমি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবো না, যাবৎ আমার ভিক্ষু শ্রাবকগণ আর্যমার্গ লাভ করে নিপুণ, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধারী, ধর্মাচারী কর্তব্য পরায়ণ ও যথা ধর্ম পালনকারী হবে না। স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধেরবাদ) শিক্ষা করত জন সমাজে প্রচার, ধর্মদেশনা ও নানাভাবে অপরকে ধর্ম জ্ঞাপন করতে পারবে না, অজ্ঞাতরূপ প্রসার ঢাকনা টেনে ধর্ম খুলে দিতে, ভাগ করে দেখাতে ও সবল করে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে না। উৎপন্ন পরনিন্দার ধর্মতঃ প্রতিবাদ, ভালরূপে নিগ্রহ করতে, চিত্তাকর্ষক, পাপনাশক ও অধর্ম ধ্বংস কারক ধর্মদেশনা করতে সমর্থ হবে না।’

৭। ভন্তে! এখন ভগবানের ভিক্ষু শ্রাবকগণ আর্যমার্গ লাভে পটু, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধারী, ধর্মাচারী, কর্তব্য পরায়ণ ও যথাধর্ম পালনকারী হয়েছেন। তাঁরা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করত জন সমাজের ধর্ম প্রচার, জ্ঞাপন, স্থাপন, উন্মোচন, ধর্ম বিভাগ করে সরলভাবে ব্যাখ্যা করতে সমর্থ, উৎপন্ন পরনিন্দাকে ধর্মতঃ সুনিগ্রহ করে পাপ বিতারক, পাপ ধ্বংসকারক ধর্ম দেশনা করতে সমর্থতা লাভ করেছেন। ভন্তে, ভগবান! এখন আপনি পরিনির্বাপিত হোন, হে সুগত! এখন আপনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হোন।

৮। ভন্তে! ভগবান কর্তৃক এরূপ উক্ত হয়েছিল যে– ‘পাপমতি! যাবৎ আমার ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আর্যমার্গ লাভ করত নিপুণা, বিনীতা, বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্মধারিণী, ধর্মাচারিণী, কর্তব্য পরায়ণা ও যথা ধর্মপালনকারী না

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হবেন; যাবৎ তারা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করে জনসমাজে ধর্মপ্রচার, অধ্যাপন, স্থাপন, উন্মোচন ও নানা প্রকারে ধর্ম বিভাগ করতে সমর্থ না হবেন; যাবৎ ধর্ম সরলভাবে ব্যাখ্যা করত বুঝাতে সক্ষম না হবেন; বিধর্মীদের সকল মিথ্যা অপবাদ ধর্মতঃ নিগ্রহ করে পাপ প্রতিহারক ধর্মদেশনা করতে সমর্থ না হবেন, হে পাপমতি মার! তাবৎকাল পর্যন্ত আমি পরিনির্বাপিত হবো না।'

৯। ভন্তে, ভগবান! এখন আপনার ভিক্ষুণী শ্রাবিকাগণ আর্যমার্গ লাভ করত নিপুণা, বিনীতা, বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্মধারিণী, ধর্মাচারিণী, কর্তব্য পরায়ণা ও যথা ধর্মপালনকারী হয়েছেন। এখন তাঁরা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করে জনসমাজে ধর্মপ্রচার, অধ্যাপন, স্থাপন, উন্মোচন ও নানা প্রকারে ধর্ম বিভাগ করতে সমর্থ হয়েছেন। এখন তাঁরা ধর্ম বিভাগ করে সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করত বুঝাতে দক্ষতা লাভ করেছেন। এখন তারা অপরের সকল মিথ্যা অপবাদ ধর্মতঃ সুনিগ্রহ করে পাপ বিতারক, পাপনাশক ধর্ম দেশনা করতে সমর্থতা লাভ করেছেন। ভন্তে, ভগবান! এখন আপনি পরিনির্বাপিত হোন! সুগত! আপনি পরিনির্বাপিত হোন! ভন্তে, এখন ভগবানের পরিনির্বাণের সময় হয়েছে।

১০। ভন্তে! ভগবান কর্তৃক এরূপ উক্ত হয়েছিল– 'হে পাপমতি মার! যাবৎ আমার গৃহী উপাসকগণ আর্যমার্গ লাভ করত নিপুণ, বিনিত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধারী, ধর্মাচারী, কর্তব্য পরায়ণ ও যথা ধর্মপালনকারী না হবেন; যাবৎ তাঁরা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করে জনসমাজে ধর্মপ্রচার, অধ্যাপন, স্থাপন, উন্মোচন ও নানা প্রকারে ধর্ম বিভাগ করতে সমর্থ না হবেন; যাবৎ ধর্ম সরলভাবে ব্যাখ্যা করত বুঝাতে সক্ষম না হবেন; বিধর্মীদের মিথ্যা অপবাদ সকল ধর্মতঃ নিগ্রহ পূর্বক পাপ প্রতিহারক ধর্মদেশনা করতে সমর্থ না হবেন, তাবৎকাল পর্যন্ত আমি পরিনির্বাপিত হবো না।'

১১। ভন্তে! এখন ভগবানের গৃহী উপাসকগণ আর্যমার্গ লাভ করত নিপুণ, বিনীত, বিশারদ, বহুশ্রুত, ধর্মধারী, ধর্মাচারী, কর্তব্য পরায়ণ ও যথা ধর্মপালনকারী হয়েছেন; এখন তারা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করে জনসমাজে ধর্মপ্রচার, অধ্যাপন, স্থাপন, উন্মোচন ও নানা প্রকারে ধর্ম বিভাগ করতে সমর্থ হয়েছেন; এখন তাঁরা ধর্ম বিভাগ করে সহজ ও সরলভাবে ব্যাখ্যা করত বুঝাতে দক্ষতা লাভ করেছেন। এখন তাঁরা অপরের মিথ্যা অপবাদ সকল ধর্মতঃ সুনিগ্রহ করে পাপ বিতারক, পাপনাশক ধর্ম দেশনা করতে সমর্থতা লাভ করেছেন। ভন্তে, ভগবান! এখন আপনি পরিনির্বাপিত হোন! সুগত, এখন পরিনির্বাপিত হোন! ভন্তে! এখন ভগবানের পরিনির্বাণের সময় হয়েছে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২। ভন্তে! ভগবান কর্তৃক এরূপ উক্ত হয়েছিল– 'হে পাপমতি মার! যাবৎ আমার গৃহী উপাসিকাগণ আর্যমার্গ লাভ করত নিপুণা, বিনীতা, বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্মধারিণী, ধর্মাচারিণী কর্তব্য পরায়ণা, যথা ধর্মপালনকারী না হবেন; যাবৎ তাঁরা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করে জনসমাজে ধর্মপ্রচার, অধ্যাপন, স্থাপন, উন্মোচন ও নানা প্রকারে ধর্ম বিভাগ করতে সমর্থ না হবেন; যাবৎ ধর্ম সরলভাবে ব্যাখ্যা করত বুঝাতে সক্ষম না হবেন; বিধর্মীদের মিথ্যা অপবাদ সকল ধর্মতঃ নিগ্রহ পূর্বক পাপ প্রতিহারক ধর্মদেশনা করতে সমর্থ না হবেন, তাবৎকাল পর্যন্ত আমি পরিনির্বাপিত হবো না।'

১৩। ভন্তে! এখন ভগবানের গৃহী উপাসিকাগণ আর্যমার্গ লাভ করত নিপুণা, বিনয়িতা, বিশারদা, বহুশ্রুতা, ধর্মধারিণী, ধর্মাচারিণী কর্তব্য পরায়ণা ও যথা ধর্মপালনকারী হয়েছেন। এখন তাঁরা স্বীয় আচার্যবাদ (সম্যকসম্বুদ্ধের মতবাদ) শিক্ষা করে জনসমাজে ধর্মপ্রচার, অধ্যাপন, স্থাপন, উন্মোচন ও নানা প্রকারে ধর্ম বিভাগ করতে সমর্থ হয়েছেন। এখন তাঁরা ধর্ম বিভাগ করে সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করত বুঝাতে দক্ষতা লাভ করেছেন। এখন তাঁরা অপরের মিথ্যা অপবাদ সকল ধর্মতঃ সুনিগ্রহ করে পাপ বিতারক, পাপনাশক ধর্ম দেশনা করতে সমর্থতা লাভ করেছেন। ভন্তে, ভগবান! এখনি আপনি পরিনির্বাপিত হোন! সুগত, আপনি পরিনির্বাপিত হোন! ভন্তে! এখন ভগবানের পরিনির্বাণের সময় হয়েছে।

১৪। ভন্তে! ভগবান কর্তৃক এরূপ উক্ত হয়েছিল– 'হে পাপমতি মার! যতদিন পর্যন্ত আমার এই ব্রহ্মচর্য শাসন ধ্যানাস্বাদ বশে সমৃদ্ধিযুক্ত ও অভিজ্ঞ সম্পত্তি বশে বর্দ্ধিত, বিস্তৃত, বহুজন জ্ঞাত, সর্বাকারে বিপুলভাব প্রাপ্ত হবে না ও যতদিন দেব-মানবগণের নিকট সুপ্রকাশিত হবে না, ততদিন যাবৎ আমি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবো না।'

১৫। ভন্তে! এখন ভগবানের ব্রহ্মচর্য শাসন ধ্যানাস্বাদ বশে সমৃদ্ধিযুক্ত ও অভিজ্ঞ সম্পত্তি বশে বর্দ্ধিত, বিস্তৃত, বহুজনজ্ঞাত, সর্বাকারে বিপুলভাব প্রাপ্ত হয়েছে এবং দেব-মানবগণের নিকট সুপ্রকাশিত হয়েছে। অতএব ভন্তে, ভগবান! এখন আপনি পরিনির্বাপিত হোন, হে সুগত! আপনি পরিনির্বাপিত হোন। ভন্তে! এখন ভগবানের পরিনির্বাণের যথোচিত সময় হয়েছে।

১৬। এভাবে উক্ত হলে ভগবান পাপমতি মারকে এরূপ বললেন– 'হে পাপমতি মার! তুমি এখন নিশ্চেষ্ঠ হও। অচিরেই তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবেন। অদ্য হতে তিনমাস পরে তথাগত পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবেন।'

১৭। অতঃপর ভগবান চাপাল-চৈত্যে স্মৃতি ও জ্ঞান যোগে (সম্প্রজ্ঞান অবস্থায়) স্বীয় আয়ুসংস্কার বর্জন করলেন। (অর্থাৎ এখন হতে তিন মাসের পর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত আমার প্রাণবায়ু চলিত থাকুক; তারপর নিরুদ্ধ হোক বলে অধিষ্ঠান করলেন) ভগবান আয়ুসংস্কার বর্জন করলে, অতি ভীষণ লোমহর্ষক ভূমিকম্প আরম্ভ হল এবং দেব দুন্দুভি ধ্বনিত হল। অতঃপর ভগবান সংস্কারে অনিত্যতা সূচক অর্থ বিদিত হয়ে তৎকালে এই প্রীতি গাথা ভাষণ করলেন–

"তুলাতুল ভবসংস্কার সম্ভবের হেতুভূত,
বিসর্জিলেন মহামুনি আধ্যাত্মিক রত;
আত্ম সঞ্জাত ক্লেশ বিদারিলেন সেই সমাহিত।" দশম সূত্র।

চাপাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

অপার, বিরুদ্ধ, আর্য আর নির্বেদ সূত্র;
প্রদেশ, সমত্ত, ভিক্ষু, বুদ্ধ, জ্ঞান ও চৈত্য সূত্র॥

২. প্রাসাদ কম্পন বর্গ

(১) পূর্ব সূত্র

৮২৩.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! সম্বোধিলাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ তথা বোধিসত্ত্বাবস্থায় আমার মনে এরূপ চিন্তার উদয় হয়েছিল– 'ঋদ্ধিপাদ ভাবনার কারণ কি এবং হেতুই বা কি?'

২। ভিক্ষুগণ! তখন আমার মনে এরূপ ভাবোদয় হয়েছিল– ভিক্ষুগণ! 'এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে, যে আমার এই ছন্দ অতিলীন (অতিমৃদু) হবেনা, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবেনা, অধ্যাত্মে (ভিতরে) সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবেনা। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে– যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত, পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো (নিচ) তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো, যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।'

২। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু সমাধি প্রধান সংস্কার, সমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে– যে আমার এই বীর্য অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না, এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে– যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত, পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো, যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৩। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু সমাধি প্রধান সংস্কার, সমৃদ্ধ চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে– যে আমার এই চিত্ত অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না, এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে– যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত, পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো, যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৪। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু সমাধি প্রধান সংস্কার, সমৃদ্ধ মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে– যে আমার এই মীমংসা অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না, এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে– যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত, পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো, যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৫। এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বহুপ্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন– এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান) করে, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভব সম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপনকায়ে বশীভূত করে।

৬। এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বিশুদ্ধ, অমানুষিক, দিব্যকর্ণ দ্বারা দূরবর্তী ও সমীপস্থ দেব ও মনুষ্য উভয় শব্দ শ্রবণ করে।

৭। এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু নিজের চিত্ত দ্বারা অপরসত্ত্ব ও ব্যক্তিদের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানে। সে সরাগ চিত্তকে (কামলালসাপূর্ণ) 'সরাগ চিত্তরূপে' জানে; বীতরাগ (কামলালসাহীন) চিত্তকে 'বীতরাগ চিত্তরূপে' জানে; সদ্বেষ চিত্তকে 'সদ্বেষ চিত্তরূপে' জানে; বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন) চিত্তকে 'বীতদ্বেষ চিত্তরূপে' জানে; সমোহ (মোহাচ্ছন্ন) চিত্তকে 'সমোহ চিত্তরূপে' জানে; বীতমোহ (মোহহীন) চিত্তকে 'বীতমোহ চিত্তরূপে' জানে; বিক্ষিপ্ত চিত্তকে 'বিক্ষিপ্ত চিত্তরূপে' জানে; সংক্ষিপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(একাগ্র) চিত্তকে 'সংক্ষিপ্ত চিত্তরূপে' জানে; মহদ্গত (অত্যুচ্চ) চিত্তকে 'মহদগত চিত্তরূপে' জানে; অমহদগত চিত্তকে 'অমহদ্গত চিত্তরূপে' জানে; সউত্তর (উচ্চতর) চিত্তকে 'সউত্তর চিত্তরূপে' জানে; অনুত্তর (অতুল্য) চিত্তকে 'অনুত্তর চিত্তরূপে' জানে; সমাহিত চিত্তকে 'সমাহিত চিত্তরূপে' জানে; অসমাহিত চিত্তকে 'অসমাহিত চিত্তরূপে' জানে; বিমুক্ত চিত্তকে 'বিমুক্ত চিত্তরূপে' জানে এবং অবিমুক্ত চিত্তকে 'অবিমুক্ত চিত্তরূপে' জানে।

৮। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বহুপ্রকারে পূর্বনিবাস স্মৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। যেমন– এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প ও বহু সংবর্তিত কল্পে– 'অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে এস্থানে জন্ম গ্রহণ করেছি। এরূপে সে অপরজন সম্বন্ধেও জানতে পারে যে– 'অমুক জন্মে তার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে সে এস্থানে জন্ম গ্রহণ করেছে। এরূপ আকার ও গতি সহ বহু প্রকার পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করে।

৯। এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্য চক্ষু দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদেরকে চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় দেখতে পায়। 'এ সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মনদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, এবং মিথ্যাদৃষ্টি সম্ভূত কর্ম করার দরুন কায় ভেদে মৃত্যুর পর বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এ সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মনসুচরিত সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যকদৃষ্টি পরায়ণ ও সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত বিদ্যচক্ষু দ্বারা সে প্রকৃষ্টরূপে জানে।

১০। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।" প্রথম সূত্র।

(২) মহাফল সূত্র

৮২৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদ সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে– 'যে আমার এই ছন্দ অতিলীন (অতিমৃদু) আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, এবং অধ্যাত্মে (ভিতরে) সংক্ষিপ্ত ও বাইরে বিক্ষিপ্ত হবে না'। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে– যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত, পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো (নিচ) তেমন উর্ধ্ব, উর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো, যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৩। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু সমাধি প্রধান সংস্কার, সমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে– 'যে আমার এই বীর্য অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না, এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না'। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে– যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত, পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন উর্ধ্ব, উর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো, যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৪। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু সমাধি প্রধান সংস্কার, সমৃদ্ধ চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে– 'যে আমার এই চিত্ত অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না, এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না'। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে– যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত, পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন উর্ধ্ব, উর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো, যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৫। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু সমাধি প্রধান সংস্কার, সমৃদ্ধ মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে– 'যে আমার এই মীমংসা অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না, এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না'। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে– যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত, পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন উর্ধ্ব, উর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো, যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।

৬। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বহুপ্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন– এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান) করে, দেয়াল (প্রাচীর) এবং

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপনকায়ে বশীভূত করে।

৭। এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বিশুদ্ধ, অমানুষিক, দিব্যকর্ণ দ্বারা দূরবর্তী ও সমীপস্থ দেব ও মনুষ্য উভয় শব্দ শ্রবণ করে।

৮। এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু নিজের চিত্ত দ্বারা অপরসত্ত্ব ও ব্যক্তিদের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানে। সে সরাগ চিত্তকে (কামলালসাপূর্ণ) 'সরাগ চিত্তরূপে' জানে; বীতরাগ (কামলালসাহীন) চিত্তকে 'বীতরাগ চিত্তরূপে' জানে; সদ্বেষ চিত্তকে 'সদ্বেষ চিত্তরূপে' জানে; বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন) চিত্তকে 'বীতদ্বেষ চিত্তরূপে' জানে; সমোহ (মোহাচ্ছন্ন) চিত্তকে 'সমোহ চিত্তরূপে' জানে; বীতমোহ (মোহহীন) চিত্তকে 'বীতমোহ চিত্তরূপে' জানে; বিক্ষিপ্ত চিত্তকে 'বিক্ষিপ্ত চিত্তরূপে' জানে; সংক্ষিপ্ত (একাগ্র) চিত্তকে 'সংক্ষিপ্ত চিত্তরূপে' জানে; মহদ্গত (অত্যুচ্চ) চিত্তকে 'মহদগত চিত্তরূপে' জানে; অমহদগত চিত্তকে 'অমহদ্গত চিত্তরূপে' জানে; সউত্তর (উচ্চতর) চিত্তকে 'সউত্তর চিত্তরূপে' জানে; অনুত্তর (অতুল্য) চিত্তকে 'অনুত্তর চিত্তরূপে' জানে; সমাহিত চিত্তকে 'সমাহিত চিত্তরূপে' জানে; অসমাহিত চিত্তকে 'অসমাহিত চিত্তরূপে' জানে; বিমুক্ত চিত্তকে 'বিমুক্ত চিত্তরূপে' জানে এবং অবিমুক্ত চিত্তকে 'অবিমুক্ত চিত্তরূপে' জানে।

৯। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বহুপ্রকারে পূর্বনিবাস স্মৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। যেমন– এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প ও বহু সংবর্তিত কল্পে– 'অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে এস্থানে জন্ম গ্রহণ করেছি। এরূপে সে অপরজন সম্বন্ধেও জানতে পারে যে– 'অমুক জন্মে তার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে সে এস্থানে জন্ম গ্রহণ করেছে। এরূপ আকার ও গতি সহ বহু প্রকার পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করে।

১০। এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্য চক্ষু দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদেরকে চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় দেখতে পায়। 'এ সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মনদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, এবং মিথ্যাদৃষ্টি সম্ভূত কর্ম করার দরুন কায় ভেদে মৃত্যুর পর বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এ সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মনসুচরিত সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যকদৃষ্টি পরায়ণ ও সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত বিদ্যচক্ষু দ্বারা সে প্রকৃষ্টরূপে জানে।

১১। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) ছন্দসমাধি সূত্র

৮২৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু ছন্দকে (ইচ্ছাকে) নিশ্রয় করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে; ইহাকে 'ছন্দসমাধি' বলা হয়। সে অনুৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপাদনের জন্য, উৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগের জন্য, অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপত্তির জন্য এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্দ্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও প্রয়াস করে এবং চিত্তকে তৎবিষয়ে নমিত ও সাগ্রহে চেষ্টা করে। ইহাকে 'প্রধান সংস্কার' বলা হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপে এই ছন্দ, ছন্দসমাধি এবং প্রধান সংস্কারকে বলা হয়– 'সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ'।

২। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু বীর্যকে নিশ্রয় করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে; ইহাকে 'বীর্য সমাধি' বলা হয়। সে অনুৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপাদনের জন্য, উৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগের জন্য, অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপত্তির জন্য এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্দ্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও প্রয়াস করে এবং চিত্তকে তৎবিষয়ে নমিত ও সাগ্রহে চেষ্টা করে। ইহাকে 'প্রধান সংস্কার' বলা হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপে এই বীর্য, বীর্যসমাধি এবং প্রধান সংস্কারকে বলা হয়– 'সমাধি, প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ'।

৩। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চিত্তকে নিশ্রয় করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে; ইহাকে 'চিত্তসমাধি' বলা হয়। সে অনুৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপাদনের জন্য, উৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগের জন্য, অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপত্তির জন্য এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বৈপুল্য, বর্দ্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও প্রয়াস করে এবং চিত্তকে তৎবিষয়ে নমিত ও সাগ্রহে চেষ্টা করে। ইহাকে 'প্রধান সংস্কার' বলা হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপে এই চিত্ত, চিত্তসমাধি এবং প্রধান সংস্কারকে বলা হয়– 'সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ চিত্ত ঋদ্ধিপাদ'।

৪। ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু মীমংসাকে নিশ্রয় করে সমাধি ও চিত্তের একাগ্রতা লাভ করে; ইহাকে 'মীমংসাসমাধি' বলা হয়। সে অনুৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহ অনুৎপাদনের জন্য, উৎপন্ন পাপ অকুশলধর্মসমূহ পরিত্যাগের জন্য, অনুৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ উৎপত্তির জন্য এবং উৎপন্ন কুশল ধর্মসমূহ স্থিতি, সুরক্ষা, বৃদ্ধি, বৈপুল্য, বর্দ্ধন ও পূর্ণতার জন্য ইচ্ছা, প্রচেষ্টা ও প্রয়াস করে এবং চিত্তকে তৎবিষয়ে নমিত ও সাগ্রহে চেষ্টা করে। ইহাকে 'প্রধান সংস্কার' বলা হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপে এই মীমংসা, মীমংসা সমাধি এবং প্রধান সংস্কারকে বলা হয়– 'সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ মীমংসা ঋদ্ধিপাদ'।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) মৌদ্গল্যায়ন সূত্র

৮২৬.১। আমি এরূপ শুনেছি– এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর মিগার মাতার পূর্বারাম বিহারে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে বহু ভিক্ষু অবিনীত উদ্ধত, চপল, মুখরা, বাচাল, বিস্মৃতি প্রবণ, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিক্ষিপ্ত চিত্ত ও স্থুলইন্দ্রিয় হয়ে মিগার মাতার বিহারে নীচ তলায় অবস্থান করছিলেন।

২। অতঃপর ভগবান আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়নকে সম্বোধন করে বললেন– "হে মৌদ্গল্যায়ন! তোমার সব্রহ্মচারীগণ অবিনীত উদ্ধত, চপল, মুখরা, বাচাল, বিস্মৃতি প্রবণ, অসম্প্রজ্ঞানী, অসমাহিত, বিক্ষিপ্ত চিত্ত ও স্থুলইন্দ্রিয় হয়ে মিগার মাতার বিহারে নীচ তলায় অবস্থান করছে। যাও মৌদ্গল্যায়ন তাদেরকে সংবেগ উৎপাদন করে ধর্মবোধ সৃষ্টি করো।"

৩। "তথাস্তু ভন্তে!" এরূপ বলে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গল্যায়ন ভগবানের কথায় সম্মত হয়ে এমন ঋদ্ধিশক্তি প্রয়োগ করলেন, যদ্দরুণ তিনি নিজ পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল দ্বারা মিগার মাতার প্রাসাদ প্রকম্পিত ও সঞ্চারিত করলেন। অতঃপর সেই ভিক্ষুগণ উদ্বিগ্ন ও রোমাঞ্চিত হয়ে একপাশে দাঁড়ালেন– "কি আশ্চর্য কি অদ্ভূত! মিগার মাতার প্রাসাদ বাতাস হতে সুরক্ষিত, দৃঢ়, সুস্থির, অচল এবং অপ্রকম্পিত। অথচ এখন আন্দোলিত, প্রকম্পিত ও সঞ্চারিত হচ্ছে!"

৪। অতঃপর ভগবান সেই ভিক্ষুদের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন– ভিক্ষুগণ! তোমরা কি জন্য উদ্বিগ্ন, রোমাঞ্চিত হয়ে একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছ?" "ভন্তে! কি আশ্চর্য, কি অদ্ভূত! মিগার মাতার প্রাসাদ বাতাস হতে সুরক্ষিত, দৃঢ়, সুস্থির, অচল এবং অপ্রকম্পিত। অথচ এখন আন্দোলিত, প্রকম্পিত ও সঞ্চারিত হচ্ছে!" "ভিক্ষুগণ! তোমাদের সংবেগ উৎপত্তির কামনায় আয়ুষ্মান মৌদ্গল্যায়ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষু কর্তৃক বৃদ্ধাঙ্গুলের দ্বারা মিগার মাতার প্রাসাদ আন্দোলিত, প্রকম্পিত ও সপ্তাতির হয়েছে।

৫। ভিক্ষুগণ! তোমরা তা কি মনে কর? "কত প্রকার ধর্মের ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম মৌদ্গল্যায়ন ভিক্ষু এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন হয়েছে? ভন্তে! ভগবানই আমাদের মূল উপদেষ্টা, ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ভন্তে! ভগবানই এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত করুক। ভগবানের নিকট শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৬। ভিক্ষুগণ! তাহলে তোমরা শোন। চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম মৌদ্গল্যায়ন ভিক্ষু এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন হয়েছে। সেই চারি প্রকার কি কি?

৭। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে– 'যে আমার এই ছন্দ অতিলীন (অতিমৃদু) আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, এবং অধ্যাত্মে (ভিতরে) সংক্ষিপ্ত ও বাইরে বিক্ষিপ্ত হবে না'। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে– যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত, পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো (নিচ) তেমন উর্ধ্ব, উর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো, যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৮। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু সমাধিপ্রধান সংস্কার, সমৃদ্ধ বীর্য ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে– 'যে আমার এই বীর্য অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না, এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না'। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে– যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত, পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন উর্ধ্ব, উর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো, যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৯। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু সমাধিপ্রধান সংস্কার, সমৃদ্ধ চিত্ত ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে– 'যে আমার এই চিত্ত অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না, এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না'। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে– যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত, পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন উর্ধ্ব, উর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো, যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়। এবং সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

১০। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু সমাধিপ্রধান সংস্কার, সমৃদ্ধ মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে– 'যে আমার এই মীমংসা অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না, এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না'। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে– যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত, পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন উর্ধ্ব, উর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো, যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন। সে উন্মুক্ত ও অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন হয়েছে।

১১। ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু এরূপে বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যথা– এক হয়ে বহু সংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব, তিরোভাব (অন্তর্ধান) করে, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে।

১২। এরূপে মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু বিশুদ্ধ, অমানুষিক, দিব্যকর্ণ দ্বারা দূরবর্তী ও সমীপস্থ দেব ও মনুষ্য উভয় শব্দ শ্রবণ করে।

১৩। এরূপে মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু নিজের চিত্ত দ্বারা অপরসত্ত্ব ও ব্যক্তিদের চিত্ত স্বচিত্তে পরীক্ষা করে জানে। সে সরাগ চিত্তকে (কামলালসাপূর্ণ) 'সরাগ চিত্তরূপে' জানে; বীতরাগ (কামলালসাহীন) চিত্তকে 'বীতরাগ চিত্তরূপে' জানে; সদ্বেষ চিত্তকে 'সদ্বেষ চিত্তরূপে' জানে; বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন) চিত্তকে 'বীতদ্বেষ চিত্তরূপে' জানে; সমোহ (মোহাচ্ছন্ন) চিত্তকে 'সমোহ চিত্তরূপে' জানে; বীতমোহ (মোহহীন) চিত্তকে 'বীতমোহ চিত্তরূপে' জানে; বিক্ষিপ্ত চিত্তকে 'বিক্ষিপ্ত চিত্তরূপে' জানে; সংক্ষিপ্ত (একাগ্র) চিত্তকে 'সংক্ষিপ্ত চিত্তরূপে' জানে; মহদ্গত (অত্যুচ্চ) চিত্তকে 'মহদগত চিত্তরূপে' জানে; অমহদগত চিত্তকে 'অমহদ্গত চিত্তরূপে' জানে; সউত্তর (উচ্চতর) চিত্তকে 'সউত্তর চিত্তরূপে' জানে; অনুত্তর (অতুল্য) চিত্তকে 'অনুত্তর চিত্তরূপে' জানে; সমাহিত চিত্তকে 'সমাহিত চিত্তরূপে' জানে; অসমাহিত চিত্তকে 'অসমাহিত চিত্তরূপে' জানে; বিমুক্ত চিত্তকে 'বিমুক্ত চিত্তরূপে' জানে এবং অবিমুক্ত চিত্তকে 'অবিমুক্ত চিত্তরূপে' জানে।

১৪। ভিক্ষুগণ! এরূপে মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। সেই ভিক্ষু বহুপ্রকারে পূর্বনিবাস স্মৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। যেমন– এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি বহু সংবর্ত কল্প, বহু বিবর্ত কল্প ও বহু সংবর্তিত কল্পে– 'অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে এস্থানে জন্ম গ্রহণ করেছি। এরূপে সে অপরজন সম্বন্ধেও জানতে পারে যে– 'অমুক জন্মে তার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ এবং এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে সে এস্থানে জন্ম গ্রহণ করেছে। এরূপ আকার ও গতি সহ বহু প্রকার পূর্বজন্ম অনুস্মরণ করে।

১৫। এরূপে মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে। মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু বিশুদ্ধ, লোকাতীত দিব্য চক্ষু দ্বারা হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদেরকে চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় দেখতে পায়। 'এ সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মনদুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, এবং মিথ্যাদৃষ্টি সম্ভূত কর্ম করার দরুন কায় ভেদে মৃত্যুর পর বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে, এ সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক্য ও মনসুচরিত সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যকদৃষ্টি পরায়ণ ও সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে। স্ব স্ব কর্মানুসারে গতিপ্রাপ্ত, হীনোৎকৃষ্ট, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তির সময় বিশুদ্ধ, লোকাতীত বিদ্যচক্ষু দ্বারা সে প্রকৃষ্টরূপে জানে।

১৬। ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি আর প্রজ্ঞা বিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) উণ্ণাভ ব্রাহ্মণ সূত্র

৮২৭.১। আমি এরূপ শুনেছি– এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ কৌশাম্বীর ঘোষিতারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর উণ্ণাভ ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের সাথে কুশল বিনিময় করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট উণ্ণাভ ব্রাহ্মণ আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বলতে লাগলেন– "হে আনন্দ, কি কারণে শ্রমণ গৌতমের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়?" "হে ব্রাহ্মণ! ছন্দ প্রহাণের জন্য ভগবানের নিকট ব্রহ্মচর্য পালন করা হয়।"

২। "ভো আনন্দ! এই ছন্দ প্রহাণের জন্য কোনো মার্গ ও প্রতিপদ আছে কি?" "হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, "ছন্দ প্রহাণের জন্য মার্গ ও প্রতিপদ আছে।"

৩। ''ভো আনন্দ! এই ছন্দ প্রহাণের জন্য কয়টি মার্গ ও কয়টি প্রতিপদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আছে? "ব্রাহ্মণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এরূপে বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ব্রাহ্মণ! ইহাই হচ্ছে ছন্দ প্রহাণের জন্য মার্গ ও প্রতিপদ।"

৪। "ভো আনন্দ! যদি তাই হয়, তাহলে তা একটি অনন্ত বিষয়, সীমাবদ্ধ বিষয় নয়। এরূপে কেউ এক ছন্দের দ্বারা অপর ছন্দ পরিত্যাগ করবে– তা অসম্ভব।" "তাহলে, হে ব্রাহ্মণ! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি, আপনি যেরূপ মনে করেন, সেরূপ উত্তর দিন। ব্রাহ্মণ! তা আপনি কিরূপ মনে করেন, পূর্বে আপনার এরূপ ইচ্ছা উৎপন্ন হয়েছিল কি, 'আমি আরামে (বিহারে) যাব?' এরূপে আরামে যাওয়ার পর আপনার সেই পূর্বের ছন্দ (ইচ্ছা) নির্মূল হয়েছিল কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' পূর্বে আপনার এরূপ বীর্য উৎপন্ন হয়েছিল কি, আমি আরামে (বিহারে) যাব?' এরূপে আরামে যাওয়ার পর আপনার সেই পূর্বের বীর্য নির্মূল হয়েছিল কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' পূর্বে আপনার এরূপ চিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল কি, আমি আরামে যাব?' এরূপে আরামে যাওয়ার পর আপনার সেই পূর্বের চিত্ত নির্মূল হয়েছিল কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।' পূর্বে আপনার এরূপ মীমংসা (অনুসন্ধান) উৎপন্ন হয়েছিল কি, আমি আরামে (বিহারে) যাব?' এরূপে আরামে যাওয়ার পর আপনার সেই পূর্বের মীমংসা নির্মূল হয়েছিল কি? 'হ্যাঁ ভন্তে।'

৫। "ব্রাহ্মণ! এরূপেই যেই ভিক্ষু অর্হৎ, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত জীবন, যার করণীয়কৃত, ভার অপসৃত, নিজ কল্যাণ প্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ ও সম্যকরূপে বিমুক্ত, তাঁর অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পূর্বে যেই ছন্দ (ইচ্ছা) ছিল, সেই পূর্বেকার ইচ্ছা অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি হেতু তা নির্মূল হয়। অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পূর্বে যেই বীর্য ছিল, সেই পূর্বেকার বীর্য অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি হেতু তা নির্মূল হয়। অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পূর্বে যেই চিত্ত ছিল, সেই পূর্বেকার চিত্ত অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি হেতু তা নির্মূল হয়। ও অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির পূর্বে যেই মীমংসা ছিল, সেই পূর্বেকার মীমংসা অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি হেতু তা নির্মূল হয়। ব্রাহ্মণ! তা আপনি কি মনে করেন, যদি তা এরূপ হয়, তাহলে তা একটি অনন্ত বিষয় বা সীমাবদ্ধ বিষয় নয় কি?"

৬। "ভো আনন্দ! নিশ্চয় ইহা একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ বিষয়, ইহা অনন্ত বিষয় নয়।" "আনন্দ! কি আশ্চর্য, কি অদ্ভুত! যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী (ঊর্ধ্বমুখী) করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে কিংবা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই মাননীয় আনন্দ কর্তৃক বহু পর্যায়ে ও বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম প্রকাশিত হয়েছে। ভো আনন্দ! এখনি আমি সেই ভবৎ গৌতমের শরণ গ্রহণ করছি আর ধর্ম এবং ভিক্ষুসংঘেরও শরণাগত হচ্ছি। হে মহানুভব আনন্দ! আজ হতে আমাকে আমরণ ত্রিশরণে শরণাগত উপাসকরূপে গ্রহণ করুন।" পঞ্চম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) প্রথম শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৮২৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন ছিলেন, তাদের সকলেরই চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন হবেন, তাদের সকলেরই চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হবে। এবং বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন, তাদের সকলেরই চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।

২। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন ছিলেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল। অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন হবেন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হবে। এবং বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন, তাদের সকলেরই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

৮২৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বহুপ্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছিল, যেমন– এক হয়ে বহু সংখ্যক, বহু হয়ে এক সংখ্যক হয়েছিল, আর্বিভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়েছিল, দেয়াল, প্রাকার (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করেছিল, মাটিতে জলের ন্যায়) ভেসেছিল ও ডুবেছিল, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করেছিল; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করেছিল। এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করেছিল; এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করেছিল। তাদের সকলেরই চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল।

২। ভিক্ষুগণ! অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বহুপ্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করবে, যেমন– এক হয়ে বহু সংখ্যক হবে, বহু হয়ে এক সংখ্যক হবে, আর্বিভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হবে, দেয়াল, প্রাকার (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করবে, মাটিতে জলের ন্যায় ভাসবে ও ডুববে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করবে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করবে। এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করবে; এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বশীভূত করবে। তারা সকলেই চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

৩। ভিক্ষুগণ! বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বহুপ্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছে, যেমন– এক হয়ে বহু সংখ্যক, বহু হয়ে এক সংখ্যক হয়, আর্বিভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল, প্রাকার (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে, মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে। এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে; এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে। তারা সকলেই চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।

৪। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বহুপ্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছিল, যেমন– এক হয়ে বহু সংখ্যক, বহু হয়ে এক সংখ্যক হয়েছিল, আর্বিভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়েছিল, দেয়াল, প্রাকার (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করেছিল, মাটিতে জলের ন্যায়) ভেসেছিল ও ডুবেছিল, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করেছিল; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করেছিল। এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করেছিল; এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করেছিল। তাদের সকলেরই চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত ছিল।

৫। ভিক্ষুগণ! অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বহুপ্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করবে, যেমন– এক হয়ে বহু সংখ্যক হবে, বহু হয়ে এক সংখ্যক হবে, আর্বিভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হবে, দেয়াল, প্রাকার (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করবে, মাটিতে ও জলের ন্যায় ভাসবে ও ডুববে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করবে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করবে। এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করবে; এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করবে। তারা সকলেই চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করবে।

৬। ভিক্ষুগণ! বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বহুপ্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেছে, যেমন– এক হয়ে বহু সংখ্যক, বহু হয়ে এক সংখ্যক হয়, আর্বিভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল, প্রাকার (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে, মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে। এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে; এবং যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে। তারা সকলেই চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত।" সপ্তম সূত্র।

(৮) ভিক্ষু সূত্র

৮৩০.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিত ও বহুলীকৃত ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি আর প্রজ্ঞা বিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।

২। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিত ও বহুলীকৃত ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি আর প্রজ্ঞা বিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।" অষ্ঠম সূত্র।

(৯) ঋদ্ধিআদি দেশনা সূত্র

৮৩১.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমি তোমাদেরকে ঋদ্ধি, ঋদ্ধিপাদ, ঋদ্ধিপাদ ভাবনা এবং ঋদ্ধিপাদ ভাবনার উপায় সম্পর্কে দেশনা করব; তা তোমরা শোন।

২। ভিক্ষুগণ! ঋদ্ধি কাকে বলে? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বহুপ্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন– এক হয়ে বহু সংখ্যক, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে, এভাবে যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে। ভিক্ষুগণ! ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধি।

৩। ভিক্ষুগণ! ঋদ্ধিপাদ কাকে বলে? ভিক্ষুগণ! যে মার্গ ও প্রতিপদ ঋদ্ধি লাভের জন্য এবং ঋদ্ধি প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত হয়, তাকে ঋদ্ধিপাদ বলা হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনা।

৫। ভিক্ষুগণ! ঋদ্ধিপাদ ভাবনার মার্গ (উপায়) কাকে বলে? ইহাই আর্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে ঋদ্ধিপাদ ভাবনার মার্গ (উপায়) বলা হয়।” নবম সূত্র।

(১০) বিভঙ্গ সূত্র

৮৩২.১। “হে ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল, মহানিশংস হয়।

২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল, মহানিশংস হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে যে– ‘আমার এই ছন্দ অতিলীন (অতিমৃদু) হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবেনা, অধ্যাত্মে (ভিতরে) সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবেনা। পূর্বে ও পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে, যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত, পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো (নিচ) তেমন উর্ধ্ব, উর্ধ্ব যেমন, তেমনই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়। এরূপে সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে যে– ‘আমার এই বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা অতিলীন হবেনা, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবেনা, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবেনা। পূর্বে পরে সে সজ্ঞানে অবস্থান করে, যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত, পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন উর্ধ্ব, উর্ধ্ব যেমন, তেমনই অধো, যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন; এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়। এরূপে সে উন্মুক্ত ও অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে।

৩। ভিক্ষুগণ! অতিলীন ছন্দ কাকে বলে? যে ছন্দ আলস্য সংশ্লিষ্ট ও আলস্য সম্পর্কযুক্ত; ইহাকে অতিলীন ছন্দ বলা হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! অতিপ্রগ্রহিত ছন্দ কাকে বলে? যে ছন্দ ঔদ্ধত্য সংশ্লিষ্ট ও ঔদ্ধত্য সম্পর্কযুক্ত, ইহাকে বলা হয় অতিপ্রগ্রহিত ছন্দ।

৫। ভিক্ষুগণ! অধ্যাত্ম সংক্ষিপ্ত ছন্দ কাকে বলে? যে ছন্দ আলস্য-তন্দ্রা সংশ্লিষ্ট ও আলস্য-তন্দ্র সম্পর্কযুক্ত; তাকে বলা হয় অধ্যাত্ম সংক্ষিপ্ত ছন্দ।

৬। ভিক্ষুগণ! বাহ্যিক (বাইরে) বিক্ষিপ্ত ছন্দ কাকে বলে? যে ছন্দ বাইরে পঞ্চ কামগুণকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত ও ব্যাপ্ত হয়, তাকেই বাহ্যিক বিক্ষিপ্ত ছন্দ বলে।

৭। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব, এরূপে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে?। এক্ষেত্রে ভিক্ষুর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্বাপর সংজ্ঞা সংগৃহীত হয়, উত্তমরূপে মননকৃত হয়, সুবিবেচিত হয় এবং প্রজ্ঞার দ্বারা উত্তমরূপে উপলব্ধ হয়। এরূপেই ভিক্ষু যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব এবং এরূপেই পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে।

৮। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু অধো যেমন তেমনই ঊর্ধ্ব এবং ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু দেহের নিম্নে পদতল হতে ঊর্ধ্ব কেশাগ্র পর্যন্ত চর্মাবৃত, সম্পূর্ণ দেহ নানা প্রকার অশুচি প্রত্যবেক্ষণ করে; যথা– 'এই দেহে আছে কেশ, চুল, নখ, দাত, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থি মজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃত, ক্লোমা, প্লীহা, ফুসফুস, বড় অন্ত্র, ক্ষুদ্র অন্ত্র, উদর, পুরীষ, মস্তকমজ্জা, পিত্ত, শ্লেস্মা, পূয, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষেড়, সীকনী, লাসিকা ও মূত্র।' ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু অধো যেমন তেমনই ঊর্ধ্ব এবং ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো হয়ে অবস্থান করে।

৯। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু দিন যেমন রাত্রি তেমন এবং রাত্রি যেমন দিনও তেমন হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু যে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা দিনে সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে, এবং সে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা রাত্রে সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এবং যে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা রাত্রে সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে, সেই আকৃতি, চিহ্ন আর পূর্বাভাস দ্বারা দিনেও সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এরূপেই ভিক্ষু দিন যেমন রাত্রি তেমন এবং রাত্রি যেমন দিনও তেমন হয়ে অবস্থান করে।

১০। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর আলোক সংজ্ঞা উত্তমরূপে গৃহীত হয় এবং দিবা সংজ্ঞা রক্ষিত হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে।

১২। ভিক্ষুগণ! অতিলীন (অতিমৃদু) বীর্য কাকে বলে? যে বীর্য আলস্য সংশ্লিষ্ট ও আলস্য সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে অতিলীন (অতিমৃদু) বীর্য বলা হয়।

১৩। ভিক্ষুগণ! অতিপ্রগ্রহিত বীর্য কাকে বলে? যে বীর্য ঔদ্ধত্য সংশ্লিষ্ট ও ঔদ্ধত্য সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে অতিপ্রগ্রহিত বীর্য বলা হয়।

১৪। ভিক্ষুগণ! আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত বীর্য ককে বলে? যে বীর্য আলস্য-তন্দ্রা সংশ্লিষ্ট ও স্ত্যানমিদ্ধ সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত বীর্য বলা হয়।

১৫। ভিক্ষুগণ! বাহ্যিক বিক্ষিপ্ত বীর্য কাকে বলে? যে বীর্য বাহ্যিক পঞ্চ কামগুণকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত ও ব্যপ্ত হয়– তাকেই বাহ্যিক বিক্ষিপ্ত বীর্য বলা হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর আলোক সংজ্ঞা উত্তমরূপে গৃহীত হয় এবং দিবা সংজ্ঞা রক্ষিত হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে।

১৭। ভিক্ষুগণ! অতিলীন (অতিমৃদু) চিত্ত কাকে বলে? যে বীর্য আলস্য সংশ্লিষ্ট ও আলস্য সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে অতিলীন (অতিমৃদু) চিত্ত বলা হয়।

১৮। ভিক্ষুগণ! অতিপ্রগ্রহিত চিত্ত কাকে বলে? যে চিত্ত ঔদ্ধত্য সংশ্লিষ্ট ও ঔদ্ধত্য সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে অতিপ্রগ্রহিত চিত্ত বলা হয়।

১৯। ভিক্ষুগণ! আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত চিত্ত ককে বলে? যে চিত্ত আলস্য-তন্দ্রা সংশ্লিষ্ট ও স্ত্যানমিদ্ধ সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত চিত্ত বলা হয়।

২০। ভিক্ষুগণ! বাহ্যিক বিক্ষিপ্ত চিত্ত কাকে বলে? যে চিত্ত বাহ্যিক পঞ্চ কামগুণকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত ও ব্যপ্ত হয়– তাকেই বাহ্যিক বিক্ষিপ্ত চিত্ত বলা হয়।

২১। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব, এরূপে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর পূর্বাপর সংজ্ঞা সংগৃহীত হয়, উত্তমরূপে মনবৃত্ত হয়, সুবিবেচিত হয় এবং প্রজ্ঞার দ্বারা উত্তমরূপে উপলব্ধ হয়। এরূপেই ভিক্ষু যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব এবং এরূপেই পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে।

২২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু অধো যেমন তেমনই ঊর্ধ্ব এবং ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু দেহের নিম্নে পদতল হতে ঊর্ধ্ব কেশাগ্র পর্যন্ত চর্মাবৃত, সম্পূর্ণ দেহ নানা প্রকার অশুচি প্রত্যবেক্ষণ করে; যথা– 'এই দেহে আছে কেশ, চুল, নখ, দাত, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থি মজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃত, ক্লোমা, প্লীহা, ফুসফুস, বড় অন্ত্র, ক্ষুদ্র অন্ত্র, উদর, পুরীষ, মস্তকমজ্জা, পিত্ত, শ্লেস্মা, পূষ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষেড়, সীকনী, লাসিকা ও মূত্র।' ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু অধো যেমন তেমনই ঊর্ধ্ব এবং ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো হয়ে অবস্থান করে।

২৩। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু দিন যেমন রাত্রি তেমন এবং রাত্রি যেমন দিনও তেমন হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু যে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা দিনে সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে, এবং সে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা রাত্রে সমাধিপ্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এবং যে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা রাত্রে সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে, সেই আকৃতি, চিহ্ন আর পূর্বাভাস দ্বারা দিনেও সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এরূপেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষু দিন যেমন রাত্রি তেমন এবং রাত্রি যেমন দিনও তেমন হয়ে অবস্থান করে।

২৪। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর আলোক সংজ্ঞা উত্তমরূপে গৃহীত হয় এবং দিবা সংজ্ঞা রক্ষিত হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে।

২৫। ভিক্ষুগণ! অতিলীন (অতিমৃদু) মীমংসা কাকে বলে? যে মীমংসা আলস্য সংশ্লিষ্ট ও আলস্য সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে অতিলীন মীমংসা বলা হয়।

২৬। ভিক্ষুগণ! অতিপ্রগ্রহিত মীমংসা কাকে বলে? যে মীমংসা ঔদ্ধত্য সংশ্লিষ্ট ও ঔদ্ধত্য সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে অতিপ্রগ্রহিত মীমংসা বলা হয়।

২৭। ভিক্ষুগণ! আধ্যাত্মিক সংক্ষিপ্ত মীমংসা কাকে বলে? যে মীমংসা আলস্য-তন্দ্রা সংশ্লিষ্ট ও স্ত্যানমিদ্ধ সম্পর্কযুক্ত হয়, তাকে আধ্যাত্মিক মীমংসা বলা হয়।

২৮। ভিক্ষুগণ! বাহ্যিক বিক্ষিপ্ত মীমংসা কাকে বলে? যে মীমংসা বাহ্যিক পঞ্চ কামগুণকে কেন্দ্র করে বিক্ষিপ্ত ও ব্যপ্ত হয়– তাকেই বাহ্যিক বিক্ষিপ্ত মীমংসা বলা হয়।

২৯। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব, এরূপে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর পূর্বাপর সংজ্ঞা সংগৃহীত হয়, উত্তমরূপে মনবৃত্ত হয়, সুবিবেচিত হয় এবং প্রজ্ঞার দ্বারা উত্তমরূপে উপলব্ধ হয়। এরূপেই ভিক্ষু যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব এবং এরূপেই পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে।

৩০। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু অধো যেমন তেমনই ঊর্ধ্ব এবং ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু দেহের নিম্নে পদতল হতে ঊর্ধ্ব কেশাগ্র পর্যন্ত চর্মাবৃত, সম্পূর্ণ দেহ নানা প্রকার অশুচি প্রত্যবেক্ষণ করে; যথা– 'এই দেহে আছে কেশ, চুল, নখ, দাত, চর্ম, মাংস, স্নায়ু, অস্থি, অস্থি মজ্জা, বৃক্ক, হৃদয়, যকৃত, ক্লোমা, প্লীহা, ফুসফুস, বড় অন্ত্র, ক্ষুদ্র অন্ত্র, উদর, পুরীষ, মস্তকমজ্জা, পিত্ত, শ্লেস্মা, পূষ, রক্ত, স্বেদ, মেদ, অশ্রু, বসা, ক্ষেড়, সীকনী, লাসিকা ও মূত্র।' ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু অধো যেমন তেমনই ঊর্ধ্ব এবং ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো হয়ে অবস্থান করে।

৩১। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু দিন যেমন রাত্রি তেমন এবং রাত্রি যেমন দিনও তেমন হয়ে অবস্থান করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু যে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা দিনে সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে, এবং সে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা রাত্রে সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এবং যে আকৃতি, চিহ্ন ও পূর্বাভাস দ্বারা রাত্রে সমাধি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে, সেই আকৃতি, চিহ্ন আর পূর্বাভাস দ্বারা দিনেও সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এরূপেই ভিক্ষু দিন যেমন রাত্রি তেমন এবং রাত্রি যেমন দিনও তেমন হয়ে অবস্থান করে।

৩২। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষুর আলোক সংজ্ঞা উত্তমরূপে গৃহীত হয় এবং দিবা সংজ্ঞা রক্ষিত হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে। এরূপেই চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিসংশ লাভ হয়।

৩৩। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে বহুপ্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ (উৎপন্ন) করে; যথা– এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহু সংখ্যক হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে। এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু চারিঋদ্ধিপাদ সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত কওে আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্ত বিমুক্তি আর প্রজ্ঞা বিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।” দশম সূত্র।

প্রাসাদ কম্পন বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

পূর্ব, মহাফল, ছন্দ, মৌদ্গাল্যায়ন ও উণ্ণাভ;
দুই শ্রমণ-ব্রহ্মণ, ভিক্ষু, দেশনা ও বিভঙ্গ॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩. অযোগুল বর্গ

(১) মার্গ সূত্র

৮৩৩.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! সম্বোধি লাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ তথা বোধিসত্ত্বাবস্থায় আমার মনে এরূপ ভাবোদয় হয়েছিল– 'ঋদ্ধিপাদ ভাবনার মার্গ কি এবং প্রতিপদাই বা কি?'

২। ভিক্ষুগণ! তখন আমার মনে এরূপ ভাবোদয় হয়েছিল– 'এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি, প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে যে– আমার এই ছন্দ অতিলীন (অতিমৃদু) হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে (ভিতরে) সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না।' 'যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো (নিচ) তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো; যেমন দিন তেমন রাত্রি, রাত্রি যেমন তেমনই দিন'– এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। এরূপে সে উন্মুক্ত, অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে।

এভাবে সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে যে, আমার এই বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। 'যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাৎ, পশ্চাৎ যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব, ঊর্ধ্ব যেমন তেমনই অধো; যেমন দিন তেমন রাত্রি, রাত্রি যেমন তেমনই দিন'– এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। আর এরূপেই সে উন্মুক্ত ও অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে।

৩। ভিক্ষুগণ! এরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ সমূহ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন– এক হয়ে বহুসংখ্যক হয়, বহুসংখ্যক হয়ে পুনঃ একজন হয় এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করে।

৪। ভিক্ষুগণ! এরূপে চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ভিক্ষু আস্রবসমূহ ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।" প্রথম সূত্র।

(ছয় প্রকার অভিজ্ঞা সমূহও অনুরূপ বিস্তারিতভাবে জ্ঞাতব্য)

(২) অযোগুল (লৌহ গোলক) সূত্র

৮৩৪.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করত একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন– "ভন্তে! ঋদ্ধি দ্বারা মনোময় কায় সৃষ্টি করে ব্রহ্মলোকে কিভাবে অভিগমন করা যায় তা কি ভগবান জ্ঞাত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আছেন?

২। "আনন্দ! ঋদ্ধি দ্বারা মনোময় কায় সৃষ্টি করে ব্রহ্মলোকে কিভাবে অভিগমন করা যায় তা আমি জ্ঞাত আছি।" "ভন্তে! এই চারি মহাভূত কায়ে ব্রহ্মলোকে কিভাবে অভিগমন করা যায় তা কি ভগবান জ্ঞাত থাকেন?" "আনন্দ, ঋদ্ধি দ্বারা এই চারি মহাভূত কায়ে ব্রহ্মলোকে কিভাবে অভিগমন করা যায় তা আমি জ্ঞাত আছি।"

৩। "ভন্তে! এই যে ভগবান ঋদ্ধি দ্বারা মনোময় কায় সৃষ্টি করে ব্রহ্মলোকে অভিগমন করতে সক্ষম এবং ঋদ্ধি দ্বারা চারিমহাভূত কায়েও ব্রহ্মলোকে অভিগমন করার উপায় জ্ঞাত আছেন, তা সত্যিই ভগবানের আশ্চর্য ও অদ্ভূত গুণ।" "আনন্দ, তথাগতগণ আশ্চর্যকর ও আশ্চর্যগুণ বিমণ্ডিত, এবং তথাগতগণ অদ্ভূত আর অদ্ভূতগুণেও বিমণ্ডিত।"

৪। "আনন্দ! যে সময় তথাগত কায়কে চিত্তের দিকে এবং চিত্তকে কায় মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেন এবং কায়িক সুখানুভূতি ও কায়িক লঘুত্ব অতিক্রম করে অবস্থান করেন; সেই সময়ে ভগবানের কায় লঘুতর হয়, মৃদু, কর্মনীয় এবং অত্যন্ত প্রভাস্বর হয়।

৫। যেমন, আনন্দ! দিনে লোহার গোলক উত্তপ্ত হলে লঘু, মৃদু, কর্মনীয় এবং প্রভাস্বর হয়; সেরূপ আনন্দ, যে সময় তথাগত কায়কে চিত্তের দিকে এবং চিত্তকে কায় মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেন এবং কায়িক সুখানুভূতি ও কায়িক লঘুত্ব অতিক্রম করে অবস্থান করেন; সে সময় ভগবানের কায় লঘু, মৃদু, কর্মনীয় এবং অত্যন্ত প্রভাস্বর হয়।

৬। আনন্দ! যে সময় তথাগত কায়কে চিত্তের দিকে এবং চিত্তকে কায় মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেন এবং কায়িক সুখানুভূতি ও কায়িক লঘুত্ব অতিক্রম করে অবস্থান করেন; সে সময় তথাগতের কায় অনায়াসেই পৃথিবী হতে আকাশে উত্থিত হতে পারে এবং তখন বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেন, যেমন– এক হয়ে বহুসংখ্যক হন, বহু সংখ্যক হয়ে পুনঃ একজন হন, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হন, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করেন; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসেন ও ডুবেন, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করেন; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করেন, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করেন এবং যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করেন।

৭। আনন্দ! তুলা ও কার্পাস যেমন, হালকা বাতাসে সহজেই পৃথিবী (ভূমি) হতে আকাশে বিকীর্ণ হয়; এরূপেই যেই সময়ে তথাগত কায়কে চিত্তের দিকে এবং চিত্তকে কায় মধ্যে কেন্দ্রীভূত করেন এবং কায়িক সুখানুভূতি ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কায়িক লঘুত্ব অতিক্রম করে অবস্থান করেন; সেই সময়ে আনন্দ! তথাগতের কায় অনায়াসেই পৃথিবী হতে আকাশে উত্থিত হতে পারে এবং তখন বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেন, যেমন– এক হয়ে বহুসংখ্যক হন, বহু সংখ্যক হয়ে পুনঃ একজন হন, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হন, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করেন; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসেন ও ডুবেন, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করেন; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করেন, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করেন এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করেন।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) ভিক্ষু সূত্র

৮৩৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ বিদ্যমান আছে। সেই চারি প্রকার কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি, প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! ইহাই হচ্ছে চারিবিধ ঋদ্ধিপাদ। ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) সুদ্ধি সূত্র

৮৩৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ বিদ্যমান আছে। সেই চারি প্রকার কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদও ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! ইহাই হচ্ছে চারিবিধ ঋদ্ধিপাদ।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) প্রথম ফল সূত্র

৮৩৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ বিদ্যমান আছে। সেই চারি প্রকার কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! ইহাই হচ্ছে চারিবিধ ঋদ্ধিপাদ। ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম ভিক্ষু 'ইহ জীবনে অরহত্ত কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী' এই দুইটি ফলের মধ্যে যে কোন একটি ফলই প্রত্যাশিত হয়।" পঞ্চম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) দ্বিতীয় ফল সূত্র

৮৩৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারি প্রকার ঋদ্ধিপাদ বিদ্যমান আছে। সেই চারি প্রকার কি কি?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! ইহাই হচ্ছে চারিবিধ ঋদ্ধিপাদ। ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদ সমূহে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম জনের সপ্তফল এবং সপ্তানিশংস প্রত্যাশিত হয়।

৩। সেই সপ্তফল এবং সপ্তানিশংস কি কি? কেউ কেউ ইহ জীবনেই অর্হত্ত্বফল লাভ করে। কেউ কেউ ইহ জীবনে অর্হত্ত্বফল লাভ করতে না পারলে মৃত্যুকালে হলেও অর্হত্ত্বফল লাভ করে। আর যদি ইহ জীবনে এবং মরণ কালেও অর্হত্ত্বফল লাভ করতে না পারে তবে পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ পরিক্ষয় করে অন্তরাপরিনির্বাণলাভী হয়। উপহচ্চপরিনির্বাণলাভী, অসংস্কারপরিনির্বাণলাভী ও সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী হয় এবং উর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী হয়। ভিক্ষুগণ! চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম জনের এই সপ্তফল ও সপ্তানিশংস বা সুফলই প্রত্যাশিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) প্রথম আনন্দ সূত্র

৮৩৯.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন–

২। "ভন্তে! ঋদ্ধি, ঋদ্ধিপাদ ও ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? আর ঋদ্ধিপাদ ভাবনার উপায় বা কি?"

৩। "আনন্দ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বহুপ্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন– এক হয়ে বহু সংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপনকায়ে বশীভূত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধি।

৩। আনন্দ! ঋদ্ধিপাদ কাকে বলে? যে মার্গ ও প্রতিপদ ঋদ্ধিলাভের জন্য এবং ঋদ্ধি প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত হয়; ইহাকে ঋদ্ধিপাদ বলা হয়।

৪। আনন্দ! ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনা।

৫। আনন্দ! ঋদ্ধিপাদ ভাবনার উপায় কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনার মার্গ বা প্রতিপদ।" সপ্তম সূত্র।

(৮) দ্বিতীয় আনন্দ সূত্র

৮৪০.১। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন– "আনন্দ! ঋদ্ধি, ঋদ্ধিপাদ ও ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? আর ঋদ্ধিপাদ ভাবনার উপায় বা কি?"

"ভন্তে! ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল উপদেষ্টা আর ভগবানই আমাদের আশ্রয়। ভন্তে! ভগবানই এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ উত্তমরূপে প্রতিভাত করুক। ভগবানের নিকট শ্রবণ করে তা ভিক্ষুগণ ধারণ করবেন।"

২। "হে আনন্দ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবিধ প্রকার ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন– এক হয়ে বহু সংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপনকায়ে বশীভূত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধি।

৩। আনন্দ! ঋদ্ধিপাদ কাকে বলে? যে মার্গ ও প্রতিপদ ঋদ্ধিলাভের জন্য এবং ঋদ্ধি প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত হয়; ইহাকে ঋদ্ধিপাদ বলা হয়।

৪। আনন্দ! ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনা।

৫। আনন্দ! ঋদ্ধিপাদ ভাবনার উপায় কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনার মার্গ বা প্রতিপদ।" অষ্ঠম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৯) প্রথম ভিক্ষু সূত্র

৮৪১.১। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন– "ভন্তে! ঋদ্ধি, ঋদ্ধিপাদ ও ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? আর ঋদ্ধিপাদ ভাবনার প্রতিপদ (উপায়) বা কি?"

২। "ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবিধ প্রকার ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন– এক হয়ে বহু সংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপনকায়ে বশীভূত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধি।

৩। ভিক্ষুগণ! ঋদ্ধিপাদ কাকে বলে? যে মার্গ ও প্রতিপদ ঋদ্ধিলাভের জন্য এবং ঋদ্ধি প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত হয়; ইহাকে ঋদ্ধিপাদ বলা হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনা।

৫। ভিক্ষুগণ! ঋদ্ধিপাদ ভাবনার প্রতিপদ বা উপায় কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যেমন– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনার প্রতিপদ বা উপায়।" নবম সূত্র।

(১০) দ্বিতীয় ভিক্ষু সূত্র

৮৪২.১। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণকে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন– "হে ভিক্ষুগণ! ঋদ্ধি, ঋদ্ধিপাদ ও ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? আর ঋদ্ধিপাদ ভাবনার প্রতিপদ বা উপায় কি?

"ভন্তে! ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল উপদেষ্টা, আমাদের আশ্রয়। ভন্তে! ভগবানই এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ উত্তমরূপে প্রতিভাত করুক। ভগবানের নিকট শ্রবণ করে তা ভিক্ষুগণ ধারণ করবেন।"

২। "ভিক্ষুগণ! ঋদ্ধি কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বহুবিধ ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন– এক হয়ে বহু সংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপনকায়ে বশীভূত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধি।

৩। ভিক্ষুগণ! ঋদ্ধিপাদ কাকে বলে? যে মার্গ ও প্রতিপদ ঋদ্ধিলাভের জন্য এবং ঋদ্ধি প্রতিলাভের জন্য সংবর্তিত হয়; ইহাকে ঋদ্ধিপাদ বলা হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! ঋদ্ধিপাদ ভাবনা কাকে বলে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। এভাবে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনা।

৫। ভিক্ষুগণ! ঋদ্ধিপাদ ভাবনার প্রতিপদ বা উপায় কাকে বলে? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যেমন– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ইহাকে বলা হয় ঋদ্ধিপাদ ভাবনার প্রতিপদ বা উপায়।" দশম সূত্র।

(১১) মৌদ্গাল্যায়ন সূত্র

৮৪৩.১। তথায় ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন– "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা তা কি মনে কর, কত প্রকার ধর্মে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম মৌদগল্যায়ন ভিক্ষু এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন?"

"ভন্তে! ভগবান হচ্ছে আমাদের মূল উপদেষ্টা, আমাদের আশ্রয়। ভন্তে! ভগবানই এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত করুক। ভগবানের নিকট শ্রবণ করে তা ভিক্ষুগণ ধারণ করবেন। "ভিক্ষুগণ! চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম বিধায় মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহাঋদ্ধিসম্পন্ন।"

২। "সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে– 'যে আমার এই ছন্দ অতিলীন (অতিমৃদু) হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে (ভিতরে) সংক্ষিপ্ত হবে না, এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। 'যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত; পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো (নিচ) তেমন উর্ধ্ব; উর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন;' এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। সে উন্মুক্ত ও অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করে।

৩। এরূপে মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে– ‘যে আমার এই বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা অতিলীন (অতিমৃদু) হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না, এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। ‘যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত; পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো তেমন ঊর্ধ্ব; ঊর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন;’ এরূপে সে পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করে। সে উন্মুক্ত ও অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম বিধায় মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহাঋদ্ধিসম্পন্ন।

৪। ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম বিধায় মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু এরূপে বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করে, যেমন– এক হয়ে বহু সংখ্যক হয়, বহু হয়ে পুনঃ একজন হয়, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হয়, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করে; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসে ও ডুবে, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করে; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করে, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করে এবং যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপনকায়ে বশীভূত করে। ভিক্ষুগণ! মৌদ্গাল্যায়ন ভিক্ষু এই চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করে।” একাদশ সূত্র।

(১২) তথাগত সূত্র

৮৪৪.১। তথায় ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন– “হে ভিক্ষুগণ! তোমরা তা কি মনে কর, কত প্রকার ধর্মে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম তথাগত এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহানুভবসম্পন্ন?”

“ভন্তে! ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল উপদেষ্টা, আমাদের আশ্রয়। ভন্তে! ভগবানই এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত করুক। ভগবানের নিকট শ্রবণ করে তা ভিক্ষুগণ ধারণ করবেন। “ভিক্ষুগণ! চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম বিধায় তথাগত এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহাঋদ্ধিসম্পন্ন।”

২। “সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে তথাগত সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে– ‘যে আমার এই ছন্দ অতিলীন (অতিমৃদু) হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে (ভিতরে) সংক্ষিপ্ত হবে না, এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না। যেমন পূর্ব তেমন পশ্চাত; পশ্চাত যেমন তেমনই পূর্ব; যেমন অধো, (নিচ) তেমন ঊর্ধ্ব; ঊর্ধ্ব যেমন, তেমই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি; এবং রাত্রি যেমন তেমনই দিন;’ এরূপে তথাগত পূর্বাপর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। তিনি উন্মুক্ত ও অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত প্রভাবিত করেন।

৩। এরূপে তথাগত সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করেন– 'যে আমার এই বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা অতিলীন হবে না, আবার অত্যন্ত প্রবলও হবে না, অধ্যাত্মে সংক্ষিপ্ত হবে না, এবং বাইরেও বিক্ষিপ্ত হবে না।' 'যেমন পূর্ব, তেমন পশ্চাত; পশ্চাত যেমন, তেমনই পূর্ব; যেমন অধো, তেমন ঊর্ধ্ব; ঊর্ধ্ব যেমন, তেমনই অধো; যেমন দিন, তেমন রাত্রি এবং রাত্রি যেমন, তেমনই দিন;' এরূপে তথাগত পূর্বাপর সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। তিনি উন্মুক্ত ও অনাবৃত চিত্তের মাধ্যমে প্রভাস্বর চিত্ত ভাবিত করেন। ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম বিধায় তথাগত এরূপ মহাঋদ্ধিমান ও মহাঋদ্ধিসম্পন্ন।

৪। ভিক্ষুগণ! এই চারি ঋদ্ধিপাদে ভাবিতাত্ম ও বহুলীকৃতাত্ম বিধায় তথাগত এরূপে বহু প্রকারে ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেন, যেমন– এক হয়ে বহু সংখ্যক হন, বহু হয়ে পুনঃ একজন হন, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হন, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করেন; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসেন ও ডুবেন, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করেন; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করেন, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করেন এবং যতদূর ব্রহ্মলোক রয়েছে ততদূর আপনকায়ে বশীভূত করেন। ভিক্ষুগণ! এরূপে চারিঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে তথাগত আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি আর প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি ও লাভ করে অবস্থান করেন।" দ্বাদশ সূত্র।

(ছয় প্রকার অভিজ্ঞাও অনুরূপভাবে বিস্তারিতব্য)

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

মার্গ, লৌহগোলক, ভিক্ষু, সুদ্ধি সহ দ্বিবিধ ফল সূত্র;
আনন্দ দ্বয়, ভিক্ষু দ্বয়, মৌদ্গাল্যায়ন ও তথাগত সূত্র॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪. গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ

(১-১২) গঙ্গানদী প্রভৃতি দ্বাদশ সূত্র

৮৪৫-৮৫৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! যেমন, গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকেই বয়ে চলে এবং পূর্বদিকে ক্রমাবনত, ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমূখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। কিরূপে ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমূখী এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার বিমন্ডিত ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু সমাধি, প্রধান ও সংস্কার বিমন্ডিত বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে।

২। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু চারি ঋদ্ধিপাদ ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমূখী এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" দ্বাদশ সূত্র।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

পূর্বদিকে ছয় নিম্ন, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে;
ছয় দুগুণে দ্বাদশ হয় তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

৫. অপ্রমাদ বর্গ

(অপ্রমাদ বর্গও অনুরূপ বিস্তারিতব্য)

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার ও বস্সিক সূত্র;
রাজা, চন্দ্র, সূর্য ও বস্ত্র সূত্রে দশটি পদ উক্ত॥

৬. বলকরণীয় বর্গ

(বলকরণীয় বর্গও অনুরূপ বিস্তারিতব্য)

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ফল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কলসী ও গম সূত্র;
আকাশ, মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগুন্তুক ও নদী সূত্র॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. এষণা বর্গ

(এষণা বর্গ অনুরূপ বিস্তারিতব্য)

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

এষণা, মান, আস্রব, ভব, দুঃখতা সূত্র ত্রিবিধ;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা ও প্রার্থনা সূত্র॥

৮. ওঘ বর্গ

(১-১০) ওঘ প্রভৃতি দশ সূত্র

৮৮৯-৮৯৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? যথা– রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। ইহাই পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন সমূহের অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে চারিবিধ ঋদ্ধিপাদ অনুশীলন করা উচিত।

২। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ ছন্দ ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। একইভাবে সমাধি প্রধান ও সংস্কার সমৃদ্ধ বীর্য, চিত্ত ও মীমংসা ঋদ্ধিপাদ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন সমূহের অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে এই চারিবিধ ঋদ্ধিপাদ অনুশীলন করা উচিত।" দশম সূত্র।

(মার্গ সংযুক্তের ন্যায় বিস্তারিতব্য)

ওঘ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ওঘ, যোগ, উপাদান, গন্থি, অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-উর্ধ্বভাগীয় হয়॥

ঋদ্ধিপাদ সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮। অনুরুদ্ধ সংযুক্ত[১]

১. নির্জনগত বর্গ

(১) প্রথম নির্জনগত সূত্র

৮৯৯.১। আমি এরূপ শুনেছি– এক সময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিন্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের একাকী নির্জনে অবস্থানের সময় এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়েছিল– "চারি স্মৃতিপ্রস্থান যাদের উপেক্ষিত তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা অসম্ভব এবং চারি স্মৃতিপ্রস্থান যাদের গৃহীত (আরদ্ধিত), তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা সম্ভব।"

২। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের চিত্ত পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে, যেমনি বলবান ব্যক্তি সংকোচিত বাহু প্রসারণ করে কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত (প্রাদুর্ভাব) হলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বলতে লাগলেন– "আবুসো অনুরুদ্ধ! কি কারণে (বা কিরূপে) ভিক্ষুদের চারি স্মৃতিপ্রস্থান আরদ্ধ (লাভ) হয়?"

৩। "আবুসো! এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম কায়ে সমুদয় (উৎপত্তি) ধর্মানুদর্শী, বিলয় ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক কায়ে সমুদয় ধর্মানুদর্শী, বিলয় ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। অধ্যাত্ম-বাহ্যিক কায়েও সমুদয় ধর্মানুদর্শী, বিলয় ধর্মানুদর্শী এবং সমুদয়-বিলয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৪। যদি তিনি আকাঙ্খা করেন– 'আমি অপ্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তথায় তিনি প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। আর যদি আকাঙ্খা করেন– 'আমি প্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তথায় তিনি অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। এবং তিনি যদি এরূপ আকাঙ্খা করেন– 'আমি অপ্রতিকূলে-প্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তবে তথায় তিনি প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি তিনি আকাঙ্খা করেন– 'প্রতিকূলে-অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তবে তথায়ও তিনি অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি আকাঙ্খা করেন– 'আমি অপ্রতিকূল

---

[১]। আলোচ্য সংযুক্তে সন্নিবেশিত সব সূত্রাদি আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ কর্তৃক উচ্চারিত। তাই সংযুক্তের নামকরণটিও হয়েছে অনুরুদ্ধের নাম অনুযায়ী।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং প্রতিকূল উভয়ই পরিত্যাগ করত উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করব’ তবে তথায় তিনি উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন।

৫। ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম বেদনায় সমুদয় (উৎপত্তি) ধর্মানুদর্শী, বিলয় ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক বেদনায় সমুদয় ধর্মানুদর্শী, বিলয় ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। অধ্যাত্ম-বাহ্যিক বেদনায়ও সমুদয় ধর্মানুদর্শী, বিলয় ধর্মানুদর্শী এবং সমুদয়-বিলয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৬। যদি তিনি আকাঙ্খা করেন– ‘আমি অপ্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তথায় তিনি প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। আর যদি আকাঙ্খা করেন– ‘আমি প্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তথায় তিনি অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। এবং তিনি যদি এরূপ আকাঙ্খা করেন– ‘আমি অপ্রতিকূলে-প্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তবে তথায় তিনি প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি তিনি আকাঙ্খা করেন– ‘প্রতিকূলে-অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তবে তথায়ও তিনি অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি আকাঙ্খা করেন– ‘আমি অপ্রতিকূল এবং প্রতিকূল উভয়ই পরিত্যাগ করত উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করব’ তবে তথায় তিনি উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন।

৭। ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম চিত্তে সমুদয় (উৎপত্তি) ধর্মানুদর্শী, বিলয় ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক চিত্তে সমুদয় ধর্মানুদর্শী, বিলয় ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। অধ্যাত্ম-বাহ্যিক চিত্তেও সমুদয় ধর্মানুদর্শী, বিলয় ধর্মানুদর্শী এবং সমুদয়-বিলয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৮। যদি তিনি আকাঙ্খা করেন– ‘আমি অপ্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তথায় তিনি প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। আর যদি আকাঙ্খা করেন– ‘আমি প্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তথায় তিনি অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। এবং তিনি যদি এরূপ আকাঙ্খা করেন– ‘আমি অপ্রতিকূলে-প্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তবে তথায় তিনি প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি তিনি আকাঙ্খা করেন– ‘প্রতিকূলে-অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব’ তবে তথায়ও তিনি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি আকাঙ্খা করেন– 'আমি অপ্রতিকূল এবং প্রতিকূল উভয়ই পরিত্যাগ করত উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করব' তবে তথায় তিনি উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন।

৯। ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম ধর্মে সমুদয় (উৎপত্তি) ধর্মানুদর্শী, বিলয় ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক ধর্মে সমুদয় ধর্মানুদর্শী, বিলয় ধর্মানুদর্শী ও সমুদয়-বিলয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। অধ্যাত্ম-বাহ্যিক ধর্মেও সমুদয় ধর্মানুদর্শী, বিলয় ধর্মানুদর্শী এবং সমুদয়-বিলয় ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

১০। যদি তিনি আকাঙ্খা করেন– 'আমি অপ্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তথায় তিনি প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। আর যদি আকাঙ্খা করেন– 'আমি প্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তথায় তিনি অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। এবং তিনি যদি এরূপ আকাঙ্খা করেন– 'আমি অপ্রতিকূলে-প্রতিকূলে প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তবে তথায় তিনি প্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি তিনি আকাঙ্খা করেন– 'প্রতিকূলে-অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব' তবে তথায়ও তিনি অপ্রতিকূল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করেন। যদি আকাঙ্খা করেন– 'আমি অপ্রতিকূল এবং প্রতিকূল উভয়ই পরিত্যাগ করত উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করব' তবে তথায় তিনি উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করেন। আবুসো! এরূপেই একজন ভিক্ষুর চারি স্মৃতিপ্রস্থান আরব্ধ হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় নির্জনগত সূত্র

৯০০.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের একাকী নির্জনে অবস্থানের সময় এরূপ চিন্তা উৎপন্ন হয়েছিল– "চারি স্মৃতিপ্রস্থান যাদের উপেক্ষিত তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা অসম্ভব এবং চারি স্মৃতিপ্রস্থান যাদের গৃহীত (আরম্ভিত), তাদের পক্ষে সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর আর্যমার্গ লাভ করা সম্ভব।"

২। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের চিত্ত পরিবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে যেমনি বলবান ব্যক্তি সংকোচিত বাহু প্রসারণ করে কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অল্প সময়ের মধ্যে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের সম্মুখে উপস্থিত (প্রাদুর্ভাব) হলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বলতে লাগলেন– "আবুসো অনুরুদ্ধ! কি কারণে (বা কিরূপে)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুদের চারি স্মৃতিপ্রস্থান আরদ্ধ (লাভ) হয়?"

৩। "আবুসো! এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক কায়ে কায়ানুদর্শী এবং অধ্যাত্ম-বাহ্যিক কায়েও কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৪। ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক বেদনায় বেদনানুদর্শী এবং অধ্যাত্ম-বাহ্যিক বেদনায়ও বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৫। ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং অধ্যাত্ম-বাহ্যিক চিত্তেও চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন।

৬। ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে অধ্যাত্ম ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। বাহ্যিক ধর্মে ধর্মানুদর্শী এবং অধ্যাত্ম-বাহ্যিক ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করেন। আবুসো! এরূপেই একজন ভিক্ষুর চারি স্মৃতিপ্রস্থান আরদ্ধ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) সুতনু সূত্র

৯০১.১। এক সময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ শ্রাবস্তীর সুতনুতীরে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের সাথে প্রীতি সম্ভাষণ ও কুশল বিনিময় করলেন। প্রীতি সম্ভাষণ ও কুশল বিনিময়ের পর একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন– "হে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ! কত প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত করে আপনি মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছেন?"

২। হে আবুসোগণ! আমি চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি। সেই চারি প্রকার কি কি? আবুসোগণ! এক্ষেত্রে আমি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। এভাবে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি।

৩। আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি। আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে হীন ধর্মকে হীন ধর্মরূপে, মধ্যম ধর্মকে মধ্যম ধর্মরূপে এবং প্রণীত ধর্মকে প্রণীত ধর্মরূপে জানতে পেরেছি।" তৃতীয় সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) প্রথম কণ্ডকী সূত্র

৯০২.১। এক সময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ, শারিপুত্র ও মহামৌদ্গাল্যায়ন সাকেতে কণ্ডকীবনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র ও মহামৌদ্গাল্যায়ন সন্ধ্যা সময়ে নির্জনতা বা ধ্যান হতে উঠে যেথায় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ আছেন তথায় উপস্থিত হয়ে অনুরুদ্ধের সাথে প্রীতি সম্ভাষণ করলেন। প্রীতি সম্ভাষণ ও কুশল বিনিময়ের পর একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন– "আবুসো অনুরুদ্ধ! শৈক্ষ্য ভিক্ষু কর্তৃক কত প্রকার ধর্ম লাভ করে অবস্থান করা উচিত?"

২। "আবুসো শারিপুত্র! শৈক্ষ্য ভিক্ষু কর্তৃক চারি স্মৃতিপ্রস্থান লাভ করে অবস্থান করা উচিত। সেই চারি প্রকার কি কি? আবুসো! এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এভাবে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী ও ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসো শারিপুত্র! শৈক্ষ্য ভিক্ষু কর্তৃক এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান লাভ করে অবস্থান করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) দ্বিতীয় কণ্ডকী সূত্র

৯০৩.১। সাকেত নিদান। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বলতে লাগলেন– "আবুসো অনুরুদ্ধ! অশৈক্ষ্য ভিক্ষু কর্তৃক কত প্রকার ধর্ম লাভ করে অবস্থান করা উচিত?"

২। "আবুসো শারিপুত্র! অশৈক্ষ্য ভিক্ষু কর্তৃক চারি স্মৃতিপ্রস্থান লাভ করে অবস্থান করা উচিত? সেই চারি প্রকার কি কি? আবুসো! এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এভাবে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসো শারিপুত্র! অশৈক্ষ্য ভিক্ষু কর্তৃক এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান লাভ করে অবস্থান করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) তৃতীয় কণ্ডকী সূত্র

৯০৪.১। সাকেত নিদান। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন– "আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ! কত প্রকার ধর্মে ভাবিত ও বহুলীকৃত হয়ে আপনি মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছেন?"

২। "আবুসো! আমি চারি স্মৃতি প্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি। সেই চারি প্রকার কি কি? আবুসো! এক্ষেত্রে আমি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। এভাবে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি। আবুসো! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে সহস্র লোক সম্পর্কে জ্ঞাত আছি।” ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) তৃষ্ণাক্ষয় সূত্র

৯০৫.১। শ্রাবস্তী নিদান। তথায় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ “হে আবুসো ভিক্ষুগণ!” বলে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন। “হ্যাঁ আবুসো!” বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এরূপ বলতে লাগলেন–

২। “আবুসোগণ! এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তৃষ্ণাক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। এভাবে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসোগণ! এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তৃষ্ণাক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।” সপ্তম সূত্র।

(৮) শাল্লাগার সূত্র

৯০৬.১। এক সময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ শ্রাবস্তীতে শাল্লাগারে অবস্থান করছিলেন। তথায় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ “হে আবুসো ভিক্ষুগণ!” বলে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন। “হ্যাঁ আবুসো!” বলে সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এরূপ বলতে লাগলেন–

২। “আবুসোগণ! যেমন গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকে নিম্নাভিমুখী ও পূর্বদিকেই ক্রমাবনত। অতঃপর বহুসংখ্যক লোক শাবল, কোদাল নিয়ে এই ভেবে আগমন করতে পারে– ‘আমরা এই গঙ্গানদীকে পশ্চিম দিকে প্রবাহমান করব, পশ্চিমাভিমূখী করব ও পশ্চিম দিকে ক্রমাবনত করব।’ আবুসোগণ! তোমরা তা কি মনে কর, সেই বহুসংখ্যক লোক কি গঙ্গানদীকে পশ্চিম দিকে প্রবাহমান, পশ্চিমাভিমূখী ও পশ্চিম দিকে ক্রমাবনত করতে পারবে?”

“আবুসো, তা অসম্ভব।”

“তা কি কারণে? আবুসোগণ! গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বাভিমুখী ও পূর্ব দিকেই ক্রমাবনত। সেই গঙ্গানদীকে পশ্চিম দিকে প্রবাহমান, পশ্চিমাভিমূখী ও পশ্চিম দিকে ক্রমাবনত করা সহজতর নয়। শুধুমাত্র সেই বহুসংখ্যক জনতা পরিশ্রান্ত ও কষ্টের ভাগী হবে।”

৩। “আবুসোগণ! এরূপেই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে ভাবিত ও বহুলীকৃত ভিক্ষুকে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

রাজা, রাজ মন্ত্রী, মিত্র, অমাত্য, জ্ঞাতি ও সগোত্র ভোগ সম্পত্তি দ্বারা প্রলোভন দেখিয়ে আহ্বান করতে পারে– 'হে প্রভু আসুন! সেই গৌরিক বস্ত্র কেন ত্যাগ করছেন না? কেন মুণ্ডিত মস্তকে ভিক্ষাচরণ করছেন? গৃহী জীবনে ফিরে আসুন, ভোগ সম্পত্তি ভোগ করে পূণ্যকর্ম সম্পাদন করুন।'

৪। আবুসোগণ! সেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত ভিক্ষু (ধর্ম বিনয়) শিক্ষা প্রত্যাখান করে গৃহী জীবনে ফিরে যাবে; তা অসম্ভব। তার কারণ কি? আবুসো! যেই ভিক্ষুর চিত্ত দীর্ঘরাত্রি বিবেকে (নির্জনতায়) প্রবাহমান, বিবেকে নিম্নাভিমূখী ও বিবেকেই ক্রমাবনত, সেই ভিক্ষু গৃহী জীবনে ফিরে যাবে; তা অসম্ভব।

৫। আবুসোগণ! কিরূপে ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে? এক্ষেত্রে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। একইভাবে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। আবুসোগণ! এরূপেই ভিক্ষু চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে।" অষ্টম সূত্র।

(৯) আম্রপালি বন সূত্র

৯০৭.১। এক সময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ এবং আয়ুষ্মান শারিপুত্র বৈশালীর[১] আম্রপালি বনে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র সন্ধ্যা সময়ে নির্জনতা (ধ্যান) হতে উঠে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের সাথে সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্র আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন–

২। "হে আবুসো! আপনার ইন্দ্রিয়সমূহ অত্যন্ত প্রসন্ন, মুখচ্ছবিও পরিশুদ্ধ ও বিশুদ্ধ। আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ! আপনি কিরূপ অবস্থানের মাধ্যমে সময় অতিবাহিত করেন?"

---

[১]। বজ্জী অর্থাৎ লিচ্ছবী রাজাদের অতি সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল এই বৈশালী। এক সময় তথায় মহামারী, অমনুষ্য ও দুর্ভিক্ষ এই তিনটি উপদ্রব উপস্থিত হলে সেখানকার রাজা ভগবান বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ভগবানের আগমনে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে পঁচা শবাদি ভাসিয়ে নিয়ে গেলে ভগবান আয়ুষ্মান আনন্দকে দিয়ে বৈশালীর চর্তুদিকে 'রত্ন সূত্র' পাঠ করান। আয়ুষ্মান আনন্দের 'রত্ন সূত্র' পাঠান্তে ত্রিবিধ উপদ্রব উপশম হয়ে যায়।- বিস্তৃত দ্রষ্টব্য, মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ২৩৭-২৩৮, রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"আবুসো! আমি চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিস্থিত চিত্ত হয়ে অবস্থান করছি। সেই চারি প্রকার কি কি?

৩। এক্ষেত্রে আবুসো! আমি উদ্যমশীল সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। একইভাবে আমি বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। আবুসো! এরূপে আমি চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিস্থিত চিত্ত হয়ে অবস্থান করছি। আবুসো, যেই ভিক্ষু অরহত, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত জীবন, যার করণীয়কৃত, ভার অপসৃত, নিজ কল্যাণ প্রাপ্ত, ভব সংযোজন পরিক্ষীণ ও সম্যকরূপে বিমুক্ত, তিনিও এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিস্থিতচিত্ত হয়ে অবস্থান করেন।"

"আবুসো! তা আমাদের সত্যিই লাভ, সত্যিই সুলব্ধ যে আমরা আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের শ্রেষ্ঠ বাক্য ভাষণকালে তার সম্মুখেই তা শ্রবণ করলাম।" নবম সূত্র।

(১০) অত্যন্ত পীড়িত সূত্র

৯০৮.১। এক সময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ শ্রাবস্তীর অন্ধবনে রুগ্ন, পীড়ায় পীড়িত এবং অতিশয় অসুস্থ হয়ে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন–

২। "আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের কিরূপ অবস্থানের দরুন তার উৎপন্ন শারীরিক দুঃখ বেদনা চিত্তকে প্রভাবিত না করে স্থিত হয়?"

৩। "হে আবুসোগণ! চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত চিত্তে অবস্থান কালে আমার উৎপন্ন শারীরিক দুঃখ বেদনা চিত্তকে প্রভাবিত না করে স্থিত হয়। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে আমি উদ্যমশীল সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। একইভাবে আমি বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। আবুসোগণ! এই চারি স্মৃতিপ্রস্থানে সুপ্রতিস্থিত চিত্তে অবস্থানকালে আমার উৎপন্ন শারীরিক দুঃখ বেদনা চিত্তকে প্রভাবিত না করে স্থিত হয়।"

নির্জনগত বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

নির্জনাগত দুয়ে কথিত, সুতনু, কন্ডকী ত্রয়;
তৃষ্ণাক্ষয় শাল্লাগার, আম্রপালি ও পীড়িত যোগে বর্গ হয়॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. দ্বিতীয় বর্গ

(১) সহস্র কল্প সূত্র

৯০৯.১। এক সময় আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিন্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধের সাথে প্রীতি সম্ভাষণ করলেন। প্রীতি সম্ভাষণ ও কুশল বিনিময় করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধকে এরূপ বললেন–

২। "আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ কত প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত করে মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছেন?"

৩। "হে আবুসোগণ! আমি চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে আমি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। একইভাবে আমি উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন করে বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মেও ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি। আবুসোগণ! এরূপেই আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে মহাভিজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছি। আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে সহস্রকল্প পর্যন্ত অনুস্মরণ করতে পারি।" প্রথম সূত্র।

(২) বিবিধ ঋদ্ধি সূত্র

৯১০.১। "হে আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে বহু প্রকারে বিবিধ ঋদ্ধিশক্তি লাভ করি। যেমন– এক হয়ে বহুসংখ্যক হই, বহু হয়ে পুনঃ একজন হই, আবির্ভাব ও তিরোভাব (অন্তর্ধান) হই, দেয়াল (প্রাচীর) এবং পর্বতে আকাশের ন্যায় অসংলগ্নভাবে গমন করি; মাটিতে জলের ন্যায় ভাসি ও ডুবি, মাটির ন্যায় জলে অনার্দ্রভাবে গমন করি; পক্ষীর ন্যায় আকাশে পর্য্যঙ্কাবদ্ধ (বীরাসন) হয়ে ভ্রমণ করি, এরূপ মহাঋদ্ধিসম্পন্ন ও মহানুভবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ ও পরিমর্দন করি, এভাবে যতদূর ব্রহ্মালোক রয়েছে ততদূর আপন কায় বশীভূত করি।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) দিব্য শ্রোত্র সূত্র

৯১১.১। "হে আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে দিব্য শ্রোত্রধাতু দ্বারা বিশুদ্ধ, অতিমানবীয়, দূরবর্তী এবং সমীপস্থ দিব্য-মনুষ্য উভয় শব্দ শ্রবণ করি।" তৃতীয় সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) চিত্ত ধর্ম (স্বভাব) সূত্র

৯১২.১। "হে আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে অপর সত্ত্ব ও পুদ্গালের (ব্যক্তি) চিত্তস্বভাব সম্বন্ধে স্বীয় চিত্ত দ্বারা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত হয়ে জানতে পারি। যেমন– সরাগ চিত্তকে (কামলালসাপূর্ণ) সরাগচিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, বীতরাগ (কামলালসাহীন) চিত্তকে বীতরাগ চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, সদ্বেষ চিত্তকে সদ্বেষ চিত্তরূপে জানি, বীতদ্বেষ (দ্বেষহীন) চিত্তকে বীতদ্বেষ চিত্তরূপে জানি, সমোহ (মোহাচ্ছন্ন) চিত্তকে সমোহ চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, বীতমোহ (মোহহীন) চিত্তকে বীতমোহ চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বিক্ষিপ্ত চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, সংক্ষিপ্ত (একাগ্র) চিত্তকে সংক্ষিপ্ত চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, মহদ্গাত (অত্যুচ্চ) চিত্তকে মহদ্গাত চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, অমহদ্গাত চিত্তকে অমহদ্গাত চিত্তরূপে জানি, সউত্তর (উচ্চতর) চিত্তকে সউত্তর চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, অনুত্তর (অতুল্য) চিত্তকে অনুত্তর চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, সমাহিত চিত্তকে সমাহিত চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, অসমাহিত চিত্তকে অসমাহিত চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি, বিমুক্ত চিত্তকে বিমুক্ত চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি এবং অবিমুক্ত চিত্তকে অবিমুক্ত চিত্তরূপে প্রকৃষ্টরূপে জানি।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) স্থান সূত্র

৯১৩.১। "হে আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে স্থান হতে স্থান এবং অস্থান হতে অস্থান পর্যন্ত যথার্থরূপে জানি।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) কর্ম সমাদান সূত্র

৯১৪.১। "হে আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে অতীতানাগতের উৎপন্ন কর্মসমাদানের (নিজ কার্য প্রাপ্তির) স্থান, হেতু ও বিপাক (ফল) সম্পর্কে যথাযর্থরূপে জানি।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) সর্বত্রগামিনী সূত্র

৯১৫.১। "হে আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে সর্বত্রগামিনী প্রতিপদা যথাযথরূপে জানি।" সপ্তম সূত্র।

(৮) বিবিধ ধাতু সূত্র

৯১৬.১। "হে আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে জগতে বহু প্রকারে বিবিধ ধাতু সম্পর্কে যথাযথরূপে জানি।" অষ্ঠম সূত্র।

(৯) নানাধিমুক্তি সূত্র

৯১৭.১। "হে আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে সত্ত্বগণের অর্জিত নানাধিমুক্ত সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানি।" নবম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১০) পরচিত্ত জ্ঞান সূত্র

৯১৮.১। "হে আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে পরসত্ত্ব ও অপর ব্যক্তিদের (পুদ্গলের) চিত্তাবস্থা বা মনোভাব যথার্থরূপে জানি।" দশম সূত্র।

(১১) ধ্যানাদি সূত্র

৯১৯.১। "হে আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে ধ্যান, বিমোক্ষ, সমাধি, সমাপত্তি, সংক্লেশ, বেদনা ও উত্থান সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানি।" একাদশ সূত্র।

(১২) পূর্বনিবাস সূত্র

৯২০.১। "হে আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে পূর্বনিবাস স্মৃতি অনুস্মরণ করি, যেমন– এক জন্ম, দুই জন্ম, তিন জন্ম, চার জন্ম, পাঁচ জন্ম, দশ জন্ম, বিশ জন্ম, ত্রিশ জন্ম, চল্লিশ জন্ম, পঞ্চাশ জন্ম, শত জন্ম, সহস্র জন্ম, শত সহস্র (লক্ষ) জন্ম, এমনকি সংবর্ত কল্প এবং বহু সংবর্ত-বিবর্ত কল্পে অমুক জন্মে আমার এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ ও এই পরিমাণ আয়ু ছিল। সেখান হতে চ্যুত হয়ে ঐ স্থানে জন্ম গ্রহণ করেছি। সেখানেও এই নাম, এই গোত্র, এই বর্ণ, এরূপ আহার, এরূপ সুখ-দুঃখ ভোগ ও এই পরিমাণ আয়ু ছিল। আবার সেই স্থান হতে চ্যুত হয়ে এখানে জন্ম হয়েছি। আবুসোগণ! এরূপেই আমি বহু প্রকারে নিজের আকার আকৃতি ও পূর্বনিবাস স্মৃতি অনুস্মরণ করি।" দ্বাদশ সূত্র।

(১৩) দিব্য চক্ষু সূত্র

৯২১.১। "হে আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে বিশুদ্ধ, অতিমানবীয় দিব্য চক্ষু দ্বারা সত্ত্বদের চ্যুতি ও উৎপত্তিকালে দর্শন করি এবং হীন-প্রণীত, সুবর্ণ-দুর্বর্ণ, সুগত-দুর্গত, সত্ত্বদেরকে চ্যুতির সময় ও উৎপত্তির সময় দর্শন করি। এই যে সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক ও মন দুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের নিন্দুক, মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি সম্ভুত কর্ম পরিগ্রাহী হওয়ার দরুন দেহান্তে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়েছে। পক্ষান্তরে এই সকল সত্ত্বগণ কায়-বাক ও মন দুশ্চরিত্র সমন্বিত, আর্যগণের প্রশংসাকারী, সম্যকদৃষ্টি পরায়ণ, সম্যকদৃষ্টি জাত কর্ম সম্পাদন করার ফলে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। এরূপে আমি বিশুদ্ধ, অতিমানবীয় দিব্য চক্ষু দ্বারা সত্ত্বদের স্বীয় কর্মানুসারে গতি (জন্ম) সম্বন্ধে যথার্থরূপে জানি।" ত্রয়োদশ সূত্র।

(১৪) আস্রবক্ষয় সূত্র

৯২২.১। "হে আবুসোগণ! আমি এই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বহুলীকৃত করে আস্রবসমূহ ক্ষয় করে অনাস্রব হয়ে চিত্তবিমুক্তি, প্রজ্ঞাবিমুক্তি এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ ও লাভ করে অবস্থান করি।” চর্তুদশ সূত্র।

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

মহাভিজ্ঞা, ঋদ্ধি, দিব্য, চিত্তস্বভাব, স্থান আর কর্ম সূত্র;
সর্বত্র, ধাতু, অধিমুক্তি, ইন্দ্রিয়, ধ্যান ও ত্রয় সূত্র বিদ্যমান॥

অনুরুদ্ধ সংযুক্ত অষ্টম সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯। ধ্যান সংযুক্ত

১. গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ

(১-১২) ধ্যানাদি সূত্র দ্বাদশ

৯২৩-৯৩৪.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! চারি প্রকার ধ্যান রয়েছে। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামনা ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিতর্ক, বিচার ও নির্জনতা জনিত প্রীতি সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে বিতর্ক ও বিচারের উপসমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী ও চিত্তের একাগ্রতা আনয়নকারী বিতর্ক ও বিচারাতীত সমাধি জনিত প্রীতি সুখ মন্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে দৈহিক সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ কাহাকেও 'উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করে না-দুঃখ-না-সুখরূপ 'উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। এগুলিই হচ্ছে চারিবিধ ধ্যান।

২। হে ভিক্ষুগণ! যেমন, গঙ্গানদী পূর্বদিকে প্রবাহিত, পূর্বদিকে বয়ে চলে এবং পূর্বদিকেই ক্রমাবনত; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুও চারিবিধ ধ্যান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে ভিক্ষু চারিবিধ ধ্যান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামনা ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিতর্ক, বিচার ও নির্জনতা জনিত প্রীতি সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে বিতর্ক ও বিচারের উপসমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী ও চিত্তের একাগ্রতা আনয়নকারী বিতর্ক ও বিচারাতীত সমাধি জনিত প্রীতি সুখ মন্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে দৈহিক সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ কাহাকেও 'উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করে না-দুঃখ-না-সুখরূপ 'উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই ভিক্ষু চারিবিধ ধ্যান ভাবিত ও বহুলীকৃত করে নির্বাণগামী হয়, নির্বাণাভিমুখী হয় এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমোন্নত হয়।" দ্বাদশ সূত্র।

গঙ্গাপেয়্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

পূর্বদিকে ছয় নিম্ন হয়, ছয় নিম্ন হয় সমুদ্রেতে;
ছয় দুগুণে দ্বাদশ হয় তা দ্বারা বর্গ বলা হয়॥

অপ্রমাদ বর্গ বিস্তারিতব্য।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

তথাগত, পদ, কূট, মূল, সার ও বস্সিক সূত্র;
রাজা, চন্দ্র, সূর্য ও বস্ত্র সূত্রে দশটি পদ উক্ত॥

বলকরণীয় বর্গ বিস্তারিতব্য।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

বল, বীজ, নাগ, বৃক্ষ, কলসী ও সূক (গম) সূত্র;
আকাশ আর মেঘ দ্বয়, নৌকা, আগুন্তক ও নদী সূত্র॥

এষণা বর্গ বিস্তারিতব্য।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

এষণা, অহংকার, আস্রব, ভব, দুঃখতা ত্রিবিধ সূত্র;
খিল, মল, দুঃখ, বেদনা, তৃষ্ণা ও প্রার্থনা সূত্র উক্ত॥

৫. ওঘ বর্গ

(১-১০) ওঘাদি সূত্র

৯৬৭-৯৭৬.১। হে ভিক্ষুগণ! পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন বিদ্যমান আছে। "সেই পাঁচ প্রকার কি কি? যথা– রূপরাগ, অরূপরাগ, মান, ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা। ইহাই হচ্ছে পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন সমূহের অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে চারি প্রকার ধ্যান অনুশীলন করা উচিত। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে ভিক্ষু কামনা ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিতর্ক, বিচার ও নির্জনতা জনিত প্রীতি সুখ সমন্বিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সে বিতর্ক ও বিচারের উপসমে আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদী ও চিত্তের একাগ্রতা আনয়নকারী বিতর্ক ও বিচারাতীত সমাধি জনিত প্রীতি সুখ মন্ডিত দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সে প্রীতিতে বিরাগ উৎপন্ন করে উপেক্ষাশীল হয়ে অবস্থান করে এবং স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞাত হয়ে স্বচিত্তে দৈহিক সুখ অনুভব করে। যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ কাহাকেও 'উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান, সুখবিহারী' বলে সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। সর্ববিধ দৈহিক সুখ-দুঃখ পরিত্যাগ করে পূর্বেই সৌমনস্য-দৌর্মনস্য অস্তমিত করে না-দুঃখ-না-সুখরূপ 'উপেক্ষা স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করে। ভিক্ষুগণ! এই পাঁচ প্রকার ঊর্ধ্বভাগীয় সংযোজন সমূহের অভিজ্ঞাত ও পরিজ্ঞাত হয়ে এবং পরিক্ষয় ও প্রহাণ করে এই চারি প্রকার ধ্যান অনুশীলন করা উচিত।" দশম সূত্র। **(মার্গ সংযুক্তের ন্যায় বিস্তারিতব্য)**

ওঘ বর্গ পঞ্চম সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ওঘ, যোগ, উপাদান, গন্থি অনুশয়;
কামগুণ, নীবরণ, স্কন্ধ ও অধো-উর্ধ্বভাগীয় হয়॥

ধ্যান সংযুক্ত সমাপ্ত।

১০। আনাপান সংযুক্ত

১. একধর্ম বর্গ

(১) একধর্ম সূত্র

৯৭৭.১। শ্রাবস্তী নিদান। তথায় ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে এরূপ বললেন– "হে ভিক্ষুগণ! একটি মাত্র ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। সেই একধর্ম কি? তা হচ্ছে– 'আনাপানস্মৃতি'। ভিক্ষুগণ! কিরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে, তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে।

৩। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) বোধ্যঙ্গ সূত্র

৯৭৮। "হে ভিক্ষুগণ! আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। কিরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী আনাপানস্মৃতিসহগত স্মৃতি সম্বোধ্যাঙ্গ ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী আনাপানস্মৃতিসহগত ধর্মবিচয় সম্বোধ্যাঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যাঙ্গ, প্রীতি সম্বোধ্যাঙ্গ, প্রশান্তি সম্বোধ্যাঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যাঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যাঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) শুদ্ধি সূত্র

৯৭৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। কিরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে।

৩। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) প্রথমফল সূত্র

৯৮০.১। "হে ভিক্ষুগণ! আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। কিরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে।

৩। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। আর ভিক্ষুগণ! এরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে 'ইহ জন্মে অরহত্ত্ব কিংবা মৃত্যুকালে অনাগামী' এই দুইয়ের মধ্যে যে কোন একটির প্রত্যাশিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) দ্বিতীয় মহাফল সূত্র

৯৮১.১। "হে ভিক্ষুগণ! আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। কিরূপে আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! আনাপানস্মৃতি এরূপে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তফল ও সপ্তানিশংস প্রত্যাশা করা যায়। সেই সপ্তফল এবং সপ্তানিশংস কি কি? কেউ কেউ ইহ জীবনেই অর্হত্ত্বফল লাভ করে। কেউ কেউ ইহ জীবনে অর্হত্ত্বফল লাভ করতে না পারলে মৃত্যুকালে হলেও অর্হত্ত্বফল লাভ করে। আর যদি ইহ জীবনে এবং মরণ কালেও অর্হত্ত্বফল লাভ করতে না পারে তবে পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ পরিক্ষয় করে অন্তরাপরিনির্বাণলাভী হয়। উপহচ্চপরিনির্বাণলাভী, অসংস্কারপরিনির্বাণলাভী ও সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী হয় এবং ঊর্ধ্বস্রোতা অকনিষ্ঠগামী হয়। ভিক্ষুগণ! আনাপানস্মৃতি এরূপে ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তফল ও সপ্তানিশংস প্রত্যাশা করা যায়।" পঞ্চম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) অরিষ্ঠ সূত্র

৯৮২.১। শ্রাবস্তী নিদান। তথায় ভগবান ভিক্ষুদেরকে এরূপ বলতে লাগলেন– "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা কি আনাপানস্মৃতি ভাবনা অনুশীলন কর না? এরূপ উক্ত হলে আয়ুষ্মান অরিষ্ঠ ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন– ভন্তে! "আমি আনাপানস্মৃতি ভাবনা অনুশীলন করি।"

"হে অরিষ্ঠ! কিরূপে তুমি আনাপানস্মৃতি (ভাবনা) অনুশীলন কর?"

২। "ভন্তে! পূর্বকার কামসমূহের (ভোগ বিষয়ের) প্রতি আমার কামচ্ছন্দ প্রহীণ হয়েছে, অনাগতে কামসমূহের প্রতি আমার কামচ্ছন্দ বিগত হয়েছে এবং আমার আধ্যাত্মিক-বাহ্যিক ধর্মসমূহের মধ্যে প্রতিঘসংজ্ঞা সুরূপে বিনীত বা বশীভূত হয়েছে। তাই আমি স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করি। ভন্তে! এরূপেই আমি আনাপানস্মৃতি ভাবনা অনুশীলন করি।"

৩। "হে অরিষ্ঠ! এরূপেও আনাপানস্মৃতি করা যায়, করা যায় না তা বলছি না। অধিকন্তু; অরিষ্ঠ, যেরূপে আনাপানস্মৃতি বিস্তৃতভাবে ভাবনা করলে পরিপূর্ণ হয় তা শ্রবণ কর, আমি ভাষণ করছি। "এরূপ হোক ভন্তে!" বলে আয়ুষ্মান অরিষ্ঠ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন–

৪। অরিষ্ঠ! কিরূপে আনাপানস্মৃতি বিস্তৃতভাবে পরিপূর্ণ হয়? এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। অরিষ্ঠ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি বিস্তৃতভাবে পরিপূর্ণ হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) মহাকপ্পিন সূত্র

৯৮৩.১। শ্রাবস্তী নিদান। সেই সময়ে আয়ুষ্মান মহাকপ্পিন ভগবানের অনতিদূরে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। ভগবান আয়ুষ্মান মহাকপ্পিনকে অনতিদূরে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবিষ্টাবস্থায় দেখতে পেলেন। এরূপ দেখে ভগবান ভিক্ষুদেরকে ডাকলেন—

২। "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা ঐ ভিক্ষুর দেহের অস্থির, স্পন্দনভাব দেখতে পাচ্ছ না?" "ভন্তে! যখন হতে সেই আয়ুষ্মানকে আমরা সংঘমধ্যে একপাশে নির্জনে বসে থাকতে দেখতে পাচ্ছি, তখন হতে আমরা সেই আয়ুষ্মানের কোন প্রকার কায়িক ইতস্তত, স্পন্দনভাব দেখতে পাচ্ছি না।"

৩। "ভিক্ষুগণ! যে সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে কায় ও চিত্তের অস্থির স্পন্দনভাব সৃষ্টি হয় না, এই ভিক্ষু সেরূপ সমাধির নিকামলাভী (অনায়াসে লাভী), অকৃত্যলাভী (বিনা কষ্টে লাভী) এবং অকসিরলাভী (সহজেই লাভী)। ভিক্ষুগণ! কিরূপ সমাধির ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দেহ ও চিত্তের অস্থির, স্পন্দনভাব সৃষ্টি হয় না?

৪। ভিক্ষুগণ! আনাপানস্মৃতি সমাধির ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দেহ ও চিত্তের অস্থির, স্পন্দনভাব সৃষ্টি হয় না। কিরূপে আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দেহ ও চিত্তের অস্থির, স্পন্দনভাব সৃষ্টি হয় না?

৫। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দেহ ও চিত্তের অস্থির, স্পন্দনভাব সৃষ্টি হয় না।" সপ্তম সূত্র।

(৮) প্রদীপোপম সূত্র

৯৮৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়। কিরূপে আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! সম্বোধিলাভের পূর্বে অনভিসম্বুদ্ধ তথা বোধিসত্ত্বাবস্থায় আমিও এরূপ অবস্থানের দ্বারা বহুরূপে অবস্থান করেছি। এরূপ বহুলরূপে অবস্থানকালে আমার দেহ পরিশ্রান্ত (অবসন্ন) হতো না, চক্ষুদ্বয়ও অবসন্ন হতো না, আমার চিত্ত ইন্ধন বিহীন হয়ে আস্রবসমূহ হতে মুক্ত হয়েছিল।

৪। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমার দেহ পরিশ্রান্ত বা অবসন্ন না হোক, চক্ষুদ্বয়ও অবসন্ন না হোক, আমার চিত্ত ইন্ধন বিহীন হয়ে আস্রবসমূহ হতে মুক্ত হোক', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

৫। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমার গৃহাশ্রিত যে চিন্তা ভাবনা তা প্রহীণ হোক', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

৬। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমি অপ্রতিকুলে প্রতিকুল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

৭। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমি প্রতিকুলে অপ্রতিকুল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমি প্রতিকূলে ও অপ্রতিকূলে প্রতিকুল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

৯। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমি প্রতিকুলে এবং অপ্রতিকুলে অপ্রতিকুল সংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১০। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমি অপ্রতিকুল এবং প্রতিকুল তথা উভয় কুল পরিহারপূর্বক উপেক্ষক, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১১। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমি কামনা ও অকুশলধর্মসমূহ হতে বিবিক্ত (বিচ্ছিন্ন) হয়ে সবিতর্ক, সবিচার ও নির্জনতা জনিত প্রীতিসুখ বিমন্ডিত প্রথম ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমি বিতর্ক ও বিচার প্রশমিত করে অভ্যন্তরীন সম্প্রসাদ ও চিত্তের একাগ্রতাযুক্ত অবিতর্ক ও অবিচার এবং সমাধি জনিত প্রীতিসুখ মন্ডিত, দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমি প্রীতির প্রতি ও বিরাগ হেতু উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে অবস্থান করব, কায়িক সুখ অনুভব করব, যে অবস্থায় থাকলে আর্যগণ 'উপেক্ষাশীল, স্মৃতিমান ও সুখবিহারী' বলে অভিহিত করেন সেই তৃতীয় ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১৪। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমি সুখ-দুঃখ প্রহাণ পূর্বক পূর্বের সৌমনস্য-দৌর্মনস্য সমূহের বিনাশ সাধন করে 'অদুঃখ-অসুখ, 'উপেক্ষা-স্মৃতি পরিশুদ্ধি' নামক চতুর্থ ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১৫। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমি সর্ববিধ রূপসংজ্ঞা (অতিক্রম) করত প্রতিঘসংজ্ঞা অস্তগমন করে ও নানাত্ব সংজ্ঞায় মনোনিবেশ না করে 'আকাশ অনন্ত' এরূপ আকাশ অনন্তায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৬। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমি সর্ববিধ আকাশানন্তায়তন[1] অতিক্রম করে 'বিজ্ঞান অনন্ত' এরূপ বিজ্ঞান অনন্তায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১৭। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমি সমস্ত বিজ্ঞানায়তন অতিক্রম করে 'কিছুই নাই' এরূপ আকিঞ্চনায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১৮। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমি সমস্ত আকিঞ্চনায়তন অতিক্রম করে নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞায়তন ধ্যান লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

১৯। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি যদি এরূপ প্রত্যাশী হয়– যে 'আমি সমস্ত নৈবসংজ্ঞা-না-সংজ্ঞায়তন অতিক্রম করে সংজ্ঞা বেদয়িত নিরোধ (অবস্থা) লাভ করে অবস্থান করব', তাহলে এই আনাপানস্মৃতি সমাধি তার উত্তমরূপে মনন করা উচিত।

২০। ভিক্ষুগণ! এরূপে সে আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত করে সুখ-বেদনা অনুভব করলে তা 'অনিত্য, অসার ও অনভিনন্দিত (আনন্দহীন) রূপে' যথাযথভাবে জানতে পারে; দুঃখ-বেদনা অনুভব করলেও তা 'অনিত্য, অসার ও অনভিনন্দিতরূপে' যথাযথভাবে জানতে পারে; এবং অদুঃখ-অসুখ (সুখ-দুঃখহীন) বেদনা অনুভব করলেও তা সে 'অনিত্য, অসার ও অনভিনন্দিতরূপে' যথাযথভাবে জানতে পারে। সুখ-বেদনা অনুভব করলে তা বিসংযুক্ত ভাবেই অনুভব হয়, দুঃখ-বেদনা ও অদুঃখ-অসুখ-বেদনা অনুভব করলেও তা বিসংযুক্ত ভাবেই অনুভূত হয়। যদি সে অনুভব করে যে- 'আমার কায় চরম সীমায় পৌঁছেছে', তখন সে তা প্রকৃষ্ঠরূপে জানতে পারে; যখন সে অনুভব করে যে- 'আমার জীবন চরম সীমায় পৌঁছেছে', তখন সে প্রকৃষ্ঠরূপে জানতে পারে। 'কায়ভেদে, জীবনে ইন্ধন শেষে আমার সকল জাগতিক অনুভূত

[1]। যার অন্ত নেই অর্থাৎ উৎপত্তি ও ধ্বংস নেই তাহাই অনন্ত। আকাশ উৎপত্তি ও বিলয়হীন বলে আকাশও অনন্ত। এই অনন্ত আকাশকে অবলম্বন করে যে কুশল চিত্ত উৎপন্ন হয় তাহাই আকাশ অনন্ত আয়তন। যেই সাধকগণ অরূপ ভাবনা করে ধ্যানের গুণানুসারে এই অরূপলোকে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই ব্রহ্মবাসীর পরমায়ু বিংশতি সহস্র কল্প। এই প্রথম অরূপলোক হতে ৫৫ লক্ষ ৮ সহস্র যোজন উপরে বিজ্ঞান অনন্তায়তন অবস্থিত।- পটিচ্চ-সমুপ্পাদ, পৃঃ ২৭, শ্রী প্রজ্ঞালোক স্থবির।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিজ্ঞতা তার প্রলোভন হারাবে এবং প্রশান্ত হবে’ এরূপে জানতে পারে।

২১। ভিক্ষুগণ! তৈল ও সলিতার কারণে যেমনি তৈল-প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয়, ঠিক তেমনি তৈল ও সলিতার নিঃশেষে পুনঃরায় ইন্ধনের অভাবে তৈল-প্রদীপ নিভে যায়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! যদি ভিক্ষুটি অনুভব করে যে- ‘আমার কায় চরম সীমায় পৌঁছেছে’, তখন সে তা প্রকৃষ্ঠরূপে জানতে পারে; যখন সে অনুভব করে যে- ‘আমার জীবন চরম সীমায় পৌঁছেছে’, তখন সে প্রকৃষ্ঠরূপে জানতে পারে। ‘কায়ভেদে, জীবনে ইন্ধন শেষে আমার সকল জাগতিক অনুভূত অভিজ্ঞতা তার প্রলোভন হারাবে এবং প্রশান্ত হবে’ এরূপে জানতে পারে।” অষ্টম সূত্র।

(৯) বৈশালী সূত্র

৯৮৫.১। আমি এরূপ শুনেছি– একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে ভগবান ভিক্ষুদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে অশুভ কথা বলছিলেন, অশুভ কথার প্রশংসা করছিলেন এবং অশুভ ভাবনার কথা প্রশংসা করছিলেন।

২। অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন– “হে ভিক্ষুগণ! আমি অর্দ্ধমাস নির্জনে থাকতে ইচ্ছা করছি। আমার জন্য পিণ্ডপাত আনয়নকারী শুধুমাত্র একজন ব্যতীত অন্য কারও তখন আমার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হবে না।” “তাই হোক ভন্তে!” বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মত হলেন এবং পিণ্ডপাত সরবরাহকারী একজন ব্যতীত অন্য কেউ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন না।

৩। অনন্তর ভগবান সেই ভিক্ষুগণকে নানাভাবে অশুভ বিষয়ক দেশনা দিলেন, অশুভ বিষয়ে প্রশংসা করলেন এবং অশুভ ভাবনারও প্রশংসা করলেন।” তখন সেই ভিক্ষুগণ বিভিন্ন প্রকারে জ্ঞাত অশুভ ভাবনায় মনোযোগ স্থাপন করে এবং রত হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। তারা এই দেহের প্রতি চিন্তাগ্রস্ত, অত্যন্ত বিরক্ত, এবং ঘৃণা উৎপন্ন করে ছুড়ি (তলোয়ার) ঘুঁজতে লাগলেন অঙ্গ হননের জন্য। এক দিবসেই দশজন ভিক্ষু আত্ম হনন করলেন, দেখা গেল বিশজন এবংকি ত্রিশজন পর্যন্ত ভিক্ষু এক দিবসেই আত্ম হনন করলেন।

৪। অতঃপর ভগবান সেই অর্দ্ধমাস সমাপনে নির্জনতা জনিত ধ্যান হতে উঠে আয়ুষ্মান আনন্দকে আহ্বান করলেন– “হে আনন্দ! ভিক্ষুসংঘের সংখ্যা আগের চেয়ে কম মনে হচ্ছে কেন?” “ভন্তে! যখন ভগবান ভিক্ষুদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে অশুভ কথা বললেন, অশুভ বিষয়ে প্রশংসা করলেন ও অশুভ ভাবনার প্রশংসা করলেন; তখন ভিক্ষুগণ বিভিন্ন প্রকারে জ্ঞাত অশুভ ভাবনায় মনোযোগ স্থাপন করে এবং রত হয়ে অবস্থান করতে লাগলেন। তারা এই দেহের প্রতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

চিন্তাগ্রস্ত, অত্যন্ত বিরক্ত, এবং ঘৃণা উৎপন্ন করে ছুড়ি (তলোয়ার) ঘুঁজতে লাগলেন অঙ্গ হননের জন্য। এক দিবসেই দশজন ভিক্ষু আত্ম হনন করলেন, দেখা গেল বিশজন এবংকি ত্রিশজন পর্যন্ত ভিক্ষু এক দিবসেই আত্ম হনন করলেন। ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান অন্য কোন ধর্মপর্যায় বর্ণনা করেন, যাতে ভিক্ষুসংঘ অরহত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়।"

৫। আনন্দ! তাহলে যে সকল ভিক্ষু বৈশালীকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করছে, তাদের সবাইকে উপস্থানশালায় একত্রিত কর।" "তাই হোক ভন্তে!" বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিয়ে যে সকল ভিক্ষু বৈশালীকে উপনিশ্রয় করে অবস্থান করছে, তাদের সবাইকে উপস্থানশালায় একত্রিত করায়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে এরূপ বললেন– "ভন্তে! ভিক্ষুসংঘ একত্রিত হয়েছেন। ভন্তে! ভগবান এখন যা উপযুক্ত সময় মনে করেন।"

৬। অতঃপর ভগবান সেই উপস্থানশালায় উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবিষ্ট ভগবান ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন– "ভিক্ষুগণ! এই শান্ত, প্রণীত ও অতিশয় তৃপ্তিকর আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সুখে অবস্থানের জন্য সহায়ক হয় এবং উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ ক্ষণেক কালেই অন্তর্হিত ও উপশম লাভ করে।

৭। ভিক্ষুগণ! গ্রীষ্মকালের শেষ মাসে পূঞ্জীভূত ধূলা বালি যেমন মহা অকাল মেঘের দ্বারা ক্ষণেক কালেই অপসৃত হয়; ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! শান্ত, প্রণীত ও অতিশয় তৃপ্তিকর আনাপানস্মৃতি সমাধি ও ভাবিত বহুলীকৃত হলে সুখে অবস্থানের জন্য সহায়ক হয় এবং উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ ক্ষণেক কালেই অন্তর্হিত ও উপশম লাভ করে। ভিক্ষুগণ! কিরূপে শান্ত, প্রণীত ও অতিশয় তৃপ্তিকর এই আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সুখে অবস্থানের জন্য সহায়ক হয়? আর উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ ক্ষণেক কালেই অন্তর্হিত ও প্রশান্ত হয়?

৮। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে,হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই শান্ত, প্রণীত ও অতিশয় তৃপ্তিকর আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সুখে অবস্থানের জন্য সহায়ক হয় এবং উৎপন্ন-অনুৎপন্ন পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ ক্ষণেক কালেই অন্তর্হিত ও উপশম লাভ করে।" নবম সূত্র।

(১০) কিমিল সূত্র

৯৮৬.১। আমি এরূপ শুনেছি– একসময় ভগবান কিমিলের বেলুবনে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান আয়ুষ্মান কিমিলকে আহ্বান করে বললেন– "হে কিমিল! কিরূপে আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়?"

২। ভগবান এরূপ বললে আয়ুষ্মান কিমিল নিরব রইলেন। ভগবান এরূপে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারও আয়ুষ্মান কিমিলকে আহ্বান করে বললেন– "হে কিমিল! কিরূপে আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়?" এরূপে দ্বিতীয়বার এবং তৃতীয়বারেও আয়ুষ্মান কিমিল নিরব রইলেন।

৩। এরূপ বলার পর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে বললেন– "ভগবান! ভগবান কর্তৃক সেই আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাষণ করার এখন উপযুক্ত সময়; সুগত! এখনই উপযুক্ত সময় হয়েছে। ভগবানের নিকট শুনে ভিক্ষুগণ তা উত্তমরূপে মনে ধারণ করবেন।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। "হে আনন্দ! তাহলে তুমি শুন, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করব।" "ভন্তে! তাই হোক" বলে আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। তারপর ভগবান এরূপ বললেন—

৫। "আনন্দ! কিরূপে আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়? আনন্দ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে মহাফল ও মহানিশংস লাভ হয়।

৬। আনন্দ! যে সময় ভিক্ষুটি দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করে তখন 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ কালে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ কালে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ কালে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে। আনন্দ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ আনন্দ! এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে আমি কায়িক অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু আনন্দ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৭। আনন্দ! যে সময়ে ভিক্ষুটি 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ আনন্দ! এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তম মনোনিবেশকে আমি বেদনার অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু আনন্দ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৮। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে আর 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ আনন্দ! আমি বলি এই আনাপানস্মৃতি সমাধি বিস্মরণশীল ও অসম্প্রজ্ঞানী নয়। তদ্ধেতু আনন্দ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৯। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'আমি অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'বিরাগাানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। সে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদির প্রহাণ করে ও প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আগ্রহহীন হয়। তদ্ধেতু আনন্দ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

১০। আনন্দ! যেমন মনেকর, চৌরাস্তার সন্ধিস্থলে একটি বিশাল ময়লার স্তূপ রয়েছে। সেখানে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হতে শকট বা রথ ময়লারাশি অপসারনের জন্য আসতে পারে। ঠিক তদ্রুপ আনন্দ! ভিক্ষুটি কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থানকালে পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ প্রহীণ করে। একইভাবে ভিক্ষুটি বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থানকালে পাপ ও অকুশলধর্মসমূহ প্রহীণ করে।" দশম সূত্র।

একধর্ম বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

একধর্ম, বোধ্যঙ্গ, শুদ্ধি ও ফল সূত্র দ্বয়;
অরিষ্ট, কপ্পিন, প্রদীপ, বৈশালী ও কিমিল সূত্র হয়॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. দ্বিতীয় বর্গ

(১) ইচ্ছানঙ্গল সূত্র

৯৮৭.১। একসময় ভগবান ইচ্ছানঙ্গলের বনসন্ডে[১] অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন– "হে ভিক্ষুগণ! তিনমাস নির্জনে অবস্থান করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে, আমার জন্য পিণ্ডপাত আনায়নকারী শুধুমাত্র একজন ব্যতীত অন্য কারও তখন আমার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হবে না।" "তাই হোক ভন্তে!" বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মত হলেন এবং পিণ্ডপাত সরবরাহকারী একজন ব্যতীত অন্য কেউ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন না।

২। অতঃপর ভগবান সেই তিনমাস সমাপনে নির্জনতা জনিত ধ্যান হতে উঠে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন– "হে ভিক্ষুগণ! যদি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদের এরূপ জিজ্ঞাসা করে– 'বন্ধুগণ! কিরূপে অবস্থানের দ্বারা শ্রমণ গৌতম বর্ষাবাস অতিক্রম করেন?' এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপ ব্যাখ্যা করবে– 'বন্ধুগণ! আনাপানস্মৃতি সমাধির মাধ্যমে ভগবান বর্ষাবাস অতিক্রম করেন।'

৩। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আমি স্মৃতি যোগে শ্বাস গ্রহণ করি এবং স্মৃতি যোগে শ্বাস ত্যাগ করি। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণকালে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানি; দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগকালে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানি; হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণকালে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানি, আর হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগকালে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; এবং 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; 'চিত্তানুভব করে শ্বাস

---

[১]। ইচ্ছানঙ্গল কোশল রাজ্যের অন্তর্গত একটি ব্রাহ্মণ গ্রাম। এই ইচ্ছানঙ্গল বনসন্ডেই ভগবান অঙ্গুত্তর নিকায় ষষ্ঠ নিপাতের 'নাগিত সূত্র' ও দীর্ঘ নিকায় ১ম খন্ডের 'অম্বট্ঠ সূত্র' দেশনা করেন।- দ্রষ্টব্য, অঙ্গুত্তর নিকায় ষষ্ঠ নিপাত, পৃঃ ৮৮-৯১, প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রহণ করব’ এরূপে শিক্ষা করি; ‘চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপেও শিক্ষা করি; এবং ‘উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপে শিক্ষা করি; ‘একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপে শিক্ষা করি; ‘একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপেও শিক্ষা করি; আর ‘বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপে শিক্ষা করি; ‘বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপেও শিক্ষা করি; ‘অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপে শিক্ষা করি; ‘বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপেও শিক্ষা করি; এবং ‘নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপে শিক্ষা করি; ‘নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’, ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’ এবং ‘ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপেও শিক্ষা করি।

৪। ভিক্ষুগণ! তাই কেউ মন্তব্য করার সময় এ বিষয়ে যথার্থই বলে যে ইহা ‘আর্যবিহার’, ইহা ‘ব্রহ্মবিহার’ ও ইহাই ‘তথাগত বিহার’। তাহলে আনাপানস্মৃতি সমাধি সম্পর্কেও সে যথার্থরূপে বলে যে ইহা ‘আর্যবিহার’, ইহা ‘ব্রহ্মবিহার’ ও ইহাই ‘তথাগত বিহার’। ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুগণ শৈক্ষ্য, এখনো লক্ষ্য অর্জন করেনি এবং অনুত্তর যোগক্ষেম প্রার্থনা করতে করতে অবস্থান করে, তাদের আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য তা সংবর্তিত হয়। আর ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষু অরহত, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয়কৃত, ভার অবনমিত, নিজ কল্যাণ প্রাপ্ত ও ভবসংযোজন পরিক্ষীণ করে সম্যকরূপে বিমুক্ত হয়েছে, তাদের আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ইহ জীবনে সুখে অবস্থানের জন্য এবং স্মৃতি সম্পজ্ঞানতার জন্যই সংবর্তিত হয়।

৫। ভিক্ষুগণ! তাই কেউ মন্তব্য করার সময় যথার্থই বলে যে ইহা ‘আর্যবিহার’, ইহা ‘ব্রহ্মবিহার’ ও ইহাই ‘তথাগত বিহার’। তাহলে আনাপানস্মৃতি সমাধি সম্পর্কেও সে যথার্থরূপে বলে যে ইহা ‘আর্যবিহার’, ইহা ‘ব্রহ্মবিহার’ ও ইহাই ‘তথাগত বিহার’।” প্রথম সূত্র।

(২) সন্দেহ সূত্র

৯৮৮.১। একসময় লোমসকংভিয় কপিলাবস্তুর[১] নিগ্রোধারামে[১] শাক্যদের

---

[১]। সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোধনের রাজধানী হচ্ছে এই কপিলাবস্তু। শাক্যরা তথায় রাজত্ব করতেন। নেপালের অন্তর্গত লুম্বিনী অথবা বি, এন, ডব্লু রেলওয়ের সোহরটগর ষ্টেশন হতে সেখানে যেতে হয়।- মহাপরিনির্বাণ সূত্র, পৃঃ ২৩৯। আরো দেখুন, অঙ্গুত্তর নিকায় ষষ্ঠ নিপাতের পাদটীকায়, পৃঃ ১০, প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মধ্যে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর মহানাম শাক্য যেথায় লোমসকংভিয় আছেন তথায় উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান লোমসকংভিয়কে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে মহানাম শাক্য আয়ুষ্মান লোমসকংভিয়কে এরূপ বললেন– "ভন্তে! শৈক্ষ্য বিহার ও তথাগত বিহার কি একই, অথবা শৈক্ষ্য বিহার ও তথাগত বিহার কি পরস্পর ভিন্ন?"

২। "হে আবুসো, মহানাম! শৈক্ষ্য বিহার ও তথাগত বিহার একই নয়। মহানাম! শৈক্ষ্য বিহার ও তথাগত বিহার পরস্পর ভিন্ন। আবুসো, মহানাম! যে ভিক্ষু শৈক্ষ্য, এখনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারেননি এবং অনুত্তর যোগক্ষেম প্রার্থনা করতে করতে অবস্থান করেন, তারা পঞ্চ নীবরণ ত্যাগ করে অবস্থান করেন। সেই পঞ্চ নীবরণ কি কি? যথা– কামচ্ছন্দ নীবরণ, ব্যাপাদ নীবরণ, স্ত্যানমিদ্ধ নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ এবং বিচিকিৎসা নীবরণ ত্যাগ করে অবস্থান করেন।

৩। আবুসো, মহানাম! যে ভিক্ষুগণ শৈক্ষ্য, এখনো লক্ষ্য অর্জন করতে পারেননি এবং অনুত্তর যোগক্ষেম প্রার্থনা করতে করতে অবস্থান করেন, তারা সকলেই এই পঞ্চ নীবরণ ত্যাগ করে অবস্থান করেন।

৪। আবুসো, মহানাম! যে ভিক্ষুগণ অরহত, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয়কৃত, ভার অপসৃত, সদর্থপ্রাপ্ত, ভবসংযোজন পরিক্ষীণ ও সম্যকরূপে বিমুক্ত; তাদের সকলের পঞ্চ নীবরণ প্রহীণ হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন হয়েছে, তাল বৃক্ষের উপরিভাগ ছেদনের ন্যায় হয়েছে, চরম বিনাশ সাধিত হয়েছে এবং তৎ সমস্ত ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী। সেই পাঁচ প্রকার কি কি? যথা– কামচ্ছন্দ নীবরণ প্রহীণ, মূল উচ্ছিন্ন হয়েছে, তাল বৃক্ষের উপরিভাগ ছেদনের ন্যায় চরম বিনাশ সাধিত এবং তৎ সমস্ত অনুৎপাদধর্মী। একইভাবে ব্যাপাদ নীবরণ, স্ত্যানমিদ্ধ নীবরণ, ঔদ্ধত্য-কৌকৃত্য নীবরণ এবং বিচিকিৎসা নীবরণ প্রহীণ, মূল উচ্ছিন্ন হয়েছে, তাল বৃক্ষের উপরিভাগ ছেদনের ন্যায় চরম বিনাশ সাধিত এবং তৎ সমস্ত অনুৎপাদধর্মী।

৫। আবুসো, মহানাম! যে ভিক্ষুগণ অরহত, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয়কৃত, ভার অপসৃত, সদর্থ প্রাপ্ত, যাদের ভবসংযোজন পরিক্ষীণ ও সম্যকরূপে বিমুক্ত, তাদের সকলের পঞ্চ নীবরণ প্রহীণ হয়েছে, মূল উচ্ছিন্ন হয়েছে, তাল বৃক্ষের উপরিভাগ ছেদনের ন্যায় হয়েছে চরম বিনাশ সাধিত হয়েছে এবং তৎ সমস্ত ভবিষ্যতে অনুৎপাদধর্মী। আবুসো, মহানাম! তাই এই ধর্মপর্যায়

[১]। নিগ্রোধারামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় অঙ্গুত্তর নিকায় ষষ্ঠ নিপাত-এর পাদটীকা দ্রষ্টব্য, পৃঃ ১০।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আপনার এরূপে জ্ঞাতব্য, যথা– শৈক্ষ্য বিহার একরকম এবং তথাগত বিহার আরেক রকম।

৬। আবুসো, মহানাম! একসময় ভগবান ইচ্ছানঙ্গলে বনসন্ডে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে বললেন– 'হে ভিক্ষুগণ! তিনমাস নির্জনে অবস্থান করতে আমার ইচ্ছা হচ্ছে। আমার জন্য পিণ্ডপাত আনায়নকারী শুধুমাত্র একজন ব্যতীত অন্য কারও তখন আমার নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত হবে না।' 'তাই হোক ভন্তে!' বলে সেই ভিক্ষুগণ ভগবানের কথায় সম্মত হলেন এবং পিণ্ডপাত সরবরাহকারী একজন ব্যতীত অন্য কেউ ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন না।

৭। অতঃপর ভগবান সেই তিনমাস সমাপনে নির্জনতা জনিত ধ্যান হতে উঠে ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করলেন– 'ভিক্ষুগণ! যদি অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকগণ তোমাদের এরূপ জিজ্ঞাসা করে– বন্ধুগণ! কিরূপে অবস্থানের দ্বারা শ্রমণ গৌতম বর্ষাবাস অতিক্রম করেন? এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে ভিক্ষুগণ! তোমরা সেই অন্যতীর্থিয় পরিব্রাজকদেরকে এরূপ ব্যাখ্যা করবে– 'বন্ধুগণ! আনাপানস্মৃতি সমাধির মাধ্যমে ভগবান বর্ষাবাস অতিক্রম করেন।'

৮। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আমি স্মৃতি যোগে শ্বাস গ্রহণ করি এবং স্মৃতি যোগে শ্বাস ত্যাগ করি। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণকালে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানি; দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগকালে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানি; হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণকালে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানি, আর হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগকালে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও আমি প্রকৃষ্টরূপে জানি; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; এবং 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি; এবং 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করি; 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব', ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করি।

৯। ভিক্ষুগণ! তাই কেউ মন্তব্য করার সময় এ বিষয়ে যথার্থই বলে যে ইহা 'আর্যবিহার', ইহা 'ব্রহ্মবিহার' ও ইহাই 'তথাগত বিহার'। তাহলে আনাপানস্মৃতি সমাধি সম্পর্কেও সে যথার্থরূপে বলে যে ইহা 'আর্যবিহার', ইহা 'ব্রহ্মবিহার' ও ইহাই 'তথাগত বিহার'।

১০। ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুগণ শৈক্ষ্য, এখনো লক্ষ্য অর্জন করেনি এবং অনুত্তর যোগক্ষেম প্রার্থনা করতে করতে অবস্থান করে, তাদের আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য তা সংবর্তিত হয়।

১১। ভিক্ষুগণ! যে ভিক্ষুগণ অরহত, ক্ষীণাস্রব, উদ্‌যাপিত জীবন, করণীয়কৃত, ভার অবনমিত, নিজ কল্যাণ প্রাপ্ত, যাদের ভবসংযোজন পরিক্ষীণ এবং যারা সম্যকরূপে বিমুক্ত, তাদের আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ইহ জীবনে সুখে অবস্থানের জন্য এবং স্মৃতি সম্পজ্ঞানতার জন্যই সংবর্তিত হয়।

১২। ভিক্ষুগণ! তাই কেউ মন্তব্য করার সময় যথার্থই বলে যে ইহা 'আর্যবিহার', ইহা 'ব্রহ্মবিহার' ও ইহাই 'তথাগত বিহার'। তাহলে আনাপানস্মৃতি সমাধি সম্পর্কেও সে যথার্থরূপে বলে যে ইহা 'আর্যবিহার', ইহা 'ব্রহ্মবিহার' ও ইহাই তথাগত বিহার'। আবুসো, মহানাম! এই ধর্মপর্যায় আপনার এরূপে জ্ঞাতব্য, যথা– শৈক্ষ্য বিহার একরকম এবং তথাগত বিহার আরেক রকম।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) প্রথম আনন্দ সূত্র

৯৮৯.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন– "ভন্তে! একধর্ম আছে কি? যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দুই ধর্ম পরিপূর্ণ হয়?"

২। "হে আনন্দ! একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়।”

৩। “ভন্তে! কিরূপ একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দুই ধর্ম পরিপূর্ণ হয়?”

৪। “হে আনন্দ! আনাপানস্মৃতি সমাধি হচ্ছে একধর্ম যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়, এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।

৫। আনন্দ! কিরূপে আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়? আনন্দ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে ‘দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি’ বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে ‘দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি’ বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে ‘হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি’ বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে ‘হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি’ বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং ‘সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; আর ‘সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপও শিক্ষা করে; ‘কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; ‘প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ আর ‘প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপও শিক্ষা করে; ‘সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; ‘চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ আর ‘চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; এবং ‘চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব’, ‘চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব’ আর ‘চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপও শিক্ষা করে; ‘উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব’ এবং ‘উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; ‘একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপও শিক্ষা করে; ‘বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব’ আর ‘বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; ‘অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; এবং ‘বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’, ‘বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ ও ‘নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; আর ‘নিরোধানুদর্শী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে।

৬। আনন্দ! যে সময় ভিক্ষুটি দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করে তখন 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ কালে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ কালে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ কালে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে। আনন্দ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ আনন্দ! এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে আমি কায়িক অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু আনন্দ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৭। আনন্দ! যে সময়ে ভিক্ষুটি 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ আনন্দ! এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তম মনোনিবেশকে আমি বেদনার অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু আনন্দ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৮। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে আর 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আনন্দ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ আনন্দ! আমি বলি এই আনাপানস্মৃতি সমাধি বিস্মরণশীল ও অসম্প্রজ্ঞানী নয়। তদ্ধেতু আনন্দ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৯। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'আমি অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। সে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদির প্রহাণ করে ও প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আগ্রহহীন হয়। তদ্ধেতু আনন্দ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

১০। আনন্দ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়।

১১। হে আনন্দ! কিরূপে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়? যেই সময়ে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। আর যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাপিত হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যাঙ্গ আরব্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১২। সে সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে (বিষয়কে) প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা (গবেষণা) করে। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা করে, সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ লাভ হয়। সেই সময়ে ভিক্ষু ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১৩। তার সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সূক্ষাতিসূক্ষভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরদ্ধ ও সক্রিয় হয়। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সূক্ষাতিসূক্ষভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরদ্ধ ও সক্রিয় হয়; সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৪। আরদ্ধ বীর্যের নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়। আনন্দ! যেই সময়ে আরদ্ধ বীর্য ভিক্ষুর নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে তার প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সে প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৫। প্রীতিমনার কায় ও চিত্ত উভয়ই প্রশান্ত হয়। আনন্দ! যেই সময়ে প্রীতিমনা ভিক্ষুর কায় ও মন (চিত্ত) উভয়ই প্রশান্ত হয়, সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৬। প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। আনন্দ! যেই সময়ে প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সেই সময়ে তার সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৭। সে সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়, সেই সময়ে তার উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৮। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাতি হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

(প্রথম স্মৃতিপ্রস্থানের ন্যায় বিস্তারিতব্য)

১৯। সে সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন হয়, সেই সময়ে তার উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। আনন্দ! এরূপেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।

২০। আনন্দ! কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়? আনন্দ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। আনন্দ! এরূপেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) দ্বিতীয় আনন্দ সূত্র

৯৯০.১। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান এরূপ বললেন– "হে আনন্দ! একধর্ম আছে কি যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়?"

২। "ভন্তে! ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত (প্রকাশ) করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৩। "হে আনন্দ! একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়।

৪। আনন্দ! কিরূপ একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়? আনন্দ! আনাপানস্মৃতি সমাধি হচ্ছে একধর্ম যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়, এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।

৫। আনন্দ! কিরূপে আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়? আনন্দ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে।

৬। আনন্দ! যে সময় ভিক্ষুটি দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করে তখন 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ কালে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ কালে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ কালে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে। আনন্দ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ আনন্দ! এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে আমি কায়িক অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আনন্দ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৭। আনন্দ! যে সময়ে ভিক্ষুটি 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ আনন্দ! এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তম মনোনিবেশকে আমি বেদনার অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু আনন্দ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৮। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে আর 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ আনন্দ! আমি বলি এই আনাপানস্মৃতি সমাধি বিস্মরণশীল ও অসম্প্রজ্ঞানী নয়। তদ্ধেতু আনন্দ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৯। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'আমি অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। আনন্দ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপনোদন পূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। সে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদির প্রহাণ করে ও প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আগ্রহহীন হয়। তদ্ধেতু আনন্দ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

১০। আনন্দ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়।

১১। হে আনন্দ! কিরূপে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়? যেই সময়ে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। আর যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাপিত হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যাঙ্গ আরব্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১২। সে সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে (বিষয়কে) প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা (গবেষণা) করে। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা করে, সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ লাভ হয়। সেই সময়ে ভিক্ষু ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৩। তার সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সূক্ষাতিসূক্ষভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরব্ধ ও সক্রিয় হয়। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সূক্ষাতিসূক্ষভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরব্ধ ও সক্রিয় হয়; সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্যসম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৪। আরব্ধ বীর্যের নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়। আনন্দ! যেই সময়ে আরব্ধ বীর্য ভিক্ষুর নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে তার প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সে প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৫। প্রীতিমনার কায় ও চিত্ত উভয়ই প্রশান্ত হয়। আনন্দ! যেই সময়ে প্রীতিমনা ভিক্ষুর কায় ও মন (চিত্ত) উভয়ই প্রশান্ত হয়, সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ হয়; সেই সময়ে সে প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৬। প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। আনন্দ! যেই সময়ে প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সেই সময়ে তার সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৭। সে সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়, সেই সময়ে তার উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৮। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাতি হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

(প্রথম স্মৃতিপ্রস্থানের ন্যায় বিস্তারিতব্য)

১৯। সে সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন হয়, সেই সময়ে তার উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। আনন্দ! এরূপেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।

২০। আনন্দ! কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়? আনন্দ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। আনন্দ! এরূপেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) প্রথম ভিক্ষু সূত্র

৯৯১.১। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানকে এরূপ বললেন– "ভন্তে! একধর্ম আছে কি যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়?

২। "হে ভিক্ষুগণ! একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়।"

৩। "ভন্তে! কিরূপ একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দুই ধর্ম পরিপূর্ণ হয়?"

৪। "হে ভিক্ষুগণ! আনাপানস্মৃতি সমাধি হচ্ছে একধর্ম যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়, এবং সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।

৫। ভিক্ষুগণ! কিরূপে আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে।

৬। ভিক্ষুগণ! যে সময় ভিক্ষুটি দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করে তখন 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ কালে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ কালে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ কালে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ ভিক্ষুগণ! এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে আমি কায়িক অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৭। ভিক্ষুগণ! যে সময়ে ভিক্ষুটি 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ ভিক্ষুগণ! এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তম মনোনিবেশকে আমি বেদনার অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৮। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে আর 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ ভিক্ষুগণ! আমি বলি এই আনাপানস্মৃতি সমাধি বিস্মরণশীল ও অসম্প্রজ্ঞানী নয়। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৯। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'আমি অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। সে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদির প্রহাণ করে ও প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আগ্রহহীন হয়। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্প্রজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

১০। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়।

১১। হে ভিক্ষুগণ! কিরূপে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়? যেই সময়ে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। আর যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাপিত হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যাঙ্গ আরব্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১২। সে সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে (বিষয়কে) প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(গবেষণা) করে। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা করে, সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ লাভ হয়। সেই সময়ে ভিক্ষু ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৩। তার সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সূক্ষাতিসূক্ষভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরদ্ধ ও সক্রিয় হয়। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সূক্ষাতিসূক্ষভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরদ্ধ ও সক্রিয় হয়; সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৪। আরদ্ধ বীর্যের নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়। আনন্দ! যেই সময়ে আরদ্ধ বীর্য ভিক্ষুর নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে তার প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সে প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৫। প্রীতিমনার কায় ও চিত্ত উভয়ই প্রশান্ত হয়। আনন্দ! যেই সময়ে প্রীতিমনা ভিক্ষুর কায় ও মন (চিত্ত) উভয়ই প্রশান্ত হয়, সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৬। প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। আনন্দ! যেই সময়ে প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সেই সময়ে তার সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৭। সে সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়, সেই সময়ে তার উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৮। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাতি হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লাভ করে।

(প্রথম স্মৃতিপ্রস্থানের ন্যায় বিস্তারিতব্য)

১৯। সে সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন হয়, সেই সময়ে তার উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।

২০। ভিক্ষুগণ! কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) দ্বিতীয় ভিক্ষু সূত্র

৯৯২.১। অতঃপর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণকে ভগবান এরূপ বললেন– "হে ভিক্ষুগণ! একধর্ম আছে কি যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়?"

২। "ভন্তে! ভগবান হচ্ছেন আমাদের মূল, ধর্ম উপদেষ্টা ও প্রতিশরণ। ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান এই ভাষিত বিষয়ের অর্থ প্রতিভাত (প্রকাশ) করেন। ভগবান হতে শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ তা ধারণ করবেন।"

৩। "হে ভিক্ষুগণ! একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দ্বিবিধ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়।

৪। ভিক্ষুগণ! কিরূপ একধর্ম আছে যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি ধর্ম পরিপূর্ণ হয়, সেই চারি ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্তধর্ম পরিপূর্ণ হয় এবং সপ্তধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে দুই ধর্ম পরিপূর্ণ হয়? ভিক্ষুগণ! আনাপানস্মৃতি সমাধি হচ্ছে একধর্ম যা ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়। চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়, এবং সপ্ত

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।

৫। ভিক্ষুগণ! কিরূপে আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে।

৬। ভিক্ষুগণ! যে সময় ভিক্ষুটি দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করে তখন 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ কালে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ কালে 'হ্রস্ব শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ কালে 'হ্রস্ব শ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপে শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপেও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ ভিক্ষুগণ! এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে আমি কায়িক অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৭। ভিক্ষুগণ! যে সময়ে ভিক্ষুটি 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ ভিক্ষুগণ! এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের উত্তম মনোনিবেশকে আমি বেদনার অপরিহার্য বিষয় বলি। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক বেদনায় বেদনানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৮। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'উৎফুল্ল চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে আর 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'বিমুক্ত চিত্তে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। তা কি কারণে? কারণ ভিক্ষুগণ! আমি বলি এই আনাপানস্মৃতি সমাধি বিস্মরণশীল ও অসম্প্রজ্ঞানী নয়। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক চিত্তে চিত্তানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

৯। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে ভিক্ষুটি 'আমি অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করব’ ও ‘অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; ‘বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’ আর ‘বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; এবং ‘নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ‘নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপ শিক্ষা করে; এবং ‘ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব’ ও ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব’ এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! সেই সময়ে ভিক্ষু উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে। সে অভিধ্যা-দৌর্মনস্যাদির প্রহাণ করে ও প্রজ্ঞা দ্বারা দর্শন করে তার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আগ্রহহীন হয়। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ভিক্ষুটি সেই সময়ে উদ্যমশীল, সম্পজ্ঞানী ও স্মৃতিমান হয়ে এবং জগতে অভিধ্যা ও দৌর্মনস্য অপনোদন পূর্বক ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে।

১০। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে চারি স্মৃতিপ্রস্থান পরিপূর্ণ হয়।

১১। হে ভিক্ষুগণ! কিরূপে চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়? যেই সময়ে ভিক্ষু কায়ে কায়ানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। আর যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাপিত হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যাঙ্গ আরব্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১২। সে সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে (বিষয়কে) প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা (গবেষণা) করে। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেইরূপে স্মৃতিমান হয়ে অবস্থানকালে সেই ধর্মকে প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ করে, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করে এবং পরীক্ষা করে, সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ লাভ হয়। সেই সময়ে ভিক্ষু ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৩। তার সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সূক্ষাতিসূক্ষভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরব্ধ ও সক্রিয় হয়। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেই ধর্ম প্রজ্ঞা দ্বারা নিরীক্ষণ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান এবং সূক্ষাতিসূক্ষভাবে পরীক্ষার দরুন তার বীর্য আরব্ধ ও সক্রিয় হয়; সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ আরব্ধ হয়, সেই সময়ে ভিক্ষু বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৪। আরব্ধ বীর্যের নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়। আনন্দ! যেই সময়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আরদ্ধ বীর্য ভিক্ষুর নিরামিষ প্রীতি উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে তার প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সে প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রীতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

১৫। প্রীতিমনার কায় ও চিত্ত উভয়ই প্রশান্ত হয়। আনন্দ! যেই সময়ে প্রীতিমনা ভিক্ষুর কায় ও মন (চিত্ত) উভয়ই প্রশান্ত হয়, সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর প্রশান্তি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৬। প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়। আনন্দ! যেই সময়ে প্রশান্তকায় সুখী ভিক্ষুর চিত্ত সমাধিস্থ হয়, সেই সময়ে তার সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৭। সে সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সেরূপ সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়, সেই সময়ে তার উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়।

১৮। ভিক্ষুগণ! যেই সময়ে ভিক্ষু বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে অবস্থান করে, সেই সময়ে একাগ্রমনা ভিক্ষুর স্মৃতি শিথিল হয় না। যেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি উপস্থাতি হয় এবং শিথিল হয় না, সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে ভিক্ষু স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত (অনুশীলন) করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পূর্ণতা লাভ করে।

(প্রথম স্মৃতিপ্রস্থানের ন্যায় বিস্তারিতব্য)

১৯। সে সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন (অনুৎসাহী) হয়। আনন্দ! যেই সময়ে ভিক্ষু সমাহিত চিত্তের প্রতি সর্বতোভাবে আগ্রহহীন হয়, সেই সময়ে তার উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ আরদ্ধ হয়; সেই সময়ে সে উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে এবং সেই সময়ে ভিক্ষুর উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবনা পরিপূর্ণ হয়। ভিক্ষুগণ! এরূপেই চারি স্মৃতিপ্রস্থান ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে সপ্ত বোধ্যঙ্গ পরিপূর্ণ হয়।

২০। ভিক্ষুগণ! কিরূপে সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী স্মৃতিসম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। একইভাবে ভিক্ষু বিবেক নিশ্রিত, বিরাগ নিশ্রিত, নিরোধ নিশ্রিত ও বিসর্জন পরিণামী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ধর্মবিচয় সম্বোধ্যঙ্গ, বীর্য সম্বোধ্যঙ্গ, স্মৃতি সম্বোধ্যঙ্গ, সমাধি সম্বোধ্যঙ্গ ও উপেক্ষা সম্বোধ্যঙ্গ ভাবিত করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই সপ্ত বোধ্যঙ্গ ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে বিদ্যা ও বিমুক্তি পরিপূর্ণ হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) সংযোজন প্রহাণ সূত্র

৯৯৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহাণের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহাণের জন্য সংবর্তিত হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহাণের জন্য সংবর্তিত হয়।" সপ্তম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৮) অনুশয় মূলোৎপাটন সূত্র

৯৯৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনুশয় মূলোৎপাটনের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহলীকৃত হলে তা অনুশয় মূলোৎপাটনের জন্য সংবর্তিত হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহলীকৃত হলে তা অনুশয় মূলোৎপাটনের জন্য সংবর্তিত হয়।" অষ্টম সূত্র।

(৯) দীর্ঘপথ পরিজ্ঞান সূত্র

৯৯৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা দীর্ঘপথ (নির্বাণ পথ) উপলব্ধির জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণ পথ উপলব্ধির (জানার) জন্য সংবর্তিত হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বাণ পথ উপলব্ধির (জানার) জন্য সংবর্তিত হয়।" নবম সূত্র।

(১০) আস্রবক্ষয় সূত্র

৯৯৬.১। আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়। ভিক্ষুগণ! কিরূপে আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহাণের জন্য, অনুশয় মূল উৎপাটনের জন্য, নির্বাণ পথ উপলব্ধির (জানার) জন্য ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়?

২। ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে ভিক্ষু অরণ্যে বৃক্ষমূলে অথবা কোন নির্জন গৃহে গিয়ে দেহকে ঋজুভাবে রেখে সম্মুখে স্মৃতি উপস্থাপিত করে পদ্মাসনে উপবেশন করে। তদাবস্থায় সে স্মৃতিমান হয়ে শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে। দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলে 'দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে, হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করলে 'হ্রস্বশ্বাস গ্রহণ করছি' বলে প্রকৃষ্টরূপে জানে; আর হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করলে 'হ্রস্বশ্বাস ত্যাগ করছি' বলেও সে প্রকৃষ্টরূপে জানে; এবং 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'সর্বকায়ে অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'কায়সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'প্রীতি অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'সুখানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'সুখানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'চিত্তের সংস্কার অনুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস গ্রহণ করব', 'চিত্তের সংস্কার প্রশান্ত করে শ্বাস ত্যাগ করব' আর 'চিত্তানুভব করে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'চিত্তানুভব করে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' এবং 'উৎফুল্ল চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'একাগ্র চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে; 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস গ্রহণ করব' আর 'বিমুক্ত চিত্তে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'অনিত্যানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব', 'বিরাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' ও 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' এরূপ শিক্ষা করে; আর 'নিরোধানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপ শিক্ষা করে; এবং 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস গ্রহণ করব' ও 'ত্যাগানুদর্শী হয়ে শ্বাস ত্যাগ করব' এরূপও শিক্ষা করে। ভিক্ষুগণ! এরূপেই আনাপানস্মৃতি সমাধি ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সংযোজন প্রহাণের জন্য, অনুশয় মূল উৎপাটনের জন্য, নির্বাণ পথ উপলব্ধি (জানার) জন্য ও আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।" দশম সূত্র।

দ্বিতীয় বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ইচ্ছানঙ্গল, সন্দেহ ও অপর আনন্দ সূত্র দ্বয়;
ভিক্ষু দ্বয়, সংযোজন, অনুশয়, নির্বাণ পথ ও আস্রবক্ষয় হয়॥

আনাপান সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১। স্রোতাপত্তি সংযুক্ত

১. বেলুদ্বার বর্গ

(১) চক্রবর্তী রাজা সূত্র

৯৯৭.১। শ্রাবস্তী নিদান। তথায় ভগবান ভিক্ষুদেরকে আহ্বান করে এরূপ বললেন– "হে ভিক্ষুগণ! যদিও বা চক্রবর্তী রাজা বিশাল ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়ে চারি দ্বীপে রাজত্ব করে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে তাবতিংস দেবতাদের সহচর্যে উৎপন্ন হন। তিনি সেখানে অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দিব্য পঞ্চ কামগুণে সমর্পিত, অলংকৃত হয়ে নিজ চিত্ত বিনোদন করেন। কিন্তু তিনি চারি ধর্মে অসমন্নাগত থাকেন বিধায় তিনি নিরয়, তির্যক, প্রেত এবং অপায় দুর্গতি বিনিপাত হতে মুক্ত হতে পারেন না।

২। ভিক্ষুগণ! পক্ষান্তরে যদিও বা আর্যশ্রাবক শুধু মাত্র ভিক্ষান্নতে জীবন যাপন করে এবং জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে, সে চারি ধর্মে গুণান্বিত থাকে বিধায় নিরয়, তির্যক, প্রেত এবং অপায় দুর্গতি বিনিপাত হতে পরিমুক্ত হয়।

৩। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়– 'সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' তিনি ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। সে এই চারি ধর্মে সমৃদ্ধ হয়। ভিক্ষুগণ! যে ব্যক্তি চর্তুদ্বীপ লাভ করেছে এবং পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি এই চারিগুণধর্ম অর্জন করেছে, সেই চর্তুদ্বীপ অর্জন চারি গুণধর্মের ষোল ভাগের একভাগও হয় না।" প্রথম সূত্র।

(২) ব্রহ্মচর্যে নিমগ্ন সূত্র

৯৯৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! চতুর্বিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়। 'সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' সে ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। ভিক্ষুগণ! এই চতুর্বিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলে অতঃপর সুগত আবার এই গাথা ভাষণ করলেন–

শ্রদ্ধা ও শীল আছে যাদের প্রসাদ ধর্মদর্শনে;
যথাকালে সুখ লভেন তারা ব্রহ্মচর্য আচরণে॥" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) দীর্ঘাবু উপাসক সূত্র

৯৯৯.১। এক সময় ভগবান রাজগৃহে কলন্দক নিবাপে বেলুবনে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে দীর্ঘাবু উপাসক অসুস্থ, দুঃখীত এবং ভীষণ রোগে পীড়িত ছিলেন। অতঃপর দীর্ঘাবু উপাসক তার পিতা গৃহপতি জ্যোতিককে ডেকে বললেন– "হে পিত! আপনি যেথায় ভগবান আছেন তথায় উপস্থিত হয়ে আমার কথা বলে ভগবানের পায়ে নতশিরে বন্দনা করে বলেন– 'ভন্তে! দীর্ঘাবু উপাসক অসুস্থ, দুঃখীত এবং ভীষণ রোগে যন্ত্রনায় পীড়িত হয়েছে। সে ভগবানের পায়ে নতশিরে বন্দনা করছে।' এরূপ বলার পর ভগবানকে বলবেন– 'ভন্তে! তা উত্তম হয়, যদি ভগবান অনুকম্পা পূর্বক দীর্ঘাবু উপাসকের নিবাসে গমন করেন।'" "তাই হোক তাত!" বলে গৃহপতি জ্যোতিক দীর্ঘাবু উপাসককে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি জ্যোতিক ভগবানকে এরূপ বললেন– "ভন্তে! দীর্ঘাবু উপাসক অসুস্থ, দুঃখীত এবং ভীষণ রোগে যন্ত্রনায় পীড়িত হয়েছে। সে ভগবানের পায়ে নতশিরে বন্দনা করছে। তিনি আরও এরূপ বললেন– 'ভন্তে!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তা উত্তম হয়, যদি ভগবান অনুকম্পা পূর্বক দীর্ঘাবু উপাসকের নিবাসে গমন করেন।'" তখন ভগবান মৌনভাবে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

২। অতঃপর ভগবান পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে ও পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে দীর্ঘাবু উপাসকের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। সেখানে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলেন। উপবেশনের পর ভগবান দীর্ঘাবু উপাসককে এরূপ বললেন–

৩। "হে দীর্ঘাবু! তোমার রোগ উপশম হচ্ছে কি? আগের চেয়ে সুস্থ লাগছে কি? তোমার দুঃখ বেদনা বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাচ্ছে কি? তোমার ব্যাধি বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস হওয়ার কোন লক্ষণ কি দেখা যাচ্ছে?"

৪। "ভন্তে! আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থ অনুভব করছি না, আমার রোগের যাতনা না কমে বাড়ছে আর হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণও নাই, বরঞ্চ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।"

৫। "দীর্ঘাবু! তাহলে তোমার এরূপ শিক্ষা করা উচিত– 'আমি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্বিত হব– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' আমি ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হব– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আমি অখন্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হব। দীর্ঘাবু! তোমার এরূপই শিক্ষা করা উচিত।"

৬। "ভন্তে! ভগবান কর্তৃক যেই চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গ দেশিত হয়েছে, সেই ধর্মসমূহ আমার নিকট বিদ্যমান এবং আমি সেই ধর্মসমূহ প্রত্যক্ষ (দর্শন) করি। ভন্তে! আমি বুদ্ধের প্রতি এরূপ অবিচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন, যথা– 'সেই ভগবান অরহত, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' আমি ধর্মের প্রতিও এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধা সম্পন্ন– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও আমি এরূপ অবিচল শ্রদ্ধাসম্পন্ন– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আমি অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত।"

৭। "দীর্ঘাবু! তাহলে তুমি এই চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ছয় বিদ্যাভাগীয় ধর্মসমূহ উত্তরোত্তর ভাবনা বা অনুশীলন কর। এক্ষেত্রে তুমি সমস্ত সংস্কারের প্রতি অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান কর, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞী হও এবং দুঃখে অনাত্মাসংজ্ঞী, প্রহাণসংজ্ঞী, বিরাগসংজ্ঞী ও নিরোধসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান কর। দীর্ঘাবু! তোমার এরূপই শিক্ষা করা উচিত।"

৮। "ভন্তে! ভগবান কর্তৃক এই যে ছয় বিদ্যাভাগীয় ধর্মসমূহ দেশিত হয়েছে, সেই ধর্মসমূহ আমার নিকট বিদ্যমান। আমি সেই ধর্মসমূহও প্রত্যক্ষ করি। ভন্তে! আমি সকল সংস্কারে অনিত্যানুদর্শী হয়ে অবস্থান করি, অনিত্যতে দুঃখসংজ্ঞী এবং দুঃখে অনাত্মাসংজ্ঞী, প্রহাণসংজ্ঞী, বিরাগসংজ্ঞী ও নিরোধসংজ্ঞী হয়ে অবস্থান করি। ভন্তে! আমার এরূপ চিত্ত উদয় হয়, অধিকন্তু আমার পিতা জ্যোতিক গৃহপতি আমার মৃত্যুর দরুন শোকগ্রস্থ না হোক।"

৯। "তখন পিতা জ্যোতিক বললেন– ওহে তাত, দীর্ঘাবু! তুমি এরূপ মানসিকতা পোষণ করো না। তাত, দীর্ঘাবু! ভগবান যে উপদেশ দিলেন, তুমি তাতেই উত্তমরূপেই মনোযোগ দাও।"

১০। অতঃপর ভগবান দীর্ঘাবু উপাসককে এই উপদেশ প্রদান করে আসন হতে উঠে চলে গেলেন। এদিকে দীর্ঘাবু উপাসক ভগবান চলে যাওয়ার অনতিবিলম্বে মৃত্যু বরণ করলেন। অনন্তর বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষুগণ ভগবানকে এরূপ বললেন–

১১। "ভন্তে! যে দীর্ঘাবু নামক উপাসক ভগবান কর্তৃক সংক্ষিপ্ত উপদেশে উপদিষ্ট হয়েছিলেন, তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। ভন্তে! তাঁর কোন গতি হয়েছে এবং কোন লোকে উৎপন্ন হয়েছেন?"

১২। "হে ভিক্ষুগণ! দীর্ঘাবু উপাসক পন্ডিত ছিল। সে ধর্মানুধর্মে জীবন যাপন করেছিল। সে আমাকে ধর্মাধিকরণের দ্বারা বিরক্ত করেনি। ভিক্ষুগণ! দীর্ঘাবু উপাসক পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ পরিক্ষয় (পরিহার) করে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপপাতিকরূপে জন্ম ধারণ করেছে এবং অনাবর্তিতধর্মী[১] সেই লোকে (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মালোকে) পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবে।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) প্রথম শারিপুত্র সূত্র

১০০০.১। একসময় আয়ুষ্মান শারিপুত্র এবং আয়ুষ্মান আনন্দ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিন্ডিকের নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ সন্ধ্যা সময়ে নির্জনতা (ধ্যান) হতে উঠে আয়ুষ্মান শারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান শারিপুত্রের সাথে কুশল বিনিময় ও প্রীতিপূর্ণ আলাপ করলেন। কুশল বিনিময় ও প্রীত্যালাপের পর একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে এরূপ বললেন–

২। "হে আবুসো, শারিপুত্র! কয়টি গুণধর্মে সমন্নাগত বিধায় এরূপে আমরা ও প্রজাগণ (সত্ত্বগণ) ভগবান কর্তৃক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছি?"

৩। "আবুসো আনন্দ! চারিবিধ গুণধর্মে সমন্নাগত বিধায় এরূপে আমরা ও প্রজাগণ (সত্ত্বগণ) ভগবান কর্তৃক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণরূপে ব্যাখ্যাত হয়েছি।"

৪। সেই চারি প্রকার কি কি? আবুসো! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়– 'সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। আবুসো! এই চারিবিধ গুণধর্মে সমন্নাগত বিধায় এরূপে আমরা ও প্রজাগণ

---

[১]। যেই লোকে বা জগতে জন্ম গ্রহণ করলে এক জন্ম হতে আর জন্মান্তর বা অন্য জন্ম গ্রহণ করায় না তাকে অনাবর্তিতধর্মী বলে। অর্থাৎ শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোককে অনাবর্তিতধর্মী বলা হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(সত্ত্বগণ) স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণরূপে ভগবান কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়েছি।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) দ্বিতীয় শারিপুত্র সূত্র

১০০১.১। অতপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র যেথায় ভগবান আছেন তথায় উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে ভগবান এরূপ বললেন–

২। "হে শারিপুত্র! এই যে 'স্রোতাপত্তির অঙ্গ, স্রোতাপত্তির অঙ্গ' বলা হয়। সেই স্রোতাপত্তির অঙ্গ কিরূপ?"

৩। "ভন্তে! সৎপুরুষের সংসর্গই হচ্ছে স্রোতাপত্তির অঙ্গ। সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করা এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ করাও স্রোতাপত্তির অঙ্গ।"

৪। "সাধু, শারিপুত্র সাধু! সৎপুরুষের সংসর্গই হচ্ছে স্রোতাপত্তির অঙ্গ। সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোনিবেশ করা এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ করাও স্রোতাপত্তির অঙ্গ।

৫। শারিপুত্র! এই যে, 'স্রোত, স্রোত' বলা হয়। সেই স্রোত কিরূপ?"

৬। "ভন্তে! এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই হচ্ছে স্রোত, যেমন– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব (জীবিকা), সম্যক ব্যায়াম (প্রচেষ্টা), সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।"

৭। "সাধু, শারিপুত্র সাধু! এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই হচ্ছে স্রোত, যেমন– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক আজীব (জীবিকা), সম্যক ব্যায়াম (প্রচেষ্টা), সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

৮। শারিপুত্র! এই যে 'স্রোতাপন্ন, স্রোতাপন্ন' বলা হয়। সেই স্রোতাপন্ন কিরূপ?"

৯। "ভন্তে! যে এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের দ্বারা সুসমন্নাগত তাকেই স্রোতাপন্ন বলা হয় এবং সেই আয়ুষ্মান এই নাম ও এই গোত্রেই অভিহিত হয়।"

১০। "সাধু, শারিপুত্র সাধু! যে এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের দ্বারা সুসমন্নাগত তাকেই স্রোতাপন্ন বলা হয় এবং সেই আয়ুষ্মান এই নাম ও এই গোত্রেই অভিহিত হয়।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) স্থপতি সূত্র

১০০২.১। শ্রাবস্তী নিদান। 'চীবর প্রস্তুত হলে ভগবান তিন মাসের পর পর্যটনে গমন করবেন' এই ভেবে সেই সময়ে বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবর প্রস্তুত করতে লাগলেন। সেই সময়ে ঋষিদত্ত ও পোরাণ এই দুজন স্থপতি কোন কার্য উপলক্ষ্যে সাধুকে অবস্থান করছিলেন। তারা দুজনে শুনতে পেলেন যে 'চীবর প্রস্তুত হলে ভগবান তিন মাসের পর পর্যটনের গমন করবেন' এই ভেবে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বহুসংখ্যক ভিক্ষু ভগবানের জন্য চীবর প্রস্তুত করছেন।

২। অতঃপর ঋষিদত্ত ও পোরাণ রাস্তায় এক ব্যক্তিকে এই বলে অপেক্ষা করতে বললেন যে– "ওহে পুরুষ! যখন তুমি ভগবান অরহত সম্যকসম্বুদ্ধকে আগমন করতে দেখবে তখন আমাদেরকে তা জানাবে।" সেই পুরুষ দুই তিনদিন সেখানে অপেক্ষার পর দূর হতে ভগবানকে আসতে দেখল। ভগবানকে আসতে দেখে ঋষিদত্ত ও পোরাণের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদেরকে এরূপ বলল– "ভন্তে! সেই ভগবান অরহত সম্যকসম্বুদ্ধ এদিক আসছেন। এখন আপনারা যা সময় মনে করেন।"

৩। অতঃপর ঋষিদত্ত ও পোরাণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে ভগবানের পিছনে পিছনে অনুস্মরণ করতে লাগলেন। অতঃপর ভগবান রাস্তা হতে নেমে কোন এক বৃক্ষমূলে গিয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। ঋষিদত্ত ও পোরাণ স্তপতি দ্বয় ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ঋষিদত্ত ও পোরাণ স্থপতি দ্বয় ভগবানকে এরূপ বললেন–

৪। "ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি শ্রাবস্তী হতে কোশল রাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দূর্মনা হয় যে– 'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন।' ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি শ্রাবস্তী হতে কোশল রাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দূর্মনা হয় যে– 'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।'

৫। ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি কোশল রাজ্য দিয়ে ভ্রমণের জন্য মল্লরাজ্যে গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দূর্মনা হয় যে– 'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন।' ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি কোশল রাজ্য দিয়ে ভ্রমণের জন্য মল্লরাজ্যে গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দূর্মনা হয় যে– 'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।'

৬। ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি মল্লরাজ্যে দিয়ে বজ্জী নগরে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দূর্মনা হয় যে– 'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন।' ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি মল্লরাজ্য দিয়ে বজ্জী নগরে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দূর্মনা হয় যে– 'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।'

৭। ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি বজ্জী নগর দিয়ে কাশীনগরে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরানন্দিত ও দুর্মনা হয় যে– 'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন।' ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি বজ্জী নগর দিয়ে কাশীনগরে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দুর্মনা হয় যে– 'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।'

৮। ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি কাশীনগর দিয়ে মগধরাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দুর্মনা হয় যে– 'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাবেন।' ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি কাশীনগর দিয়ে মগধরাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন নিরানন্দিত ও দুর্মনা হয় যে– 'ভগবান আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাচ্ছেন।'

৯। ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি মগধরাজ্য দিয়ে কাশীনগরে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্য পূর্ণ হয় যে– 'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হবেন।' ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি মগধরাজ্য দিয়ে কাশীনগরে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্য পূর্ণ হয় যে– 'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছেন।'

১০। ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি কাশীনগর দিয়ে বজ্জীনগরে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্য পূর্ণ হয় যে– 'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হবেন।' ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি কাশীনগর দিয়ে বজ্জীনগরে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্য পূর্ণ হয় যে– 'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছেন।'

১১। ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি বজ্জীনগর দিয়ে মল্লরাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্য পূর্ণ হয় যে– 'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হবেন।' ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি বজ্জীনগর দিয়ে মল্লরাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্য পূর্ণ হয় যে– 'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছেন।'

১২। ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি মল্লরাজ্য দিয়ে কোশলরাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্য পূর্ণ হয় যে– 'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হবেন।' ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি মল্লরাজ্য দিয়ে কোশলরাজ্যে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্য পূর্ণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয় যে– 'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছেন।'

১৩। ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি কোশলরাজ্য দিয়ে শ্রাবস্তীতে ভ্রমণের জন্য গমন করবেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্য পূর্ণ হয় যে– 'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হবেন।' ভন্তে! যখন আমরা শুনি যে– 'ভগবান নাকি কোশলরাজ্য দিয়ে শ্রাবস্তীতে ভ্রমণের জন্য গমন করছেন।' সেই সময়ে এই ভেবে আমাদের মন আনন্দিত ও সৌমনস্য পূর্ণ হয় যে– 'ভগবান আমাদের নিকটবর্তী হচ্ছেন।'"

১৪। "হে স্থপতিগণ! তদ্ধেতু গৃহজীবন হচ্ছে সম্বাধপূর্ণ (বাধাপূর্ণ) ও আবর্জনাপূর্ণ (স্থান), আর প্রব্রজ্যা জীবন হচ্ছে উন্মুক্ত আকাশের ন্যায়। স্থপতিগণ! তাই তোমাদের অপ্রমত্ত হওয়া উচিত।"

১৫। "ভন্তে! সম্বাধ (বাধা) হতে অন্য সম্বাধ ও সম্বাধতর এবং ভীষণতর সম্বাধতর আমাদের রয়েছে।"

১৬। "স্থপতিগণ! এই যে সম্বাধ (বাধা) হতে অন্য সম্বাধ ও সম্বাধতর এবং ভীষণতর সম্বাধতর তোমাদের রয়েছে, তা কিরূপ?"

১৭। "ভন্তে! এক্ষেত্রে যখন কোশল রাজ প্রসেনজিৎ উদ্যান ভ্রমণে যেতে ইচ্ছুক হন, তখন কোশল রাজ প্রসেনজিতের যে সকল আরোহন যোগ্য হস্তী আছে তা আমাদের সাজাতে হয়, তার পর রাজার প্রিয় ও মনোপূত যে পত্নী আছেন তাদের মধ্যে একজনকে সম্মুখে এবং আরেক জনকে পেছনে আমাদেরকেই বসাতে হয়। সেই ভগ্নিবৃন্দার কায়িক সুগন্ধ এরূপই, যেন সেই রাজকন্যাদের সুগন্ধে প্রসাধনাধার (সুগন্ধি দ্রব্য রাখার পেটরা) উন্মোচিত হয়েছে। সেই ভগ্নিবৃন্দার কায়িক স্পর্শ এরূপই, সুখে বর্ধিত সেই রাজকন্যাগণের স্পর্শ যেন পেঁজা (ধুনিত) তুলা বা কার্পাস তুলার ন্যায় কোমল। ভন্তে! সে সময়ে আমাদেরকে হস্তী ও সেই ভগ্নিদের রক্ষা করতে হয় এবং নিজেদেরও রক্ষা করতে হয়। সেই ভগ্নিদের প্রতি আমাদের কোন প্রকার পাপ চিত্ত উৎপন্ন হয়েছে বলে আমরা জানি না। ভন্তে! ইহাই হচ্ছে আমাদের সম্বাধ (বাধা) হতে অন্য সম্বাধ ও সম্বাধতর এবং ভীষণতর সম্বাধতর।"

১৮। "তদ্ধেতু স্থপতিগণ! গৃহজীবন হচ্ছে সম্বাধপূর্ণ (বাধাপূর্ণ) ও আবর্জনাপূর্ণ (স্থান), আর প্রব্রজ্যা জীবন হচ্ছে উন্মুক্ত আকাশের ন্যায়। তাই তোমাদের অপ্রমত্ত হওয়া উচিত। স্থপতিগণ! চারি গুণধর্মের দ্বারা সমন্নাগত আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

১৯। সেই চারি প্রকার কি কি? স্থপতিগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গাল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গালই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে বিগত মাৎসর্যমল চিত্তে মুক্ত হস্ত, উদার হস্ত, দানেরত, যাচঞাামাত্র দানে প্রস্তুত এবং দান বন্টনেরত হয়ে গৃহবাস করে। স্থপতিগণ! এই চারি গুণধর্মের দ্বারা সমন্নাগত আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

২০। স্থপতিগণ! তেমরা বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' তোমরা ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও তোমরা অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমন্নাগত– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গাল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গালই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' তোমাদের কুলগৃহে যা দান যোগ্য বিষয় আছে, সে সমস্ত শীলবান ও কল্যাণধর্মীদের সাথে অপ্রতি বিভক্তরূপে[১] দান দেয়া হয়। হে স্থপতিগণ! তা তোমরা কিরূপ মনে কর, কোশল রাজ্যে কত প্রকার মানুষ আছে, যারা দান বন্টনের দিক দিয়ে তোমাদের মতোন?"

২১। ভন্তে! তা আমাদের লাভ, তা আমাদের সুলদ্ধ যে ভগবান আমাদেরকে এরূপে যথাযথভাবে জানেন।" ষষ্ঠ সূত্র।

---

[১]। অপ্রতি বিভক্ত- এর অর্থ হচ্ছে 'ইহা আমাদের এবং ইহা ভিক্ষুদের জন্য এরূপ না বলে, বিভাগ না করে দান দেয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৭) বেলুদ্বার সূত্র

১০০৩.১। আমি এরূপ শুনেছি– এক সময় ভগবান মহাভিক্ষু সংঘের সাথে কোশল রাজ্যে পর্যটন করতে করতে যেখানে কোশলদের বেলুদ্বার নামক ব্রাহ্মণ গ্রাম সেখানে পোঁছলেন। বেলুদ্বারের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ শুনলেন যে, শাক্যকুল হতে প্রব্রজিত শাক্যপুত্র মাননীয় শ্রমণ গৌতম মহাভিক্ষু সংঘের সাথে কোশল রাজ্যে পর্যটন করতে করতে বেলুদ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। সেই ভগবান গৌতমের এরূপ কল্যাণ, যশ ও কীর্তি শব্দ প্রচার হয়েছে যে– 'সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' তিনি এই জগত সদেব বা দেবতাদের সঙ্গ সমার, স্বব্রহ্মলোক ও শ্রমণ-ব্রাহ্মণ প্রাণী ও দেব মনুষ্যদেরকে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা জ্ঞাত হয়ে প্রকাশ করেন। তিনি এমন ধর্ম দেশনা করেন যা আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, অন্তে কল্যাণ, স্বার্থক উপযুক্ত এবং কেবল পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে প্রকাশ করেন। সেরূপ অরহতের দর্শন মঙ্গল জনক।

২। অতঃপর বেলুদ্বারের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে কেউ কেউ ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। আর কেউ কেউ ভগবানের সঙ্গে প্রীতি সম্ভাষণ করলেন এবং প্রীতি সম্ভাষণ পূর্বক কুশল বিনিময় করে একপাশে বসলেন। কেউ কেউ ভগবানের দিকে অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে প্রণাম করে একপাশে বসলেন। আর কেউ কেউ ভগবানের নিকট নিজ নাম গোত্র উল্লেখ করে একপাশে বসলেন, এবং কেউ কেউ নিরবে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই বেলুদ্বারের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভগবানকে এরূপ বললেন– "মাননীয় গৌতম! আমরা এরূপ কামনা, ইচ্ছা ও অভিপ্রায় পোষণ করি, যথা– পুত্র সন্তানের ভীড়ে বা ভারাক্রান্ত হয়ে শয়ন ও অবস্থান করতে পারি; কাশীচন্দন লাভ করতে পারি; মালা-সুগন্ধি দ্রব্য বিলেপন ও ব্যবহার করতে পারি; সোনা-রূপাদি লাভ করতে পারি এবং মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হতে পারি। মাননীয় গৌতম! আমাদেরকে সেইরূপ ধর্ম দেশনা করুন, যাতে আমাদের কামনা, ইচ্ছা ও অভিপ্রায় সফল হয়, যথা– পুত্র সন্তানের ভীড়ে বা ভারাক্রান্ত হয়ে শয়ন ও অবস্থান করতে পারি; কাশীচন্দন লাভ করতে পারি; মালা-সুগন্ধি দ্রব্য বিলেপন ও ব্যবহার করতে পারি; সোনা-রূপাদি লাভ করতে পারি এবং মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হতে পারি।"

৪। "হে গৃহপতিগণ! আমি তোমাদেরকে আত্ম উপনায়িক ধর্মপর্যায় দেশনা করব। তা তোমরা উত্তমরূপে শ্রবণ ও মনোনিবেশ কর, আমি ভাষন করব।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। "হ্যাঁ মাননীয় গৌতম!" বলে সেই বেলুদ্বারের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। তখন ভগবান এরূপ বললেন–

৬। "গৃহপতিগণ! সেই আত্ম উপনায়িক ধর্মপর্যায় কিরূপ? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক এরূপ বিবেচনা করে– 'আমি প্রাণাকাঙ্খী, অমরণকামী (মরণেচ্ছাহীন), সুখকামী এবং দুঃখ পেতে পরমুখ।' এই যে আমি প্রাণাকাঙ্খী, অমরণকামী, সুখকামী এবং দুঃখ পেতে পরামুখ, তবুও যদি কেউ আমাকে হত্যা করে তবে তা আমার প্রিয় এবং মনোপূত হবে না। আমিও যদি কোন এমন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করি যিনি প্রাণাকাঙ্খী, অমরণকামী, সুখকামী এবং দুঃখ পেতে পরাম্মুখ, তাহলে তা সেই ব্যক্তিটির প্রিয় ও মনোপূত হবে না। যে বিষয় আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোপূত, সেই বিষয় অপরেরও অপ্রিয় এবং অমনোপূত, তাহলে আমার নিকট যেই বিষয় অপ্রিয় ও অমনোপূত তা কিরূপে অন্যের উপর চাপিয়ে দিব।' সে এরূপ চিন্তা পূর্বক নিজেকে প্রাণী হত্যা হতে বিরত রাখে এবং অপরকেও প্রাণী হত্যা হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। আর প্রাণী হত্যা হতে বিরত হওয়ার সুফল ভাষণ করে। এরূপে সে কায়িক আচরণের দিক হতে ত্রিবিধ পর্যায়ে পরিশুদ্ধ (ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ) হয়।

৭। পুনশ্চ, গৃহপতিগণ! আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করে– 'যে কেউ যদি আমার অদত্তবস্তু চুরি করে, তাহলে তা আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে না। আমিও যদি অপরের অদত্তবস্তু চুরি করি, তাহলে অপরের নিকটও তা অপ্রিয় অমনোজ্ঞ হবে। যেই বিষয় আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, অপরের নিকটও সেই বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তাহলে আমার নিকট যে বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, তা কিরূপে অন্যের উপর চাপিয়ে দিব।' সে এরূপ চিন্তা পূর্বক নিজেকে অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত রাখে এবং অপরকেও অদত্ত বস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। আর অদত্ত বস্তু গ্রহণ করা হতে বিরত হওয়ার সুফল ভাষণ করে। এরূপে সে কায়িক আচরণের দিক হতে ত্রিবিধ পর্যায়ে পরিশুদ্ধ (ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ) হয়।

৮। পুনশ্চ, গৃহপতিগণ! আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করে– 'যে কেউ যদি আমাকে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত করে, তাহলে তা আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে না। আমিও যদি অপরকে মিথ্যা কামাচারে লিপ্ত করি, তাহলে অপরের নিকটও তা অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হবে। যেই বিষয় আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, অপরের নিকটও সেই বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তাহলে আমার নিকট যে বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, তা কিরূপে অন্যের উপর চাপিয়ে দিব।' সে এরূপ চিন্তা পূর্বক নিজেকে মিথ্যা কামাচার হতে বিরত রাখে এবং অপরকেও মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। আর মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হওয়ার সুফল

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভাষণ করে। এরূপে সে কায়িক আচরণের দিক হতে ত্রিবিধ পর্যায়ে পরিশুদ্ধ (ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ) হয়।

৯। পুনশ্চ, গৃহপতিগণ! আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করে– 'যে কেউ যদি আমাকে মিথ্যা বাক্য ভাষণ করায়, তাহলে তা আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে না। আমিও যদি অপরকে মিথ্যা বাক্য ভাষণ করাই, তাহলে অপরের নিকটও তা অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ হবে। যেই বিষয় আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, অপরের নিকটও সেই বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তাহলে আমার নিকট যে বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, তা কিরূপে অন্যের উপর চাপিয়ে দিব।' সে এরূপ চিন্তা পূর্বক নিজেকে মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরত রাখে এবং অপরকেও মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। আর মিথ্যা বাক্য বলা হতে বিরত হওয়ার সুফল ভাষণ করে। এরূপে সে কায়িক আচরণের দিক হতে ত্রিবিধ পর্যায়ে পরিশুদ্ধ (ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ) হয়।

১০। পুনশ্চ, গৃহপতিগণ! আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করে– 'যে কেউ যদি আমাকে আমার বন্ধুদের সাথে বিভেদ মূলক বাক্য দ্বারা ভেদ সৃষ্টি করে দেয়, তাহলে তা আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে না। আমিও যদি অপরের বন্ধুদের সাথে বিভেদ মূলক বাক্য দ্বারা ভেদ সৃষ্টি করি, তাহলে অপরের নিকটও তা অপ্রিয় অমনোজ্ঞ হবে। যেই বিষয় আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, অপরের নিকটও সেই বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তাহলে আমার নিকট যে বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, তা কিরূপে অন্যের উপর চাপিয়ে দিব।' সে এরূপ চিন্তা পূর্বক নিজেকে বিভেদ মূলক বাক্য বলা বলা হতে বিরত রাখে এবং অপরকেও বিভেদ মূলক বাক্য বলা হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। আর বিভেদ মূলক বাক্য বলা হতে বিরত হওয়ার সুফল ভাষণ করে। এরূপে সে কায়িক আচরণের দিক হতে ত্রিবিধ পর্যায়ে পরিশুদ্ধ (ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ) হয়।

১১। পুনশ্চ, গৃহপতিগণ! আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করে– 'যে কেউ যদি আমাকে কর্কশ বাক্য ভাষণ করে, তাহলে তা আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে না। আমিও যদি অপরকে কর্কশ বাক্য ভাষণ করি, তাহলে অপরের নিকটও তা অপ্রিয় অমনোজ্ঞ হবে। যেই বিষয় আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, অপরের নিকটও সেই বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তাহলে আমার নিকট যে বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, তা কিরূপে অন্যের উপর চাপিয়ে দিব।' সে এরূপ চিন্তা পূর্বক নিজেকে কর্কশ বাক্য বলা হতে বিরত রাখে এবং অপরকেও কর্কশ বাক্য বলা হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। আর কর্কশ বাক্য বলা হতে বিরত হওয়ার সুফল ভাষণ করে। এরূপে সে কায়িক আচরণের দিক হতে ত্রিবিধ পর্যায়ে পরিশুদ্ধ (ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ) হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২। পুনশ্চ, গৃহপতিগণ! আর্যশ্রাবক এরূপ চিন্তা করে– 'যে কেউ যদি আমাকে সম্প্রলাপ বাক্য ভাষণ করে, তাহলে তা আমার প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে না। আমিও যদি অপরকে সম্প্রলাপ বাক্য ভাষণ করি, তাহলে অপরের নিকটও তা অপ্রিয় অমনোজ্ঞ হবে। যেই বিষয় আমার নিকট অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, অপরের নিকটও সেই বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ। তাহলে আমার নিকট যে বিষয় অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ, তা কিরূপে অন্যের উপর চাপিয়ে দিব।' সে এরূপ চিন্তা পূর্বক নিজেকে সম্প্রলাপ বাক্য বলা হতে বিরত রাখে এবং অপরকেও সম্প্রলাপ বাক্য বলা হতে বিরত থাকতে উপদেশ দেয়। আর সম্প্রলাপ বাক্য বলা হতে বিরত হওয়ার সুফল ভাষণ করে। এরূপেই সে কায়িক আচরণের দিক হতে ত্রিবিধ পর্যায়ে পরিশুদ্ধ (ত্রিকোটি পরিশুদ্ধ) হয়।

১৩। সে বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়– 'সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' ধর্মের প্রতিও সে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়।

১৪। গৃহপতিগণ! যেহেতু আর্যশ্রাবক এই সপ্তগুণে গুনান্বিত হয়ে এবং এই চারটি প্রত্যাশিত বিষয়ে সমন্নাগত হয়। তাই সে যদি আকাঙ্খা করে তবে নিজেকে নিজে এরূপ প্রকাশ করতে পারে যে– 'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'"

১৫। এরূপ উক্ত হলে বেলুদ্বারের ব্রাহ্মণ-গৃহপতিগণ ভগবানকে এরূপ বললেন– "আশ্চর্য মাননীয় গৌতম! অদ্ভুত মাননীয় গৌতম!! যেমন কেউ অধোমুখীকে উন্মুখী করে, আবৃতকে অনাবৃত করে, বিমূঢ়কে পথ নির্দেশ করে, অথবা অন্ধকারে তৈল প্রদীপ ধারণ করে যাতে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি রূপসমূহ দেখতে পায়; ঠিক এরূপেই মহানুভব গৌতম কর্তৃক বহু পর্যায়ে ও বিবিধ যুক্তিতে ধর্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রকাশিত হয়েছে। আমরা এই মহানুভব গৌতমের এবং তৎপ্রবর্তিত ধর্ম ও তৎপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘের শরণাগত হচ্ছি। হে মহানুভব গৌতম! আজ হতে আমাদেরকে আমরণ শরণাগত উপাসকরূপে অবধারণ করুন।" সপ্তম সূত্র।

(৮) প্রথম পাকা বাড়ি সূত্র

১০০৪.১। আমি এরূপ শুনেছি– একসময় ভগবান জ্ঞাতির (নাদিক জ্ঞাতি) ইষ্টক নির্মিত দালানে (পাকা বাড়িতে) অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভন্তে! সাল্হো নামক ভিক্ষু মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় উৎপন্ন হয়েছেন? নন্দা নাম্নী ভিক্ষুণী মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? সুদত্ত নামক উপাসকও কালগত হয়েছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? আর ভন্তে! সুজাতা নাম্নী উপাসিকাও মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন?"

৩। "হে আনন্দ! কালগত সাল্হো ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে চিত্ত বিমুক্তি আর প্রজ্ঞা বিমুক্তি এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞায় সাক্ষাৎ (উপলব্ধি) ও লাভ করে অবস্থান করেছিল। কালগতা নন্দা নাম্নী ভিক্ষুণী পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয়ে উপপাতিকরূপে উৎপন্ন হয়ে অনাবর্তিতধর্মী সেই লোকে (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনির্বাণ লাভ করবে। প্রয়াত সুদত্ত নামক উপাসক ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষীণত্ব (হ্রাস) হেতু সকৃদাগামী হয়েছে। সে ইহ লোকে একবার মাত্র আগমন বা জন্ম ধারণ করে দুঃখ অন্ত সাধন করবে। আর কালগত সুজাতা নাম্নী উপাসিকা ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়েছে।

৪। আনন্দ! ইহা অদ্ভুত কিছুই নয়, যথা মানুষ কালগত হলে আমার নিকট অন্যরা উপস্থিত হয়ে সেই সেই কালগতদের ব্যাপারে এরূপ জিজ্ঞাসা করবে। ইহা তথাগতের জন্য বিরক্তিকর। আনন্দ! সেজন্য আমি তোমাদেরকে ধর্ম দর্পন নামক ধর্মপর্যায় দেশনা করব। যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্খা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে– 'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'

৫। আনন্দ! সেই ধর্ম দর্পন নামক ধর্মপর্যায় কিরূপ; যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্খা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ?'

৬। আনন্দ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। আনন্দ! ইহাই হচ্ছে ধর্ম দর্পন নামক ধর্মপর্যায়; যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্খা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে– 'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'"

(পাকাবাড়ি তিনটি সূত্রের নিদান একই) অষ্টম সূত্র।

(৯) দ্বিতীয় পাকাবাড়ি সূত্র

১০০৫.১। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন– "ভন্তে! অশোক নামক ভিক্ষু মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় উৎপন্ন হয়েছেন? অশোকা নাম্নী ভিক্ষুণী মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? অশোক নামক উপাসকও কালগত হয়েছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? আর ভন্তে! অশোকা নাম্নী উপাসিকাও মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন?"

২। "হে আনন্দ! কালগত অশোক নামক ভিক্ষু আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব হয়ে চিত্ত বিমুক্তি আর প্রজ্ঞা বিমুক্তি এবং ইহ জীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা সাক্ষাৎ (উপলব্ধি) ও লাভ করে অস্থান করেছিল। কালগত অশোকা নাম্নী ভিক্ষুণী পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয়ে উপপাতিকরূপে উৎপন্ন হয়ে অনাবর্তিতধর্মী সেই লোকে (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনির্বাণ লাভ করবে। প্রয়াত অশোক নামক উপাসক ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে এবং রাগ, দ্বেষ ও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মোহের ক্ষীণত্ব (হ্রাস) হেতু সকৃদাগামী হয়েছে। সে ইহ লোকে একবার মাত্র আগমন বা জন্ম ধারণ করে দুঃখ অন্ত সাধন করবে। আর কালগত অশোকা নাম্নী উপাসিকা ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়েছে।

৩। আনন্দ! ইহা অদ্ভুত কিছুই নয়, যথা মানুষ কালগত হলে আমার নিকট অন্যরা উপস্থিত হয়ে সেই সেই কালগতদের ব্যাপারে এরূপ জিজ্ঞাসা করবে। ইহা তথাগতের জন্য বিরক্তিকর। আনন্দ! সেজন্য আমি তোমাদেরকে ধর্ম দর্পন নামক ধর্মপর্যায় দেশনা করব। যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্খা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে– 'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'

৪। আনন্দ! সেই ধর্ম দর্পন নামক ধর্মপর্যায় কিরূপ; যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্খা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে– 'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ?'

৫। আনন্দ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখন্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। আনন্দ! ইহাই হচ্ছে ধর্ম দর্পন নামক ধর্মপর্যায়; যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্খা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে– 'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'"
নবম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(১০) তৃতীয় পাকাবাড়ি সূত্র

১০০৬.১। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবানকে এরূপ বললেন—

“ভন্তে! ঞাতিতে কক্কটো নামক উপাসক মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় উৎপন্ন হয়েছেন? ঞাতিতে কলিভো নামক উপাসক মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? ঞাতিতে নিকতো নামক উপাসকও কালগত হয়েছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? ঞাতিতে কটিস্‌সহো নামক উপাসক মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? ঞাতিতে তুট্‌ঠো নামক উপাসক মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় উৎপন্ন হয়েছেন? ঞাতিতে সন্তুট্‌ঠো (সন্তুষ্ট) নামক উপাসকও মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? ঞাতিতে ভদ্র নামক উপাসক কালগত হয়েছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন? আর ভন্তে! ঞাতিতে সুভদ্র নামক উপাসকও মৃত্যুবরণ করেছেন; তার কোন গতি হয়েছে এবং তিনি কোথায় পুনর্জন্ম হয়েছেন?”

২। “হে আনন্দ! কালগত কক্কটো নামক উপাসক পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয়ে উপপাতিকরূপে উৎপন্ন হয়ে অনাবর্তিতধর্মী সেই লোকে (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনির্বাণ লাভ করবে। আর কালগত কলিভো, নিকতো (প্রতারিত, বঞ্চিত), কটিস্‌সহো, তুট্‌ঠো (তুষ্ট), সন্তুট্‌ঠো (সন্তুষ্ট), ভদ্র ও সুভদ্র নামক উপাসকও পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয়ে উপপাতিকরূপে উৎপন্ন হয়ে অনাবর্তিতধর্মী সেই লোকে (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনির্বাণ লাভ করবে।

৩। আনন্দ! ঞাতিতে পঞ্চাশ জনের অধিক কালগত উপাসকগণ পাঁচ প্রকার অধঃভাগীয় সংযোজন পরিক্ষয়ে উপপাতিকরূপে উৎপন্ন হয়ে অনাবর্তিতধর্মী সেই লোকে (শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে) পরিনির্বাণ লাভ করবে। ঞাতিতে নব্বই জনের অধিক কালগত উপাসকগণ ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহের ক্ষীণত্ব (হ্রাস) হেতু সকৃদাগামী হয়েছে। তারা ইহ লোকে একবার মাত্র আগমন বা জন্ম ধারণ করে দুঃখ অন্ত সাধন করবে। আর আনন্দ! ঞাতিতে ছয় ও পঞ্চশত জনের অধিক কালগত উপাসকগণ ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়েছে।

৪। আনন্দ! ইহা অদ্ভুত কিছুই নয়, যথা মানুষ কালগত হলে আমার নিকট অন্যরা উপস্থিত হয়ে সেই সেই কালগতদের ব্যাপারে এরূপ জিজ্ঞাসা করবে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহা তথাগতের জন্য বিরক্তিকর। আনন্দ! সেজন্য আমি তোমাদেরকে ধর্ম দর্পন নামক ধর্মপর্যায় দেশনা করব। যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্খা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে– 'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'

৫। আনন্দ! সেই ধর্ম দর্পন নামক ধর্মপর্যায় কিরূপ; যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্খা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে– 'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ?'

৬। আনন্দ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখন্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। আনন্দ! ইহাই হচ্ছে ধর্ম দর্পন নামক ধর্মপর্যায়; যাতে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক আকাঙ্খা করলে নিজেকে নিজেই এরূপে ব্যাখ্যা করতে পারে যে– 'আমার নিরয়, তির্যক, প্রেত ও অপায় দুর্গতি বিনিপাত ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী এবং নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।'" দশম সূত্র।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

রাজা, নিমগ্ন, দীর্ঘাবু ও শারিপুত্র সূত্র দ্বয়;
স্থপতি, বেলুদ্বার আর পাকা বাড়ি সূত্র ত্রয়॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. রাজ উদ্যান বর্গ

(১) সহস্র ভিক্ষুণী সংঘ সূত্র

১০০৭.১। এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর রাজ উদ্যানে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর সহস্র ভিক্ষুণী সংঘ ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একাপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিতা সেই ভিক্ষুণীদেরকে ভগবান এরূপ বললেন–

২। "হে ভিক্ষুণীগণ! চতুর্বিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' ধর্মের প্রতিও সে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। ভিক্ষুণীগণ! এই চতুর্বিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) ব্রাহ্মণ সূত্র

১০০৮.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! ব্রাহ্মণেরা উত্থান বা উদয়গামী নামক শিক্ষা প্রজ্ঞাপন করে। তারা নিজ শ্রাবকদেরকে এরূপে উদ্দীপিত (প্রবৃত্ত) করে– "হে পুরুষ! এসো সকালে উঠে তুমি পূর্বদিকে গমন কর। তুমি গর্ত, প্রপাত, খুঁটি (কাটাগাছের গোড়া, গোঁজ), কন্টকময় স্থান, মলকুণ্ড (ময়লাজলের আধার) ও নোংরা খুদ্র জলাশয় ত্যাগ করো না। যখন তুমি যেখানে পতিত হবে, তখন সেখানেই তোমার মৃত্যুবরণ করা সমুচিত হবে। এরূপেই তুমি কায়ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হতে পারবে।

২। ভিক্ষুগণ! মূর্খ ও মূঢ় ব্রাহ্মণদের এরূপ আচরণ কখনই নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য পরিচালিত করে না। ভিক্ষুগণ! আমিও আর্য বিনয়ে উদয়গামিনী প্রতিপদা প্রজ্ঞাপন করি; যা একান্তই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।

৩। ভিক্ষুগণ! সেই উদয়গামিনী প্রতিপদা কিরূপ যা একান্তই নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' ধর্মের প্রতিও সে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। ভিক্ষুগণ! ইহাই সেই উদয়গামিনী প্রতিপদা যা একান্তই নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য সংবর্তিত হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) আনন্দ স্থবির সূত্র

১০০৯.১। এক সময় আয়ুষ্মান আনন্দ ও আয়ুষ্মান শারিপুত্র শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিন্ডিক কর্তৃক নির্মিত বিহারে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র সন্ধ্যা সময়ে নির্জনতা জনিত ধ্যান হতে উঠে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান অনন্দের সহিত সম্বোধন করলেন। সম্বোধনীয় কথা ও কুশল বিনিময় করে একপাশে উপবেশন করলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান শারিপুত্র আয়ুষ্মান আনন্দকে এরূপ বললেন–

২। "হে আবুসো, আনন্দ! কয়টি ধর্ম প্রহাণে এবং কয়টি ধর্মে গুনান্বিত হওয়ার কারণে এরূপে আমরা ও প্রজাগণ (স্বত্ত্বগণ) ভগবান কর্তৃক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে ব্যাখ্যাত হয়েছি?"

৩। "আবুসো! চতুর্বিধ ধর্ম প্রহাণের দ্বারা এবং চতুর্বিধ ধর্মে গুনান্বিত হওয়ার কারণে এরূপে আমরা ও প্রজাগণ (স্বত্ত্বগণ) ভগবান কর্তৃক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে ব্যাখ্যাত হয়েছি।

৪। সেই চারি প্রকার কি কি? আবুসো! অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লোক) বুদ্ধের প্রতি যেরূপ অশ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়ে কায় ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়, সেরূপ বুদ্ধের প্রতি অশ্রদ্ধা তার নিকট উৎপন্ন হয় না। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি যেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাগুণে গুণান্বিত হয়ে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, বুদ্ধের প্রতি সেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধা তার মধ্যে থাকে। যথা– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।'

৫। আবুসো! অশ্রুতবান পৃথগ্জন ধর্মের প্রতি যেরূপ অশ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়ে কায় ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়, সেরূপ ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা তার নিকট উৎপন্ন হয় না। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতি যেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাগুণে গুণান্বিত হয়ে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, ধর্মের প্রতি সেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধা তার মধ্যে থাকে। যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।'

৬। আবুসো! অশ্রুতবান পৃথগ্জন সংঘের প্রতি যেরূপ অশ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়ে কায় ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়, সেরূপ সংঘের প্রতি অশ্রদ্ধা তার নিকট উৎপন্ন হয় না। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সংঘের প্রতি যেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাগুণে গুণান্বিত হয়ে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, ধর্মের প্রতি সেরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধা তার মধ্যে থাকে। যথা– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।'

৭। আবুসো! অশ্রুতবান পৃথগ্জন যেরূপ দুঃশীলে সমৃদ্ধ হয়ে কায় ভেদে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি বিনিপাত নিরয়ে উৎপন্ন হয়, সেরূপ দুঃশীল হয় না। শ্রুতবান আর্যশ্রাবক যেরূপ আর্যকান্তি (আর্যগণের মনোনীত) শীলে গুণান্বিত (সমৃদ্ধ) হয়ে কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, সেরূপ আর্যকান্তি, অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। আবুসো! এই চতুর্বিধ ধর্ম প্রহাণের দ্বারা এবং চর্তুবিধ ধর্মে গুনান্বিত হওয়ার কারণে এরূপে আমরা ও প্রজাগণ (স্বত্বগণ) ভগবান কর্তৃক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ বলে ব্যাখ্যাত হয়েছি।" তৃতীয় সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) দুর্গতি ভয় সূত্র

১০১০.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারিবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের সমস্ত দুর্গতি ভয় অতিক্রান্ত হয়। সেই চারি প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' ধর্মের প্রতিও সে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। ভিক্ষুগণ! এই চারিবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের সমস্ত দুর্গতি ভয় অতিক্রান্ত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) দুর্গতি বিনিপাত ভয় সূত্র

১০১১.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারিবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের সমস্ত দুর্গতি বিনিপাত ভয় অতিক্রান্ত হয়। সেই চারি প্রকার কি কি? ভিক্ষুগণ! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' ধর্মের প্রতিও সে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' সে অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। ভিক্ষুগণ! এই চারিবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমস্ত দুর্গতি বিনিপাত ভয় অতিক্রান্ত হয়।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) প্রথম মিত্র সহচর সূত্র

১০১২.১। "হে ভিক্ষুগণ! যাদেরকে তোমরা অনুকম্পা প্রদর্শন কর এবং যেই মিত্র, সহচর, জ্ঞাতি কিংবা রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতি তোমাদের কথা শ্রবণ করা উচিত বলে মনে করে; তাদেরকে চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে উৎসাহিত বা প্রবৃত্ত করা, নিবিষ্ট এবং প্রতিস্থাপিত করা তোমাদের কর্তব্য। সেই চারি প্রকার কি কি? বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত, যথা– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধায় উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধায় উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত, যথা– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আর্যকান্তি (আর্যগণের মনোনীত), অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীল পালনে উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত। ভিক্ষুগণ! যাদেরকে তোমরা অনুকম্পা প্রদর্শন কর এবং যেই মিত্র, সহচর, জ্ঞাতি কিংবা রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতি তোমাদের কথা শ্রবণ করা উচিত বলে মনে করে; তাদেরকে চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে উৎসাহিত বা প্রবৃত্ত করা, নিবিষ্ট এবং প্রতিস্থাপিত করা তোমাদের কর্তব্য।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) দ্বিতীয় মিত্র সহচর সূত্র

১০১৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! যাদেরকে তোমরা অনুকম্পা প্রদর্শন কর এবং যেই মিত্র, সহচর, জ্ঞাতি কিংবা রক্তসম্পর্কিত জ্ঞাতি তোমাদের কথা শ্রবণ করা উচিত বলে মনে করে; তাদেরকে চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে উৎসাহিত বা প্রবৃত্ত করা, নিবিষ্ট এবং প্রতিস্থাপিত করা তোমাদের কর্তব্য। সেই চারি প্রকার কি কি? বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা স্থাপনের জন্য তাদের উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত, যথা– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।’

২। ভিক্ষুগণ! পৃথিবী, আপ, তেজ ও বায়ু ধাতু এই চারি মহাভূতের পরিবর্তন হয়। কিন্তু বুদ্ধের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের সেরূপ পরিবর্তন হয় না। বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়ে সেই আর্যশ্রাবক নিরয়, তির্যক, ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হবে, তা অসম্ভব।

৩। ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধা স্থাপনের জন্য তাদের এরূপে উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত, যথা– ‘ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ ভিক্ষুগণ! পৃথিবী, আপ, তেজ ও বায়ু ধাতু এই চারি মহাভূতের পরিবর্তন হয়। কিন্তু ধর্মের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের সেরূপ পরিবর্তন হয় না। ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়ে সেই আর্যশ্রাবক নিরয়, তির্যক, ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হবে, তা অসম্ভব।

৪। সংঘের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধা স্থাপনের জন্য তাদের উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত, যথা– ‘ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।’ ভিক্ষুগণ! পৃথিবী, আপ, তেজ ও বায়ু ধাতু এই চারি মহাভূতের পরিবর্তন হয়। কিন্তু সংঘের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবকের সেরূপ পরিবর্তন হয় না। সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়ে সেই আর্যশ্রাবক নিরয়, তির্যক, ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হবে, তা অসম্ভব।

৫। আর্যকান্তি (আর্যগণের মনোনীত), অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে উৎসাহিত করা উচিত, নিবিষ্ট করা এবং প্রতিস্থাপিত করা উচিত। ভিক্ষুগণ! পৃথিবী, আপ, তেজ ও বায়ু ধাতু এই চারি মহাভূতের পরিবর্তন হয়। কিন্তু আর্যকান্তি, অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত আর্যশ্রাবকের সেরূপ পরিবর্তন হয় না। আর্যকান্তি, অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলাদির প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমৃদ্ধ হয়ে সেই আর্যশ্রাবক নিরয়, তির্যক, ও প্রেতলোকে উৎপন্ন হবে, তা অসম্ভব।

ভিক্ষুগণ! যাদেরকে তোমরা অনুকম্পা প্রদর্শন কর এবং যেই মিত্র, সহচর,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জ্ঞাতি কিংবা রক্ত সম্পর্কিত জ্ঞাতি তোমাদের কথা শ্রবণ করা উচিত বলে মনে করে; তাদেরকে এই চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে উৎসাহিত বা প্রবৃত্ত করা, নিবিষ্ট এবং প্রতিস্থাপিত করা তোমাদের কর্তব্য।" সপ্তম সূত্র।

(৮) প্রথম দেবলোক পর্যটন সূত্র

১০১৪.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন বলবান ব্যক্তির সংকোচিত বাহু প্রসারণ কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে জেতবন হতে অন্তর্হিত হয়ে তাবতিংস স্বর্গের দেবতাদের নিকট উপস্থিত (আবির্ভূত) হলেন। অতঃপর তাবতিংস স্বর্গের বহুসংখ্যক দেবতা আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নকে অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত দেবতাদেরকে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন এরূপ বললেন–

২। "হে আবুসোগণ! বুদ্ধের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' আবুসোগণ! বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

৩। আবুসোগণ! ধর্মের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' আবুসোগণ! ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

৪। আবুসোগণ! সংঘের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আবুসোগণ! সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়।

৫। আবুসোগণ! আর্যকান্তি, অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়। আবুসোগণ! আর্যকান্তি, অখন্ড,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়।”

৬। “(অতঃপর সেই দেবগণ বললেন) মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! বুদ্ধের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– ‘ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।’ মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়।

৭। মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! ধর্মের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– ‘ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়।

৮। মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! সংঘের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– ‘ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।’ মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়।

৯। মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! আর্যকান্তি, অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়। মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! আর্যকান্তি, অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোকে উৎপন্ন হয়।” অষ্টম সূত্র।

(৯) দ্বিতীয় দেবলোক পর্যটন সূত্র

১০১৫.১। শ্রাবস্তী নিদান। অতঃপর আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন বলবান ব্যক্তির সংকোচিত বাহু প্রসারণ কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে জেতবন হতে অন্তর্হিত হয়ে তাবতিংস স্বর্গের দেবতাদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিকট উপস্থিত (আবির্ভূত) হলেন। অতঃপর তাবতিংস স্বর্গের বহুসংখ্যক দেবতা আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নের নিকট উপস্থিত হয়ে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়নকে অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত দেবতাদেরকে আয়ুষ্মান মহামৌদ্গাল্যায়ন এরূপ বললেন–

২। "হে আবুসোগণ! বুদ্ধের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' আবুসোগণ! বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়েছে।

৩। আবুসোগণ! ধর্মের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' আবুসোগণ! ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়েছে।

৪। আবুসোগণ! সংঘের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আবুসোগণ! সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়েছে।

৫। আবুসোগণ! আর্যকান্তি, অখন্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়। আবুসোগণ! আর্যকান্তি, অখন্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়েছে।"

৬। "(অতঃপর সেই দেবগণ বললেন) মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! বুদ্ধের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবান।' মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়েছে।

৭। মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! ধর্মের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়েছে।

৮। মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! সংঘের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়েছে।

৯। মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! আর্যকান্তি, অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়। মাননীয় মৌদ্গাল্যায়ন! আর্যকান্তি, অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ কায় ভেদে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গ লোক প্রাপ্ত হয়েছে।" নবম সূত্র।

(১০) তৃতীয় দেবলোক পর্যটন সূত্র

১০১৬.১। অতঃপর ভগবান বলবান ব্যক্তির সংকোচিত বাহু প্রসারণ কিংবা প্রসারিত বাহু সংকোচনের ন্যায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে জেতবন হতে অন্তর্হিত হয়ে তাবতিংস স্বর্গে দেবতাদের নিকট উপস্থিত (আবির্ভূত) হলেন। অতঃপর তাবতিংস স্বর্গের বহুসংখ্যক দেবতা ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে দাঁড়ালেন। একপাশে স্থিত দেবতাদেরকে ভগবান এরূপ বললেন–

২। "হে আবুসোগণ! বুদ্ধের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' আবুসোগণ! বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

৩। আবুসোগণ! ধর্মের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' আবুসোগণ! ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

৪। আবুসোগণ! সংঘের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' আবুসোগণ! সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

৫। আবুসোগণ! আর্যকান্তি, অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়। আবুসোগণ! আর্যকান্তি, অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।"

৬। "(অতঃপর সেই দেবগণ বললেন) হে প্রভু! বুদ্ধের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।' প্রভু! বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

৭। প্রভু! ধর্মের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' প্রভু! ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৮। প্রভু! সংঘের প্রতি এরূপ অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়, যথা– 'ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' প্রভু! সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

৯। প্রভু! আর্যকান্তি, অখন্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হলে খুব উত্তম বা মঙ্গল হয়। প্রভু! আর্যকান্তি, অখন্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত বিধায় এরূপে কোন কোন সত্ত্বগণ স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।" দশম সূত্র।

রাজ উদ্যান বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

সহস্র, ব্রাহ্মণ, আনন্দ ও দুর্গতি সূত্র দ্বয়;
মিত্র সহচর দ্বয় ও দেবপর্যটন সূত্র ত্রয়॥

৩. সরণানি বর্গ

(১) প্রথম মহানাম সূত্র

১০১৭.১। আমি এরূপ শুনেছি– এক সময় ভগবান শাক্য রাজ্যে কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভন্তে! এই কপিলাবস্তু অত্যন্ত সমৃদ্ধ, বহুজন সমৃদ্ধ, জনাকীর্ণ ও বিপুল জনতার সমাবেশে সজ্জীত। আমি ভগবানকে এবং ভাবিতমনা (অরহত) ভিক্ষুদের পূজা করে সন্ধ্যা সময়ে কপিলাবস্তুতে প্রবেশ করি। ভন্তে! তখন ভ্রমন করতে করতে হস্তী, ঘোড়া, রথ, শকট ও পুরুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেই সময়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে উপলক্ষ করে আমার যে স্মৃতি তা বিস্মৃত হয়। তখন আমার এরূপ চিন্তা হয়– 'যদি এই সময়ে আমি মৃত্যু বরণ করি, তাহলে আমার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোন গতি হবে এবং কোথায় বা জন্ম ধারণ করব?'"

৩। "হে মহানাম! ভয় করো না, মহানাম! ভীত হয়ো না, নিষ্পাপ হবে সেরূপ মৃত্যু বরণ, সেরূপে কালগত হলেও তা নিষ্পাপ হবে। মহানাম! যে ব্যক্তির চিত্ত দীর্ঘদিন ধরে শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা পরিভাবিত, তার এই কায় দৃশ্যমান, চারি মহাভৌতিক, মাতৃ-পিতৃজাত, পক্ক অন্নে গঠিত, অনিত্য (ক্ষয়শীল) দেহের মার্জনা স্বভাবী এবং ভঙ্গুর ও বিনাশশীল। সেজন্য ইহা কাক, শকুন, বাজপাখি, কুকুর, শৃগাল এবং বিভিন্ন জাতের কীটপতঙ্গ প্রাণীরাও খায়। যার চিত্ত দীর্ঘদিন ধরে শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞায় পরিভাবিত, তার চিত্ত শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী ও ঊর্ধ্বগামী হয়।

৪। যেমন মহানাম! কোন পুরুষ গভীর হ্রদে নেমে ঘি ও তৈলের কলসী ভেঙ্গে ফেললে সেই ভগ্ন কলসীর টুকরা ও চাড়া পানিতে তলিয়ে যায় এবং কলসীতে থাকা ঘি ও তৈল ঊর্ধ্বগামী হয় আর তা উপরে ভেসে উঠে; ঠিক তদ্রূপ মহানাম! যে ব্যক্তির চিত্ত দীর্ঘদিন ধরে শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা পরিভাবিত, তার এই কায় দৃশ্যমান, চারি মহাভৌতিক, মাতৃ-পিতৃজাত, পক্ক অন্নে গঠিত, অনিত্য (ক্ষয়শীল) দেহের মার্জনা স্বভাবী এবং ভঙ্গুর ও বিনাশশীল। সে জন্য ইহা কাক, শকুন, বাজপাখি, কুকুর, শৃগাল এবং বিভিন্ন জাতের কীটপতঙ্গ প্রাণীরাও খায়। যার চিত্ত দীর্ঘদিন ধরে শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞায় পরিভাবিত, তার চিত্ত শ্রেষ্ঠতা লাভে অগ্রগামী ও ঊর্ধ্বগামী হয়। মহানাম! তোমার চিত্তও দীর্ঘদিন ধরে শ্রদ্ধা, শীল, শ্রুতি, ত্যাগ ও প্রজ্ঞায় পরিভাবিত। মহানাম! ভয় করো না, মহানাম! ভীত হয়ো না, নিষ্পাপ হবে সেরূপ মৃত্যু বরণ, সেরূপে কালগত হলেও তা নিষ্পাপ হবে।" প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় মহানাম সূত্র

১০১৮.১। আমি এরূপ শুনেছি– এক সময় ভগবান শাক্য রাজ্যে কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভন্তে! এই কপিলাবস্তু অত্যন্ত সমৃদ্ধ, বহুজন সমৃদ্ধ, জনাকীর্ণ ও বিপুল জনতার সমাবেশে সজ্জীত। আমি ভগবানকে এবং ভাবিতমনা (অরহত) ভিক্ষুদের পূজা করে সন্ধ্যা সময়ে কপিলাবস্তুতে প্রবেশ করি। ভন্তে! তখন ভ্রমণ করতে করতে হস্তী, ঘোড়া, রথ, শকট ও পুরুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সেই সময়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে উপলক্ষ করে আমার যে স্মৃতি তা বিস্মৃত হয়। তখন আমার এরূপ চিন্তা হয়– 'যদি এই সময়ে আমি মৃত্যু বরণ করি, তাহলে আমার কোন গতি হবে এবং কোথায়বা জন্ম ধারণ করব?'"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। “হে মহানাম! ভয় করো না, মহানাম! ভীত হয়ো না, নিষ্পাপ হবে সেরূপ মৃত্যু বরণ, সেরূপে কালগত হলেও তা নিষ্পাপ হবে। মহানাম! চারিবিধ গুণধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমাবনত হয়। সেই চারি প্রকার কি কি?

৪। মহানাম! এক্ষেত্রে আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধায় গুণান্বিত হয়– ‘ইনি সেই ভগবান অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা ও সুআচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিদ্ (লোকজ্ঞ), অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি এবং দেব মানবের শাস্তা, বুদ্ধ, ভগবান।’ ধর্মের প্রতিও সে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়– ‘ভগবানের ধর্ম সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত, স্বয়ং দর্শনযোগ্য, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণ প্রাপক এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ এবং সে সংঘের প্রতিও অগাধ শ্রদ্ধাগুণে সমৃদ্ধ হয়– ‘ভগবানের শ্রাবক সংঘ সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজুপথে প্রতিপন্ন, ন্যায় পথে প্রতিপন্ন, সমীচীন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবক সংঘ যুগ্ম হিসেবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসেবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য (দক্ষিণার যোগ্য), অঞ্জলি (বন্দনা) করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।’ সে অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞজন কর্তৃক প্রশংসিত (অদূষিত) এবং সমাধি লাভের সহায়ক শীলে সমন্নাগত হয়। এই চারিবিধ ধর্মে সমৃদ্ধ হয়।

৫। মহানাম! যেমন মনেকর, পূর্বাভিমূখী, পূর্বদিকে হেলে পড়া এবং পূর্বদিকে অবনত এক বৃক্ষ রয়েছে, যদি সেই বৃক্ষের মূল ছেদন করা হয়, তবে সেই বৃক্ষটি কোন দিকে হেলে পড়বে?”

৬। “ভন্তে! সেই বৃক্ষটি যেদিকে ঝুঁকে পড়েছে, যেদিকে হেলে আছে এবং যেদিকে অবনত, মূল ছেদন হলে সেদিকেই বৃক্ষটি হেলে পড়বে।”

৭। “ঠিক তদ্রুপেই মহানাম! এই চারিবিধ ধর্মে গুণান্বিত আর্যশ্রাবক নির্বাণগামী, নির্বাণাভিমুখী এবং নির্বাণের দিকেই ক্রমাবনত হয়।” দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) গোধ সূত্র

১০১৯.১। কপিলাবস্তু নিদান। অনন্তর মহানাম শাক্য গোধ শাক্যের নিকট উপস্থিত হয়ে গোধ শাক্যকে এরূপ বললেন–

২। “হে গোধ! অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে কয়টি গুণে গুণান্বিত বলে আপনি অবধারণ করেন?”

“হে মহানাম! অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি তিনটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি। সেই তিনটি কি কি? যথা, এক্ষেত্রে মহানাম! একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হন, যেমন– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' তিনি ধর্মের প্রতিও অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই আর্যশ্রাবক এরূপে প্রসাদসম্পন্ন হন, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' মহানাম! অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি এই তিনটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি। আচ্ছা, মহানাম! আপনি অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে কয়টি গুণে গুণান্বিত বলে জানেন?"

৩। "হে গোধ! অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধি পরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি চারটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি। সেই চারটি কি কি? যথা, এক্ষেত্রে গোধ! একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হন, যেমন– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' তিনি ধর্মের প্রতিও অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই আর্যশ্রাবক এরূপে প্রসাদসম্পন্ন হন, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' তিনি আর্য প্রশংসিত অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলে বিভূষিত হন।' গোধ! অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি এই চারটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি।"

"আসুন, মহানাম! ভগবানই তা ভাল জানবেন যে স্রোতাপন্ন ব্যক্তি এই এই গুণে গুণান্বিত নাকি নয়।"

"চলুন তাহলে, গোধ! আমরা ভগবানের নিকটই যাই। ভগবানের নিকট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপস্থিত হয়ে এই বিষয়টি জানাব।”

৪। অতঃপর মহানাম শাক্য ও গোধ শাক্য উভয়েই ভগবানের নিকট গেলেন। ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে বসে মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন–

“ভন্তে! আমি গোধ শাক্যের নিকট গিয়ে তাকে এরূপ বলি– ‘হে গোধ! অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে কয়টি গুণে গুণান্বিত বলে আপনি অবধারণ করেন?’ এরূপ জিজ্ঞাসিত হলে গোধ শাক্য আমাকে বলেন–

“হে মহানাম! অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি তিনটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি। সেই তিনটি কি কি? যথা, এক্ষেত্রে মহানাম! একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হন, যেমন– ‘ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।’ তিনি ধর্মের প্রতিও অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন, যথা– ‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ এবং সংঘের প্রতিও সেই আর্যশ্রাবক এরূপে প্রসাদসম্পন্ন হন, যথা– ‘ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।’ মহানাম! অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি এই তিনটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি। আচ্ছা, মহানাম! আপনি অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে কয়টি গুণে গুণান্বিত বলে জানেন?’

ভন্তে! গোধ শাক্যের প্রশ্নের জবাবে আমি তাকে বলি– ‘হে গোধ! অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি চারটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি। সেই চারটি কি কি? যথা, এক্ষেত্রে গোধ! একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হন, যেমন– ‘ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।’ তিনি ধর্মের প্রতিও অটল শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন, যথা– ‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ এবং সংঘের প্রতিও সেই আর্যশ্রাবক এরূপে প্রসাদসম্পন্ন হন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র।' তিনি আর্য প্রশংসিত অখন্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলে বিভূষিত হন।' গোধ! অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন ব্যক্তিকে আমি এই চারটি গুণে গুণান্বিত বলে অবধারণ করি।'

ভন্তে! এরূপ আলোচনার প্রেক্ষিতে গোধ শাক্য আমাকে বলেন–
'আসুন, মহানাম! ভগবানই তা ভাল জানবেন যে স্রোতাপন্ন ব্যক্তি এই এই গুণে গুণান্বিত নাকি নয়।'

৫। এক্ষেত্রে, ভন্তে! যদি যে কোন দুটি বিষয় একত্রে উদ্ভুত হয় যার এক পক্ষে ভগবান এবং অপর পক্ষে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীসংঘ, উপাসক-উপাসিকাবৃন্দা, সমস্ত দেবলোক, মার লোক, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এবং দেব-মনুষ্যসহ পুরো মানবজাতি, তাহলে ভগবানের পক্ষাবলম্বীই আমি হব। ভন্তে! আমাকে এতদূর প্রসন্ন বলে ভগবান অবধারণ করুক।"

ভগবান বললেন–

"হে গোধ! এরূপ মনোভাব ব্যক্তকারী মহানাম শাক্যের সম্পর্কে তুমি কি বল?"

"ভন্তে! এরূপ মনোভাব ব্যক্তকারী মহানাম শাক্যের সম্পর্কে কল্যাণ, কুশল ব্যতীত অন্য কিছুই বলার নাই।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) প্রথম সরণানি শাক্য সূত্র

১০২০.১। কপিলাবস্তু নিদান। সে সময়ে সরণানি শাক্য কালগত হয়েছিলেন। 'স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী, ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ'-রূপে ভগবান কর্তৃক তিনি আখ্যাত হলেন। তা শুনে বহু শাক্য একত্রে মিলিত হয়ে অসন্তোষ ভরে বিড়বিড় করতে লাগলেন, মনমরা হলেন, এবং এরূপে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে– "সত্যিই আশ্চর্য, মহাশয়! সত্যিই অদ্ভুত! বর্তমানে কে না স্রোতাপন্ন হতে পারবে! সরণানি শাক্য যখন কালগত হলেন, তখন ভগবান ঘোষণা করলেন যে সে নাকি 'স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী, ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' সরণানি শাক্য তো ছিলেন শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশকারী এক মদ্যপী।"

অতঃপর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট হয়ে মহানাম শাক্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভন্তে! কিছুদিন হল সরণানি শাক্য কালগত হয়েছেন। 'স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী, ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ'-রূপে ভগবান কর্তৃক তিনি আখ্যাত হয়েছিলেন। তা শুনে বহু শাক্য একত্রে মিলিত হয়ে অসন্তোষ ভরে বিড়বিড় করতে লাগলেন, মনমরা হলেন, এবং এরূপে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে– "সত্যিই আশ্চর্য, মহাশয়! সত্যিই অদ্ভুত! বর্তমানে কে না স্রোতাপন্ন হতে পারবে! সরণানি শাক্য যখন কালগত হলেন, তখন ভগবান ঘোষণা করলেন যে সে নাকি 'স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী, ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' সরণানি শাক্য তো ছিলেন শিক্ষার প্রতি দুর্বলতা প্রকাশকারী এক মদ্যপী।"

৩। "হে মহানাম! যে দীর্ঘদিন বুদ্ধের শরণাগত, ধর্মের ও সংঘের শরণাগত উপাসক, সে কিরূপে বিনিপাত নরকে যাবে? মহানাম! যদি কেউ যথার্থরূপে ভাষণকালে বলে যে– 'ইনি দীর্ঘদিন বুদ্ধের শরণাগত, ধর্মের ও সংঘের শরণাগত উপাসক' তাহলে সরণানি শাক্যের প্রতিই তা যথার্থরূপে বলা চলে। সেই সরণানি শাক্য কিরূপে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হবে!

৪। এক্ষেত্রে মহানাম! কোন কোন ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; সে হয় তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন এবং বিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। সে আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব, এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি করে লাভ করে অবস্থান করে। মহানাম! এই ব্যক্তি নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম! কোন কোন ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; সে হয় তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন কিন্তু বিমুক্তিগুণে গুণান্বিত নয়। সে পঞ্চবিধ নিম্নভাগীয় সংযোজনসমূহ পরিক্ষয় করে উপপাতিকরূপে ব্রহ্মালোকে উৎপন্ন হয়ে সে জগত হতে অন্যত্র পুনর্জন্ম লাভ না করে সেখানেই পরিনির্বাণ লাভ করে। মহানাম! এই ব্যক্তিও নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম! কোন কোন ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র' কিন্ত সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। সে ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে রাগ-দ্বেষ ও মোহের লঘুতা সাধন করে সকৃদাগামী হয়। এবং একবার মাত্র এই জগতে জন্ম ধারণ করে দুঃখের অন্ত সাধন করে। মহানাম! এই ব্যক্তিও নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম! কোন কোন ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র' কিন্ত সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। সে ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন হয়। মহানাম! এই ব্যক্তিও নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম! কোন কোন ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয় না, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় না, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয় না, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; এবং সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। কিন্তু তার নিকট শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, সমাধি ইন্দ্রিয়, ও প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে। সে তথাগত প্রবর্তিত ধর্মদেশনাদি মাত্র প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে অনুমোদন করে।

মহানাম! এই ব্যক্তিও নরকে গমন করে না, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাতেও গমন করে না।

এক্ষেত্রে মহানাম! কোন কোন ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয় না, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় না, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয় না, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গাল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গালই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; এবং সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। কিন্তু তার নিকট শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, সমাধি ইন্দ্রিয়, ও প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে। তথাগতের প্রতি তার শুধু শ্রদ্ধা ও প্রেম মাত্রই বিদ্যমান। মহানাম! এই ব্যক্তিও নরকে গমন করে না, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাতেও গমন করে না।

মহানাম! এই মহাশাল বৃক্ষসমূহ[১] যদি সুভাষণ ও দুর্ভাষণ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতো তবে মহাশাল বৃক্ষ সম্পর্কেও আমি বলতাম যে 'এরা স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' তাহলে সরণানি শাক্য সম্পর্কে কেন অন্যথা হবে! মহানাম! সরণানি শাক্য মরণকালে ত্রিবিধ শিক্ষা[২] পূর্ণ করেছিল। চতুর্থ সূত্র।

(৫) দ্বিতীয় সরণানি সূত্র

১০২১.১। কপিলাবস্তু নিদান। সে সময়ে সরণানি শাক্য কালগত হয়েছিলেন। 'স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী, ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ'-রূপে ভগবান কর্তৃক তিনি আখ্যাত হলেন। তা শুনে বহু শাক্য একত্রে মিলিত হয়ে অসন্তোষ ভরে বিড়বিড় করতে লাগলেন, মনমরা হলেন, এবং এরূপে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে– "সত্যিই আশ্চর্য, মহাশয়! সত্যিই অদ্ভুত! বর্তমানে কে না স্রোতাপন্ন হতে পারবে! সরণানি শাক্য যখন কালগত হলেন, তখন ভগবান ঘোষণা করলেন যে সে নাকি 'স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী, ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' সরণানি শাক্য তো ছিলেন শিক্ষা অপরিপূর্ণকারী।"

অতঃপর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একান্তে বসলেন। একান্তে উপবিষ্ট হয়ে মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন–

---

[১]। এখানে তথাগত সন্নিকটে দণ্ডায়মান চারটি শালবৃক্ষের কথা তুলে ধরেছেন।–অত্থকথা।

[২]। সিক্খং সমাদিযী = তীসু সিক্খাসু পরিপূরকারী অহোসী। – অর্থাৎ ত্রিবিধ শিক্ষা যথা অধিশীল, অধিচিত্ত, ও অধিপ্রজ্ঞা পরিপূর্ণ করেছিল। –অত্থকথা।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। "ভন্তে! কিছুদিন হল সরণানি শাক্য কালগত হয়েছেন। 'স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী, ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ'-রূপে ভগবান কর্তৃক তিনি আখ্যাত হয়েছিলেন। তা শুনে বহু শাক্য একত্রে মিলিত হয়ে অসন্তোষ ভরে বিড়বিড় করতে লাগলেন, মনমরা হলেন, এবং এরূপে প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন যে– "সত্যিই আশ্চর্য, মহাশয়! সত্যিই অদ্ভুত! বর্তমানে কে না স্রোতাপন্ন হতে পারবে! সরণানি শাক্য যখন কালগত হলেন, তখন ভগবান ঘোষণা করলেন যে সে নাকি 'স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী, ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।' সরণানি শাক্য তো ছিলেন শিক্ষা অপূর্ণকারী।"

৩। "হে মহানাম! যে দীর্ঘদিন বুদ্ধের শরণাগত, ধর্মের ও সংঘের শরণাগত উপাসক, সে কিরূপে বিনিপাত নরকে যাবে? মহানাম! যদি কেউ যথার্থরূপে ভাষণকালে বলে যে– 'ইনি দীর্ঘদিন বুদ্ধের শরণাগত, ধর্মের ও সংঘের শরণাগত উপাসক' তাহলে সরণানি শাক্যের প্রতিই তা যথার্থরূপে বলা চলে। সেই সরণানি শাক্য কিরূপে বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হবে!

৪। এক্ষেত্রে মহানাম! কোন কোন ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; সে হয় তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন এবং বিমুক্তিগুণে গুণান্বিত। সে আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব, এবং ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা দ্বারা চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি উপলব্ধি করে লাভ করে অবস্থান করে। মহানাম! এই ব্যক্তি নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম! কোন কোন ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথা– ‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয়, যথা– ‘ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র’; সে হয় তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন কিন্তু বিমুক্তিগুণে গুণান্বিত নয়। সে পঞ্চবিধ নিম্নভাগীয় সংযোজনসমূহ পরিক্ষয় করে অন্তরাপরিনির্বাণলাভী (অনাগামী) হয়, পুনর্জন্ম ক্ষীণ করে নির্বাণলাভী, অসংস্কার বা অনুৎপত্তি হেতু পরিনির্বাণলাভী, সসংস্কার পরিনির্বাণলাভী হয় এবং অকনিষ্ঠগামী, ঊর্ধ্বস্রোতা হয়। মহানাম! এই ব্যক্তিও নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম! কোন কোন ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয়, যথা– ‘ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।’ সে ধর্মের প্রতিও একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয়, যথা– ‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয়, যথা– ‘ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র’ কিন্ত সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। সে ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে রাগ-দ্বেষ ও মোহের লঘুতা সাধন করে সকৃদাগামী হয়। এবং একবার মাত্র এই জগতে জন্ম ধারণ করে দুঃখের অন্ত সাধন করে। মহানাম! এই ব্যক্তিও নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম! কোন কোন ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয়, যথা– ‘ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।’ সে ধর্মের প্রতিও একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র' কিন্ত সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। সে ত্রিবিধ সংযোজন পরিক্ষয় করে অবিনিপাতধর্মী, নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ, স্রোতাপন্ন হয়। মহানাম! এই ব্যক্তিও নরক হতে মুক্ত, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাত হতেও বিমুক্ত।

এক্ষেত্রে মহানাম! কোন কোন ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী ও অভিপ্রসন্ন হয় না, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয় না, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয় না, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; এবং সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। কিন্তু তার নিকট শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, সমাধি ইন্দ্রিয়, ও প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে। সে তথাগত প্রবর্তিত ধর্মদেশনাদি মাত্র প্রজ্ঞা দ্বারা উপলব্ধি করে অনুমোদন করে। মহানাম! এই ব্যক্তিও নরকে গমন করে না, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাতেও গমন করে না।

এক্ষেত্রে মহানাম! কোন কোন ব্যক্তি বুদ্ধের প্রতি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয় না, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' সে ধর্মের প্রতিও একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয় না, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' এবং সংঘের প্রতিও সেই ব্যক্তি এরূপে একান্ত বিশ্বাসী, ও অভিপ্রসন্ন হয় না, যথা–'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গাল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গালই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'; এবং সে তড়িৎ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিসম্পন্ন হয় না এবং বিমুক্তিগুণেও গুণান্বিত হয় না। কিন্তু তার নিকট শ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়, স্মৃতি ইন্দ্রিয়, সমাধি ইন্দ্রিয়, ও প্রজ্ঞা ইন্দ্রিয় বিদ্যমান থাকে। তথাগতের প্রতি তার শুধু শ্রদ্ধা ও প্রেম মাত্রই বিদ্যমান। মহানাম! এই ব্যক্তিও নরকে গমন করে না, তির্যকযোনি, প্রেতলোক এবং অপায়-দুর্গতি তথা বিনিপাতেও গমন করে না।

৫। যেমন, মহানাম! বৃক্ষগুঁড়ি প্রভৃতি উপড়ে ফেলা হয়নি এমন অনুর্বরা ক্ষেত্র, চাষের অনুপোযোগী ভূমিতে যদি খণ্ডিত, পচাঁ, বাতাতাপে বিনষ্ট, জীর্ণ বীজাদি উত্তমরূপে বপিত না হয় এবং যথাসময়ে বৃষ্টিপাতও না হয়, তবে কি সেই বীজসমূহের অঙ্কুরোদ্গম হওয়া, ক্রমবৃদ্ধি পাওয়া এবং পূর্ণ উদ্ভিদরূপে বিকশিত হওয়া সম্ভব?"

"না, ভন্তে! অসম্ভব।"

"এরূপেই, মহানাম! এক্ষেত্রে ধর্ম ভুলভাবে ব্যাখ্যাত হয়, দুর্বোধ্য, বিমুক্তিতে উপনীত করায় না, উপশমে সংবর্তিত করে না এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয় না। ইহাকে আমি বলি অনুর্বরা ক্ষেত্র। আর সেরূপ ধর্মে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়ে, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন হয়ে, অনুধর্মাচারী হয়ে শিষ্যের অবস্থান করাকে আমি বলি 'নষ্টবীজ'।

যেমন, মহানাম! বৃক্ষগুঁড়ি প্রভৃতি উৎপাটিত উর্বরা ক্ষেত্র, চাষের উপোযোগী ভূমিতে যদি অখণ্ডিত, উত্তম, বাতাতাপে অবিনষ্ট, সরস বীজাদি উত্তমরূপে বপিত হয় এবং যথাসময়ে বৃষ্টিপাতও হয়, তবে কি সেই বীজসমূহের অঙ্কুরোদ্গম হওয়া, ক্রমবৃদ্ধি পাওয়া এবং পূর্ণ উদ্ভিদরূপে বিকশিত হওয়া সম্ভব?"

"হ্যাঁ, ভন্তে! সম্ভব।"

"এরূপেই, মহানাম! এক্ষেত্রে ধর্ম উত্তমরূপে ব্যাখ্যাত হয়, সহজবোধ্য, বিমুক্তিতে উপনয়ন করায়, উপশম লাভে পরিচালিত করায় এবং সম্যক সম্বুদ্ধ কর্তৃক ঘোষিত হয়। ইহাকে আমি বলি উর্বরা ক্ষেত্র। আর সেরূপ ধর্মে ধর্মানুধর্ম প্রতিপন্ন হয়ে, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন হয়ে, অনুধর্মাচারী হয়ে শিষ্যের অবস্থান করাকে আমি বলি 'সুবীজ'। তাহলে সরণানি শাক্য সম্পর্কে কেন অন্যথা হবে! মহানাম! সরণানি শাক্য মরণকালে শিক্ষাপদ পরিপূর্ণ করেছিল।" পঞ্চম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৬) প্রথম অনাথপিণ্ডিক সূত্র

১০২২.১। শ্রাবস্তী নিদান। সেই সময়ে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রোগগ্রস্থ, রোগ যন্ত্রণায় দুঃখিত ও অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক জনৈক কর্মচারীকে ডেকে বললেন–

২। "ওহে! এদিক এসো। যেখানে আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভন্তে অবস্থান করছেন সেখানে গিয়ে আমার কথা উলেখ করে ভন্তের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জানিয়ে বলবে– 'ভন্তে! গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রোগগ্রস্থ, রোগ যন্ত্রণায় দুঃখিত ও অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভন্তের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছেন।' এরূপ বলার পর ভন্তে মহোদয়কে পুনরায় বলবে– 'ভন্তে! তা উত্তম হয় যদি আয়ুষ্মান শারিপুত্র অনুকম্পা পূর্বক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের গৃহে গমন করেন।'"

'যথা আজ্ঞা'– বলে সেই গৃহস্থ কর্মচারী গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে সম্মতি দিয়ে আয়ুষ্মান শারিপুত্রের নিকট গেলেন। শারিপুত্রের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর সেই কর্মচারী আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে এরূপ বললেন–

৩। "ভন্তে! গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রোগগ্রস্থ, রোগ যন্ত্রণায় দুঃখিত ও অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি আয়ুষ্মান শারিপুত্র ভন্তের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছেন।' এবং এরূপ বলেছেন– 'ভন্তে! তা উত্তম হয় যদি আয়ুষ্মান শারিপুত্র অনুকম্পা পূর্বক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের গৃহে গমন করেন।'"

আয়ুষ্মান শারিপুত্র নিরবে সম্মত হলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের পশ্চাৎগামী হয়ে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের গৃহে গেলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত আসনে বসলেন। আসনে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান শারিপুত্র গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন–

৫। "হে গৃহপতি! আপনার রোগ উপশম হচ্ছে কি? আগের চেয়ে সুস্থ লাগছে কি? আপনার দুঃখ বেদনা বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাচ্ছে কি? আপনার ব্যাধি বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণ কি দেখা যাচ্ছে?"

"ভন্তে! আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থবোধ করছি না। আমার রোগের যাতনা না কমে বাড়ছে। হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণও নাই বরঞ্চ দিন দিন তা বাড়ছে।"

৬। "হে গৃহপতি! বুদ্ধের প্রতি যেরূপ অপ্রসন্নতা হেতু অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণজন) কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়, বুদ্ধের প্রতি সেরূপ অপ্রসন্নতা আপনার মধ্যে অবিদ্যমান। অধিকন্তু, গৃহপতি!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আপনার নিকট বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা বা প্রসন্নতা বিদ্যমান, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' সেই বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা যদি আপনি নিজ মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পান তাহলে আপনার দুঃখ বেদনা শীঘ্র উপশম হতে পারে।

গৃহপতি! ধর্মের প্রতি যেরূপ অপ্রসন্নতা হেতু অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণজন) কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়, ধর্মের প্রতি সেরূপ অপ্রসন্নতা আপনার মধ্যে অবিদ্যমান। অধিকন্তু, গৃহপতি! আপনার নিকট ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা বা প্রসন্নতা বিদ্যমান, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সেই ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা যদি আপনি নিজ মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পান তাহলে আপনার দুঃখ বেদনা শীঘ্র উপশম হতে পারে।

গৃহপতি! সংঘের প্রতি যেরূপ অপ্রসন্নতা হেতু অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণজন) কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়, সংঘের প্রতি সেরূপ অপ্রসন্নতা আপনার মধ্যে অবিদ্যমান। অধিকন্তু, গৃহপতি! আপনার নিকট সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা বা প্রসন্নতা বিদ্যমান, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। সেই সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা যদি আপনি নিজ মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পান তাহলে আপনার দুঃখ বেদনা শীঘ্র উপশম হতে পারে।

গৃহপতি! যেরূপ দুঃশীলাচারে পূর্ণ অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণজন) কায়ভেদে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়, সেরূপ দুঃশীলাচার আপনি করেন নি। অধিকন্তু, গৃহপতি! আপনার নিকট আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহ বিদ্যমান। আর্যগণের প্রশংসিত সেই শীলসমূহ যদি আপনি নিজ মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পান তাহলে আপনার দুঃখ বেদনা শীঘ্র উপশম হতে পারে।

গৃহপতি! যেরূপ মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংঙ্কল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা জ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তিতে সমন্নাগত অশ্রুতবান পৃথগ্জন (সাধারণজন) কায়ভেদে মৃত্যুর পর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হয়, সেরূপ মিথ্যা দৃষ্টি, মিথ্যা সংঙ্কল্প, মিথ্যা বাক্য, মিথ্যা কর্ম, মিথ্যা জীবিকা, মিথ্যা প্রচেষ্টা, মিথ্যা স্মৃতি, মিথ্যা সমাধি, মিথ্যা জ্ঞান এবং মিথ্যা বিমুক্তি আপনার মধ্যে অবিদ্যমান। অধিকন্তু, গৃহপতি! আপনার নিকট সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি বিদ্যমান। সেই সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি, সম্যক জ্ঞান এবং সম্যক বিমুক্তি যদি আপনি নিজ মধ্যে বিদ্যমান দেখতে পান তাহলে আপনার দুঃখ বেদনা শীঘ্র উপশম হতে পারে।"

৭। অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের শীঘ্রই রোগ বেদনা বিদূরিত হলো। তারপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক স্বয়ং আয়ুষ্মান শারিপুত্র ও আনন্দ ভন্তেকে আহারাদি পরিবেশন করলেন। যখন আয়ুষ্মান শারিপুত্রকে ভোজনকৃত্য শেষ করে পাত্র হতে হাত সড়িয়ে নিতে দেখলেন তখন গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক এক নিচু আসন বিছিয়ে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট অনাথপিণ্ডিক গৃহপতিকে আয়ুষ্মান শারিপুত্র এই গাথার মাধ্যমে অনুমোদন করলেন–

"তথাগতের প্রতি যার শ্রদ্ধা অবিচল,
প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা তার বিগত হয় মল।
আর্যগণের প্রশংসিত, মনোজ্ঞ তিনি,
নির্মল শীল পালনে রত আছেন যিনি।
যথাযথভাবে যে করে সংঘকে দর্শন,
সেহেতু লভে সে প্রসাদ, হয় পুণ্য বর্দ্ধন;
অদরিদ্ররূপে তাকে করা যায় অভিহিত,
অব্যর্থ তার জীবন ধারণ এ লোকে সতত।
সেহেতু জ্ঞানীজন পালন করুন অনুক্ষণ,
বুদ্ধের শাসন সদা করুন অনুস্মরণ;
শ্রদ্ধা, শীল পালনে আর ধর্মে প্রসাদিত,
নিত্য থাকুন যুক্ত এই তিনে অবিরত।"

অতঃপর আয়ুষ্মান শারিপুত্র অনাথপিণ্ডিক গৃহপতিকে এই গাথার মাধ্যমে অনুমোদন করে আসন হতে উঠে প্রস্থান করলেন। তারপর আয়ুষ্মান আনন্দ ভগবান সমীপে উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট আয়ুষ্মান আনন্দকে ভগবান জিজ্ঞাসা করলেন–

৮। "হে আনন্দ! তুমি এই দিনের বেলায় কোথা হতে আসছ?"

"ভন্তে! আয়ুষ্মান শারিপুত্র কর্তৃক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক এই এই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপদেশের মাধ্যমে উপদিষ্ট হয়েছেন।"

"আনন্দ! শারিপুত্র পণ্ডিত। এমনি মহাপ্রাজ্ঞ যে, সে চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গসমূহ দশ প্রকারে[১] বিভাগ করতে পারবে।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) দ্বিতীয় অনাথপিণ্ডিক সূত্র

১০২৩.১। শ্রাবস্তী নিদান। সেই সময়ে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রোগগ্রস্থ, রোগ যন্ত্রণায় দুঃখিত ও অত্যন্ত অসুস্থ ছিলেন। অতঃপর গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক জনৈক কর্মচারীকে ডেকে বললেন–

২। "ওহে! এদিক এসো। যেখানে আয়ুষ্মান আনন্দ ভন্তে অবস্থান করছেন সেখানে গিয়ে আমার কথা উলেখ করে ভন্তের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জানিয়ে বলবে– 'ভন্তে! গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রোগগ্রস্থ, রোগ যন্ত্রণায় দুঃখিত ও অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দ ভন্তের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছেন।' এরূপ বলার পর ভন্তে মহোদয়কে পুনরায় বলবে– 'ভন্তে! তা উত্তম হয় যদি আয়ুষ্মান আনন্দ অনুকম্পা পূর্বক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের গৃহে গমন করেন।'"

'যথা আজ্ঞা'– বলে সেই গৃহস্থ কর্মচারী গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে সম্মতি দিয়ে আয়ুষ্মান আনন্দের নিকট গেলেন। আনন্দের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর সেই কর্মচারী আয়ুষ্মান আনন্দের এরূপ বললেন–

৩। "ভন্তে! গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক রোগগ্রস্থ, রোগ যন্ত্রণায় দুঃখিত ও অত্যন্ত অসুস্থ। তিনি আয়ুষ্মান আনন্দ ভন্তের পাদপদ্মে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছেন।' এবং এরূপ বলেছেন– 'ভন্তে! তা উত্তম হয় যদি আয়ুষ্মান আনন্দ অনুকম্পা পূর্বক গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের গৃহে গমন করেন।'"

আয়ুষ্মান আনন্দ নিরবে সম্মত হলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করে পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিকের গৃহে গেলেন। তথায় উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত আসনে বসলেন। আসনে উপবিষ্ট হয়ে আয়ুষ্মান আনন্দ গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে এরূপ জিজ্ঞাসা করলেন–

৫। "হে গৃহপতি! আপনার রোগ উপশম হচ্ছে কি? আগের চেয়ে সুস্থ লাগছে কি? আপনার দুঃখ বেদনা বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাচ্ছে কি? আপনার ব্যাধি বৃদ্ধি না পেয়ে হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণ কি দেখা যাচ্ছে?"

"ভন্তে! আমার রোগ আরোগ্য হচ্ছে না, আগের চেয়েও সুস্থবোধ করছি না। আমার রোগের যাতনা না কমে বাড়ছে। হ্রাস পাওয়ার কোন লক্ষণও নাই বরঞ্চ দিন দিন তা বাড়ছে।"

---

[১]। দসাকারেহি- আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ এবং জ্ঞান ও বিমুক্তি যোগে দশ প্রকার।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৬। "হে গৃহপতি! চারটি বিষয়ে সমৃদ্ধ অশ্রুতবান, পৃথগ্জন (সাধারণজন) ব্যক্তির নিজ মৃত্যুর পর কি হবে এই ভেবে উত্রাস, ভীতি, এবং মরণ ভয় উৎপন্ন হয়। সেই চার কি কি? এক্ষেত্রে, গৃহপতি! অশ্রুতবান পৃথগ্জন বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয় এবং দুঃশীলে পূর্ণ থাকে। বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতি অশ্রদ্ধা নিজ মধ্যে দেখতে পেয়ে এবং নিজকে দুঃশীলরূপে জানতে পেরে তার নিজ মৃত্যুর পর কি হবে এই ভেবে উত্রাস, ভীতি, এবং মরণ ভয় উৎপন্ন হয়।

৭। গৃহপতি! চারটি বিষয়ে সমৃদ্ধ শ্রুতবান, আর্যশ্রাবকের নিজ মৃত্যুর পর কি হবে এই ভেবে উত্রাস, ভীতি, এবং মরণ ভয় উৎপন্ন হয় না। সেই চার কি কি? এক্ষেত্রে, গৃহপতি! শ্রুতবান আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' সেই বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা নিজ মধ্যে দেখতে পেয়ে তার নিজ মৃত্যুর পর কি হবে এই ভেবে উত্রাস, ভীতি, এবং মরণ ভয় উৎপন্ন হয় না। পুনশ্চ, গৃহপতি! শ্রুতবান আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সেই ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা নিজ মধ্যে দেখতে পেয়ে তার নিজ মৃত্যুর পর কি হবে এই ভেবে উত্রাস, ভীতি, এবং মরণ ভয় উৎপন্ন হয় না। পুনশ্চ, গৃহপতি! শ্রুতবান আর্যশ্রাবক সংঘের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। সেই সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা নিজ মধ্যে দেখতে পেয়ে তার নিজ মৃত্যুর পর কি হবে এই ভেবে উত্রাস, ভীতি, এবং মরণ ভয় উৎপন্ন হয় না। পুনশ্চ, গৃহপতি! শ্রুতবান আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। আর্যগণের প্রশংসিত সেই শীলসমূহ নিজ মধ্যে দেখতে পেয়ে তার নিজ মৃত্যুর পর কি হবে এই ভেবে উত্রাস, ভীতি, এবং মরণ ভয় উৎপন্ন হয় না।"

৮। "ভন্তে! আনন্দ! আমি ভয় পাচ্ছি না। কি বা আমি ভয় করব? ভন্তে! আমি বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন। ভন্তে! ভগবান কর্তৃক গৃহীগণের উপযোগী যে শিক্ষাপদসমূহ দেশিত হয়েছে, সেই সমস্ত শিক্ষাপদ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আমি নিজ মধ্যে খণ্ডিত আছে বলে উপলব্ধি করি না।”

“হে গৃহপতি! তা আপনার লাভই বটে, তা আপনার সুলব্ধ যে আপনার দ্বারা স্রোতাপত্তিফল ব্যখ্যাত হলো।” সপ্তম সূত্র।

(৮) প্রথম ভয়-বৈর উপশান্ত সূত্র

১০২৪.১। শ্রাবস্তী নিদান। একপাশে উপবিষ্ট গৃহপতি অনাথপিণ্ডিককে ভগবান এরূপ বললেন−

২। “গৃহপতি! যখন হতে আর্যশ্রাবকের পাঁচ প্রকার ভয়-বৈর উপশান্ত হয়, চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে সে বিভূষিত হয়, আর্যধারা প্রজ্ঞার দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিবিদ্ধ হয়; তখন হতে সে যদি আকাঙ্খা করে তবে নিজকে নিজেই এরূপে প্রকাশ করতে পারে, যথা− ‘আমার নরক, তির্যক, প্রেত ও অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত গমন ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ।’

৩। তার সেই পাঁচ প্রকার ভয়-বৈর কি কি যা তার উপশান্ত হয়? গৃহপতি! প্রাণী হত্যাকারী প্রাণী হত্যার দরুন ইহজীবনেই ভয়-বৈর বৃদ্ধি করে, মৃত্যুর পরও ভয়-বৈর বৃদ্ধি করে এবং মানসিকভাবেও দুঃখ-দৌর্মনস্য পায়। এরূপ প্রাণী হত্যা হতে বিরত ব্যক্তির সেই ভয়-বৈরতা (শত্রুতা) উপশান্ত হয়। গৃহপতি! অদত্ত বস্তু গ্রহণকারী চুরির দরুন, মিথ্যাকামাচারী সেই মিথ্যাকামাচারের দরুন, মিথ্যাবাদী তার মিথ্যা কথনের দরুন, এবং সুরা-মৈরেয় পানে প্রমত্ত জন সুরা-মদ পানের দরুন ইহজীবনেই ভয়-বৈর বৃদ্ধি করে, মৃত্যুর পরও ভয়-বৈর বৃদ্ধি করে এবং মানসিকভাবেও দুঃখ-দৌর্মনস্য পায়। এরূপ অদত্ত বস্তু গ্রহণ, মিথ্যাকামাচার, মিথ্যা কথন, এবং প্রমত্ততাদায়ক মদ্য পান হতে বিরত ব্যক্তির সেই ভয়-বৈর উপশান্ত হয়। এই পাঁচ প্রকার ভয়-বৈর আছে যা তার উপশান্ত হয়।

৪। কোন্ চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে সে বিভূষিত হয়? এক্ষেত্রে, গৃহপতি! আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা− ‘ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।’ সেই আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতিও এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা− ‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ সেই আর্যশ্রাবক সংঘের প্রতিও এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা− ‘ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র’। এবং গৃহপতি!

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়।

৫। কিরূপে আর্যধারা তার প্রজ্ঞার দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিবিদ্ধ হয়? এক্ষেত্রে, গৃহপতি! আর্যশ্রাবক প্রতীত্যসমুৎপাদে উত্তমরূপে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করে, যথা– ইহা থাকাতে এরূপ হয়েছে, এর উৎপত্তিতে ইহাও উৎপন্ন হয়েছে; ইহা না থাকলে এটা হয় না বা হতে পারে না, ইহার ধ্বংসে এটাও নিরুদ্ধ বা ধ্বংস হয়, যেমন 'অবিদ্যার কারণে সংস্কার, সংস্কারের কারণে বিজ্ঞান, বিজ্ঞানের কারণে নাম-রূপ, নাম-রূপের কারণে ষড়ায়তন, ষড়ায়তনের কারণে স্পর্শ, স্পর্শের কারণে বেদনা, বেদনার কারণে তৃষ্ণা, তৃষ্ণার কারণে উপাদান, উপাদানের কারণে ভব, ভবের কারণে জাতি (পুনর্জন্ম) এর উৎপত্তি হয়, এই জাতি হতে জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-নৈরাশ্য প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এরূপে শুধুমাত্র দুঃখ স্কন্ধেরই সমুদয় বা উৎপত্তি হয়। অবিদ্যার অশেষ বিরাগ ও নিরোধে সংস্কারের নিরোধ হয়, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞানের নিরোধ হয়, বিজ্ঞানের নিরোধে নাম-রূপ নাম-রূপ নিরোধের কারণে ষড়ায়তনের নিরোধ হয়, ষড়ায়তন নিরোধের কারণে স্পর্শ নিরোধ হয়, স্পর্শ নিরোধের কারণে বেদনা নিরোধ হয়, বেদনা নিরোধের কারণে তৃষ্ণা নিরোধ হয়, তৃষ্ণা নিরোধের কারণে উপাদান নিরোধ হয়, উপাদানের নিরোধে ভব নিরোধ হয় এবং ভব নিরোধের কারণে জন্ম-জরা-মরণ-শোক-পরিদেবন-দুঃখ-দৌর্মনস্য-নৈরাশ্য প্রভৃতির নিরোধ হয়। এরূপে শুধুমাত্র দুঃখ স্কন্ধেরই নিরোধ হয়। এই আর্যধারা (অরিযঞাযো) তার প্রজ্ঞার দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিবিদ্ধ হয়। গৃহপতি! যখন হতে আর্যশ্রাবকের এই পাঁচ প্রকার ভয়-বৈর উপশান্ত হয়, এই চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে সে বিভূষিত হয়, এবং এই আর্যধারা তার প্রজ্ঞার দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিবিদ্ধ হয়; তখন হতে সে যদি আকাঙ্খা করে তবে নিজকে নিজেই এরূপে প্রকাশ করতে পারে, যথা– 'আমার নরক, তির্যক, প্রেত ও অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত গমন ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ'।" অষ্টম সূত্র।

(৯) দ্বিতীয় ভয়-বৈর উপশান্ত সূত্র

১০২৫.১। শ্রাবস্তী নিদান। একপাশে উপবিষ্ট ভিক্ষুগণকে এরূপ বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! যখন হতে আর্যশ্রাবকের এই পাঁচ প্রকার ভয়-বৈর উপশান্ত হয়, এই চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গে সে বিভূষিত হয়, এবং এই আর্যধারা তার প্রজ্ঞার দ্বারা সুদৃষ্ট ও সুপ্রতিবিদ্ধ হয়; তখন হতে সে যদি আকাঙ্খা করে তবে নিজকে নিজেই এরূপে প্রকাশ করতে পারে, যথা– 'আমার নরক, তির্যক, প্রেত ও অপায়-দুর্গতি-বিনিপাত গমন ক্ষীণ হয়েছে। আমি স্রোতাপন্ন,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ'।" নবম সূত্র।

(১০) নন্দক লিচ্ছবী সূত্র

১০২৬.১। একসময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। অতঃপর মহামাত্য নন্দক লিচ্ছবী ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহামাত্য নন্দক লিচ্ছবীকে ভগবান এরূপ বললেন—

২। "হে নন্দক! চার প্রকার গুণধর্মে সমন্নাগত একজন আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়। সেই চার প্রকার কি কি? এক্ষেত্রে, নন্দক! একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা— 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' সেই আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতিও এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা— 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সেই আর্যশ্রাবক সংঘের প্রতিও এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা— 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। এবং নন্দক! সেই আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। নন্দক! এই চার প্রকার গুণধর্মে সমন্নাগত একজন আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।

৩। নন্দক! এই চারটি গুণধর্মে সমৃদ্ধ আর্যশ্রাবক দিব্য ও মনুষ্য আয়ু, বর্ণ, সুখ, যশ এবং আধিপত্যের দ্বারা সৌভাগ্য মণ্ডিত বা সংযুক্ত হয়। হে নন্দক! সেই বিষয় আমি অন্য কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ হতে শুনে বলছি না। অধিকন্তু আমি স্বয়ং যা জ্ঞাত হয়েছি, দেখেছি এবং স্বয়ং বিদিত আছি, তাই প্রকাশ করছি।"

এরূপ বলার পর জনৈক ব্যক্তি এসে মহামাত্য নন্দক লিচ্ছবীকে এরূপ বলল—

"মহাশয়! স্নানের সময় হয়েছে।"

"ওহে সুহৃদ! এই বাহ্যিক দেহের স্নান ক্রিয়া যথেষ্টই হয়েছে। ভগবানের প্রতি প্রসাদরূপ (বা শ্রদ্ধা) এই আভন্তরীক স্নান বা শুচিতাই আমার জন্য যথেষ্ট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হবে।” দশম সূত্র।

সরণানি বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্র সূচী

দুই মহানাম সূত্র আর গোধ ও দুই সরণানি;
দ্বে অনাথপিণ্ডিক, ভয়-বৈর ও নন্দক সূত্রে বর্গ সমাপ্ত॥

৪. পুণ্যপ্রবাহ বর্গ

(১) প্রথম পুণ্যপ্রবাহ সূত্র

১০২৭.১। শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার রয়েছে। সেই চার কি কি? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।’ ইহা হচ্ছে প্রথম পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র’। ইহা হচ্ছে তৃতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ইহা হচ্ছে চতুর্থ পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।” প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় পুণ্যপ্রবাহ সূত্র

১০২৮.১। “হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার রয়েছে। সেই চার কি কি? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। ইহা হচ্ছে তৃতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক বিগত মাৎসর্যমল চিত্তে, মুক্ত হস্ত, উদার হস্ত, দানে রত, যাঞ্চা মাত্র দানে প্রস্তুত এবং দান বন্টনে রত হয়ে গৃহে বাস করে। ইহা হচ্ছে চতুর্থ পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার। ভিক্ষুগণ! চার প্রকার হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) তৃতীয় পুণ্যপ্রবাহ সূত্র

১০২৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার রয়েছে। সেই চার কি কি? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। ইহা হচ্ছে তৃতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়, আর্য নির্বেধিক, সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-অস্তগামী প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হয়। ইহা হচ্ছে চতুর্থ পুণ্যপ্রবাহ,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার। ভিক্ষুগণ! চার প্রকার হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।” তৃতীয় সূত্র।

(৪) প্রথম দেবপদ সূত্র

১০৩০.১। শ্রাবস্তী নিদান। “হে ভিক্ষুগণ! অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের চার প্রকার দেবপদ (প্রণালী) আছে। সেই চার কি কি?

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।’ ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের প্রথম দেববাক্য।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের দ্বিতীয় দেববাক্য।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র’। ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের তৃতীয় দেববাক্য।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের চতুর্থ দেববাক্য। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের দেববাক্য।” চতুর্থ সূত্র।

(৫) দ্বিতীয় দেবপদ সূত্র

১০৩১.১। “হে ভিক্ষুগণ! অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের চার প্রকার দেবপদ (প্রণালী) আছে। সেই চার কি কি?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের প্রথম দেববাক্য।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের দ্বিতীয় দেববাক্য।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গাল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গালই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের তৃতীয় দেববাক্য।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের চতুর্থ দেববাক্য। সে এরূপে বিবেচনা করে যে 'দেবগণের দেবপদ কি' সে তখন এরূপ জানতে পারে যে 'বর্তমানে আমি শুনেছি যে সেই দেবগন অত্যন্ত শান্ত। আর আমিও স্থায়ী বা অস্থায়ী কোন কিছুর প্রতিও কোনরূপ অহিত সাধন করছি না। তাই অবশ্যই আমি দেবপদ ধর্মে সমন্নাগত হয়ে অবস্থান করছি।' ইহা হচ্ছে অবিশুদ্ধ সত্ত্বগণের বিশুদ্ধিতার জন্য, অপরিশুদ্ধ সত্ত্বগণের পরিশুদ্ধির জন্য দেবগণের চার প্রকার দেবপদ বা বাক্য।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) দেব সভাগত সূত্র

১০৩২.১। "হে ভিক্ষুগণ! দেবসভায় আগত চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত জনের সাথে দেবগণ সন্তুষ্টমনা হয়ে আলাপ করে। সেই চার কি কি?

২। "এক্ষেত্রে, একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' যেই দেবগণ বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছে তাদের এরূপ মনোভাব হয়– 'আমরা যেরূপে বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে সেই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে এই দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছি, ঠিক সেরূপেই এই আর্যশ্রাবকও বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে এই দেবগণের সন্নিধানে এসেছেন।'

পুনশ্চ একজন আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' যেই দেবগণ ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছে তাদের এরূপ মনোভাব হয়– 'আমরা যেরূপে ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে সেই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে এই দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছি, ঠিক সেরূপেই এই আর্যশ্রাবকও ধর্মের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে এই দেবগণের সন্নিধানে এসেছেন।'

পুনশ্চ একজন আর্যশ্রাবক সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। যেই দেবগণ সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছে তাদের এরূপ মনোভাব হয়– 'আমরা যেরূপে সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে সেই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে এই দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছি, ঠিক সেরূপেই এই আর্যশ্রাবকও সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে এই দেবগণের সন্নিধানে এসেছেন।'

পুনশ্চ একজন আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। যেই দেবগণ শীলসমূহের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছে তাদের এরূপ মনোভাব হয়– 'আমরা যেরূপে শীলসমূহের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে সেই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে এই দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছি, ঠিক সেরূপেই এই আর্যশ্রাবকও শীলসমূহের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধায় সমন্নাগত হয়ে এই দেবগণের সন্নিধানে এসেছেন।' ভিক্ষুগণ! দেবসভায়

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আগত এই চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত জনের সাথে দেবগণ সন্তুষ্টমনা হয়ে আলাপ করে।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) মহানাম সূত্র[১]

১০৩৩.১। একসময় ভগবান শাক্য রাজ্যের কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। অতপর মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন–

২। "ভন্তে! কিরূপে একজন উপাসক হয়?"

"মহানাম! যখন হতে একজন বুদ্ধ-ধর্ম ও সংঘের শরণাগত হয়, তখন হতে মহানাম! একজন উপাসক হয়।"

"ভন্তে! কিরূপে উপাসক শীলসম্পন্ন হয়?"

"মহানাম! যখন হতে উপাসক প্রাণী হত্যা হতে বিরত হয়, অদত্ত গ্রহণ, মিথ্যা কামাচার, মিথ্যা ভাষণ, এবং সুরা-মৈরেয়-মদ্য পান হতে বিরত হয়, তখন হতে মহানাম! একজন উপাসক শীলসম্পন্ন হয়।"

"ভন্তে! কিরূপে উপাসক শ্রদ্ধাসম্পন্ন বা শ্রদ্ধাবান হয়?"

"এক্ষেত্রে মহানাম! উপাসক শ্রদ্ধাবান হয়। সে তথাগতের বোধি জ্ঞানের প্রতি এরূপে শ্রদ্ধান্বিত হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' এরূপে মহানাম! উপাসক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়।"

"ভন্তে! কিরূপে উপাসক ত্যাগসম্পন্ন হয়?"

"এক্ষেত্রে মহানাম! উপাসক বিগত মাৎসর্যমল চিত্তে মুক্তহস্ত, উদারহস্ত, দানে রত, যাচঞা মাত্র দানে প্রস্তুত এবং দান বন্টনে রত হয়ে গৃহবাস করে। এরূপে মহানাম! উপাসক ত্যাগসম্পন্ন হয়।"

"কিরূপে ভন্তে! উপাসক প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়?"

"এক্ষেত্রে মহানাম! উপাসক প্রজ্ঞাবান হয়, আর্য নির্বেধিক সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-বিলয়গামী প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হয়। এরূপে মহানাম! উপাসক প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়।" সপ্তম সূত্র।

(৮) বর্ষা সূত্র

১০৩৪.১। "যেমন ভিক্ষুগণ! পর্বতের উপরে বৃষ্টিদেব বড় ফোঁটায় বৃষ্টিপাত করলে সেই বৃষ্টির জল নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়ে পর্বতের কন্দর ও ফাঁটল জলপূর্ণ হয়। পর্বতের কন্দর ও ফাঁটল জলপূর্ণ হওয়ার পর ক্ষুদ্র জলাশয়গুলোও

---

[১]। সুত্ত সংগ্রহ, অনু- জিনবংশ মহাস্থবির; ২৫নং পৃ. দ্রষ্টব্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

জলপূর্ণ হয়, ক্ষুদ্র জলাশয় জলপূর্ণ হওয়ার পর বৃহৎ জলাশয়সমূহও জলেতে পরিপূর্ণ হয়, বৃহৎ জলাশয়সমূহ পূর্ণ হওয়ার পর ছোট নদীসমূহও জলপূর্ণ হয়, ছোট নদীসমূহ জলেতে পাবিত হওয়ার পর মহানদীসমূহ জলেতে পূর্ণ হয়, মহানদীসমূহ জলে পাবিত হওয়ার পর মহাসমুদ্রও জলেতে পরিপূর্ণ হয়। ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ! যে আর্যশ্রাবকের নিকট বুদ্ধ-ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা এবং আর্যগণের প্রশংসিত শীলসমূহ বিদ্যমান; তার এই গুণধর্মসমূহ প্রবাহিত হয়ে নির্বাণ পাড়ে গমন পূর্বক আস্রবসমূহ ক্ষয়ের জন্য সংবর্তিত হয়।” অষ্টম সূত্র।

(৯) কালিগোধা সূত্র

১০৩৫.১। একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যের কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। অতপর ভগবান পূর্বাহ্ন সময়ে চীবর পরিধান পূর্বক পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে কালিগোধা নাম্নী জনৈকা শাক্যনীর গৃহে উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসলেন। অতপর কালিগোধা শাক্যনী ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্টা কালিগোধা শাক্যনীকে ভগবান এরূপ বলতে লাগলেন–

২। “হে গোধা! চারটি গুণধর্মে সমৃদ্ধা আর্যশ্রাবিকা স্রোতাপন্না, অবিনিপাতধর্মী, ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়। সেই চার কি কি? এক্ষেত্রে, গোধা! আর্যশ্রাবিকা বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।’ সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র’। সে বিগত মাৎসর্যমল চিত্তে মুক্তহস্ত, উদারহস্ত, দানে রত, যাচঞা মাত্র দানে প্রস্তুত এবং দান বন্টনে রত হয়ে গৃহবাস করে। এই চারটি গুণধর্মে সমৃদ্ধা আর্যশ্রাবিকা স্রোতাপন্না, অবিনিপাতধর্মী, ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।”

৩। “ভন্তে! ভগবান কর্তৃক যেই চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গ দেশিত হল, সেই ধর্মসমূহ আমার মধ্যে বিদ্যমান এবং আমিও সেই ধর্মসমূহ সন্দর্শন করি। ভন্তে! আমি বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন, যথা– ‘ইনি সেই ভগবান,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' ধর্মের প্রতিও আমি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সংঘের প্রতিও এরূপ অবিচলিত প্রসাদ আমাতে বিদ্যমান, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। এবং আমার কুলগৃহে যা কিছু দানযোগ্য বিষয় আছে সে সমস্ত শীলবান ও কল্যাণধর্মীদের অপ্রতিবিভক্তরূপে দান দেয়া হয়।"

৪। "হে গোধা! তা সত্যি লাভ, তা সত্যিই সুলব্ধ যে তোমার দ্বারা স্রোতাপত্তিফল ব্যাখ্যাত হল।" নবম সূত্র।

(১০) নন্দিয় শাক্য সূত্র

১০৩৬.১। একসময় ভগবান শাক্যরাজ্যের কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। অতপর নন্দিয় শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে নন্দিয় শাক্য ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন–

২। "ভন্তে! যেই আর্যশ্রাবকের নিকট চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গ সর্বতোভাবে, একত্রে, সর্বপর্যায়ে ও সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যমান, ভন্তে! সেই আর্যশ্রাবক 'প্রমাদবিহারী'।"

৩। "হে নন্দিয়! যার নিকট চারি স্রোতাপত্তি অঙ্গ সর্বতোভাবে, একত্রে, সর্বপর্যায়ে ও সম্পূর্ণরূপে অবিদ্যমান, তাকে আমি এই শাসন বহির্ভূত পৃথগ্‌জন (সাধারণজন) ব্যক্তির পর্যায়ভূক্ত বলে প্রকাশ করি। অধিকন্তু, নন্দিয়! কিরূপে আর্যশ্রাবক প্রমাদবিহারী ও অপ্রমাদবিহারী হয় তা শ্রবণ কর, উত্তমরূপে মনোনিবেশ কর; আমি ভাষণ করছি।"

"তাই হোক, ভন্তে!"– বলে নন্দিয় শাক্য ভগবানকে প্রত্যুত্তর দেয়ার পর ভগবান বলতে লাগলেন–

৪। "কিরূপে নন্দিয়! আর্যশ্রাবক প্রমাদবিহারী হয়? এক্ষেত্রে, নন্দিয়! আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। সে আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। সে শুধুমাত্র বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদগুণে এবং শীলসমূহের প্রতি মাত্র সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু দিনে প্রবিবেক এবং রাত্রিতে ভাবনার উদ্দেশ্যে নির্জনতা লাভের জন্য উত্তরোত্তর প্রয়াস করে না। এরূপে সেই প্রমত্ত বিহারীর প্রমোদিতভাব লাভ হয় না। প্রামোদ্যের অভাবে প্রীতিও উৎপন্ন হয় না। প্রীতির অভাবে প্রশান্তিভাব আসে না। প্রশান্তিভাব উৎপন্ন না হওয়ার দরুন সে দুঃখে অবস্থান করে। দুঃখী ব্যক্তির চিত্তও সমাধিস্থ হয় না। অসমাহিত চিত্তে ধর্মসমূহ প্রতিভাত হয় না। আর ধর্মসমূহ অপ্রতিভাত হেতু সে প্রমাদ বিহারীরূপে বিবেচিত হয়। এরূপে নন্দিয়! আর্যশ্রাবক প্রমাদবিহারী হয়।

৫। কিরূপে নন্দিয়! আর্যশ্রাবক অপ্রমাদবিহারী হয়? এক্ষেত্রে, নন্দিয়! আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' আর্যশ্রাবক ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। সে আর্যগণের

প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। সে শুধুমাত্র বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের প্রতি অবিচলিত প্রসাদগুণে এবং শীলসমূহের প্রতি সন্তুষ্ট না থেকে দিনে প্রবিবেক এবং রাত্রিতে ভাবনার উদ্দেশ্যে নির্জনতা লাভের জন্য উত্তরোত্তর প্রয়াস করে। এরূপে সেই অপ্রমত্ত বিহারীর প্রমোদিতভাব লাভ হয়। প্রামোদ্যের বিদ্যমানতায় প্রীতিও উৎপন্ন হয়। প্রীতির কারণে প্রশান্তিভাব আসে। প্রশান্তিভাব উৎপন্ন হওয়ার দরুন সে সুখে অবস্থান করে। সুখী ব্যক্তির চিত্তও সমাধিস্থ হয়। সমাহিত চিত্তে ধর্মসমূহ প্রতিভাত হয়। আর ধর্মসমূহ প্রতিভাত হেতু সে অপ্রমাদবিহারীরূপে বিবেচিত হয়। এরূপে নন্দিয়! আর্যশ্রাবক অপ্রমাদবিহারী হয়।” দশম সূত্র।

পুণ্যপ্রবাহ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

তিন পুণ্যপ্রবাহ সূত্র আর দুই দেবপদ সূত্র;
সভাগত, মহানাম ও বৃষ্টি, কালী, নন্দিয় সূত্র॥

৫. সগাথা পুণ্যপ্রবাহ বর্গ

(১) প্রথম প্রবাহ সূত্র

১০৩৭.১। “হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার রয়েছে। সেই চার কি কি? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।’ ইহা হচ্ছে প্রথম পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুণ্যক্ষেত্র'। ইহা হচ্ছে তৃতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ইহা হচ্ছে চতুর্থ পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

২। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহে সমন্নাগত আর্যশ্রাবকের পুণ্যের পরিমাণ এরূপে নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়, যথা– 'এত পরিমাণ হচ্ছে পুণ্য প্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।' এই মহাপুণ্যরাশিকে অসংখ্য অপ্রমেয়রূপে অভিহিত করা চলে। যেমন ভিক্ষুগণ! মহাসমুদ্রের জলের পরিমাণ এরূপে নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়, যথা– 'এত পাত্র পরিমাণ জল, বা এত শত পরিমাণ অথবা এত হাজার কিংবা এত শত হাজার (লক্ষ) পাত্র পরিমাণ জল।' সেই মহা জলরাশিও অসংখ্য অপ্রমেয়রূপে ধারণা করা চলে। ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহে সমন্নাগত আর্যশ্রাবকের পুণ্যের পরিমাণ এরূপে নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়, যথা– 'এত পরিমাণ হচ্ছে পুণ্য প্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।' এই মহাপুণ্যরাশিকে অসংখ্য অপ্রমেয়রূপে অভিহিত করা চলে।"

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর শাস্তা আবার বলতে লাগলেন–

"অপরিমিত মহা উদধি ও মহাসরোবর,
অতি ভৈরব কিন্তু তা অগণিত রত্নের ঘর।
বহুজনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে,
নদী যথা বয়ে চলে বহুদূর, মিলে সাগরে;
এরূপে যেবা করে দান অন্নম বস্ত্র, আসন,
শয্যা, আস্তরণ দিয়ে করে নর-কে ভজন;
সেইরূপ পন্ডিত হয় পুণ্যধারা প্রাপ্ত,
নদী যেমন সাগরেতে হয়ে থাকে যুক্ত।" প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় প্রবাহ সূত্র

১০৩৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার রয়েছে। সেই চার কি কি? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' ইহা হচ্ছে প্রথম পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। ইহা হচ্ছে তৃতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক বিগত মাৎসর্যমল চিত্তে মুক্তহস্ত, উদারহস্ত, দানে রত, যাচঞা মাত্র দানে প্রস্তুত এবং দান বন্টনে রত হয়ে গৃহবাস করে। ইহা হচ্ছে চতুর্থ পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

২। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহে সমন্নাগত আর্যশ্রাবকের পুণ্যের পরিমাণ এরূপে নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়, যথা– 'এত পরিমাণ হচ্ছে পুণ্য প্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।' এই মহাপুণ্যরাশিকে অসংখ্য অপ্রমেয়রূপে অভিহিত করা চলে। যেমন ভিক্ষুগণ! গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহী এই মহানদীগুলো যেখানে একত্রে আসে ও মিলিত হয়, সেখানের জলের পরিমাণ এরূপে নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়, যথা– 'এত পাত্র পরিমাণ জল, বা এত শত পরিমাণ অথবা এত হাজার কিংবা এত শত হাজার (লক্ষ) পাত্র পরিমাণ জল।' সেই মহা জলরাশিও অসংখ্য অপ্রমেয়রূপে ধারণা করা চলে। ঠিক তদ্রূপ, ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহে সমন্নাগত আর্যশ্রাবকের পুণ্যের পরিমাণ এরূপে গণনা করা সহজসাধ্য নয়, যথা– 'এত পরিমাণ হচ্ছে পুণ্য প্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।' এই মহাপুণ্যরাশিকে অসংখ্য অপ্রমেয়রূপে অভিহিত করা চলে।"

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর শাস্তা আবার বলতে লাগলেন–

"অপরিমিত মহা উদধি ও মহাসরোবর,
অতি ভৈরব কিন্তু তা অগণিত রত্নের ঘর।
বহুজনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে
নদী যথা বয়ে চলে বহুদূর, মিলে সাগরে;
এরূপে যেবা করে দান অন্নম বস্ত্র, আসন,
শয্যা, আস্তরণ দিয়ে করে নর-কে ভজন;

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেইরূপ পন্ডিত হয় পুণ্যধারা প্রাপ্ত,
নদী যেমন সাগরেতে হয়ে থাকে যুক্ত।” দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) তৃতীয় প্রবাহ সূত্র

১০৩৯.১। “হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার রয়েছে। সেই চার কি কি? এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! একজন আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।’ ইহা হচ্ছে প্রথম পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।’ ইহা হচ্ছে দ্বিতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– ‘ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র’। ইহা হচ্ছে তৃতীয় পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাবান হয়, আর্য নির্বেধিক সম্যকরূপে দুঃখক্ষয়কর উদয়-বিলয়গামী প্রজ্ঞায় সমন্নাগত হয়। এরূপে ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক প্রজ্ঞাসম্পন্ন হয়। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার হচ্ছে পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।

২। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার পুণ্যপ্রবাহ, কুশল প্রবাহে সমন্নাগত আর্যশ্রাবকের পুণ্যের পরিমাণ এরূপে নির্ণয় করা সহজসাধ্য নয়, যথা– ‘এত পরিমাণ হচ্ছে পুণ্য প্রবাহ, কুশল প্রবাহ ও সুখের আহার।’ এই মহাপুণ্যরাশিকে অসংখ্য অপ্রমেয়রূপে অভিহিত করা চলে।”

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর শাস্তা আবার বলতে লাগলেন–

“পুণ্যকামী যিনি সদা কুশলে প্রতিষ্ঠিত,
অমৃত প্রাপ্তির তরে করে মার্গ ভাবিত;
ধর্মসার প্রাপ্ত সেজন, ক্লেশ ক্ষয়ে রত,
নিজ মৃত্যু হবে ভেবে হয় না উৎকন্টিত।” তৃতীয় সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) প্রথম মহাধন সূত্র

১০৪০.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক 'আঢ্য, মহাধনী ও মহাভোগবান'- রূপে অভিহিত হয়। সেই চার কি কি? যথা−

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা− 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা− 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা− 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক 'আঢ্য, মহাধনী ও মহাভোগবান'-রূপে অভিহিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) দ্বিতীয় মহাধন সূত্র

১০৪১.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক 'আঢ্য, মহাধনী ও মহাযশস্বী'- রূপে অভিহিত হয়। সেই চার কি কি? যথা−

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা− 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা− 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা− 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক 'আঢ্য, মহাধনী ও মহাযশস্বী'- রূপে অভিহিত হয়।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) শুদ্ধক সূত্র

১০৪২.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়। সেই চার কি কি? যথা–

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্ছিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) নন্দিয় সূত্র

১০৪৩.১। কপিলাবস্তু নিদান। একপাশে উপবিষ্ট নন্দিয় শাক্যকে ভগবান এরূপ বললেন–

২। "হে নন্দিয়! ... ... পূর্ব সূত্রের ন্যায় ... ...।" সপ্তম সূত্র।

(৮) ভদ্রিয় সূত্র

১০৪৪.১। কপিলাবস্তু নিদান। একপাশে উপবিষ্ট ভদ্রিয় শাক্যকে ভগবান

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এরূপ বললেন–

২। "হে ভদ্রিয়! ... ... পূর্ব সূত্রের ন্যায় ... ...।" অষ্টম সূত্র।

(৯) মহানাম সূত্র

১০৪৫.১। কপিলাবস্তু নিদান। একপাশে উপবিষ্ট মহানাম শাক্যকে ভগবান এরূপ বললেন–

২। "হে মহানাম! ... ... পূর্ব সূত্রের ন্যায় ... ...।" নবম সূত্র।

(১০) অঙ্গ সূত্র

১০৪৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার স্রোতাপত্তির অঙ্গ রয়েছে। সেই চার কি কি? যথা– সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, পূর্ণাঙ্গ মনোযোগ (যোনিস মনসিকার), এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার হচ্ছে স্রোতাপত্তির অঙ্গ।" দশম সূত্র।

সগাথা পুণ্যপ্রবাহ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

তিন প্রবাহ ব্যক্ত হল আরও দুই মহাধন সূত্র;
শুদ্ধ, নন্দিয়, ভদ্রিয় ও মহানাম, অঙ্গ সূত্রে বর্গ সমাপ্ত॥

৬. সপ্রাজ্ঞ বর্গ

(১) সগাথা সূত্র

১০৪৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়। সেই চার কি কি? যথা–

২। এক্ষেত্রে, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সে ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।'

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! সংঘের প্রতিও সে এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হয়, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র’।

পুনশ্চ, ভিক্ষুগণ! আর্যশ্রাবক আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে বিভূষিত হয়। ভিক্ষুগণ! এই চারটি গুণধর্মে সমন্নাগত আর্যশ্রাবক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ হয়।”

ভগবান এরূপ বলে অতঃপর শাস্তা আরও বলতে লাগলেন–

“তথাগতের প্রতি যার শ্রদ্ধা অবিচল,
প্রতিষ্ঠিত শ্রদ্ধা তার বিগত হয় মল।
আর্যগণের প্রশংসিত, মনোজ্ঞ তিনি,
নির্মল শীল পালনে রত আছেন যিনি।
যথাযথভাবে যে করে সংঘকে দর্শন,
সেহেতু লভে সে প্রসাদ, হয় পুণ্য বর্দ্ধন;
অদরিদ্ররূপে তাকে করা যায় অভিহিত,
অব্যর্থ তার জীবন ধারণ এ লোকে সতত।
সেহেতু জ্ঞানীজন পালন করুন অনুক্ষণ,
বুদ্ধের শাসন সদা করুন অনুস্মরণ;
শ্রদ্ধা, শীল পালনে আর ধর্মে প্রসাদিত,
নিত্য থাকুন যুক্ত এই তিনে অবিরত।” প্রথম সূত্র

(২) বর্ষা উদ্‌যাপন সূত্র

১০৪৮.১। এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত আরামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে জনৈক ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে বর্ষা উদ্‌যাপন করে কোন কার্যোপলক্ষে কপিলাবস্তুতে উপস্থিত হলেন। কপিলাবস্তুর শাক্যগণ শুনতে পেলেন যে– ‘জনৈক ভিক্ষু শ্রাবস্তীতে বর্ষা উদ্‌যাপন করে কপিলাবস্তুতে এসেছেন।’

২। অতঃপর কপিলাবস্তুর শাক্যগণ সেই ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে ভিক্ষুটিকে অভিবাদন করে একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট হয়ে কপিলাবস্তুর শাক্যগণ সেই ভিক্ষুটিকে এরূপ বললেন–

৩। “ভন্তে! ভগবান নিরোগ ও সুস্থ আছেন তো?”

“হে উপাসকগণ! ভগবান নিরোগ ও সুস্থ আছেন।”

“ভন্তে! শারিপুত্র-মৌদ্গাল্যায়ণ ভন্তেরাও নিরোগ ও সুস্থ আছেন তো?”

“হে উপাসকগণ! শারিপুত্র-মৌদ্গাল্যায়ণ ভন্তেরাও নিরোগ ও সুস্থ আছেন।”

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! ভিক্ষুসংঘও নিরোগ ও সুস্থ আছেন তো?"

"হে উপাসকগণ! ভিক্ষুসংঘও নিরোগ ও সুস্থ আছেন।"

৪। "ভন্তে! এই বর্ষার মধ্যে ভগবানের সম্মুখ হতে এমন কোন ধর্মপর্যায় শ্রবণ করেছেন কি, ভগবানের কাছ হতে কোন ধর্মপর্যায় গ্রহণ করেছেন কি?"

"উপাসকগণ! আমি ভগবানের কাছ হতেই এরূপ শুনেছি এবং অবধারণ করেছি যে– 'হে ভিক্ষুগণ! সেসব ভিক্ষুর সংখ্যা অল্পমাত্রই যারা আস্রবসমূহের ক্ষয়ে অনাস্রব এবং চিত্তবিমুক্ত ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত হয়ে ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞা উপলব্ধি করে অর্জন পূর্বক অবস্থান করে। তাদের চেয়ে এমন ভিক্ষুর সংখ্যাই বহুতর যারা পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে জন্ম নিয়েছেন। সেখানেই তারা পরিনির্বাণ লাভ করবে এবং পুনরায় সেই লোক হতে এই লোকে ফিরে আসবে না।'

উপাসকগণ! আমি ভগবানের কাছ হতে আরও শুনেছি এবং অবধারণ করেছি যে– 'হে ভিক্ষুগণ! সেসব ভিক্ষুর সংখ্যা অল্পমাত্রই যারা পঞ্চবিধ অধঃভাগীয় সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে উপপাতিকরূপে জন্ম নিয়েছেন। সেখানেই তারা পরিনির্বাণ লাভ করবে এবং পুনরায় সেই লোক হতে এই লোকে ফিরে আসবে না। কিন্তু তাদের চেয়ে এমন ভিক্ষুর সংখ্যাই বহুতর যারা ত্রিবিধ সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে রাগ-দ্বেষ ও মোহের তনুভাব হেতু সকৃদাগামী প্রাপ্ত হয়েছে এবং একবার মাত্র এই লোকে জন্ম গ্রহণ পূর্বক দুঃখের অন্ত সাধন করবে।'

উপাসকগণ! আমি ভগবানের কাছ হতে আরও শুনেছি এবং অবধারণ করেছি যে– 'হে ভিক্ষুগণ! সেসব ভিক্ষুর সংখ্যা অল্পমাত্রই যারা ত্রিবিধ সংযোজনসমূহ ক্ষয় করে রাগ-দ্বেষ ও মোহের তনুভাব হেতু সকৃদাগামী প্রাপ্ত হয়েছে এবং একবার মাত্র এই লোকে জন্ম গ্রহণ পূর্বক দুঃখের অন্ত সাধন করবে। অধিকন্তু, এমনতর ভিক্ষুর সংখ্যাই বহুতর যারা ত্রিবিধ সংযোজনসমূহ পরিক্ষয় পূর্বক স্রোতাপন্ন, অবিনিপাতধর্মী ও নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ'।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) ধর্মদিন্ন সূত্র

১০৪৯.১। একসময় ভগবান বারাণসীর ঋষিপতনে মৃগদায়ে[১] অবস্থান

---

[১]। বারাণসীস্থ এই ঋষিপতন মৃগদায় সারনাথে ভগবান প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। আলচ্যে গ্রন্থেই এই ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্রটি সংগীতিকারকগণ ধর্মচক্র প্রবর্তন বর্গের প্রথম সূত্র অর্থাৎ ১০৮১ নং সূত্রে সংযোজিত করেছেন। এটা অনাদি কাল হতেই বুদ্ধগণের ধর্মের প্রচার স্থান।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

করছিলেন। অতঃপর ধর্মদিন্ন উপাসক পাঁচশত উপাসকের সাথে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবেশনের পর ধর্মদিন্ন উপাসক ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভন্তে! আমাদের দীর্ঘদিন হিত ও সুখের জন্য ভগবান আমাদের উপদেশ দিন, আমাদের অনুশাসন করুন।"

"তদ্ধেতু, হে ধর্মদিন্ন! তোমাদের এরূপ শিক্ষা করা উচিত– 'তথাগত ভাষিত যেই গম্ভীর, গভীর অর্থপূর্ণ, লোকুত্তর ও শুণ্যতা বা নির্বাণ প্রদায়ী সূত্রান্ত (উপদেশাবলী) রয়েছে সেই উপদেশাবলী আমরা যথাসময়ে অধিগত হয়ে (অধ্যয়ন করে) অবস্থান করব।' ধর্মদিন্ন! তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা উচিত।"

"ভন্তে! আমাদের ন্যায় সন্তানদের ভিড়ে অবস্থানকারী, কাশী চন্দন, মালা-সুগন্ধদ্রব্যাদি ব্যবহারকারী ও সোনা-রূপা গ্রহণকারীদের পক্ষে ভগবান ভাষিত যেই গম্ভীর, গভীর অর্থপূর্ণ, লোকুত্তর ও শুণ্যতা বা নির্বাণ প্রদায়ী উপদেশাবলী যথাসময়ে অধিগত হয়ে (অধ্যয়ন করে) অবস্থান করা সহজ সাধ্য নয়। ভন্তে! তাই আমাদের পঞ্চ শিক্ষাপদে স্থিত থাকার জন্য উত্তরোত্তর ধর্ম দেশনা করুন।"

৩। "তাহলে, হে ধর্মদিন্ন! তোমাদের এরূপ শিক্ষনীয়– 'আমরা বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হব, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' আমরা ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হব, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সংঘের প্রতিও আমরা এরূপে অবিচলিত প্রসাদসম্পন্ন হব, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহে হব আমরা বিভূষিত।' ধর্মদিন্ন! তোমাদের এরূপই শিক্ষা করা উচিত।"

"ভন্তে! ভগবান কর্তৃক এখন যেই চার প্রকার স্রোতাপত্তির অঙ্গ দেশিত হয়েছে, সেই অঙ্গ আমাদের মধ্যে বিদ্যমান এবং আমরাও সেই গুণধর্ম সন্দর্শন করি। ভন্তে! আমরা বুদ্ধের প্রতি এরূপে অবিচলিত শ্রদ্ধান্বিত, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' আমরা ধর্মের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধাসম্পন্ন, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সংঘের প্রতিও আমরা এরূপে অবিচলিত প্রসাদিত, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহের আমরা বিভূষিত।"

৪। "হে ধর্মদিন্ন! তা তোমাদের সত্যিই লাভ, তা তোমাদের পক্ষে সুলব্ধ যে তোমাদের দ্বারা এখন স্রোতাপত্তিফল ব্যাখ্যাত হল।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) গ্লান সূত্র

১০৫০.১। একসময় ভগবান শাক্যদের মধ্যে কপিলাবস্তুর নিগ্রোধারামে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে বহু সংখ্যক ভিক্ষু এই ভেবে ভগবানের জন্য চীবর প্রস্তুত করছিলেন যে– 'এই প্রস্তুতকৃত চীবর পরে ভগবান তিনমাসের বর্ষা শেষে পর্যটনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করবেন।' মহানাম শাক্য শুনতে পেলেন– বহু সংখ্যক ভিক্ষু এই ভেবে ভগবানের জন্য চীবর প্রস্তুত করছিলেন যে, 'এই প্রস্তুতকৃত চীবর পরে ভগবান তিনমাসের বর্ষা শেষে পর্যটনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করবেন।' তা শুনে মহানাম শাক্য ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট মহানাম শাক্য ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভন্তে! আমি শুনেছি যে, বহু সংখ্যক ভিক্ষু এই ভেবে ভগবানের জন্য চীবর প্রস্তুত করছিলেন যে– 'এই প্রস্তুতকৃত চীবর পরে ভগবান তিনমাসের বর্ষা শেষে পর্যটনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করবেন।' ভন্তে! একজন স্রোতাপন্ন উপাসকের দ্বারা অসুস্থ, দুঃখীত ও রোগ যন্ত্রণায় পীড়িত অন্য স্রোতাপন্ন উপাসক কিরূপে উপদিষ্ট হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে আমরা এখনও ভগবানের নিকট হতে শুনতে পাইনি এবং ভগবানের সম্মুখাৎ অবধারণও করিনি।"

"মহানাম! একজন স্রোতাপন্ন উপাসকের দ্বারা অসুস্থ, দুঃখীত ও রোগ যন্ত্রণায় পীড়িত অন্য স্রোতাপন্ন উপাসককে চারটি আশ্বস্তকরণযোগ্য বিষয়ের মাধ্যমে আশ্বস্ত করা উচিত, যথা– "আয়ুষ্মান! আপনি আশ্বস্ত হোন, কেননা আপনার নিকট বুদ্ধের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা বিদ্যমান, যথা– 'ইনি সেই ভগবান, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধ, বিদ্যা-আচরণসম্পন্ন, সুগত, লোকজ্ঞ, অনুত্তর পুরুষ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দমনকারী সারথি, দেব-মনুষ্যের শাস্তা, ও বুদ্ধ ভগবান।' ধর্মের প্রতিও অবিচলিত শ্রদ্ধা আপনার মধ্যে বিদ্যমান, যথা– 'ভগবানের ধর্ম সুব্যাখ্যাত, সন্দৃষ্টিক, কালাকাল বিরহিত, এসে দেখার যোগ্য, নির্বাণে উপনয়নকারী, এবং বিজ্ঞজন কর্তৃক জ্ঞাতব্য।' সংঘের প্রতিও এরূপে অবিচলিত প্রসাদ আপনাতে রয়েছে, যথা– 'ভগবানের শিষ্যমণ্ডলী সুপথে প্রতিপন্ন, ঋজু পথে প্রতিপন্ন, ন্যায় বা নির্বাণ পথে প্রতিপন্ন, সমীচিন পথে প্রতিপন্ন, ভগবানের শ্রাবকসংঘ যুগ্ম হিসাবে চারিযুগ্ম এবং পুদ্গল হিসাবে অষ্ট আর্য পুদ্গলই চারি প্রত্যয় দান-আহুতি লাভের যোগ্য, আতিথেয়তা লাভের যোগ্য, দক্ষিণেয়্য, অঞ্জলি করণীয় এবং জগতের অনুত্তর পুণ্যক্ষেত্র'। আর্যগণের প্রশংসিত অখণ্ড, নিশ্চিদ্র, নিখুঁত, নিষ্কলঙ্ক, বিমুক্তিতে উপনীতকারী, বিজ্ঞ কর্তৃক প্রশংসিত, অদূষিত এবং সমাধি লাভে সহায়ক শীলসমূহের আপনি বিভূষিত'।"

৩। মহানাম! একজন স্রোতাপন্ন উপাসকের দ্বারা অসুস্থ, দুঃখীত ও রোগ যন্ত্রণায় পীড়িত অন্য স্রোতাপন্ন উপাসককে এই চারটি আশ্বস্তকরণযোগ্য বিষয়ের মাধ্যমে আশ্বাস প্রদান পূর্বক এরূপ বলা উচিত– 'আয়ুষ্মান! আপনার মাতা-পিতার প্রতি কি আপনার অপেক্ষারূপ অনুরক্তি রয়েছে?' যদি সে বলে 'হ্যাঁ, আমার মাতা-পিতার প্রতি আমার অপেক্ষারূপ অনুরক্তি রয়েছে।' তবে তাকে এরূপ বলতে হবে– 'আয়ুষ্মান! আপনার মরণ আসন্ন। মাতা-পিতার প্রতি অপেক্ষা করলেও মরতে হবে, না করলেও মরতে হবে। আয়ুষ্মান! তা উত্তম হবে যদি আপনি আপনার মাতা-পিতার প্রতি অনুরক্তি ত্যাগ করেন।'

তারপর সে যদি এরূপ বলে– 'মাতা-পিতার প্রতি আমার যে অনুরক্তি তা প্রহীন হয়েছে।' তবে তাকে পুনঃ এরূপ বলা উচিত– 'আয়ুষ্মান! আপনার স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কি আপনার অপেক্ষারূপ অনুরক্তি রয়েছে?' যদি সে বলে 'হ্যাঁ, আমার স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আমার অপেক্ষারূপ অনুরক্তি রয়েছে।' তবে তাকে এরূপ বলতে হবে– 'আয়ুষ্মান! আপনার মরণ আসন্ন। স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অপেক্ষা করলেও মরতে হবে, না করলেও মরতে হবে। আয়ুষ্মান! তা উত্তম হবে যদি আপনি আপনার স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অনুরক্তি ত্যাগ করেন।'

তারপর সে যদি এরূপ বলে– 'স্ত্রী-পুত্রের প্রতি আমার যে অনুরক্তি তা প্রহীন হয়েছে।' তবে তাকে পুনঃ এরূপ বলা উচিত– 'আয়ুষ্মান! আপনার নিকট কি মনুষ্য পঞ্চ কামগুণের প্রতি অপেক্ষারূপ আসক্তি রয়েছে?' যদি সে বলে 'হ্যাঁ, আমার নিকট মনুষ্য পঞ্চ কামগুণের প্রতি অপেক্ষারূপ আসক্তি রয়েছে।' তবে তাকে এরূপ বলা উচিত– 'আয়ুষ্মান! মনুষ্য কাম হতে অতিমনোরম ও প্রণীততর দিব্য কাম রয়েছে। আয়ুষ্মান! তা উত্তম হবে যদি আপনি মনুষ্য পঞ্চ কামগুণ হতে চিত্তকে সড়িয়ে নিয়ে চতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে চিত্তকে নমিত করেন।'

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তারপর সে যদি এরূপ বলে– 'মনুষ্য কামগুণ হতে আমার চিত্ত নির্লিপ্ত হয়েছে এবং চতুর্মহারাজিক দেবগণের মধ্যে আমার চিত্ত নমিত হয়েছে।' তবে তখন তাকে এরূপ বলতে হবে– 'আয়ুষ্মান! চর্তুমহারাজিক দেবগণ হতে তাবত্রিংশ দেবগণ, এভাবে তাবত্রিংশ দেবগণ হতে যাম দেবগণ, যাম দেবগণ হতে তুষিত দেবগণ, তুষিত দেবগণ হতে নির্মাণরতি দেবগণ, নির্মাণরতি হতে পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ, পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ হতে ব্রহ্মলোক অতিমনোরম ও প্রণীততর। আয়ুষ্মান! তা উত্তম হবে যদি আপনি পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ হতে চিত্তকে সড়িয়ে নিয়ে ব্রহ্মলোকের প্রতি চিত্তকে নমিত করেন।'

তারপর সে যদি এরূপ বলে– 'পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণ হতে আমার চিত্ত নির্লিপ্ত হয়েছে এবং ব্রহ্মলোকের প্রতি আমার চিত্ত নমিত হয়েছে।' তবে তখন তাকে এরূপ বলতে হবে– 'আয়ুষ্মান! ব্রহ্মলোকও অনিত্য, অধ্রুব এবং সৎকায়ের অন্তর্ভূক্ত। আয়ুষ্মান! তা উত্তম হবে যদি আপনি ব্রহ্মলোক হতেও চিত্তকে নির্লিপ্ত করে সৎকায় নিরোধে চিত্তকে নিবিষ্ট করেন।'

তারপর সে যদি এরূপ বলে– 'ব্রহ্মলোক হতে আমার চিত্ত নির্লিপ্ত হয়েছে এবং সৎকায় (আত্মবাদ) নিরোধে চিত্তকে নিবিষ্ট করছি।'তবে 'বিমুক্তি হতে বিমুক্ত' এরূপ তুলনায় বিমুক্তচিত্ত উপাসকের সাথে আস্রবমুক্ত ভিক্ষুর সামান্যমাত্র পার্থক্য নাই বলে আমি ঘোষণা করছি।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) স্রোতাপত্তিফল সূত্র

১০৫১.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা স্রোতাপত্তিফল লাভের জন্য পরিচালিত হয়।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) সকৃদাগামীফল সূত্র

১০৫২.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সকৃদাগামীফল লাভের জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা সকৃদাগামীফল লাভের জন্য পরিচালিত হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) অনাগামীফল সূত্র

১০৫৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনাগামীফল লাভের জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অনাগামীফল লাভের জন্য পরিচালিত হয়।" সপ্তম সূত্র।

(৮) অরহত্ত্বফল সূত্র

১০৫৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অরহত্ত্বফল লাভের জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অরহত্ত্বফল লাভের জন্য পরিচালিত হয়।" অষ্টম সূত্র।

(৯) প্রজ্ঞা লাভ সূত্র

১০৫৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা লাভের জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা লাভের জন্য পরিচালিত হয়।" নবম সূত্র।

(১০) প্রজ্ঞা বৃদ্ধি সূত্র

১০৫৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা বৃদ্ধির জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা বৃদ্ধির জন্য পরিচালিত হয়।" নবম সূত্র।

(১১) প্রজ্ঞা বৈপুল্য সূত্র

১০৫৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা বৈপুল্যের জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা বৈপুল্যের জন্য পরিচালিত হয়।" একাদশতম সূত্র।

সপ্রাজ্ঞ বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং–সূত্রসূচী

সগাথা, বর্ষা উদ্‌যাপন আর ধর্মদিন্ন, গ্লান সূত্র;
চারিফল সূত্র ও বৃদ্ধি, বৈপুল্য সূত্রে বর্গ সমাপ্ত॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৭. মহাপ্রজ্ঞা বর্গ

(১) মহাপ্রজ্ঞা সূত্র

১০৫৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা মহা প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা মহা প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" প্রথম সূত্র।

(২) বহু প্রজ্ঞা সূত্র

১০৫৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বহু প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বহু প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) বিপুল প্রজ্ঞা সূত্র

১০৬০.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিপুল প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা বিপুল প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) গম্ভীর প্রজ্ঞা সূত্র

১০৬১.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা গম্ভীর প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা গম্ভীর প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) অপ্রমত্ত প্রজ্ঞা সূত্র

১০৬২.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অপ্রমত্ত প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা অপ্রমত্ত প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) ভূরি বা অতি মহা প্রজ্ঞা সূত্র

১০৬৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভূরি প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ভূরি প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) প্রজ্ঞা বাহুল্য সূত্র

১০৬৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা বাহুল্যতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা প্রজ্ঞা বাহুল্যতার জন্য পরিচালিত হয়।" সপ্তম সূত্র।

(৮) ত্বরিত প্রজ্ঞা সূত্র

১০৬৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ত্বরিত প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ত্বরিত প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" অষ্টম সূত্র।

(৯) ক্ষিপ্র প্রজ্ঞা সূত্র

১০৬৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ক্ষিপ্র প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা ক্ষিপ্র প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" নবম সূত্র।

(১০) হাস প্রজ্ঞা (পরিষ্কার বা স্বচ্ছ) সূত্র

১০৬৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা হাস প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা হাস প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।" দশম সূত্র।

(১১) জবন প্রজ্ঞা (দ্রুত উপলব্ধির জ্ঞান) সূত্র

১০৬৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা জবন প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা জবন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।” একাদশতম সূত্র।

(১২) তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা সূত্র

১০৬৯.১। “হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা তীক্ষ্ণ প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।” দ্বাদশ সূত্র।

(১৩) নির্বেধিক (অতিশয় সুতীক্ষ্ণ প্রজ্ঞা) প্রজ্ঞা সূত্র

১০৭০.১। “হে ভিক্ষুগণ! চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বেধিক প্রাজ্ঞতার জন্য সংবর্তিত বা পরিচালিত হয়। সেই চার কি কি? যথা, সৎপুরুষ সংস্রব, সদ্ধর্ম শ্রবণ, উত্তমরূপে মনোযোগ প্রদান, এবং ধর্মানুধর্ম আচরণ। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার ধর্ম ভাবিত ও বহুলীকৃত হলে তা নির্বেধিক প্রাজ্ঞতার জন্য পরিচালিত হয়।” তেরতম সূত্র।

মহাপ্রজ্ঞা বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

মহাপ্রজ্ঞা, বহু-বিপুল-গম্ভীর ও অপ্রমত্ত প্রজ্ঞা সূত্র,
ভূরি প্রজ্ঞা সূত্র, প্রজ্ঞা বাহুল্য এবং ত্বরিত, ক্ষিপ্র সূত্র;
হাস, জবন, তীক্ষ্ণ ও নির্বেধিক প্রজ্ঞা সূত্রে বর্গ সমাপ্ত॥

স্রোতাপত্তি সংযুক্ত সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১২। সত্য সংযুক্ত

১. সমাধি বর্গ

(১) সমাধি সূত্র

১০৭১.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! সমাধি অনুশীলন কর। ভিক্ষুগণ! সমাহিত ভিক্ষু যথাভূত বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। কিরূপ যথাভূত বিষয় সে প্রকৃষ্টরূপে জানে? সে 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে যথাভূত বিষয় সম্যকরূপে জানতে পারে। তাই ভিক্ষুগণ! সমাধি অনুশীলন কর। ভিক্ষুগণ! সমাহিত ভিক্ষু যথাভূত বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে।

২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

(২) নির্জনতা জনিত ধ্যান সূত্র

১০৭২.১। "হে ভিক্ষুগণ! নির্জনতায় ধ্যানের উদ্দেশ্যে প্রয়াস কর। ভিক্ষুগণ! নির্জনাগত ভিক্ষু যথাভূত বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে। কিরূপ যথাভূত বিষয় সে প্রকৃষ্টরূপে জানে? সে 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে যথাভূত বিষয় সম্যকরূপে জানতে পারে। তাই ভিক্ষুগণ! নির্জনতায় ধ্যানের উদ্দেশ্যে প্রয়াস কর। ভিক্ষুগণ! নির্জনাগত ভিক্ষু যথাভূত বিষয় প্রকৃষ্টরূপে জানতে পারে।

২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) প্রথম কুলপুত্র সূত্র

১০৭৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল কুলপুত্র সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়েছিল, তারা সকলেই চারি আর্যসত্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথাভূতরূপে উপলব্ধির জন্যই প্রব্রজিত হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! অনাগতে যে সকল কুলপুত্র সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হবে, তারা সকলেই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধির জন্যই প্রব্রজিত হবে। এবং বর্তমানে যে সকল কুলপুত্র সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হচ্ছে, তারাও সকলেই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধির জন্যই প্রব্রজিত হচ্ছে।

২। সেই চার প্রকার কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের কারণ বা সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল কুলপুত্র সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়েছিল, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধির জন্যই প্রব্রজিত হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! অনাগতে যে সকল কুলপুত্র সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হবে, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধির জন্যই প্রব্রজিত হবে। এবং বর্তমানে যে সকল কুলপুত্র সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হচ্ছে, তারাও সকলেই এই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধির জন্যই প্রব্রজিত হচ্ছে।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) দ্বিতীয় কুলপুত্র সূত্র

১০৭৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! অতীতে সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত যে সকল কুলপুত্র যথাভূত বিষয় উপলব্ধি করেছিল, তারা সকলেই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধি করেছিল। ভিক্ষুগণ! অনাগতে সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত যে সকল কুলপুত্র যথাভূত বিষয় উপলব্ধি করবে, তারাও সকলেই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধি করবে। এবং বর্তমানে সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত যে সকল কুলপুত্র যথাভূত বিষয় উপলব্ধি করছে, তারাও সকলেই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধি করছে।

২। সেই চার প্রকার কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের কারণ বা সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! অতীতে সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত যে সকল কুলপুত্র যথাভূত বিষয় উপলব্ধি করেছিল, তারা সকলেই এই চারি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধি করেছিল। ভিক্ষুগণ! অনাগতে সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত যে সকল কুলপুত্র যথাভূত বিষয় উপলব্ধি করবে, তারাও সকলেই এই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধি করবে। এবং বর্তমানে সম্যকভাবে আগার হতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত যে সকল কুলপুত্র যথাভূত বিষয় উপলব্ধি করছে, তারাও সকলেই এই চারি আর্যসত্য যথাভূতরূপে উপলব্ধি করছে।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'— এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'— এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) প্রথম শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১০৭৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূত বিষয়ে সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা সকলেই চারি আর্যসত্যে সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূত বিষয়ে সম্বোধি প্রাপ্ত হবে, তারাও সকলেই চারি আর্যসত্যে সম্বোধি প্রাপ্ত হবে। এবং বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূত বিষয়ে সম্বোধি প্রাপ্ত হচ্ছে, তারাও সকলেই চারি আর্যসত্যে সম্বোধি প্রাপ্ত হচ্ছে।

২। সেই চার প্রকার কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের কারণ বা সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূত বিষয়ে সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছিল, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্যে সম্বোধি প্রাপ্ত হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূত বিষয়ে সম্বোধি প্রাপ্ত হবে, তারাও সকলেই এই চারি আর্যসত্যে সম্বোধি প্রাপ্ত হবে। এবং বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূত বিষয়ে সম্বোধি প্রাপ্ত হচ্ছে, তারাও সকলেই এই চারি আর্যসত্যে সম্বোধি প্রাপ্ত হচ্ছে।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'— এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'— এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) দ্বিতীয় শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সূত্র

১০৭৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূতরূপে অভিসম্বোধি লাভের কথা প্রকাশ করেছিল, তারা সকলেই চারি আর্যসত্যরূপ অভিসম্বোধি লাভের কথাই প্রকাশ করেছিল। ভিক্ষুগণ! অনাগতে যে সকল শ্রমণ-

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ব্রাহ্মণগণ যথাভূতরূপে অভিসম্বোধি লাভের কথা প্রকাশ করবে, তারা সকলেই চারি আর্যসত্যরূপ অভিসম্বোধি লাভের কথাই প্রকাশ করবে। এবং বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূতরূপে অভিসম্বোধি লাভের কথা প্রকাশ করছে, তারাও সকলেই চারি আর্যসত্যরূপ অভিসম্বোধি লাভের কথাই প্রকাশ করছে।

২। সেই চার প্রকার কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখের কারণ বা সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! অতীতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূতরূপে অভিসম্বোধি লাভের কথা প্রকাশ করেছিল, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্যরূপ অভিসম্বোধি লাভের কথাই প্রকাশ করেছিল। ভিক্ষুগণ! অনাগতে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূতরূপে অভিসম্বোধি লাভের কথা প্রকাশ করবে, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্যরূপ অভিসম্বোধি লাভের কথাই প্রকাশ করবে। এবং বর্তমানে যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ যথাভূতরূপে অভিসম্বোধি লাভের কথা প্রকাশ করছে, তারাও সকলেই এই চারি আর্যসত্যরূপ অভিসম্বোধি লাভের কথাই প্রকাশ করছে।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) বিতর্ক সূত্র

১০৭৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা পাপ অকুশল বিতর্ক (চিন্তা) যথা– কাম বিতর্ক, ব্যাপাদ বিতর্ক ও বিহিংসা বিতর্ক চিন্তা কর না। তার কারণ কি? কেননা, ভিক্ষুগণ! সেরূপ চিন্তা অর্থসংহিত বা মঙ্গলজনক নয়; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে না; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে না।

২। ভিক্ষুগণ! বিতর্ক করতে হলে তোমরা 'ইহা দুঃখ' এরূপে বিতর্ক বা চিন্তা কর; 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা'– এরূপ চিন্তা কর। তার কারণ কি? কেননা, ভিক্ষুগণ! এরূপ চিন্তা মঙ্গলজনক; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৮) চিন্তা সূত্র

১০৭৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! এমন পাপ অকুশল চিত্ত উৎপাদন কর না, যথা– 'জগত শাশ্বত', অথবা 'জগত অশাশ্বত'; 'জগত সান্ত (বা সীমাবদ্ধ)', অথবা 'জগত অনন্ত'; 'যেই জীব সেই শরীর' অথবা 'জীব অন্য আর শরীর অন্য'; 'তথাগত মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকেন' কিংবা 'তথাগত মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকেন না'; 'তথাগত মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকেন আবার থাকেনও না' কিংবা 'তথাগত মৃত্যুর পর বিদ্যমান থাকেন না আবার না থাকেন তা-ও নয়'। তার কারণ কি? কেননা, ভিক্ষুগণ! সেরূপ চিন্তা অর্থসংহিত বা মঙ্গলজনক নয়; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে না; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে না।

২। ভিক্ষুগণ! বিতর্ক করতে হলে তোমরা 'ইহা দুঃখ' এরূপে বিতর্ক বা চিন্তা কর; 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা'– এরূপ চিন্তা কর। তার কারণ কি? কেননা, ভিক্ষুগণ! এরূপ চিন্তা মঙ্গলজনক; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

(৯) ঝগড়াটে কথা সূত্র

১০৭৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা এরূপ কলহপূর্ণ কথা বলবে না, যথা– 'তুমি এই ধর্ম-বিনয় সম্পর্কে জান না, আমিই এই ধর্ম-বিনয় সম্পর্কে জ্ঞাত আছি। কি-বা তুমি এই ধর্ম-বিনয় সম্পর্কে জানবে! ভুলে ভরা তুমি আর আমিই সঠিক। ধর্মশাস্ত্র আমার অধিগত, তোমার নয়। তুমিতো আগের কথা পরে বল, আর পরের কথা বল আগে। তোমার গবেষিত বিষয় বৈষম্যপূর্ণ। তোমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে শুধুই মিথ্যে জল্পনামাত্র। যদি তুমি নিজেকে প্রকাশ করতে চাও তবে নিগৃহীতই হও মাত্র।' তার কারণ কি? কেননা, ভিক্ষুগণ! সেরূপ কথা মঙ্গলজনক নয়; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে না; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে না।

২। ভিক্ষুগণ! কথা বলতে হলে তোমরা 'ইহা দুঃখ' এরূপ আলোচনা কর; 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা'– এরূপ আলোচনা কর। তার কারণ কি? কেননা, ভিক্ষুগণ! এরূপ আলোচনা মঙ্গলজনক; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

(১০) তিরচ্ছান কথা সূত্র

১০৮০.১। "হে ভিক্ষুগণ! তোমরা নানান প্রকার তিরচ্ছান বা হীন কথা বলবে না, যেমন– 'রাজ বিষয়ক কথা, চোর সম্বন্ধীয় কথা, মহামাত্য প্রাসঙ্গিক কথা, সৈন্য সম্পর্কিত কথা, ভয় কথা, যুদ্ধ বিষয়ক কথা, অন্ন-পান-বস্ত্র-শয্যা সম্বন্ধীয় কথা, মাল্য-গন্ধ কথা, জ্ঞাতী সম্বন্ধীয় কথা, গ্রাম-নিগম-নগর-জনপদ সম্পর্কিত কথা, স্ত্রী-পুরুষ বিষয়ক কথা, দেবতা সম্বন্ধীয় কথা, শান বাধাঁনো রাস্তা প্রসঙ্গে কথা, পুকুর ঘাটের মিথ্যে জল্পনা কথা, পূর্বপ্রেত বিষয়ক কথা, নানান প্রসঙ্গে নিরর্থক আলোচনা, জগত সম্বন্ধীয় কথা, সমুদ্র সম্পর্কিত কথা, এরূপে ভব-বিভব সম্বন্ধীয় কথা।' তার কারণ কি? কেননা, ভিক্ষুগণ! সেরূপ কথা মঙ্গলজনক নয়; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে না; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে না।

২। ভিক্ষুগণ! কথা বলতে হলে তোমরা 'ইহা দুঃখ' এরূপ আলোচনা কর; 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা'– এরূপ আলোচনা কর। তার কারণ কি? কেননা, ভিক্ষুগণ! এরূপ আলোচনা মঙ্গলজনক; তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে; এবং নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য চালিত করে।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দশম সূত্র।

সমাধি বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

সমাধি, নির্জনতা ধ্যান, দুই কুলপুত্র সূত্র, আর দ্বে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ;
বিতর্ক, চিন্তা, ঝগড়াটে, ও তিরচ্ছান কথা সূত্রে বর্গ সমাপ্ত॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২. ধর্মচক্র প্রবর্তন বর্গ

(১) ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র

১০৮১.১। একসময় ভগবান বারাণসীর ঋষিপতনে মৃগদায়ে অবস্থান করছিলেন। তথায় তিনি পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের আহ্বান করে বললেন-

২। "হে ভিক্ষুগণ! দুইটির চরমে প্রব্রজিত ভিক্ষু-শ্রমণদের যাওয়া উচিত নয়। সেই দুইটা কি কি? প্রথমতঃ, হীন গ্রাম্য ও সাধারণজন সেবিত অনার্য ও অনর্থকর কাম্যবস্তুতে অনুরক্ত হওয়া। আর দ্বিতীয়তঃ অনার্য অনর্থকর আত্মক্লেশ-জনিত দুঃখ বরণ। এই দুই অন্ত ত্যাগ করে তথাগত মধ্যমপথ অধিগত হয়েছেন। যাহা চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান-উপশম ও অভিজ্ঞা উৎপাদনকারী এবং যাহা মানুষকে সম্বোধি বা নির্বাণের দিকে সংবর্তিত করে। বুদ্ধ তথাগত কর্তৃক অধিগত চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান, উপশম ও অভিজ্ঞা উৎপাদনকারী এবং সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তনকারী সেই মধ্যমপথ কি? ইহা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। যথা– সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, ও সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! চক্ষু উৎপাদনকারী, জ্ঞান, উপশম ও অভিজ্ঞা উৎপাদনকারী এবং সম্বোধি ও নির্বাণের দিকে সংবর্তনকারী এই মধ্যম প্রতিপদা তথাগত বুদ্ধ অধিগত হয়েছেন।

৩। ভিক্ষুগণ! জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগে দুঃখ, ইপ্সিত বস্তুর অলাভজনিত দুঃখ ও সংক্ষেপে বলতে গেলে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধরূপ দুঃখকেই বলে দুঃখ আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! ভব হতে ভবান্তরে পুনঃপুন উৎপাদিকা তৃষ্ণা যা আনন্দ ও লোভের সহিত আগমন করে এবং সেই সেই ভবে অভিনন্দনকারিনী– ইহাকে বলা হয় দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য। তা ত্রিবিধ– কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা। ভিক্ষুগণ! সেই তৃষ্ণার নিঃশেষে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিরাগ, নিক্ষেপ, মুক্তি ও অনালয়কে বলে দুঃখ-নিরোধ আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! সম্যকদৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, ও সম্যক সমাধি। এই আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপদা বা দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য।

৪। ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! 'সেই দুঃখ আর্যসত্য আমার পরিজ্ঞাত' এরূপও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! 'সেই দুঃখ আর্যসত্য পরিজ্ঞাতব্য' এরূপেও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৫। ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ সমুদয় বা দুঃখের কারণ আর্যসত্য' এরূপ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! 'সেই দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য পরিত্যাগ করা কর্তব্য' এরূপও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'সেই দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য আমার প্রহীন হয়েছে'– এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৬। ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! 'সেই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য লাভ করা উচিত' এরূপও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'সেই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য আমার লব্ধ হয়েছে'– এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৭। ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! 'সেই দুঃখ নিরোধগামী উপায় আর্যসত্য অনুশীলন করা কর্তব্য' এরূপও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'সেই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য আমার ভাবিত'– এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৮। ভিক্ষুগণ! এই চারি আর্যসত্য সমূহে ত্রিবিধ ক্রম অনুসারে দ্বাদশ প্রকার জ্ঞান-দর্শন যতদিন আমার পরিষ্কার হয় নাই, ততদিন আমি মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিম্বা দেবমানবের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রকাশ করিনি।

৯। ভিক্ষুগণ! এই চারি আর্যসত্য সমূহে ত্রিবিধ ক্রম অনুসারে দ্বাদশ প্রকার জ্ঞান-দর্শন যখন আমার পরিষ্কার হয়েছিল, তখন হতে আমি মার, ব্রহ্মা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণ কিম্বা দেবমানবের মধ্যে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি লাভ করেছি বলে প্রকাশ করেছি।

১০। আমার এরূপ জ্ঞান-দর্শন উৎপন্ন হয়েছিল- 'আমার চিত্তবিমুক্তি প্রকূপিত হবার নয়। ইহাই আমার অন্তিম জন্ম। এই হতে আমাকে আর সংসারে জন্ম গ্রহণ করতে হবে না'। ভগবান বুদ্ধ যখন এই উক্তি করলেন, তখন পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ আনন্দিত হয়ে ভগবৎ বাক্য সাধুবাদের সাথে অনুমোদন করলেন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১। এই ধর্মচক্র সূত্র প্রবর্তিত হলে আয়ুষ্মান কৌণ্ডণ্যের পাপরজঃমুক্ত ও কলুষ বিহীন ধর্মচক্ষু (স্রোতাপত্তি মার্গফল) লাভ হয়েছিল, অর্থাৎ যা কিছু উদয়শীল তা-ই বিলয়ধর্মী। ভগবান বুদ্ধের দ্বারা ধর্মচক্র প্রবর্তিত হলে ভূমিবাসী দেবতারা এই সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করেছিলেন- 'ইহা ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক বারাণসী ঋষিপতন মৃগদায়ে অনুত্তর ধর্মচক্র প্রবর্তিত হয়েছিল যা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দেব, মার, ব্রহ্মা বা অন্য কাহারো দ্বারা অপ্রবর্তনীয়। ভূমিবাসী দেবগণের শব্দ শুনে চর্তুমহারাজিক, দেবতারা সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করলেন। এরূপে তাবতিংস, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি, পরনির্মিত বশবর্তী দেবগণও সাধুবাদ ঘোষণা করেছিলেন। এইভাবে ব্রহ্মা পারিসজ্জা, ব্রহ্মা পুরোহিত, মহাব্রহ্মা, পরিত্তাভ, অপ্রমাণাভ, আভস্বর, পরিত্তশুভ, প্রমাণশুভ, শুভকিহ্ন, বেহপ্‌ফল, অবিহ, অতপ্প, সুদর্শ, সুদর্শী এবং অকনিষ্ঠবাসী দেবগণও সাধুবাদ ধ্বনি ঘোষণা করেছিলেন।

১৭। এই প্রকারে সেই ধর্মচক্র প্রবর্তন-ক্ষণে সেই মুহূর্তে ব্রহ্মালোক পর্যন্ত শব্দ ঘোষিত হয়েছিল। তখন এই দশ সহস্র সৌরজগৎ কম্পিত ও প্রকম্পিত হয়েছিল। দিব্য আলোককেও অতিক্রম করে জগতে এক অপ্রমেয় এবং অত্যন্ত সুন্দর আলোকরশ্মি প্রাদুর্ভূত হয়েছিল।

অনন্তর ভগবান বুদ্ধ সুললিত কণ্ঠে প্রীতি জ্ঞাপন করলেন– "সত্যিই আয়ুষ্মান কৌণ্ডণ্য মার্গফলে (অঞ্ঞাসি) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" তখন হতে আয়ুষ্মান কৌণ্ডণ্য "জ্ঞাত বা অর্হৎ কৌণ্ডণ্য" বলে পরিচিত হলেন। তৃতীয় সূত্র।

(২) তথাগত সূত্র

১০৮২.১। "হে ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! 'সেই দুঃখ আর্যসত্য আমার পরিজ্ঞাতব্য' এরূপও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'সেই দুঃখ আর্যসত্য আমার পরিজ্ঞাত' এরূপও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

২। ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ সমুদয় বা দুঃখের কারণ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! 'সেই দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য পরিত্যাগ করা কর্তব্য' এরূপও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'সেই দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য আমার প্রহীন হয়েছে'– এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৩। ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! 'সেই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য লাভ করা উচিত' এরূপও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'সেই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য আমার লব্ধ হয়েছে'— এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।

৪। ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য' এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। ভিক্ষুগণ! 'সেই দুঃখ নিরোধগামী উপায় আর্যসত্য অনুশীলন করা কর্তব্য' এরূপও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল। 'সেই দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য আমার ভাবিত'— এরূপ অশ্রুতপূর্ব বিষয়েও তথাগতের চক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিদ্যা ও আলোক উৎপন্ন হয়েছিল।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) স্কন্ধ সূত্র

১০৮৩.১। "হে ভিক্ষুগণ! আর্যসত্য চার প্রকার। সেই চার কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য।

২। হে ভিক্ষুগণ! দুঃখ আর্যসত্য কিরূপ? ভিক্ষুগণ! পাচ প্রকার উপাদান স্কন্ধকেই দুঃখ আর্যসত্য বলা হয়, যথা-রূপ উপাদান স্কন্ধ, বেদনা উপাদান স্কন্ধ, সংজ্ঞা উপাদান স্কন্ধ, সংস্কার উপাদান স্কন্ধ, ও বিজ্ঞান উপাদান স্কন্ধ। ভিক্ষুগণ! একেই বলা হয় দুঃখ আর্যসত্য।

৩। ভিক্ষুগণ! দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য কিরূপ? পুনর্জন্ম প্রদায়ী, নন্দীরাগ যুক্ত, যত্রতত্র অভিনন্দনকারী তৃষ্ণা, যথা— কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা হচ্ছে দুঃখের কারণ বা সমুদয় আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! একেই বলা হয় দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য।

৪। ভিক্ষুগণ! দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য কিরূপ? সেই তৃষ্ণার প্রতি অশেষরূপে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, মুক্তি ও আসক্তিমুক্ততাকেই (অনালয়) বলা হয় দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য।

৫। ভিক্ষুগণ! দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য কিরূপ? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা— সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! একেই

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বলা হয় দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য।

৬। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) আধ্যাত্মিক আয়তন সূত্র

১০৮৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! আর্যসত্য চার প্রকার। সেই চার কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য।

২। হে ভিক্ষুগণ! দুঃখ আর্যসত্য কিরূপ? ভিক্ষুগণ! ছয় প্রকার আধ্যাত্মিক আয়তনকেই দুঃখ আর্যসত্য বলা হয়, যথা– চক্ষু আয়তন, শব্দ আয়তন, গন্ধ আয়তন, রস আয়তন, স্পর্শ আয়তন ও মন আয়তন। ভিক্ষুগণ! একেই বলা হয় দুঃখ আর্যসত্য।

৩। ভিক্ষুগণ! দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য কিরূপ? পুনর্জন্ম প্রদায়ী, নন্দীরাগ যুক্ত, যত্রতত্র অভিনন্দনকারী তৃষ্ণা, যথা– কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা হচ্ছে দুঃখের কারণ বা সমুদয় আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! একেই বলা হয় দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য।

৪। ভিক্ষুগণ! দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য কিরূপ? সেই তৃষ্ণার প্রতি অশেষরূপে বিরাগ, নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, মুক্তি ও আসক্তিমুক্ততাকেই (অনালয়) বলা হয় দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য।

৫। ভিক্ষুগণ! দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য কিরূপ? তা হচ্ছে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, যথা– সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি, সম্যক সমাধি। ভিক্ষুগণ! একেই বলা হয় দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য।

৬। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) প্রথম ধারণ সূত্র

১০৮৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তোমরা অবধারণ কর কি?" এরূপ ব্যক্ত হলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন–

"ভন্তে! ভগবান কর্তৃক দেশিত চারি আর্যসত্য আমি অবধারণ করি।"

"হে ভিক্ষু! আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তুমি কিরূপে অবধারণ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর?”

“ভন্তে! ‘দুঃখ’ হচ্ছে ভগবান কর্তৃক দেশিত প্রথম আর্যসত্য, ‘দুঃখ সমুদয়’ হচ্ছে দ্বিতীয় আর্যসত্য, ‘দুঃখ নিরোধ’ হচ্ছে তৃতীয় আর্যসত্য, এবং ‘দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা’ হচ্ছে ভগবান কর্তৃক দেশিত চতুর্থ আর্যসত্য। ভন্তে! ভগবান কর্তৃক দেশিত চারি আর্যসত্য আমি এরূপে অবধারণ করি”

২। “সাধু, ভিক্ষু! সাধু। আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তুমি উত্তমরূপেই অবধারণ করেছ। ভিক্ষু! আমার দ্বারা দেশিত প্রথম আর্যসত্য হচ্ছে ‘দুঃখ’; আর তা সেরূপেই অবধারণ কর। ‘দুঃখ সমুদয়’ হচ্ছে দ্বিতীয় আর্যসত্য, ‘দুঃখ নিরোধ’ হচ্ছে তৃতীয় আর্যসত্য, এবং ‘দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা’ হচ্ছে আমার দ্বারা দেশিত চতুর্থ আর্যসত্য; আর সেরূপেই তা অবধারণ কর। এরূপেই, হে ভিক্ষু! আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তুমি অবধারণ কর।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” পঞ্চম সূত্র।

(৬) দ্বিতীয় ধারণ সূত্র

১০৮৬.১। “হে ভিক্ষুগণ! আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তোমরা অবধারণ কর কি?” এরূপ ব্যক্ত হলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন–

“ভন্তে! ভগবান কর্তৃক দেশিত চারি আর্যসত্য আমি অবধারণ করি।”

“হে ভিক্ষু! আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তুমি কিরূপে অবধারণ কর?”

২। “ভন্তে! ‘দুঃখ’ হচ্ছে ভগবান কর্তৃক দেশিত প্রথম আর্যসত্য। যদি কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ বলে যে– ‘এই দুঃখ’-ই শ্রমণ গৌতম কর্তৃক দেশিত প্রথম আর্যসত্য নয়। আমি সেই দুঃখ-কে প্রথম আর্যসত্যরূপে না মেনে অন্য প্রকার ‘দুঃখ’-কে প্রথম আর্যসত্য রূপে প্রজ্ঞাপন করব’– কিন্তু তা অসম্ভব।

‘দুঃখ সমুদয়’ হচ্ছে ভগবান কর্তৃক দেশিত দ্বিতীয় আর্যসত্য। যদি কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ বলে যে– ‘এই দুঃখসমুদয়’-ই শ্রমণ গৌতম কর্তৃক দেশিত দ্বিতীয় আর্যসত্য নয়। আমি সেই ‘দুঃখসমুদয়’-কে দ্বিতীয় আর্যসত্যরূপে না মেনে অন্য প্রকার ‘দুঃখসমুদয়’-কে দ্বিতীয় আর্যসত্য রূপে প্রজ্ঞাপন করব’– কিন্তু তা অসম্ভব।

‘দুঃখের নিরোধ’ হচ্ছে ভগবান কর্তৃক দেশিত তৃতীয় আর্যসত্য। যদি কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ বলে যে– ‘এই দুঃখ নিরোধ’-ই শ্রমণ গৌতম কর্তৃক দেশিত তৃতীয় আর্যসত্য নয়। আমি সেই ‘দুঃখ নিরোধ’-কে তৃতীয় আর্যসত্যরূপে না

Visit: http://www.buddhistdownload.com

মেনে অন্য প্রকার 'দুঃখ নিরোধ'-কে তৃতীয় আর্যসত্য রূপে প্রজ্ঞাপন করব'– কিন্তু তা অসম্ভব।

'দুঃখ নিরোধের উপায়' হচ্ছে ভগবান কর্তৃক দেশিত চতুর্থ আর্যসত্য। যদি কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ বলে যে– 'এই দুঃখ নিরোধের উপায়'-ই শ্রমণ গৌতম কর্তৃক দেশিত চতুর্থ আর্যসত্য নয়। আমি সেই 'দুঃখ নিরোধের উপায়'-কে চতুর্থ আর্যসত্যরূপে না মেনে অন্য প্রকার 'দুঃখ নিরোধের উপায়'-কে চতুর্থ আর্যসত্য রূপে প্রজ্ঞাপন করব'– কিন্তু তা অসম্ভব। ভন্তে! ভগবান কর্তৃক দেশিত চারি আর্যসত্য আমি এরূপে অবধারণ করি।"

২। "সাধু, ভিক্ষু! সাধু। আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তুমি উত্তমরূপেই অবধারণ করেছ। ভিক্ষু! আমার দ্বারা দেশিত প্রথম আর্যসত্য হচ্ছে 'দুঃখ'; আর তা সেরূপেই অবধারণ কর। ভিক্ষু! যদি কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ বলে যে– 'এই দুঃখ'-ই শ্রমণ গৌতম কর্তৃক দেশিত প্রথম আর্যসত্য নয়। আমি সেই দুঃখ-কে প্রথম আর্যসত্যরূপে না মেনে অন্য প্রকার 'দুঃখ'-কে প্রথম আর্যসত্য রূপে প্রজ্ঞাপন করব'– কিন্তু তা অসম্ভব।

'দুঃখ সমুদয়' হচ্ছে আমার দ্বারা দেশিত দ্বিতীয় আর্যসত্য, 'দুঃখ নিরোধ' হচ্ছে তৃতীয় আর্যসত্য, এবং 'দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা বা নিরোধের উপায়' হচ্ছে আমার দ্বারা দেশিত চতুর্থ আর্যসত্য; আর সেরূপেই তা অবধারণ কর। ভিক্ষু! যদি কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এরূপ বলে যে– 'এই দুঃখ নিরোধের উপায়'-ই শ্রমণ গৌতম কর্তৃক দেশিত চতুর্থ আর্যসত্য নয়। আমি সেই 'দুঃখ নিরোধের উপায়'-কে চতুর্থ আর্যসত্যরূপে না মেনে অন্য প্রকার 'দুঃখ নিরোধের উপায়'-কে চতুর্থ আর্যসত্য রূপে প্রজ্ঞাপন করব'– কিন্তু তা অসম্ভব। এরূপেই, হে ভিক্ষু! আমার দ্বারা দেশিত চারি আর্যসত্য তুমি অবধারণ কর।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) অবিদ্যা সূত্র

১০৮৭.১। একপাশে বসে সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন– "ভন্তে! এই যে 'অবিদ্যা, অবিদ্যা' বলা হয়, সেই অবিদ্যা কত প্রকার এবং কিরূপে একজন অবিদ্যাগত হয়?" "হে ভিক্ষু! দুঃখে অজ্ঞানতা, দুঃখ সমুদয়ের প্রতিও অজ্ঞানতা, দুঃখ নিরোধে অজ্ঞানতা এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদার প্রতিও অজ্ঞানতা-কে বলা হয় অবিদ্যা এবং এরূপে একজন অবিদ্যাগত হয়।

২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

(৮) বিদ্যা সূত্র

১০৮৮.১। অতঃপর জনৈক ভিক্ষু ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে বসলেন। একপাশে উপবিষ্ট সেই ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন–

২। "ভন্তে! এই যে 'বিদ্যা, বিদ্যা' বলা হয়, সেই বিদ্যা কত প্রকার এবং কিরূপে একজন বিদ্যাগত হয়?"

"হে ভিক্ষু! দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ের প্রতিও জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদার প্রতিও জ্ঞান-কে বলা হয় বিদ্যা এবং এরূপে একজন বিদ্যাগত হয়।

২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

(৯) ব্যাখ্যা সূত্র

১০৮৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ আর্যসত্য' তা আমার দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। 'ইহাই হচ্ছে দুঃখ আর্যসত্য' এরূপে তার বর্ণ (বা ভাব প্রকাশ), ব্যঞ্জন ও ব্যাখ্যা অসীম। 'ইহা দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য' তা আমার দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। 'ইহাই হচ্ছে দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য' এরূপে তার বর্ণ (বা ভাব প্রকাশ), ব্যঞ্জন ও ব্যাখ্যা অসীম। 'ইহা দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য' তা আমার দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। 'ইহাই হচ্ছে দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য' এরূপে তার বর্ণ (বা ভাব প্রকাশ), ব্যঞ্জন ও ব্যাখ্যা অসীম। 'ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য' তা আমার দ্বারা প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছে। 'ইহাই হচ্ছে দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য' এরূপে তার বর্ণ (বা ভাব প্রকাশ), ব্যঞ্জন ও ব্যাখ্যা অসীম।

২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

(১০) সত্য সূত্র

১০৯০.১। "হে ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার হচ্ছে সত্য, অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। সেই চার কি কি? যথা, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'। এই চার প্রকার হচ্ছে সত্য, অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়।

২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'— এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'— এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দশম সূত্র।

ধর্মচক্র প্রবর্তন বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং— সূত্রসূচী

ধর্মচক্র, তথাগত সূত্র, স্কন্ধ আর আয়তন সূত্র;
দ্বে ধারণ, অবিদ্যা, বিদ্যা সহ ব্যাখ্যা, সত্য সূত্রে বর্গ সমাপ্ত॥

৩. কোটিগ্রাম বর্গ

(১) প্রথম কোটিগ্রাম সূত্র

১০৯১.১। একসময় ভগবান বজ্জীদের মধ্যে কোটিগ্রামে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে বললেন—

২। "হে ভিক্ষুগণ! চারি আর্যসত্য অনুপলব্ধি ও না জানার দরুন আমি এবং তোমরাও বহুবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছি এবং দীর্ঘকাল সংসার পরিভ্রমণ করেছি। সেই চার প্রকার কি কি? যথা, ভিক্ষুগণ! 'দুঃখ আর্যসত্য', 'দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য', 'দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য', এবং 'দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য'। এই চারি আর্যসত্য অনুপলব্ধি ও না জানার দরুন আমি এবং তোমরাও বহুবার পুনর্জন্ম গ্রহণ করেছি এবং দীর্ঘকাল সংসার পরিভ্রমণ করেছি। ভিক্ষুগণ! সেই 'দুঃখ আর্যসত্য', 'দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য', 'দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য', এবং 'দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য' এখন উপলব্ধ ও জ্ঞাত হয়েছে। উচ্ছিন্ন হয়েছে ভব তৃষ্ণা, পুনর্জন্মের তীব্র আকাঙ্খা (ভব নেত্তি) বিনষ্ট হয়েছে, আর পুনর্জন্ম হবে না।"

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর সুগত শাস্তা আবার বললেন—

"চারি আর্যসত্য জ্ঞান হয়নি জ্ঞাত যতদিন,
দীর্ঘকাল জন্মে জন্মে ভ্রমেছি ততদিন;
জ্ঞাত এখন হয়েছে তাই ভব তৃষ্ণা হল বিধ্বংসিত,
দুঃখমূল উৎচ্ছিন্ন আর পুনর্জন্ম হয়েছে বিরহিত।" প্রথম সূত্র।

(২) দ্বিতীয় কোটিগ্রাম সূত্র

১০৯২.১। "হে ভিক্ষুগণ! যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ' তা যথাভূতরূপে জানেন না; 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

উপায়'– তা-ও যথাভূতরূপে জানে না; সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ শ্রমণদের মধ্যে শ্রমণরূপে স্বীকৃত নন এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হন না। সেই আয়ুষ্মানবৃন্দ শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞায় উপলব্ধি করে লাভ করে অবস্থান করেন না।

২। যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ' তা যথাভূতরূপে জানেন; 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধের উপায়'– তা-ও যথাভূতরূপে জানেন; সেই শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ শ্রমণদের মধ্যে শ্রমণরূপে স্বীকৃত হন এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণ স্বীকৃত হন। সেই আয়ুষ্মানবৃন্দ শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব ইহজীবনে স্বয়ং অভিজ্ঞায় উপলব্ধি করে লাভ করে অবস্থান করেন।"

ভগবান এরূপ বললেন। এরূপ বলার পর সুগত শাস্তা আবার বললেন–

"দুঃখ যার অজানা আর যে দুখের কারণ অবিদিত,
সম্পূর্ণভাবে সর্ব দুখের তিরোধানও যার অজ্ঞাত;
সেরূপ মার্গও জানে না সে দুঃখ ক্ষয়কর,
চিত্ত-প্রজ্ঞা বিমুক্তিহারা হয় সেই হীনবর।
দুখের অন্তসাধন তরে হয় সে অক্ষম অতিশয়,
জন্ম-জরার অধীন থাকে সে-ই মহাশয়।
দুঃখ যার জ্ঞাত আর যিনি দুখের কারণ সুবিদিত,
সম্পূর্ণভাবে সর্ব দুখের তিরোধানও যার সুজ্ঞাত;
সেরূপ মার্গও জানে সেজন দুঃখ ক্ষয়কর,
চিত্ত-প্রজ্ঞা বিমুক্তি লভে সেই প্রাজ্ঞবর।
দুখের অন্তসাধন তরে হয় সে সক্ষম অতিশয়,
জন্ম-জরা হতে মুক্ত হন সে-ই মহাশয়।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) সম্যকসম্বুদ্ধ সূত্র

১০৯৩.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! আর্যসত্য চার প্রকার। সেই চার কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার হচ্ছে আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার আর্যসত্যে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ তথাগতকে 'অরহত সম্যক সম্বুদ্ধ' বলা হয়।

২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) অরহত সূত্র

১০৯৪.১। শ্রাবস্তী নিদান। "হে ভিক্ষুগণ! অতীতকালে যে সকল অরহত সম্যকসম্বুদ্ধগণ সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তারা সকলেই চারি আর্যসত্যে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভিক্ষুগণ! যে সকল অরহত সম্যকসম্বুদ্ধগণ ভবিষ্যতে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হবেন, তারা সকলেই চারি আর্যসত্যে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হবেন। এবং ভিক্ষুগণ! বর্তমানে যে সকল অরহত সম্যকসম্বুদ্ধগণ সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছেন, তারাও সকলেই চারি আর্যসত্যে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছেন।

২। সেই চার কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! এই চার প্রকার হচ্ছে আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! অতীতকালে যে সকল অরহত সম্যকসম্বুদ্ধগণ সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্যে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভিক্ষুগণ! যে সকল অরহত সম্যকসম্বুদ্ধগণ ভবিষ্যতে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হবেন, তারা সকলেই এই চারি আর্যসত্যে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হবেন। এবং ভিক্ষুগণ! বর্তমানে যে সকল অরহত সম্যকসম্বুদ্ধগণ সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছেন, তারাও সকলেই এই চারি আর্যসত্যে সম্যকরূপে অভিসম্বুদ্ধ বা আলোকপ্রাপ্ত হচ্ছেন।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) আস্রবক্ষয় সূত্র

১০৯৫.১। "হে ভিক্ষুগণ! উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আস্রবসমূহের ক্ষয় হয় বলে আমি বলছি, অনুপলব্ধকারী ও অদর্শনকারীর নয়। ভিক্ষুগণ! কি উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আস্রবসমূহের ক্ষয় হয়?

২। ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপ উপলব্ধিকারী ও দর্শনকারীর আস্রবসমূহের ক্ষয় হয়।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) মিত্র সূত্র

১০৯৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! যাদের প্রতি তোমরা অনুকম্পা দেখাও, যেই মিত্র, আমত্য, জ্ঞাতি বা রক্ত সম্বন্ধীয়দের কিছু শোনানো উচিত বলে মনে কর; তাদেরকে চারি আর্যসত্য যথাযথভাবে উপলব্ধির জন্য প্ররোচিত করানো এবং তাতে নিবেশিত ও প্রতিষ্ঠিত করানো তোমাদের কর্তব্য।

২। সেই চার কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! যাদের প্রতি তোমরা অনুকম্পা দেখাও, যেই মিত্র, আমত্য, জ্ঞাতি বা রক্ত সম্বন্ধীয়দের কিছু শোনানো উচিত বলে মনে কর; তাদেরকে এই চারি আর্যসত্য যথাযথভাবে উপলব্ধির জন্য প্ররোচিত করানো এবং তাতে নিবেশিত ও প্রতিষ্ঠিত করানো তোমাদের কর্তব্য।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) সত্য সূত্র

১০৯৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! আর্যসত্য চার প্রকার। সেই চার কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! এই চারি আর্যসত্য সত্য অভ্রান্ত এবং অপরিবর্তনীয়। তাই একে 'আর্যসত্য' বলা হয়।

২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

(৮) লোক সূত্র

১০৯৮.১। "হে ভিক্ষুগণ! আর্যসত্য চার প্রকার। সেই চার কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! সদেব, মার-ব্রহ্ম কিংবা সশ্রমণ-ব্রাহ্মণ সহ দেব-মনুষ্যদের মধ্যে তথাগত হচ্ছেন 'আর্য'। তাই একে 'আর্যসত্য' বলা হয়।

২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” অষ্টম সূত্র।

(৯) পরিজ্ঞেয় সূত্র

১০৯৯.১। “হে ভিক্ষুগণ! আর্যসত্য চার প্রকার। সেই চার কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! এই চারটি আর্যসত্যের মধ্যে একটি আর্যসত্য পরিজ্ঞাতব্য, আরেকটি পরিত্যাগনীয়, অপরটি এবং একটি হচ্ছে অনুশীলিতব্য।

২। ভিক্ষুগণ! কোন আর্যসত্য পরিজ্ঞাতব্য? ভিক্ষুগণ! দুঃখ আর্যসত্য পরিজ্ঞাতব্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য পরিত্যাগনীয়, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য প্রত্যক্ষনীয়, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য হচ্ছে অনুশীলিতব্য।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” নবম সূত্র।

(১০) গবম্পতি সূত্র

১১০০.১। একসময় বহু স্থবির ভিক্ষু চেতিয়ের সহঞ্চনিকে (সহজাতা) অবস্থান করছিলেন। সে সময় বেশ কিছু স্থবির ভিক্ষু পিন্ডচারণ পূর্বক আহারকৃত্য সমাপনে গোরাকার বড় গৃহে (মন্ডলমালে) একত্রিত হলে তাদের মধ্যে এরূপ আলোচনার সূত্রপাত হলো–

২। “হে বন্ধুগণ! যিনি ‘দুঃখ’-কে দর্শন করেন তিনি দুঃখ সমুদয়ও দর্শন করেন, ‘দুঃখ নিরোধ’ও দর্শন করেন এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদাও দর্শন করেন।”

এরূপ ব্যক্ত হলে আয়ুষ্মান গবম্পতি স্থবির অন্য ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে এরূপ বললেন–

৩। “হে বন্ধুগণ! আমি ভগবানের কাছ হতে এরূপ শুনেছি এবং অবধারণ করেছি যে– ‘হে ভিক্ষুগণ! যিনি ‘দুঃখ’-কে দর্শন করেন তিনি দুঃখ সমুদয়ও দর্শন করেন, ‘দুঃখ নিরোধ’ও দর্শন করেন এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদাও দর্শন করেন। যিনি ‘দুঃখ সমুদয়’-কে দর্শন করেন তিনি ‘দুঃখ’, ‘দুঃখ নিরোধ’ এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদাও দর্শন করেন। যিনি ‘দুঃখ নিরোধ’-কে দর্শন করেন তিনি ‘দুঃখ’, ‘দুঃখ সমুদয়’ এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদাও দর্শন করেন। এবং যিনি ‘দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা’-কে দর্শন করেন তিনি ‘দুঃখ’, ‘দুঃখ সমুদয়’ এবং দুঃখ নিরোধও দর্শন করেন’।” দশম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কোটিগ্রাম বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

দুই বজ্জী, সম্যকসম্বুদ্ধ সূত্র আর অর্হৎ, আস্রবক্ষয়;
মিত্র, সত্য, লোকসূত্র সহ পরিজ্ঞেয় ও গবম্পতিতে বর্গ উক্ত হয়॥

৪. সীসপাবন বর্গ

(১) সীসপাবন সূত্র

১১০১.১। একসময় ভগবান কৌশাম্বীর সীসপা[১] নামক বনে অবস্থান করছিলেন। অতপর ভগবান মুষ্টিমাত্র অশোকবৃক্ষের পাতা হাতে নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার মুষ্টিতে ধরা এই অশোকপত্রাদি নাকি এই বনের উপর ছিটানো অশোকপত্রাদি বেশী বলে মনে কর?"

"ভন্তে! ভগবানের মুষ্টিতে সামান্যমাত্রই অশোকপত্র রয়েছে, কিন্তু তার চেয়ে অশোক বনের উপর ছিটানো পত্রাদিই অনেক বেশী।"

৩। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! আমার দ্বারা অভিজ্ঞাত কিন্তু অপরের নিকট অপ্রকাশিত বিষয়ই অনেক বেশী, সামান্য মাত্রই আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। ভিক্ষুগণ! কেন সেই বিষয়সমূহ আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়নি? কেননা, ভিক্ষুগণ! তা অর্থসংহিত বা মঙ্গলজনক নয়, ব্রহ্মচর্য সূচিত করে না, নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণ লাভের জন্য তা পরিচালিত করে না। তাই সেই বিষয়সমূহ আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়নি।

৪। ভিক্ষুগণ! কি আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে? 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা'– এই বিষয়সমূহ আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। কেন ভিক্ষুগণ! এই বিষয়সমূহ আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে? কেননা, ভিক্ষুগণ! এই বিষয়াদি মঙ্গলজনক, ব্রহ্মচর্য সূচিত করে, নির্বেদ লাভের জন্য, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি এবং নির্বাণ লাভের জন্য তা পরিচালিত করে। তাই সেই বিষয়সমূহ আমার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে।

৫। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা

---

[১]। এই বনকে সীংসপা বনও বলা হতো। এর অর্থ হচ্ছে অশোক বৃক্ষের বন।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

(২) বাবলা বৃক্ষের পত্রাদি সূত্র

১১০২.১। "হে ভিক্ষুগণ! যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য যথার্থভাবে উপলব্ধি না করে দুঃখের অন্ত সাধন করব'– তা কখনই সম্ভব নয়। যেমন, ভিক্ষুগণ! যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি বাবলা, দেবদারু কিংবা আমলকী বৃক্ষের পত্রাদি দ্বারা ঝুঁড়ি বানিয়ে তাতে করে পানি আনব কিংবা তালপত্র সংগ্রহ করব'– তা অসম্ভব। ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ! যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য যথার্থভাবে উপলব্ধি না করে দুঃখের অন্ত সাধন করব'– তা কখনই সম্ভব নয়।

২। ভিক্ষুগণ! যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করে দুঃখের অন্ত সাধন করব'– তা সম্ভব। যেমন, ভিক্ষুগণ! যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি পদ্ম, পলাশ কিংবা মালুব পত্রাদি দ্বারা ঝুঁড়ি বানিয়ে তাতে করে পানি আনব কিংবা তালপত্র সংগ্রহ করব'– তা সম্ভব। ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ! যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করে দুঃখের অন্ত সাধন করব'– তা সম্ভব।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) দণ্ড সূত্র

১১০৩.১। "যেমন, ভিক্ষুগণ! দণ্ড বা লাঠি উর্দ্ধে ছুড়ে মারলে কখনও কখনও তার অগ্রভাগ কখনও বা মধ্যভাগ আবার কখনও বা প্রান্তভাগ আগে এসে মাটিতে পড়ে। ঠিক এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অবিদ্যা, নীবরণ ও তৃষ্ণা সংযোজনে আবদ্ধ হয় এবং পুনঃপুন জন্মধারণ করতে করতে সত্ত্বগণ এই জগত হতে পরলোকে গমন করছে এবং পরলোক হতে এই লোকে আগমন করছে। তার কারণ কি? ভিক্ষুগণ! চারি আর্যসত্য না জানাই তার কারণ। সেই চার কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! এই চারি আর্যসত্য না জানার দরুন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সত্ত্বগণ এই জগত হতে পরলোকে গমন করছে এবং পরলোক হতে এই লোকে আগমন করছে।

২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) বস্ত্র সূত্র

১১০৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! কারও বস্ত্রে বা মাথায় আগুন ধরলে কি করা উচিত?"

"ভন্তে! কারও বস্ত্রে বা মাথায় আগুন ধরলে তার সেই জলন্ত বস্ত্র বা মাথার আগুন নেভানোর জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা জাগাতে হবে, প্রচেষ্টাশীল হতে হবে, প্রয়াস করতে হবে এবং আগুন নেভানোর জন্য সক্রিয়তার সহিত স্মৃতিযোগে বিবেচনা করতে হবে।"

২। "ভিক্ষুগণ! জলন্ত বস্ত্র বা মাথার প্রতি তখন উদাসীন হয়ে, তাতে মন না দিয়ে অনুপলব্ধ চারি আর্যসত্য যথার্থরূপে উপলব্ধির জন্য অধিকমাত্রায় ইচ্ছা জাগানো উচিত, প্রচেষ্টাশীল কর্তব্য, প্রয়াসী হয়ে সক্রিয়তার সহিত স্মৃতিযোগে বিবেচনা করা উচিত। সেই চার কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য। ভিক্ষুগণ! এই চারি আর্যসত্য যথার্থরূপে উপলব্ধির জন্য সে সময় তার অধিকমাত্রায় ইচ্ছা জাগানো উচিত, প্রচেষ্টাশীল কর্তব্য, প্রয়াসী হয়ে সক্রিয়তার সহিত স্মৃতিযোগে বিবেচনা করা উচিত।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) শতবর্ষ সূত্র

১১০৫.১। "যেমন ভিক্ষুগণ! শতবর্ষীয়ান, শতবর্ষজীবি কোন ব্যক্তিকে যদি কেউ এরূপ বলে– 'দেখুন মহাশয়! পূর্বাহ্ন, মধ্যাহ্ন এবংকি সায়াহ্ন সময়েও আপনাকে শত বল্লম বা শেল দিয়ে তারা আঘাত করবে। আর দিনে তিন বার তিনশত বল্লমের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হয়েও আপনি শতায়ু হবেন, শতবর্ষজীবি হবেন এবং শতবর্ষ পর আপনি অনুপলব্ধ চারি আর্যসত্য উপলব্ধি করতে পারবেন।' তাহলে ভিক্ষুগণ! কোন সুবুদ্ধিসম্পন্ন কুলপুত্র এই উপায় বা আঘাত পন্থাই গ্রহণ করবে। কেন? কারণ ভিক্ষুগণ! এই সংসারের আদি অচিন্ত্যনীয়।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্বজন্মে কত যে শেল-তরবারি-তীর বা কুঠারের আঘাত সকলের পেতে হয়েছে তা অবর্ণনীয়। যদি কারও ক্ষেত্রে এরূপ দুঃখ-যাতনা পেয়েও চারি আর্যসত্যের উপলব্ধি ঘটে, তবে তা সুখ, সৌমনস্যকর বলেই আমি বলছি। জন্মান্তরীণ অবর্ণনীয় দুঃখের চেয়ে সেরূপমাত্র এক জীবনে দুঃখ-যাতনা পেয়েও চারি আর্যসত্যের উপলব্ধি দুঃখ-দৌর্মনস্যকর নয়। সেই চারি আর্যসত্য কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখ নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা আর্যসত্য।

২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) প্রাণী সূত্র

১১০৬.১। "যেমন, ভিক্ষুগণ! যদি কোন ব্যক্তি এই জম্বুদ্বীপের সমস্ত তৃণ, কাষ্ঠ ও শাখা-পত্রাদি কেটে একস্থানে একত্রিত করে শূলে গেথেঁ রাখে। তারপর মহাসমুদ্রের বিশাল সব প্রাণী ধরে বিশাল বিশাল শূলে গেথেঁ রাখে; মধ্যম আকৃতির সব প্রাণী ধরে মধ্যম মধ্যম শূলে গেথেঁ রাখে; এবং ছোট ছোট সব প্রাণী ধরে ছোট ছোট শূলে গেথেঁ রাখে। কিন্তু তবুও মহাসমুদ্রের অনেক প্রাণী বাদ থেকে যায়। এই জম্বুদ্বীপের সকল তৃণ, কাষ্ঠ, ও শাখা-পত্রাদি বিনষ্ট ও নিঃশেষিত হয়ে গেলেও এর চেয়ে বহুগুণ বেশী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী মহাসমুদ্রে রয়েছে, যেগুলো শূলে বিদ্ধ করে গেথেঁ রাখা সহজ-সাধ্য নয়। তার কারণ কি? সেসব প্রাণীর সূক্ষ্ম শরীরই তার কারণ। এরূপই, ভিক্ষুগণ! মহা অপায়। ভিক্ষুগণ! এরূপ মহাঅপায় হতে বিমুক্ত, দৃষ্টিসম্পন্ন বা স্রোতাপন্ন ব্যক্তি 'ইহা দুঃখ' এরূপে যথাভূত বিষয় জ্ঞাত হয়; 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে যথাভূত বিষয় জ্ঞাত হয়।

২। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) প্রথম সূর্য সূত্র

১১০৭.১। "হে ভিক্ষুগণ! অরুণচ্ছটা হচ্ছে সূর্যোদয়ের পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। এরূপেই, ভিক্ষুগণ! 'সম্যক দৃষ্টি' হচ্ছে ভিক্ষুর চারি আর্যসত্য যথাভূত ভাবে জ্ঞাত হওয়ার পূর্বাভাস ও পূর্বনিমিত্ত। ভিক্ষুগণ! সেই ভিক্ষুর নিকট

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ইহাই প্রত্যাশিত হয় যে– সে ‘ইহা দুঃখ’ এরূপে যথাভূত ভাবে জ্ঞাত হবে; ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে যথাভূত বিষয় জ্ঞাত হবে।

২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” সপ্তম সূত্র।

(৮) দ্বিতীয় সূর্য সূত্র

১১০৮.১। “ভিক্ষুগণ! চন্দ্র-সূর্য যাবত জগতে উদিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত মহাআলোক ও প্রভা প্রাদুর্ভূত হয় না। তখন অন্ধকার ও তিমিরাচ্ছন হয় সর্বত্র। ততক্ষণ পর্যন্ত দিবা-রাত্রি, মাস-অর্দ্ধমাস, ঋতু-বছর নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু, ভিক্ষুগণ! যখন চন্দ্র-সূর্য জগতে উদিত হয়, তখন মহালোক ও প্রভা আবির্ভূত হয়, অন্ধকার ও তিমিরাচ্ছন্ন থাকে না আর তখন দিবা-রাত্রি, মাস-পক্ষ, এবং ঋতু-বছরও নির্ণয় করা যায়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! যাবত তথাগত, অরহত সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত না হন, তাবত মহা জ্ঞানালোক ও জ্ঞানপ্রভা প্রাদুর্ভূত হয় না। তখন অজ্ঞান অন্ধকার ও তিমিরাচ্ছন্ন হয় সর্বত্র; তখন চারি আর্যসত্যের প্রচার, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রতিষ্ঠা, সত্য উন্মোচন, বিশ্লেষণ ও অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না।

২। কিন্তু যখন, ভিক্ষুগণ! চন্দ্র-সূর্য জগতে উদিত হয়, তখন মহালোক ও প্রভা প্রাদুর্ভূত হয়। তখন আলোকিত ও প্রভাস্বর হয় সর্বত্র। তখন দিবা-রাত্রি, মাস-অর্দ্ধমাস, ঋতু-বছর নির্ণয় করা সম্ভব হয়া। কিন্তু, ভিক্ষুগণ! যখন চন্দ্র-সূর্য জগতে উদিত হয়, তখন মহালোক ও প্রভা আবির্ভূত হয়, অন্ধকার ও তিমিরাচ্ছন্ন থাকে না আর তখন দিবা-রাত্রি, মাস-পক্ষ, এবং ঋতু-বছরও নির্ণয় করা যায়। ঠিক তদ্রুপ ভিক্ষুগণ! যাবত তথাগত, অরহত সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত না হন, তাবত মহা জ্ঞানালোক ও জ্ঞানপ্রভা প্রাদুর্ভূত হয় না। তখন অজ্ঞান অন্ধকার ও তিমিরাচ্ছন্ন হয় সর্বত্র; তখন চারি আর্যসত্যের প্রচার, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রতিষ্ঠা, সত্য উন্মোচন, বিশ্লেষণ ও অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ভিক্ষুগণ! যখন তথাগত, অরহত সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হন, তখন মহা জ্ঞানালোক ও জ্ঞানপ্রভা প্রাদুর্ভূত হয়। তখন অজ্ঞান অন্ধকার ও তিমিরাচ্ছন্ন হয় না; তখন চারি আর্যসত্যের প্রচার, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রতিষ্ঠা, সত্য উন্মোচন, বিশ্লেষণ ও অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব হয়। সেই চার কি কি? যথা– দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

(৯) ইন্দ্রখীল সূত্র

১১০৯.১। "হে ভিক্ষুগণ! যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাযথভাবে জ্ঞাত হন না, তারা অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ভাবে– 'নিশ্চয়ই এই মাননীয় জ্ঞাত বিষয় জানেন এবং দৃষ্ট বিষয় দেখেন'। যেমন, ভিক্ষুগণ! মৃদু বাতাসে উড়ে যায় এমন তুলা বা কার্পাসের গোছা সমান ভূমিতে পড়ে রয়েছে। তখন পূর্ব দিকের বাতাস তুলা বা কার্পাসের গোছাটিকে পশ্চিম দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়, পশ্চিম দিকে বাতাস গোছাটিকে পূর্বদিকে, উত্তর দিকের বাতাস গোছাটিকে দক্ষিণ দিকে এবং দক্ষিণ দিকের বাতাস গোছাটিকে উত্তর দিকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। তার কারণ কি? গোছাটির হালকা ভাবই তার কারণ। এরূপে, ভিক্ষুগণ! যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাযথভাবে জ্ঞাত হন না, তারা অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ভাবে– 'নিশ্চয়ই এই মাননীয় জ্ঞাত বিষয় জানেন এবং দৃষ্ট বিষয় দেখেন'। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্যের অদর্শনই তার কারণ।

২। ভিক্ষুগণ! যে সকল শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাযথভাবে জ্ঞাত হন, তারা অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ভাবেন না যে 'নিশ্চয়ই এই মাননীয় জ্ঞাত বিষয় জানেন এবং দৃষ্ট বিষয় দেখেন'। যেমন, ভিক্ষুগণ! লৌহ নির্মিত খুঁটি বা দৃঢ় ইন্দ্রখীল অথবা গভীরে প্রোথিত অচল, অকম্পিত স্তম্ভমূল রয়েছে। যদি সেখানে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিক হতে ভীষণ ঝড়ো বৃষ্টি প্রবাহিত হয় তবুও তা কম্পিত হয় না, নড়ে না ও বিচলিত হয় না। তার কারণ কি? সেই ইন্দ্রখীলের গভীরতা ও সুদৃঢ় স্তম্ভমূলই তার কারণ। ঠিক এরূপেই ভিক্ষুগণ! যে কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাযথভাবে জ্ঞাত হন, তারা অন্য শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে ভাবেন না যে 'নিশ্চয়ই এই মাননীয় জ্ঞাত বিষয় জানেন এবং দৃষ্ট বিষয় দেখেন'। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য দর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা, দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

এবং দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য।

৩। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

(১০) তার্কিক সূত্র

১১১০.১। "হে ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাযথভাবে জ্ঞাত ভিক্ষুর নিকট পূর্ব, পশ্চিম, বা উত্তর, দক্ষিণ দিক হতে কোন তার্কিক, তর্কঅন্বেষী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এসে তার সাথে (মতবাদ সম্বন্ধীয়) বাদানুবাদ করলে সেই কারণে ভিক্ষুটি তার ধর্মমত হতে কম্পিত হবে, উদ্বিগ্ন হবে এবং বিচলিত হবে– তা অসম্ভব। যেমন, ভিক্ষুগণ! ষোল হাত দীর্ঘ এক পাথরের স্তম্ভ রয়েছে যার আট হাত পর্যন্ত মাটি নিচে প্রোথিত এবং আর আট হাত মাটির বাইরে। সেখানে যদি পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ দিক হতে ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি আসে তবে সেই প্রস্তর স্তম্ভ কম্পিত হয় না, নড়ে না এবং সামান্য বিচলিত হয় না। তার কারণ কি? প্রস্তর স্তম্ভের গভীরতা ও সুদৃঢ় স্তম্ভমূলই তার কারণ। এরূপেই ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাযথভাবে জ্ঞাত ভিক্ষুর নিকট পূর্ব, পশ্চিম, বা উত্তর, দক্ষিণ দিক হতে কোন তার্কিক, তর্কঅন্বেষী শ্রমণ-ব্রাহ্মণ এসে তার সাথে (মতবাদ সম্বন্ধীয়) বাদানুবাদ করলে সেই কারণে ভিক্ষুটি তার ধর্মমত হতে কম্পিত হবে, উদ্বিগ্ন হবে এবং বিচলিত হবে– তা অসম্ভব। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য দর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা– দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য।

২। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দশম সূত্র।

সীসপাবন বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

সীসপা, বাবলা, দন্ড, বস্ত্র ও শতবর্ষ সূত্র;
প্রাণী, দ্বে সূর্য ও ইন্দ্রখীল, তার্কিকে বর্গ সমাপ্ত॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫. প্রপাত বর্গ

(১) লোক চিন্তা সূত্র

১১১১.১। এক সময় ভগবান রাজগৃহের বেলুবনে কলন্দক নিবাপে অবস্থান করছিলেন। তথায় ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! অতীতে এক সময় জনৈক ব্যক্তি রাজগৃহ[১] হতে বের হয়ে 'জগত সম্বন্ধে চিন্তা করব'– এরূপ ভেবে সুমাগধা নামক পুষ্করিণীতে গেল। সেখানে উপস্থিত হয়ে সুমাগধা পুষ্করিণীর পাড়ে জগত সম্বন্ধীয় চিন্তা করতে করতে বসল। তারপর ভিক্ষুগণ! সেই ব্যক্তিটি সুমাগধা পুষ্করিণীর পাড়ে চতুরঙ্গী সৈন্যদের (পদাতিক, হস্তী, অশ্ব ও রথারোহী) এক পদ্মবৃন্তে প্রবেশ করতে দেখল। এরূপ দেখে সে ভাবল– 'আমি উন্মত্ত হয়েছি, আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। যা জগতে অবিদ্যমান তা-ই আমার দ্বারা দৃষ্ট হল।'

অতঃপর সেই ব্যক্তি নগরে প্রবেশ করে বিশাল জনতাদের বলল– 'ওহে মহাশয়বৃন্দ! আমি উন্মত্ত হয়েছি, আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। মহাশয়গণ, জগতে যা অবিদ্যমান তাই আমার দ্বারা দৃষ্ট হয়েছে।' জনতাগণ বললেন– "ওহে মহাশয়! আপনি কিরূপে পাগল হয়েছেন, কিরূপে আপনার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে? কোন বিষয় জগতে নাই, যা আপনার দ্বারা দৃষ্ট হয়েছে?'

'মহাশয়গণ! আমি রাজগৃহ নগর হতে বের হয়ে 'জগত সম্বন্ধীয় চিন্তা করব' ভেবে সুমাগধা নামক পুষ্করিণীতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে জগত সম্বন্ধে চিন্তা করতে করতে সুমাগধা পুস্করিণীর পাড়ে বসেছিলাম। তারপর, মহাশয়গণ! হঠাৎ আমি দেখতে পেলাম চতুরঙ্গী সৈন্যবাহিনী এক পদ্মবৃন্তে প্রবেশ করছে। মহাশয়গণ! আমি এরূপেই উন্মত্ত হয়েছি, এরূপেই আমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। জগতে এই বিষয় অবিদ্যমান যা আমার দ্বারা দৃষ্ট হল।'

'তাহলে, নিঃসন্দেহে আপনি উন্মত্ত হয়েছেন, নিশ্চয়ই আপনার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইহা জগতে অবিদ্যমান যা আপনি দেখলেন।'

৩। হে ভিক্ষুগণ! সেই ব্যক্তিটি যা দেখেছিল তা আসলেই বাস্তব, অবাস্তব নয়। ভিক্ষুগণ! পূর্বে দেব এবং অসুরদের মধ্যে যুদ্ধ বেঁধেছিল। সেই সংগ্রামে দেবগণ বিজয়ী হয় আর অসুরেরা পরাভূত হয়। ভিক্ষুগণ! পরাজিত, ভীত

---

[১]। এর বর্তমান নাম রাজগীর। প্রাচীনকালে এটা গিরিব্রজ নামেও বিখ্যাত ছিল। রাজগীর পঞ্চ পর্বত অর্থাৎ বেভার, পণ্ডব, বৈপুল্য, গৃধ্রকূট ও ঋষিগিলি এই পঞ্চ পর্বত দ্বারা পরিবেষ্টিত আছে। আয়ুষ্মান মহাকশ্যপ প্রায় $\frac{৭}{৮}$ অংশ বুদ্ধাস্থি রাজা অজাতশত্রু দ্বারা অতি আশ্চর্যরূপে এখানে নিধান করে রেখেছিলেন।- মহাপরিনির্বাণ সুত্র, পৃঃ ২৩৬।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অসুরেরা দেবতাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে (মোহত্ত) পদ্মবৃন্তের মাধ্যমে অসুরপুরে প্রবেশ করেছিল। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! জগত সম্বন্ধে এরূপ চিন্তা কর না, যথা– 'জগত শাশ্বত', অথবা 'জগত অশাশ্বত', কিংবা 'জগত অন্ত বা সীমাবদ্ধ', বা 'জগত অনন্ত', কিংবা 'যেই জীব সেই শরীর', অথবা 'জীব অন্য, শরীর ও অন্য', বা 'তথাগত (স্বত্ত্ব) মৃত্যুর পর থাকে', অথবা 'তথাগত মৃত্যুর পর থাকে না', কিংবা 'তথাগত মৃত্যুর পর থাকে আবার থাকে না', কিংবা 'তথাগত মৃত্যুর পর থাকে না আবার না থাকে– তাও নয়'। তার কারণ কি? কেননা, ভিক্ষুগণ! সেরূপ চিন্তা মঙ্গলজনক নয়, তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে না, নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য তা সংবর্তিত (বা পরিচালিত) হয় না।

৪। ভিক্ষুগণ! চিন্তা করতে হলে তোমরা এরূপ চিন্তা কর, যথা– 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'। তার কারণ কি? কেননা, ভিক্ষুগণ! এরূপ চিন্তা মঙ্গলজনক, তা ব্রহ্মচর্য সূচিত করে, নির্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্বোধি ও নির্বাণ লাভের জন্য তা সংবর্তিত (বা পরিচালিত) হয়।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

(২) প্রপাত সূত্র

১১১২.১। এক সময় ভগবান রাজগৃহের গৃধ্রকূট পর্বতে অবস্থান করছিলেন। অতঃপর ভগবান ভিক্ষুদের ডেকে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! চল, দিক-অবস্থানের জন্য প্রতিভান চূড়ায় গমন করি"। "তাই হোক, ভন্তে!" বলে ভিক্ষুগণ ভগবানকে প্রত্যুত্তর দিলেন। অতঃপর ভগবান বহু সংখ্যক ভিক্ষুদের সাথে প্রতিভান চূড়ায় উপস্থিত হলেন। তখন জনৈক ভিক্ষু প্রতিভান চূড়ায় একটি বিশাল প্রপাত দেখতে পেয়ে ভগবানকে এরূপ বললেন–

৩। 'ভন্তে! এই প্রপাতটি বিশাল, সত্যিই এই প্রপাতটি ভয়ানক। ভন্তে! এই প্রপাতের চেয়ে আরও বিশালতর এবং ভয়ানক অন্য কোন প্রপাত আছে কি?"

"হে ভিক্ষু! এই প্রপাতের চেয়ে আরও বিশালতর এবং ভয়ানক অন্য কোন প্রপাত আছে"।

"ভন্তে! এই প্রপাতের চেয়ে আরও বিশালতর এবং ভয়ানক প্রপাতটি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কিরূপ?”

৪। “হে ভিক্ষুগণ! যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা ‘ইহা দুঃখ’, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে, যথাযথভাবে জানে না, তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী সংস্কার সমূহে (কর্ম সমূহে) অভিরমিত হয়। তারা সেরূপ সংস্কার বা কর্মসমূহে অভিরমিত হয়ে জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী কর্মসমূহ সম্পাদন করে। এবং সেরূপ কর্ম সম্পাদন পূর্বক তারা জন্ম সদৃশ প্রপাতে পতিত হয়, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস সদৃশ প্রপাতে পতিত হয়। তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হতে পারে না। আমি বলি ‘তারা দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারে না’।

৫। ভিক্ষুগণ! যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ ‘ইহা দুঃখ’, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’ এরূপে, যথাযথভাবে জানে, তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী সংস্কার সমূহে (কর্ম সমূহে) অভিরমিত হয় না। তারা সেরূপ সংস্কার বা কর্মসমূহে অভিরমিত না হয়ে জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী কর্মসমূহ সম্পাদন করে না। এবং সেরূপ কর্ম সম্পাদন না করে তারা জন্ম সদৃশ প্রপাতে পতিত হয় না, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস সদৃশ প্রপাতে পতিত হয় না। তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হতে পারে। আমি বলি ‘তারা দুঃখ হতেই মুক্ত হতে পারে’।

৬। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) মহা পরিলাহ (দহন) সূত্র

১১১৩.১। “হে ভিক্ষুগণ! মহা পরিল্‌াহ নামক এক নরক রয়েছে, যেখানে যা কিছু রূপ চক্ষু দ্বারা একজন দেখে, সমস্ত অনিষ্টকর রূপই সে দর্শন করে, ইষ্ট রূপ নয়; অকান্তকর রূপই সে সেখানে দেখতে পায়, কান্তকর রূপ নয়; অমনোপূত রূপই তার দৃষ্টিগোচর হয়, মনোপূত রূপ নয়। এরূপে যা কিছু শব্দ সে শ্রবণ করে, কায়িক স্পর্শ লাভ করে এবং মনের দ্বারা জানে, তৎসমস্তই অনিষ্টকর, অকান্তকর এবং অমনোপূত।”

২। এরূপ ব্যক্ত হলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে এরূপ বললেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"ভন্তে! সত্যিই তা অত্যন্ত মহা পরিলাহ (দহন), সত্যিই তা অতি মহা দহন। ভন্তে! এরূপ পরিলাহ হতে আরও বিশালতর, ভয়ানক পরিলাহ আছে কি?"

"হ্যাঁ ভিক্ষু! এরূপ পরিলাহ হতে আরও বিশালতর, ভয়ানক পরিলাহ আছে।"

"ভন্তে! এরূপ পরিলাহ হতে আরও বিশালতর, ভয়ানক পরিলাহ কিরূপ?"

৩। "হে ভিক্ষুগণ! যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে, যথাযথভাবে জানে না, তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী সংস্কার সমূহে (কর্ম সমূহে) অভিরমিত হয়। তারা সেরূপ সংস্কার বা কর্মসমূহে অভিরমিত হয়ে জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী কর্মসমূহ সম্পাদন করে। এবং সেরূপ কর্ম সম্পাদন পূর্বক তারা জন্ম রূপ পরিলাহ বা দহনে দগ্ধ হয়, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস সদৃশ পরিলাহ বা দহনে দগ্ধ হয়। তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হতে পারে না। আমি বলি 'তারা দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারে না'।

৪। ভিক্ষুগণ! যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে, যথাযথভাবে জানে, তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী সংস্কার সমূহে (কর্ম সমূহে) অভিরমিত হয় না। তারা সেরূপ সংস্কার বা কর্মসমূহে অভিরমিত না হয়ে জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী কর্মসমূহ সম্পাদন করে না। এবং সেরূপ কর্ম সম্পাদন না করে তারা জন্ম রূপ পরিলাহ বা দহনে দগ্ধ হয় না, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস সদৃশ পরিলাহ বা দহনে দগ্ধ হয় না। তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হতে পারে। আমি বলি 'তারা দুঃখ হতেই মুক্ত হতে পারে'।

৫। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) কূটাগার সূত্র

১১১৪.১। "হে ভিক্ষুগণ! যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বা উপায় আর্যসত্য যথাভূতভাবে উপলব্ধি না করে সম্যকরূপে দুঃখের অন্তসাধন করব'– তা অসম্ভব। যেমন, ভিক্ষুগণ! যদি কেউ বলে যে আমি চূড়াযুক্ত গৃহের নিচতলা না বানিয়ে উপর তলা নির্মাণ করব'– তবে যেমন তা অসম্ভব; ঠিক তদ্রুপ, যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য যথাভূতভাবে উপলব্ধি না করে সম্যকরূপে দুঃখের অন্তসাধন করব'– তা অসম্ভব।

২। ভিক্ষুগণ! যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য যথাভূতভাবে উপলব্ধি করে সম্যকরূপে দুঃখের অন্তসাধন করব'– তা সম্ভব। যেমন, ভিক্ষুগণ! যদি কেউ বলে যে আমি চূড়াযুক্ত গৃহের নিচতলা বানিয়ে উপর তলা নির্মাণ করব'– তবে যেমন তা সম্ভব; ঠিক তদ্রুপ, যদি কেউ এরূপ বলে যে, 'আমি দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য যথাভূতভাবে উপলব্ধি করে সম্যকরূপে দুঃখের অন্তসাধন করব'– তা সম্ভব।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) কেশ সূত্র

১১১৫.১। এক সময় ভগবান বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় অবস্থান করছিলেন। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্বাস পরিধান পূর্বক পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে বৈশালীতে পিন্ডচারণের জন্য প্রবেশ করেছিলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ বহু লিচ্ছবী কুমারকে সভাগৃহে শিক্ষারত দেখতে পেলেন। দেখলেন যে তারা বিফল না হয়ে সুক্ষ্ম তাল ছিদ্রের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিক্ষেপ করছে। তা দেখে আনন্দ ভন্তের মনে এরূপ চিন্তা জাগলো– "এই লিচ্ছবী কুমারেরা সত্যিই শিক্ষিত, সত্যিই এই লিচ্ছবী কুমারেরা সুশিক্ষিত যে তারা দূর হতে বিফল না হয়ে সুক্ষ্ম তাল ছিদ্রের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তীর নিক্ষেপ করছে'। অতঃপর আয়ুষ্মান আনন্দ বৈশালীতে পিন্ডচারণের পর আহারকৃত্য সমাপনে ভগবানের নিকট উপস্থিত হলেন। উপস্থিত হয়ে ভগবানকে অভিবাদন পূর্বক একপাশে বসে ভগবানকে এরূপ বলতে লাগলেন–

২। "ভন্তে! আমি আজ পূর্বাহ্ন সময়ে বহির্বাস পরিধান পূর্বক পাত্র-চীবর সাথে নিয়ে বৈশালীতে পিন্ডচারণের জন্য প্রবেশ করেছিলাম। সেখানে বহু

Visit: http://www.buddhistdownload.com

লিচ্ছবী কুমারকে সভাগৃহে শিক্ষারত দেখতে পেয়েছিলাম। আরও দেখেছিলাম যে তারা বিফল না হয়ে সুক্ষ্ণ তাল ছিদ্রের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিক্ষেপ করছে। তা দেখে আমার মনে এরূপ চিন্তা জাগলো– "এই লিচ্ছবী কুমারেরা সত্যিই শিক্ষিত, সত্যিই এই লিচ্ছবী কুমারেরা সুশিক্ষিত যে তারা দূর হতে বিফল না হয়ে সুক্ষ্ণ তাল ছিদ্রের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তীর নিক্ষেপ করছে'।"

৩। "হে আনন্দ! তা কিরূপ মনে কর, দূর হতে ব্যর্থ না হয়ে সুক্ষ্ণ তাল ছিদ্রের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তীর নিক্ষেপ করা নাকি সপ্তধা বিভক্ত কেশাগ্র হতে অন্য অগ্রভাগ ধরে তা পৃথক করা বেশী দুষ্কর ও দুরূহ?"

"ভন্তে! সপ্তধা বিভক্ত কেশাগ্রের মধ্যে অন্য কেশাগ্র পৃথক করাই বেশী দুষ্কর ও দুরূহ।"

"কিন্তু আনন্দ! 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে যথাভূতভাবে পৃথক করা তার চেয়ে আরও বেশী দুষ্কর।

৪। তদ্ধেতু, আনন্দ! ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) অন্ধকার সূত্র

১১১৬.১। "হে ভিক্ষুগণ! জগতে এমন অন্ধকারময় অপ্রমাণিত, তিমিরাচ্ছন্ন স্থান রয়েছে যেখানে এরূপ মহা শক্তিসম্পন্ন ও তেজসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যের আভা বিকিরিত হয় না।"

এরূপ ব্যক্ত হলে জনৈক ভিক্ষু ভগবানকে বললেন–

২। "ভন্তে! সত্যিই তা অত্যন্ত অন্ধকারময়, সত্যিই তা অতি তিমিরাচ্ছন্ন। ভন্তে! এরূপ অন্ধকার হতে আরও বিশালতর, ভয়ানক অন্ধকার আছে কি?"

"হ্যাঁ ভিক্ষু! এরূপ অন্ধকার হতে আরও বিশালতর, ভয়ানক অন্ধকার আছে।"

"ভন্তে! এরূপ অন্ধকার হতে আরও বিশালতর, ভয়ানক অন্ধকার কিরূপ?"

৩। "হে ভিক্ষুগণ! যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণেরা 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে, যথাযথভাবে জানে না, তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী সংস্কার সমূহে (কর্ম সমূহে) অভিরমিত হয়। তারা সেরূপ সংস্কার বা কর্মসমূহে অভিরমিত হয়ে জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী কর্মসমূহ সম্পাদন করে। এবং সেরূপ কর্ম সম্পাদন

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্বক তারা জন্ম রূপ অন্ধকারে পতিত হয়, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস সদৃশ অন্ধকারে পতিত হয়। তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হতে পারে না। আমি বলি 'তারা দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারে না'।

৪। ভিক্ষুগণ! যে শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণ 'ইহা দুঃখ', 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়' এরূপে, যথাযথভাবে জানে, তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী সংস্কার সমূহে (কর্ম সমূহে) অভিরমিত হয় না। তারা সেরূপ সংস্কার বা কর্মসমূহে অভিরমিত না হয়ে জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস প্রদায়ী কর্মসমূহ সম্পাদন করে না। এবং সেরূপ কর্ম সম্পাদন না করে তারা জন্ম অন্ধকারে পতিত হয় না, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস সদৃশ অন্ধকারে পতিত হয় না। তারা জন্ম, জরা, মরণ, শোক-বিলাপ-দুঃখ-দৌর্মনস্য ও উপায়াস হতে মুক্ত হতে পারে। আমি বলি 'তারা দুঃখ হতেই মুক্ত হতে পারে'।

৫। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) প্রথম ছিদ্রযুক্ত জোয়াল সূত্র

১১১৭.১। "যেমন, ভিক্ষগণ! কোন ব্যক্তি মহাসমুদ্রে একটিমাত্র ছিদ্রযুক্ত জোয়াল ফেলে দিল যেখানে এক কাণা কচ্ছপ বাস করে। কচ্ছপটি শতবৎসর পর পর একবার মাত্র মাথা তুলে ভেসে উঠে। ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর যে শতবৎসর পর পর একবার মাত্র মাথা তোলার সময় কচ্ছপটি সেই জোয়ালের একটিমাত্র ছিদ্রে নিজ মাথা প্রবেশ করাতে সক্ষম হবে?"

"ভন্তে! যদি কখনও সম্ভব হয় তবে তা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ।"

২। "ভিক্ষুগণ! যদি শতবৎসর পর পর একবার মাত্র মাথা তুলে ভেসে উঠার সময় কচ্ছপটি সেই জোয়ালের একটিমাত্র ছিদ্রে নিজ মাথা প্রবেশ করাতে সক্ষমও হয় তবে তা বিনিপাতে উৎপন্ন মূর্খদের মনুষ্যত্ব লাভের সময়ের তুলনায় অনেক অল্প সময় বলে আমি বলছি। তার কারণ কি?

কেননা, ভিক্ষুগণ! এতে ধর্মচর্চা, আধ্যাত্মিকতার অনুশীলন, কুশলাদি সম্পাদন এবং পুণ্য ক্রিয়া থাকে না, এক্ষেত্রে স্বগোত্রভূক্ ও দুর্বলের উপর হত্যাই সংঘঠিত হতে থাকে। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চার কি কি? যথা– দুঃখ আর্যসত্য, দুঃখ সমুদয় আর্যসত্য, দুঃখের নিরোধ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

আর্যসত্য, এবং দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায় আর্যসত্য।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

(৮) দ্বিতীয় ছিদ্রযুক্ত জোয়াল সূত্র

১১১৮.১। "যেমন ভিক্ষুগণ! মনে কর এই মহাপৃথিবীতে এক সমুদ্র রয়েছে যেখানে কোন ব্যক্তি একটি ছিদ্রযুক্ত জোয়াল ফেলে দিল। তথায় পূর্ব হতে পশ্চিমে, পশ্চিম হতে পূর্বে এবং উত্তর হতে দক্ষিণে, দক্ষিণ দিক হতে উত্তরের দিকে বাতাস প্রবাহিত হয়। সেরূপ স্থানে শতবছর পর পর মাথা তুলে ভেসে উঠে এমন এক অন্ধ কচ্ছপ বাস করে। ভিক্ষুগণ! তোমরা কি মনে কর যে শতবৎসর পর পর একবার মাত্র মাথা তোলার সময় কচ্ছপটি সেই জোয়ালের একটিমাত্র ছিদ্রে নিজ মাথা প্রবেশ করাতে সক্ষম হবে?"

"ভন্তে! তা অসম্ভব প্রায়!"

২। "ভিক্ষুগণ! এরূপই মনুষ্যত্ব লাভ করা অসম্ভব প্রায়। এরূপই তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব জগতে দূর্লভ এবং তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয়ও জগতে প্রচার হওয়া দূর্লভ। কিন্তু এখন ভিক্ষুগণ! অনেকের মনুষ্যত্ব লাভ হয়েছে, জগতে তথাগত, অরহত, সম্যকসম্বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছে এবং তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম-বিনয় ও জগতে প্রচার হয়েছে।

৩। তদ্ধেতু, ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

(৯) প্রথম পর্বতরাজ সিনেরু সূত্র

১১১৯.১। "যেমন, ভিক্ষুগণ! মনে করো কোন পুরুষ পর্বতরাজ সিনেরুর উপর মুগডাল প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করল। তাহলে, ভিক্ষুগণ! সেই মুগডাল প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা ও পর্বতরাজ সিনেরুর মধ্যে কোনটি বিশাল বলে তোমরা মনে কর?"

২। "ভন্তে! পর্বতরাজ সিনেরু-ই বিশাল, আর মুগডাল প্রমাণ সেই নিক্ষিপ্ত সাতটি পাথরের টুকরা অতি অল্পমাত্র। পর্বতরাজ সিনেরুর তুলনায় নিক্ষিপ্ত মুগডাল প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই পাথরের টুকরাগুলো পর্বতরাজ সিনেরুর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৩। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোল ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে সে 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'– এরূপে যথাভূত ভাবে জ্ঞাত হয়।

৪। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

(১০) দ্বিতীয় পর্বতরাজ সিনেরু সূত্র

১১১২.১। "যেমন, ভিক্ষুগণ! মনে কর মুগ প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা ব্যতীত পর্বতরাজ সিনেরুর পরিক্ষয় ও বিনাশ হতে লাগল। তাহলে, ভিক্ষুগণ! সেই মুগপ্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা পর্বতরাজ সিনেরুর মধ্যে কোনটি বিশালতর বলে তোমরা মনে কর?"

২। "ভন্তে! পরিক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত পর্বতরাজ সিনেরু-ই বিশাল, আর মুগডাল প্রমাণ সেই সাতটি পাথরের টুকরা অতি অল্পমাত্র। পরিক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত পর্বতরাজ সিনেরুর তুলনায় মুগডাল প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই পাথরের টুকরাগুলো পর্বতরাজ সিনেরুর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোল ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে সে 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'– এরূপে যথাভূত ভাবে জ্ঞাত হয়।

৪। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দশম সূত্র।

প্রপাতবর্গ সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

চিন্তা, প্রপাত, পরিলাহ আর কূটাগার সূত্র;
কেশ, অন্ধকার, দ্বে জোয়াল ও দ্বে সিনেরু সূত্র হল উক্ত॥

৬. অভিসময় বর্গ

(১) নখাগ্র সূত্র

১১২১.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদেরসম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী[১] অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোল ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে সে 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'– এরূপে যথাভূত ভাবে জ্ঞাত হয়।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

(২) পুষ্করিণী সূত্র

---

[১]। বুদ্ধ বিজ্ঞানে পৃথিবীর গভীরতা ২৪০০০০ যোজন নির্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২০০০০ যোজন পাংশু পৃথিবী ও ১২০০০০ যোজন শিলাময় পৃথিবী।- পটিচ্চ-সমুপ্পাদ, পৃঃ ৪, শ্রী প্রজ্ঞালোক স্থবির। দ্বে সতসহস্সানি চত্তারি নহুতানি চ, এত্তকং বহলত্তেন সঙ্খাতাযং বসুন্ধরা- অর্থাৎ এই বসুন্ধরা দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার যোজন (ঘন যোজন) পরিমিত। তারই সংধারক (ধারণকারী)।- বিশুদ্ধি-মার্গ, পৃঃ ২৪৪।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১১২২.১। "যেমন, ভিক্ষুগণ! দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ও গভীরতায় পঞ্চাশ যোজন সুগভীর এবং পরিপূর্ণ, টইটুম্বর জলসম্পন্ন এক পুষ্করিণী রয়েছে। সেখান হতে কোন ব্যক্তি কুশাগ্র দিয়ে সামান্য জল তুলে। তাহলে, ভিক্ষুগণ! সেই কুশাগ্রের দ্বারা উত্তোলিত কয়েক ফোঁটা জল নাকি পুষ্করিণীতে স্থিত জলরাশি বেশী বলে মনে কর?"

২। "ভন্তে! পুষ্করিণীতে স্থিত জলরাশি-ই বিশাল, আর সেই কুশাগ্রের দ্বারা উত্তোলিত কয়েক ফোঁটা জল অতি অল্পমাত্র। পুষ্করিণীতে স্থিত জলরাশির তুলনায় কুশাগ্রের দ্বারা উত্তোলিত কয়েক ফোঁটা জল গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই কুশাগ্রের দ্বারা উত্তোলিত কয়েক ফোঁটা জল পুষ্করিণীতে স্থিত জলরাশির ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোল ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে সে 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'– এরূপে যথাভূত ভাবে জ্ঞাত হয়।

৪। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) প্রথম প্রবাহিত সূত্র

১১২৩.১। "যেমন, ভিক্ষুগণ! গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহীনদীসমূহ যেখানে এসে মিলিত হয়, সেই মোহনা হতে কোন ব্যক্তি দু-তিন ফোঁটা জল বিন্দু তুলে নিল। তাহলে, ভিক্ষুগণ! সেই দু-তিন ফোঁটা জল বিন্দু নাকি একত্রে মোহনায় মিলিত জলরাশি বেশী বলে মনে কর?"

২। "ভন্তে! একত্রে মোহনায় মিলিত জলরাশি-ই বিশাল, আর সেই দু-তিন ফোঁটা জল অতি অল্পমাত্র। মোহনায় মিলিত জলরাশির তুলনায় দু-তিন ফোঁটা জল গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই দু-তিন ফোঁটা জল একত্রে মোহনায় মিলিত জলরাশির ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা)

Visit: http://www.buddhistdownload.com

গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোল ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে সে 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'– এরূপে যথাভূত ভাবে জ্ঞাত হয়।

৪। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) দ্বিতীয় প্রবাহিত সূত্র

১১২৪.১। "যেমন, ভিক্ষুগণ! যদি দু-তিন ফোঁটা জল বাদে গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ ও মহীনদীসমূহ যেখানে এসে মিলিত হয়, সেই মোহনার জলরাশি পরিক্ষয় ও বিনাশ হয়। তাহলে, ভিক্ষুগণ! সেই দু-তিন ফোঁটা জল বিন্দু নাকি পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত মোহনার জলরাশি বেশী বলে মনে কর?"

২। "ভন্তে! পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত মোহনার জলরাশি-ই বিশাল, আর সেই দু-তিন ফোঁটা জল অতি অল্পমাত্র। পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত মোহনার জলরাশির তুলনায় দু-তিন ফোঁটা জল গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই দু-তিন ফোঁটা জল পরিক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত মোহনার জলরাশির ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোল ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে সে 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'– এরূপে যথাভূত ভাবে জ্ঞাত হয়।

৪। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) প্রথম মহাপৃথিবী সূত্র

১১২৫.১। "যেমন, ভিক্ষুগণ! কোন ব্যক্তি মহাপৃথিবীতে বড়ই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক ছুড়ে মারল। তাহলে, ভিক্ষুগণ! সেই নিক্ষিপ্ত বড়ই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক নাকি মহাপৃথিবী বেশী বলে মনে কর?"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর সেই নিক্ষিপ্ত বড়ই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় সেই নিক্ষিপ্ত বড়ই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নিক্ষিপ্ত বড়ই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোল ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে সে 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'– এরূপে যথাভূত ভাবে জ্ঞাত হয়।

৪। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) দ্বিতীয় মহাপৃথিবী সূত্র

১১২৬.১। "যেমন, ভিক্ষুগণ! সাতটি বড়ই বীচি প্রমাণ গোলক ব্যতীত যদি মহাপৃথিবী পরিক্ষয় ও বিনাশ হয়, তবে সেই পরিক্ষীণ ও বিনাশপ্রাপ্ত মহাপৃথিবী নাকি বড়ই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক বেশী বলে তোমরা মনে কর?"

২। "ভন্তে! পরিক্ষীণ ও বিনাশপ্রাপ্ত মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর সেই বড়ই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক অতি অল্পমাত্র। পরিক্ষীণ ও বিনাশপ্রাপ্ত মহাপৃথিবীর তুলনায় সেই বড়ই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই বড়ই বীচি প্রমাণ সাতটি গোলক পরিক্ষীণ ও বিনাশপ্রাপ্ত মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোল ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে সে 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'– এরূপে যথাভূত ভাবে জ্ঞাত হয়।

৪। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) প্রথম মহাসমুদ্র সূত্র

১২২৭.১। "যেমন, ভিক্ষুগণ! কোন ব্যক্তি সমুদ্র হতে দু-তিন ফোঁটা জল বিন্দু তুলে নিল। তাহলে, ভিক্ষুগণ! সেই দু-তিন ফোঁটা জল বিন্দু নাকি সমুদ্রের জলরাশি বেশী বলে মনে কর?"

২। "ভন্তে!সমুদ্রের জলরাশি-ই বিশাল, আর সেই দু-তিন ফোঁটা জল অতি অল্পমাত্র। সমুদ্রের জলরাশির তুলনায় দু-তিন ফোঁটা জল গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই দু-তিন ফোঁটা জল সমুদ্রের জলরাশির ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোল ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে সে 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'– এরূপে যথাভূত ভাবে জ্ঞাত হয়।

৪। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

(৮) দ্বিতীয় মহাসমুদ্র সূত্র

১১২৮.১। "যেমন, ভিক্ষুগণ! যদি দু-তিন ফোঁটা জল বাদে সমুদ্রের জলরাশি পরিক্ষয় ও বিনাশ হয়। তাহলে, ভিক্ষুগণ! সেই দু-তিন ফোঁটা জলবিন্দু নাকি পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত সমুদ্রের জলরাশি বেশী বলে মনে কর?"

২। "ভন্তে! পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত সমুদ্রের জলরাশি-ই বিশাল, আর সেই দু-তিন ফোঁটা জল অতি অল্পমাত্র। পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত সমুদ্রের জলরাশির তুলনায় দু-তিন ফোঁটা জল গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই দু-তিন ফোঁটা জল পরিক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত সমুদ্রের জলরাশির ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোল ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে সে 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'– এরূপে যথাভূত ভাবে জ্ঞাত হয়।

৪। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

(৯) প্রথম পর্বত উপমা সূত্র

১১২৯.১। "যেমন, ভিক্ষুগণ! যদি কোন ব্যক্তি পর্বতরাজ হিমালয়ে সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা নিক্ষেপ করে; তাহলে, ভিক্ষুগণ! সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা নাকি পর্বতরাজ হিমালয় বিশাল বলে মনে কর?"

২। "ভন্তে! পর্বতরাজ হিমালয়-ই বিশাল, আর সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা অতি অল্পমাত্র। পর্বতরাজ হিমালয়ের তুলনায় সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা পর্বতরাজ হিমালয়ের ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোল ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে সে 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'– এরূপে যথাভূত ভাবে জ্ঞাত হয়।

৪। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

(১০) দ্বিতীয় পর্বত উপমা সূত্র

১১৩০.১। "যেমন, ভিক্ষুগণ! যদি সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা বাদে পরিক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তাহলে, ভিক্ষুগণ! সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা নাকি পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত পর্বতরাজ হিমালয় বেশী বলে মনে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

কর?"

২। "ভন্তে! পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত পর্বতরাজ হিমালয়-ই বিশাল, আর সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা অতি অল্পমাত্র। পরিক্ষয় ও বিনাশপ্রাপ্ত পর্বতরাজ হিমালয়ের তুলনায় সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই সরিষা প্রমাণ সাতটি পাথরের টুকরা পরিক্ষয় ও বিনাশ প্রাপ্ত পর্বতরাজ হিমালয়ের ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৩। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! একজন দৃষ্টিসম্পন্ন, অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী আর্যশ্রাবকের বহুতর দুঃখ পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত হয়, অল্পমাত্রই অবশিষ্ট থাকে। পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখের তুলনায় সপ্তবার পরমতা (স্রোতাপন্নতা) গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সপ্তবার পরমতা পূর্বে পরিক্ষীণ ও নিঃশেষিত দুঃখসমূহের ষোল ভাগের একভাগও হয় না আর সেই সপ্তবার পরমতা হচ্ছে সে 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'– এরূপে যথাভূত ভাবে জ্ঞাত হয়।

৪। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দশম সূত্র।

অভিসময় বর্গ সমাপ্ত।

তস্‌সুদ্দানং– সূত্রসূচী

নখাগ্র, পুষ্করিণী আর দু'ই প্রবাহিত সূত্র,
দ্বে মহাপৃথিবী ও দুই মহাসমুদ্র সূত্র;
পর্বত উপমা সূত্র দ্বয়ে বর্গ সমাপ্ত॥

৭. প্রথম আমকধঞ্ঞ পেয়্যাল বর্গ

(১) অন্যত্র সূত্র

১১৩১.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর

Visit: http://www.buddhistdownload.com

তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪। “এরূপেই, ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা মনুষ্য রূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করছে; অধিকন্তু এরূপ সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী যারা মনুষ্যজন্ম হতে অন্যত্র পুনর্জন্ম ধারণ করছে। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’, এবং ‘ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়’।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” প্রথম সূত্র।

(২) প্রত্যন্ত জনপদ সূত্র

১১৩২.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। “হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩। “ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪। “এরূপেই, ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা মধ্যম জনপদে পুনর্জন্ম গ্রহণ করছে; অধিকন্তু এরূপ সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী যারা প্রত্যন্ত জনপদে অজ্ঞ ও মূর্খদের সন্নিধানে পুনর্জন্ম ধারণ করছে। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’, এবং ‘ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়’।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) প্রজ্ঞা সূত্র

১১৩৩.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। “হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অধিক বলে মনে কর?”

৩। “ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪। “এরূপেই, ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা আর্য প্রজ্ঞাচক্ষুতে সমন্নাগত; অধিকন্তু এরূপ সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী যারা অবিদ্যায় নিমজ্জিত ও মোহাচ্ছন্ন। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’, এবং ‘ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়’।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” তৃতীয় সূত্র।

(৪) সুরা-মৈরেয় সূত্র

১১৩৪.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। “হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩। “ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪। “এরূপেই, ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা সুরা, মৈরেয় ও প্রমত্ততাদায়ক মদ পান হতে বিরত; অধিকন্তু সুরা, মৈরেয় ও প্রমত্ততাদায়ক মদ পানকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’, এবং ‘ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়’।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” চতুর্থ সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৫) জল সূত্র

১১৩৫.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! স্থলজ সত্ত্বগণের সংখ্যা অল্পমাত্রই; অধিকন্তু জলজ সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) মাতার প্রতি শ্রদ্ধাকারী সূত্র

১১৩৬.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদানকারী সত্ত্বগণের সংখ্যা অল্পমাত্রই; অধিকন্তু মাতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদান করে না এরূপ সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” ছষ্ঠ সূত্র।

(৭) পিতার প্রতি শ্রদ্ধাকারী সূত্র

১১৩৭.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। “হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩। “ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪। “এরূপেই, ভিক্ষুগণ! পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদানকারী সত্ত্বগণের সংখ্যা অল্পমাত্রই; অধিকন্তু পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদান করে না এরূপ সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’, এবং ‘ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়’।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” সপ্তম সূত্র।

(৮) শ্রমণ্য সূত্র

১১৩৮.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। “হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩। “ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪। “এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্রই সত্ত্বগণ শ্রমণ; অধিকন্তু বেশী সংখ্যক সত্ত্বগণই অশ্রমণ। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’, এবং ‘ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়’।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” অষ্টম সূত্র।

(৯) ব্রহ্মণ্য সূত্র

১১৩৮.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। “হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩। “ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪। “এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্রই সত্ত্বগণ ব্রাহ্মণ; অধিকন্তু বেশী সংখ্যক সত্ত্বগণই অব্রাহ্মণ। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’, এবং ‘ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়’।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” নবম সূত্র।

(১০) সম্মান প্রদর্শনকারী সূত্র

১১৪০.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। “হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩। “ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪। “এরূপেই, ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা কুলে জেষ্ঠ্যদের সম্মান প্রদর্শন করে; অধিকন্তুজেষ্ঠ্যদের সম্মান প্রদর্শন করে না এমন সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দশম সূত্র।

১ম আমকধঞ্ঞ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

অন্যত্র, প্রত্যন্ত, প্রজ্ঞা আর সুরামৈরেয় ও জল,
মাতা-পিতা সূত্র, শ্রমণ-ব্রহ্মণ্য আর সম্মান প্রদর্শন;
দশ সূত্র যোগে আমক ধঞ্ঞ বর্গ সমাপন॥

৮. দ্বিতীয় আমকধঞ্ঞ পেয়্যাল বর্গ

(১) প্রাণী হত্যা সূত্র

১১৪১.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা প্রাণী হত্যা হতে বিরত; অধিকন্তু প্রাণী হত্যাকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

(২) অদত্ত গ্রহণ সূত্র

১১৪২.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা অদত্ত গ্রহণ হতে বিরত; অধিকন্তু অদত্ত গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) মিথ্যা কামাচার সূত্র

১১৪৩.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা মিথ্যা কামাচার হতে বিরত; অধিকন্তু মিথ্যা কামাচারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(৪) মিথ্যা কথা সূত্র

১১৪৪.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত; অধিকন্তু মিথ্যা ভাষী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) পিশুন সূত্র

১১৪৫.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা পিশুন বাক্য ভাষণ হতে বিরত; অধিকন্তু পিশুন বাক্য ভাষী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) পৌরুষ বাক্য সূত্র

১১৪৬.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা **পৌরুষ বাক্য** ভাষণ হতে বিরত; অধিকন্তু **পৌরুষ বাক্য** ভাষী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) সম্প্রলাপ সূত্র

১১৪৭.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা **সম্প্রলাপ বাক্য** ভাষণ হতে বিরত; অধিকন্তু **সম্প্রলাপ বাক্য** ভাষী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরোধকর উপায়’।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” সপ্তম সূত্র।

(৮) বীজগ্রাম সূত্র

১১৪৮.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। “হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩। “ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪। “এরূপেই, ভিক্ষুগণ! সেই সকল সত্ত্বগণ অল্পমাত্রই যারা বীজসমূহ নষ্ট করা হতে বিরত; অধিকন্তু বীজসমূহ নষ্টকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’, এবং ‘ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়’।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” অষ্টম সূত্র।

(৯) বিকাল ভোজন সূত্র

১১৪৯.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। “হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩। “ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪। “এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই বিকাল ভোজন করা হতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিরত; অধিকন্তু বিকাল ভোজনকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

(১০) সুগন্ধ-লেপন সূত্র

১১৫০.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই মালা, সুগন্ধিদ্রব্য বিলেপন, ধারণ, মন্ডন ও বিভূষণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু মালা, সুগন্ধিদ্রব্য বিলেপন, ধারণ, মন্ডন ও বিভূষণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দশম সূত্র।

২য় আমকধঞ্ঞ বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

প্রাণীহত্যা, অদত্ত ও মিথ্যা কামাচার,
মিথ্যা কথা, পিশুন, ফরুস সূত্রের সমাহার;
সম্প্রলঅপ, বীজগাম ও বিকাল ভোজন সূত্র,
গন্ধ-বিলেপন সূত্র যোগে বর্গ দশে সমাপ্ত॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৯. তৃতীয় আমকধঞ্ঞ পেয্যাল বর্গ

(১) নৃত্য-গীত সূত্র

১১৫১.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই নৃত্য-গীত, বাদ্য ও ব্যঙ্গদৃশ্যাদি দর্শন করা হতে বিরত; অধিকন্তু নৃত্য-গীত, বাদ্য ও ব্যঙ্গদৃশ্যাদি দর্শনকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

(২) উচু আসন সূত্র

১১৫২.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই উচু আসন-মহার্ঘ শয্যা ব্যবহার করা হতে বিরত; অধিকন্তু উচু আসন-মহার্ঘ শয্যা ব্যবহারকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) স্বর্ণ-রৌপ্য সূত্র

১১৫৩.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। “হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩। “ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪। “এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবহার করা হতে বিরত; অধিকন্তু স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যবহারকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’, এবং ‘ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়’।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” তৃতীয় সূত্র।

(৪) আমকধঞ্ঞ সূত্র

১১৫৪.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। “হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?”

৩। “ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।”

৪। “এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই আমন ধান (অরন্ধিত) গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু আমন ধান (অরন্ধিত) গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি?

Visit: http://www.buddhistdownload.com

যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) কাঁচা মাংস সূত্র

১১৫৫.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই কাঁচা মাংস গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু কাঁচা মাংস গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

(৬) কুমারী সূত্র

১১৫৬.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই কুমারী স্ত্রী গ্রহণ করা হতে

Visit: http://www.buddhistdownload.com

বিরত; অধিকন্তু কুমারী স্ত্রী গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭) দাস-দাসী সূত্র

১১৫৭.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই দাস-দাসী গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু দাস-দাসী গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" সপ্তম সূত্র।

(৮) ছাগল সূত্র

১১৫৮.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই ছাগল গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু ছাগল গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" অষ্টম সূত্র।

(৯) শুকর-মুরগী সূত্র

১১৫৯.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই **শুকর-মুরগী** গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু **শুকর-মুরগী** গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

(১০) হাতী-ঘোড়া-গরু সূত্র

১১৬০.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও

Visit: http://www.buddhistdownload.com

হয় না।”

৪। “এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই **হাতী-ঘোড়া-গরু** গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু **হাতী-ঘোড়া-গরু** গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- ‘ইহা দুঃখ’ ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধ’, এবং ‘ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়’।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! ‘ইহা দুঃখ’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, ‘ইহা দুঃখ সমুদয়’, ‘ইহা দুঃখের নিরোধ’, ‘ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়’– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।” দশম সূত্র।

৩য় আমকধঞ্ঞ পেয্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

নৃত্য, শয়ন, স্বর্ণ আর ধান, মাংস, কুমারী;
দাস, ছাগল, শুকর ও হাতী সূত্রে বর্গ উক্ত॥

Visit: http://www.buddhistdownload.com

১০. চতুর্থ আমকধঞ্ঞ পেয্যাল বর্গ

(১) ক্ষেত্রাদি সূত্র

১১৬১.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই ক্ষেত্রাদি গ্রহণ করা হতে বিরত; অধিকন্তু ক্ষেত্রাদি গ্রহণকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

(২) ক্রয়-বিক্রয় সূত্র

১১৬২.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই ক্রয়-বিক্রয় করা হতে বিরত; অধিকন্তু ক্রয়-বিক্রয়কারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ

Visit: http://www.buddhistdownload.com

নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) দূত সূত্র

১১৬৩.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই দূত বা সংবাদবাহকের কার্য করা হতে বিরত; অধিকন্তু দূত বা সংবাদবাহকের কার্য সম্পাদনকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

(৪) তুলাকূট সূত্র

১১৬৪.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই কপটতা (তুলাকূট), প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাতকতা করা হতে বিরত; অধিকন্তু কপটতা (তুলাকূট), প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাস ঘাতকতাকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়',

Visit: http://www.buddhistdownload.com

'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চতুর্থ সূত্র।

(৫) উৎকোচ সূত্র

১১৬৫.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই উৎকোচ গ্রহণ, অপরকে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা করা হতে বিরত; অধিকন্তু উৎকোচ গ্রহণ, অপরকে প্রবঞ্চনা ও প্রতারণাকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পঞ্চম সূত্র।

(৬-১১) ছেদনাদি সূত্র

১১৬৬-৭১.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই ছেদন, বধ, বন্ধন, রাহাজানি,

Visit: http://www.buddhistdownload.com

দিবালোকে ডাকাতি এবং দুষ্কার্যকরণ হতে বিরত; অধিকন্তু ছেদন, বধ, বন্ধন, রাহাজানি, দিবালোকে ডাকাতি এবং দুষ্কার্যকারী সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" একাদশ সূত্র।

৪র্থ আমকধঞ্ঞ পেয্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

ক্ষেত্র, ক্রয়, দূত ও তুলাকূট সূত্র চার,
উৎকোচ, ছেদন, বধ, বন্ধন সূত্র আর;
রাহাজানি, দিবালোকে ডাকাতি এবং দুষ্কার্যকরণ,
একাদশ সূত্র যোগে বর্গ সমাপন॥

১১. পঞ্চগতি পেয্যাল বর্গ

(১) মনুষ্যচ্যুতি নরক সূত্র

১১৭২.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ মনুষ্যলোকে জন্ম ধারণ করছে; অধিকন্তু মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে নরকে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" প্রথম সূত্র।

(২) মনুষ্যচ্যুতি তির্যক সূত্র

১১৭৩.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ মনুষ্যলোকে জন্ম ধারণ করছে; অধিকন্তু মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে তির্যককুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দ্বিতীয় সূত্র।

(৩) মনুষ্যচ্যুতি প্রেত সূত্র

১১৭৪.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ মনুষ্যলোকে জন্ম ধারণ করছে; অধিকন্তু মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" তৃতীয় সূত্র।

(৪-৫-৬) মনুষ্যচ্যুতি দেব-নরকাদি সূত্র

১১৭৫-৭৭.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্ম ধারণ করছে; অধিকন্তু মনুষ্যলোক হতে চ্যুত হয়ে নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" ষষ্ঠ সূত্র।

(৭-৯) দেবচ্যুতি নরকাদি সূত্র

১১৭৮-৮০.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

Visit: http://www.buddhistdownload.com

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ দেবলোকে জন্ম ধারণ করছে; অধিকন্তু দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" নবম সূত্র।

(১০-১২) দেবমনুষ্য নরকাদি সূত্র

১১৮১-৮৩.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্ম ধারণ করছে; অধিকন্তু দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" দ্বাদশ সূত্র।

(১৩-১৫) নরকমনুষ্য নরকাদি সূত্র

১১৮৪-৮৬.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি

Visit: http://www.buddhistdownload.com

অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই নরক হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্ম ধারণ করছে; অধিকন্তু নরক হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" পনেরতম সূত্র।

(১৬-১৮) নরক-দেব নরকাদি সূত্র

১১৮৭-৮৯.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই নরক হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্ম ধারণ করছে; অধিকন্তু নরক হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" আঠারতম সূত্র।

(১৯-২১) তির্যক-মনুষ্য নরকাদি সূত্র

১১৯০-৯২.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

Visit: http://www.buddhistdownload.com

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই তির্যককুল হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্য লোকে জন্ম ধারণ করছে; অধিকন্তু তির্যককুল হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" একুশতম সূত্র।

(২২-২৪) তির্যক-দেব নরকাদি সূত্র

১১৯৩-৯৫.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই তির্যককুল হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্ম ধারণ করছে; অধিকন্তু তির্যককুল হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" চব্বিশতম সূত্র।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

(২৫-২৭) প্রেত-মনুষ্য নরকাদি সূত্র

১১৯৬-৯৮.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন−

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই প্রেতকুল হতে চ্যুত হয়ে মনুষ্যলোকে জন্ম ধারণ করছে; অধিকন্তু প্রেতকুল হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ নরকে, তির্যককুলে এবং প্রেতকুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'− এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'− এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" সাতাশতম সূত্র।

(২৮-২৯) প্রেত-দেব নরকাদি সূত্র

১১৯৯-১২০০.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন−

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই প্রেতকুল হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্ম ধারণ করছে; অধিকন্তু প্রেতকুল হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ নরকে, এবং তির্যককুলে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'− এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের

Visit: http://www.buddhistdownload.com

প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।" উনত্রিশতম সূত্র।

(৩০) প্রেত-দেব প্রেতাদি সূত্র

১২০১.১। অতঃপর ভগবান সামান্য পরিমাণে নখাগ্রে ময়লা নিয়ে ভিক্ষুদের সম্বোধন করে বললেন–

২। "হে ভিক্ষুগণ! আমার নখাগ্রের এই ময়লা অধিক নাকি এই মহাপৃথিবী অধিক বলে মনে কর?"

৩। "ভন্তে! মহাপৃথিবী-ই বিশাল, আর ভগবানের নখাগ্রের ময়লা অতি অল্পমাত্র। মহাপৃথিবীর তুলনায় নখাগ্রের ময়লা গণনার মধ্যেও পড়ে না, পরস্পর তুলনীয়ও নয় এবং সেই নখাগ্রের ময়লা মহাপৃথিবীর ষোল ভাগের এক ভাগও হয় না।"

৪। "এরূপেই, ভিক্ষুগণ! অল্পমাত্র সত্ত্বগণই প্রেতকুল হতে চ্যুত হয়ে দেবলোকে জন্ম ধারণ করছে; অধিকন্তু প্রেতকুল হতে চ্যুত হয়ে পুনঃ প্রেতলোকে উৎপন্নশীল সত্ত্বগণের সংখ্যাই বেশী। তার কারণ কি? চারি আর্যসত্য অদর্শনই তার কারণ। সেই চারি কি কি? যথা- 'ইহা দুঃখ' 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখ নিরোধ', এবং 'ইহা দুঃখ নিরোধকর উপায়'।

৫। তদ্ধেতু ভিক্ষুগণ! 'ইহা দুঃখ'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত, 'ইহা দুঃখ সমুদয়', 'ইহা দুঃখের নিরোধ', 'ইহা দুঃখ নিরোধের প্রতিপদা বা উপায়'– এরূপে অবগত হওয়ার জন্য তোমাদের প্রচেষ্টা করা উচিত।"

ভগবান এরূপ বললে উপস্থিত ভিক্ষুগণ ভগবানের ভাষণ আনন্দচিত্তে গ্রহণ করলেন। ত্রিশতম সূত্র।

পঞ্চগতি পেয্যাল বর্গ সমাপ্ত।

তস্সুদ্দানং– সূত্রসূচী

মনুষ্য হতে চ্যুত ছ'টি, দেব-নরক হতেও চ্যুত,
তির্যক, প্রেতলোক হতে চ্যুত, সর্বশুদ্ধ ত্রিশটি;
ত্রিশ সূত্রে গতি বর্গ হল সম্পাদিত॥

সত্য সংযুক্ত সমাপ্ত।

মহাবর্গ পঞ্চম সমাপ্ত।

Visit: http://www.buddhistdownload.com

"মার্গ, বোধ্যঙ্গ, স্মৃতিপ্রস্থান আর ইন্দ্রিয় সংযুক্ত,
সম্যক প্রধান, বল, ঋদ্ধিপাদ ও অনুরুদ্ধ অষ্ট উক্ত;
ধ্যান, আনাপান, স্রোতাপত্তি ও সত্য সংযুক্তে মহাবর্গ সমাপ্ত।"

****মহাবর্গ সমাপ্ত****

*******সাধু-সাধু-সাধু*******

Visit: http://www.buddhistdownload.com